

সত্তর দশকের একাংক

[চোদ্দটি একাংক নাটক-সংকলন]

সম্পাদনা
বোয়ানা বিশ্বনাথম্

নির্মল বুক এজেন্সী ॥ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৭০

প্রকাশিকা :

আর. দেবী

‘আনন্দলোক’

৬ মদন মিত্র লেন

কলিকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রাকর :

এম. ঘোষ

প্রসাদ প্রিন্টার্স

৪১ শংকর ঘোষ লেন

কলিকাতা-৭০০০০৬

**‘নবান্ন’ নাটকের রচয়িতা
সংগ্রামী নাট্যকার ও দক্ষ নট
বিজন ভট্টাচার্য স্মরণে**

বোম্বানা বিশ্বনাথমের গ্রন্থাবলী

নাটক

প্রতিবাদের একাংক
সত্তর দশকের একাংক
তুমি আমার ক্যুনিষ্ট করেছ
দৃশ্যের দর্পণে/চ্যাম্পমন্ত্রী (২য় সং)
অতল সীমান্ত
নাম রেখেছি ঝাঁটা
অগ্নিদীক্ষা
সার্কাসের বাঘ/অঘেবণ
আজকের ডাক
নাটিকা
সূচনা

গল্পসংগ্রহ

কুণ্ডলচন্দ্রের গল্প
এখন যে হাওয়া বইছে
জিহ্বা
হৃদয়
হিন্দী গল্পসংকলন
উর্দু গল্পসংকলন
কেরালার গল্পগুচ্ছ
অন্ধ্রের গল্পগুচ্ছ
একসূত্রে গাঁথা
প্রতিবেশিনী
ভারতীয় গল্পসংকলন
আধুনিক ভারতের গল্প সংকলন
লোককথা

আমার দেশের লোককথা
ভারতের রূপকথা (১ম খণ্ড)
ভারতের রূপকথা (২য় খণ্ড)

কবিতা

ভিন্ প্রদেশী কবিতা
বাতিল কবিতা
আধুনিক ভারতের কবিতা সংকলন
কবিতা
বিকৃত ভালবাসা

উপভাস

কল্যাণমল
উজ্জ্বল আগামী
আকর্ষণ
তিন মূর্তি
মাটির রঙ কালো
ঝাড়লগ্নন
নারায়ণ রাও
কেরল সিংহম্
চিংড়ি
দেবদাসী
আত্মপালী
সম্ভারাগ
নায়িকার নাম গীতা
ইন্দুমতী
অশ্রুত এক রাগিনী
জেলেনী
রমণী
নায়িকার নাম রীতা
অগ্নিকন্যা
নায়িকা
স্বরের সানাই বাজুক
জানা-এজানা
কাস্তম্
মদলা
দক্ষিণাবর্তের রাণী
শুধু প্রেম
একটি প্রেমের কাহিনী
কিশোর উপভাস
বাড়ি-পালিয়ে
বিজ্ঞান
চাঁদ আমার ডাক দিয়েছে
সঙ্গীত
বিদ্রোহী কবি স্বক্যারাগ
পার্বপ্রাচীর সঙ্গীত সংগ্রহ

ভূমিকার পরিবর্তে

প্রচলিত রীতি অনুসারে এত বড় একটি সংকলনে অনেক পাতা জুড়ে ভূমিকা থাকে। কিন্তু বাঙলা দেশে নাটকের বই মূলত অভিনয় করার জন্তই কেনা হয়, শুধু পড়ার জন্ত নয়। দর্শকরা অভিনয় দেখে নাটকের বিচার করেন। বাংলা নাটক পরিচালকদের ভূমিকা পড়িয়ে প্রভাবিত করা যায় না। তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নাটক পরিচালনা করে থাকেন। প্রধানত এই দুটি কারণে সংকলনের প্রত্যেকটি একাংকের আলোচনা করা থেকে বিরত রইলাম।

ছ জন বিখ্যাত ও অখ্যাত নাট্যকারদের রচিত একাংক সংকলন ‘প্রতিবাদের একাংক’ গত বছর আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংকলনের সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। কয়েক মাসের মধ্যেই ‘প্রতিবাদের একাংক’ সংকলনটি বিক্রি হয়ে যাওয়ায় অনুপ্রাণিত হয়ে ‘সত্তর দশকের একাংক’ সংকলনটি প্রকাশ করার ভরসা পেয়েছি। এর প্রত্যেকটি একাংকই জীবনধর্মী।

‘সত্তর দশকের একাংক’ সংকলনে স্থান পেয়েছে চোদ্দো জন দক্ষ নাট্যকারের চোদ্দোটি পরিণত একাংক নাটক। এর মধ্যে বারোটি একাংক এই প্রথম ছাপা হল। সংকলন প্রকাশের কাজ ত্বরান্বিত করতে সংকলনে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক নাট্যকারের যে সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি তার জন্ত তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা একাংক নাটকের পাণ্ডুলিপি, বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়ে যদি সাহায্য না করতেন তাহলে সংকলনটি প্রকাশিত হতে আরও সময় লাগত।

এই সংকলন প্রকাশের কাজে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সক্রিয় ভাবে সহযোগিতা করেছেন বিখ্যাত নাট্যকার শ্রীমান

বন্যোপাধ্যায়। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া শ্রীমুন্সীতিকুমার
মুখোপাধ্যায়, শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোপালচন্দ্র আদক ও
শ্রীমলয় পালের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য পেয়েছি। এঁদের
কাছে কৃতজ্ঞতা জানালে এঁরা আমার উপর রেগে যাবেন।

পরিশেষে, এই বিরাট আয়তনের একাংক সংকলনটি প্রকাশ
করে নির্মল বুক এজেন্সীর কর্ণধার শ্রীনির্মলকুমার সাহা নাট্য-
কর্মীদের যে উপকার করেছেন তার জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা
জানানোর ভাষা আমার নেই।

৫৫ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচী

- এক • উনপঞ্চাশের সেল / রবীন্দ্র ভট্টাচার্য / ৯
- দুই • উত্তর মেলে না / বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় / ৩৩
- তিন • হারানোর নাতজামাই / অরুণ মুখোপাধ্যায় / ৫৮
- চার • রাত্রির তপস্বী / অমল রায় / ৯০
- পাঁচ • দেশটা যখন কারাগার / অমলেন্দু চক্রবর্তী / ১১৮
- ছয় • ঢাকের বাতি / অসীম মৈত্র / ১৪১
- সাত • পুরুষানুক্রম / অনুপম দত্ত / ১৭৮
- আট • কার্জন পার্ক সান্দ্রী / বোম্মানা বিশ্বনাথম্ / ২০৯
- নয় • যে হাওয়া বয়ে গেছে / পাঁচু স্বর্ণকার / ২৩৭
- দশ • নিহত শতাব্দী / গৌতম রায় / ২৫৬
- এগারো • ক্রান্তি পদযাত্রা / শ্যামলতনু দাশগুপ্ত / ২৭৯
- বারো • অন্ধ তামস / সঞ্জয় গুহঠাকুরতা / ৩০৫
- তেরো • ভাঁড় / সুরজিৎ দত্ত / ৩৩২
- চোদ্দো • ব্ল্যাক মার্কেট / সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য / ৩৬৪

উনপঞ্চাশের সেন রবীন্দ্র ভট্টাচার্য

অনানী নাট্যসংস্থার দ্বারা এই নাটকে অংশ গ্রহণ করেছে—

উনপঞ্চাশের ঞ—	তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
উনপঞ্চাশের স—	গোরাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়
” চ রাজা—	আলোক মুখোপাধ্যায়
” ল মন্ত্রী—	দেবব্রত রায়
” ৭ মন্ত্রী—	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
” রক্ষী—	মনোহর বন্দ্যোপাধ্যায়
” হাবিলদার পুলিশ—	স্বশান্ত হালদার
” জেলর—	অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

[পর্দা তখনও ওঠেনি । দর্শকের আলো নিভে গেছে । দর্শকের পেছনে একটা গোলমাল । “চোর চোর” চিৎকার শোনা যায় । একটা স্পট দর্শকের সামনে রাখা আছে, সেই স্পটের দ্বারা পেছনদিক আলোকিত হয় । দেখা যায় একজন পুলিশ তাড়া করছে দুজন করেদীকে । একজনের হাতে একটা পুঁটলী । সে ঐ পুঁটলীটা নিয়ে পর্দার ভেতর চালান করে দেয় । দুজনে মঞ্চে উঠে পর্দার সামনে দাঁড়ায় । পুলিশ গালাগাল করতে করতে মঞ্চের তলার দাঁড়িয়ে কথা বলে ।]

পুলিশ ॥ শালা বদমাশ কাঁহেকা । ভিতরমে তি চোরী করনে লগা । শালা তুমকো হাম মার ডালেগা । এই শালা তুমহার ক্যা নাম আছে ? করেদী । আজ্ঞে হাবিলদার সাহেব উনপঞ্চাশের—

পুলিশ । তোমকো সবকোইকা নামমে তো উনপকাশ হার । উ ছোড়কে
আসলী নাম বাঙাও ।

কয়েদী । আজ্ঞে উনপকাশের ঞ ।

পুলিশ । আওর তুমহারী ?

কয়েদী । উনপকাশের—

পুলিশ । কিন উনপকাশ লাগা দিয়া । মার শালেকো—মার শালে চোরকো ।

[পুলিশ মকের ওপর লাঠি ঠুকতে থাকে । এরা দুজন
লাকাতে থাকে । লাঠি একটাও গারে না পড়লেও
দুজনে চিৎকার করতে থাকে—ওগো বাবাগো, গেলাম
গো, ওগো বাবাগো, শেষ হলাম গো । ওগো, কে
কোথায় আছ, বাঁচাও গো ।]

হ্যাঁ আভি বাতা শালা তোম লোগ কেয়া চুরী করকে লে আয়া ! নেহি-
নেহি, আভি বাতা তুহার নাম কেয়া ।

কয়েদী । আমার নাম উন—

পুলিশ । কিন !

কয়েদী । আর বলগো নাই বাবা । আমার নাম দস্ত স ।

পুলিশ । দস্ত—অ—নেহি স বলনেলে হোগা ।

ঞ । কেমন করে হবে হাবিলদার জী । স যে তিনটে আছে ।

পুলিশ । একই নামমে তিনটে আদমী ? কেয়া জুয়াচুরী কিয়া বোল !

স । মা কালীর দিব্যি । জোচ্চুরী নয় হাবিলদারজী ! একটা তালেবর শ,
একটা দস্ত স আর একটা পেটকাটা ব । তা আমি পেটকাটা হতে
পারবনা ।

ঞ । হ্যাঁ ও পেটকাটা ব হতে চায় না । মানে ব এ তো বাঁড় ।

পুলিশ । বাঁড় ।

স । হ্যাঁগো তোমার মত ।

পুলিশ । কোয়া ?

ঞ । মানে আমাদের বাংলার ঐ রকম করেই বোঝান হয় । কিরে
উনপকাশের দস্ত স বল না ছড়াওলো ।

স। (লাকিয়ে লাকিয়ে নাচতে নাচতে ছড়া বলে) অ অজগর আলছে
তেড়ে।

এ। (নাচতে নাচতে) আ এ আষটি খাব পেড়ে।

পুলিশ। বাহবা! বাহবা!!

স। ইদুরছানা ভরে মরে!

পুলিশ। চুহা?

এ। ঈগলছানা পাছে ধরে!

পুলিশ। এ্যাই—এ্যাই—শালা পাকড়নে কো বাত ক্যা কথা!

স। এই দেখ, পাকড়ানোর কথা কেন বলব?

পুলিশ। চোরী কো মাল কাঁহা গয়া?

এ। চুরী আমরা করিনি হাবিলদার জী।

পুলিশ। তো কামিজকে নীচে কেয়া থা।

স। কিছু নয়—কিছু নয়! আমরা কি কিছু রাখতে পারি জী?

পুলিশ। তু লোগকো সার্চ করনে হোগা।

[পুলিশ এগিয়ে গিয়ে মঞ্চে উঠতে থাকে।]

এ। এই মরেছে। আবার বুঝি ল্যাংটো করাবে।

স। দেখ হাবিলদারজী সব সময় কাপড় জামা খুলকে হামলোগকো কাহে
বেইজ্জত করতা ভাই।

এ। একবার ভেবে দেখুন দাদা। মানে হাবিলদারজী।

পুলিশ। বেইজ্জত। তুহার কো। (উচ্চহাসি) শালে চোরোকো শরম লগ
গয়া। ক্যা তাজ্জব! ক্যা তাজ্জব কী বাত! ইধার আ—জলদী আ—
তুরন্ত আ।

[ছুজনে আসে। পুলিশ সার্চ করে।]

লেকিন বৈ তো আপনে আঁখোসে দেখা কুছ লে আতে থে।

এ। বোধহয় ক, খ, গ, ঘ কেউ হবে।

পুলিশ। আঁ!

স। কিংবা চ, ছ, জ, ঝ কেউ হতে পারে।

পুলিশ। শালা হজ্জং চালাবে চোরী করবে। আওর বুটা ভি বলবে।

উমপকাশের সেন

শালা বদমাস! শালা চোর—পাগলা কাঁহিকা! ইধার আকে তি
চোরী করনে লগা, শালা বদমাস!

[পুলিশ এলোপাখাড়ি আঘাত করে চলে যায়। ঞ
এং স ওঠে। দুজনে পাগলের মত হাসে। ঞ হাসে,
স তার সঙ্গে হাসতে থাকে।]

ঞ॥ আসল ব্যাপার কি জানেন!

স॥ আমরা সত্যিই চুরি করেছি।

ঞ॥ তাত আপনারা দেখেইছেন।

স॥ ঐ যে পুঁটলিটা সমীর—।

ঞ॥ (স'র মুখ চেপে ধরে) আমাদের নাম এখন 'ঞ' আর 'স'। কেন
জানেন? সত্যিকারের নামটা মারের চোটে ভুলে গেছি। বিশ্বাস
হচ্ছে না? ভাবছেন ভদ্রলোকের ছেলেরা বলে কি? এই দেখুন—
দেখা নারে দস্ত স।

[দুজনে পিঠের জামা তুলে দেখায়। কতবিক্ত
পিঠ।]

স॥ আরও আছে। দেখাতে পারব না। সেক্সর আটকে দেবে।

ঞ॥ তাছাড়া আপনারা সবাই জানেন। কি অত্যাচার হয়! কেমন
হয়—! কেমন করে আমাদের শেব হতে হয় সবই আপনারা জানেন।

স॥ তা এই মারের চোটে আমাদের নাম ভুলিয়ে দিয়েছে।

ঞ॥ বাপের নামও।

স॥ ই্যা!

ঞ॥ এখন আমরা উনপকাশের দলে। মানে পাগলা গারদে। জেলের
পাগলদের দলে। আমরা সবাই এখন পাগল।

স॥ কেউ বলে উনপকাশের নাম বলতেই হবে।

ঞ॥ আবার কেউ বলে উনপকাশ নেহি বোলনা হোগা।

স॥ দেখলেন তো হাবিলদারজীর মতামত।

ঞ॥ হাবিলদারজী কিন্তু আমাদের মারে নি।

স॥ মানে ওরা আমাদের মারতে ভয় পায়।

এ। আমরা কামড়ে আঁচড়ে দিই তো।

স। অনেক সময় শেষ করবার জন্তে গলা টিপেও ধরি।

দুজন। আমরা যে উনপঞ্চাশের শিবিরে।

এ। তবে ঐরকম বাবাগো মাগো করতেই হবে।

স। যখন সত্যি মার খেতাম তখন কোন কথা মুখ দিয়ে বেরোত না।

এ। ওরা কোন স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারত না।

স। যখন কিছুতেই বণে আনতে পারল না বা মরেও গেলাম না

তখন—

এ। আমাদের এই শিবিরে পুরল। আমরা হলাম পাগল।

দুজন। এখন আমরা উনপঞ্চাশ।

স। আমরা ঐ পুঁটলিটার মধ্যে পোষাক নিয়ে এসেছি।

এ। হাবিলদারজীদের রামলীলা হয় রাতে। পোষাক চুরী করে নিয়ে এসেছি।

স। কি করব বলুন। আমাদের রাজার পোষাক নেই।

এ। আমরা রাজা নির্বাচন করেছি। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক মতে।

স। সিক্রেট ব্যালটে।

এ। অবশ্য কেউ কেউ বলছে আমরা নাকি রিগিং করে রাজা করেছি।

স। কু-লোকের কু-অভ্যাস। জনগণের ভোটে রাজা করলাম তাও নাকি ভাল।

এ। যে যা বলে বলুক। আমরা বলেছি সমাজতন্ত্র আনবই। গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করবই।

স। তার জন্তেই রিগিংই বলুন আর গুণামতীই বলুন বাহোক করে রাজা নির্বাচিত করেছি। একেবারে modern secret ব্যালটে।

এ। এতক্ষেণে রাজা নিশ্চয়ই পোষাক পরে ফেলেছে।

স। তিনি বোধহয় রাজসভায় আসছেন।

এ। কেন?

দুজন। সমাজতন্ত্র আনতে।

স। কেন?

উনপঞ্চাশের সেল

হুজুদ ॥ গণতন্ত্রের গ্যাডাকল সন্ন্যাসে ।

[একটা শিঙার আওয়াজ বা ব্যাণ্ডের শব্দ শুনে
পাওয়া যায় ।]

এ ॥ ঐ বাঁশি বেজেছে ।

স ॥ রাজা আসছেন ।

এ ॥ এখনই বিচার হবে ।

হুজুদ ॥ সমাজতন্ত্রের জন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে মানুষের ভোটে
নির্বাচিত উনপঞ্চাশের মূল্যে রাজা ঢ-এশ্বর র (ঢ) বিচার সভা
অলংকৃত করতে আসছেন ।

[নকীব যেমন করে হাঁকে তেমনি করে হুজুদে জর
করে বলে যায় । এই সময় পর্দা খোলে । একটা
মোটামুটি সিংহাসন । পেছনের পর্দায় একটা জেলের
দরজা ঝাঁক । সেখানে দুটো রাইফেলের Symbol
এবং রাইফেল দুটোতে মালা দেওয়া । রাজা
মারাত্মক রকমের বিনয়ী । সব সময় হাসি মুখে
কথা বলে । প্রত্যেককে নমস্কার জানায় । একটা
বিদ্যুটে হাসি হাসে । রাজার সঙ্গে প্রবেশ করে
উনপঞ্চাশের ল । ল সব সময় কথার মধ্যে ল-এর যোগ
রাখে । অর্থাৎ কথা বলে বাচ্চা ছেলের মত আধো
আধো । রাজা প্রবেশ করল । রাজার হাতে একটা
আরতি করার ঘট । সেটা বাজাতে বাজাতে ঢুকল
মন্ত্রী অর্থাৎ ল-এর হাতে একটা কাল রঙের চামর ।
সেটা দিয়ে রাজার গায়ে বাতাস দিতে দিতে প্রবেশ
করে । সকলেরই কয়েদীর পোশাক । রাজার মাথায়
মুকুট, কোমরে জরীর কোমরবন্ধ, হাতে বাজুবন্ধ ইত্যাদি ।
মন্ত্রী ল-এর পোশাকও কয়েদীর, তার ওপর বতটা
পারবে জরীর পোশাক ইত্যাদি থাকবে । রাজার
দাড়ি থাকবে ।]

রাজা। কি সৌভাগ্য আমার! আমার বাপ রাজা ছিল। আমিও রাজা হলাম। আমার বাপকে আশনারা ভোট দিয়ে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন, আমাকেও আমার সেই সিংহাসনে বসালেন। এখনও (সিংহাসন তুঁকে নেয়) এখনও বাবার পাছার গন্ধ রয়েছে সিংহাসনে। জনগণ আমার ভালবাসার ধন, আমার ভাললাগার লগি। আপনাদের আমি সবসময়ে সেবা করতে চাই। সেবা পরম ধর্ম।

ঞ। তাই বুঝি গুণ্ডামী করে রাজা হলেন?

রাজা। ঠাঙ ধরে চিরে ফেলব।

মন্ত্রী। লাজামশাই ওলা বিলোধী পক্ষ। ওদেল বলতে য়িন। এটা লিয়ম।

রাজা। আঁতুরঘরের নিয়ম ফলাতে এসেছ। ওসব আমাকে দেখিও না।

ঠাঙারদের খবর দাও। তুলে নিয়ে থাক ব্যাটারের।

মন্ত্রী॥ লাজা চ। সারা পৃথিবীল মানুষেল কাছে মানইজ্জত লাখতে হলে কটা বিলোধী দলকাল। তা না হলে মান থাকে না।

রাজা। ওরে ব্যাটা মন্ত্রী ল ঐ কটা মিট ঠেড়িয়ে নিয়ে নিতে পারলি না?

মন্ত্রী। লাজা চ। ওই কটা তো ইচ্ছে কলেই ছেলে দেওয়া হয়েছে। অন্য দেশে মানইজ্জত লাখতে হবে তো।

রাজা। বুঝলাম। তাই বলে মুখের ওপর গুণ্ডা ফুণ্ডা বলবে! আমি কি গুণ্ডা! আমি কি—

ল। সিংহাসনের গন্ধ তুঁকছিস কি রিগিং না করেই।

রাজা। মন্ত্রী উনপঞ্চাশের ল। দৈর্ঘ্যের একটা সীমা আছে। আমার Power এর কথা ভুলে না যায়।

মন্ত্রী। ওলা মুখে আওলে যাবে। কালকেল সংবাদ পত্রে এসব খবল ঢাঙাও কলে দেওয়া হবে।

রাজা। মুখের কথা যদি কান্ধে করতে চায়।

মন্ত্রী। ধল থেকে মুণ্ডা আলামা হবে। ঠাঙ ধরে চিলে ফেলবে। সে কাজ তো গুলু হয়ে গেছে রাজা চ।

ঞ। জনাস্তিকে কথা না বলে চ ঢ্যাড়সটাকে জোরে নলের মুখে কথা বলতে বলরে শালা মন্ত্রী ল।

রাজা। আমাকে ঢ্যাড়ল বলছে। কাগজে এটা ফলাও করে ছাপবে।

আমার এত ক্ষমতা তবু ওদের টিপে মেয়ে ফেলবনা বলতে চাও
মন্ত্রী।

মন্ত্রী। গণতন্ত্র দেখাতে হবে না। ছমাজতন্ত্র পতিষ্টা কলতে আমরা
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

রাজা। বিরোধী বেন মনে রাখে আমি দেশ থেকে গরীব উচ্ছেদ করে
দেশের সম্পদে সকলকে সমান অধিকার দেব।

স। রাজা চ! এসব বুলি কপচে আর কি কোন লাভ হচ্ছে! দেশের
কোটি কোটি মানুষেরা এখন এসব বুলি মুখস্থ করে ফেলেছে।

ঞ। নতুন কিছু ছাড়ুন। নতুন ধারাপাত তৈরি হক।

রাজা। ঐট শালা উনপকাশের স। আরে ব্যাটা উনপকাশের ঞ বেরিয়ে
যা—দূর হ রাজসভা থেকে।

মন্ত্রী। লাজামশাই! বিলোধীদের অমল কলে বললে বদলায় হবে।
অমল কলে বলবেল না।

রাজা। এই ব্যাটা লএর বাচ্ছা! মুখ বুঁজে চুপটি করে বসে যা করতে বজব
করবি। ফ্যাচর ফ্যাচর করলে তোকেই গারদে পুরব।

ঞ। ক্ষমতার দস্তে নিজের হাত পা কাটতে শুরু করেছে আহম্মকটা।

রাজা। দয়া করে তাদের কটাকে নিয়েছি জানবি। বেশী বাড়ানাড়ি
করলে—

স। বিরোধীদের ঠেজিয়ে নিকেশ করবে রাজা?

রাজা। হুঁ দিলে উড়ে যাবি জানবি।

ঞ। বেশ আমরা বাইরে সংগঠিত করব জনশক্তিকে। এ স্বৈরতন্ত্রের
অবলান ঘটাবই।

রাজা। কটা বুলি দিয়ে আমার বুড়ো আঙুল করবি। চাই টাকা—
বুকলি কন্ কন্ কনাৎ।

স। টাকা দিয়ে মন কেনা যায় না চ ঢ্যাড়ল।

ঞ। টাকা দিয়ে বিবেক কেনা যায় না রে মর্কট।

স। চল, উনপকাশের ঞ। আমরা এ সভা পরিত্যাগ করি।

ক। চল উনপঞ্চাশের স। আমরা বাইরে থেকেই কাজ চালাবো।
চ'্যাড়ল রাজা চুলোয় বাক।

[স্লোগান দিতে দিতে ছুজনে চলে যায়। রাজা উঠে দ্রুত
পায়চারি করতে থাকে। তার পেছনে মন্ত্রী ল ঘুরতে
থাকে।]

রাজা। আমি চ'্যাড়ল। আমি অপদার্থ। কচুকাটা করব। মন্ত্রী।

মন্ত্রী। মহালাজ!

রাজা। উপায়—উপায় বল!

মন্ত্রী। ওদের ফিলিয়ে এনে বুঝিয়ে সুঝিয়ে—

রাজা। (চিংকার করে) মাটি নাও—এখুনি মাটি নাও।

মন্ত্রী। ভুল বলেছি।

রাজা। মাটি নিতে বলছি না।

মন্ত্রী। কষ্ট হবে লাজ। লাগবে লাজ।

রাজা। তখন থেকে বলছি মাটি নিতে।

[রাজা গলাধাক্কা দিয়ে মন্ত্রীকে মাটিতে ফেলে। পা
দিয়ে মাটি মাথার মত তাকে মাথতে থাকে। মন্ত্রী
চিংকার করে চলে।]

মন্ত্রী। মলে গেলাম—মলে গেলাম। লাজা মলে ফেলল। বাঁচাও—
বাঁচাও।

রাজা। এবার উপায় বল মন্ত্রী!

মন্ত্রী। হিটলাল হতে হবে!

রাজা। হিটলার আবার কেভা?

মন্ত্রী। হিটলাল একা সমস্ত পৃথিবীল ইহুদী শেষ কলতে ইহুদী লিখল যজ্ঞ
কলেছিল। সাল! পৃথিবী ধ্বংস কলতে—।

রাজা। মনে পড়েছে—মনে পড়েছে। হিটলার হচ্ছে সেই মহান পণ্ডিত
লোকটা যে বন্ধুদের চেষ্টার জর্যানীর লর্বসর্বা হল। সে সবচেয়ে আগে
বন্ধুদের গোপন ভাবে হত্যা করল।

মন্ত্রী । আমরা আপনাল আদেশ তনব লাজা মশাই । আমরা আপনাল
গোলাম হয়ে থাকব লাজা ।

রাজা । বেগড়বাই করেছে কি—

[আবার পা দিয়ে মাড়তে থাকে ।]

মন্ত্রী । মলে গেলাম—মলে গেলাম । লাজামশাই আমাকে মলে ফেলল ।

রাজা । মনে পড়েছে । হিটলার মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলে সবচেয়ে বেশী
দলাইয়লাই ।

মন্ত্রী । আমাদের লাজাল কি বুদ্ধি !

রাজা । হিটলার তৈরি করেছিল গেটাপো বাহিনী । রাজ্যের মধ্যে খুন
করিয়ে ঘোব দিত বিরোধীগুলোকে । ওঠ মন্ত্রী তড়াক করে লাকিয়ে
ওঠ ।

[মন্ত্রী তড়াক করে লাকিয়ে ওঠে ।]

মন্ত্রী । (নাচতে নাচতে) লাইকষ্টাঙ্গে আগুন দিল হিতলাল । ঘোব
পলল কমুনিষ্টেল ।

রাজা । মন্ত্রী চারদিকে বলে দাও সমাজতন্ত্র চাই—আমাদের রাজা সমাজতন্ত্র
প্রতিষ্ঠা করতে বন্ধপরিবর ।

মন্ত্রী । (চিংকার করে দর্শকের সামনে বলতে থাকে) ছমাজতন্ত্র চাই ।
আমাদের লাজা ছমাজতন্ত্রের ছেবক ।

[নেপথ্যে মাইকে কোরাস শোনা যায়—“রাজা চ
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন । সমাজতন্ত্র চাই-ই-চাই ।
বিরোধীরা হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার !”]

রাজা । মন্ত্রী, দেশে কটা দল ?

মন্ত্রী । বড় কমুনিষ্ট, মেজ কমুনিষ্ট, ছোট কমুনিষ্ট, বল বিপ্লবী, আধা বিপ্লবী,
ছোট বিপ্লবী । মাহুদদল, অমাহুদদল, বনমাহুদদল । জনমানব পহী,
লোকমানবপহী, হিংসাতন্ত্রী, অহিংসাপহী, বুদ্ধপহী ।

রাজা । আরও আছে ?

মন্ত্রী । হুমকীপহী অহিংস দল, লেঠেলপহী অহিংস দল আল—

রাজা । ছোটদের ফুঁদিলেই চলবে । তাহলে চোফটি রাজনৈতিক দল ।

এর মধ্যে একটা ঘাটের বড়াকে বেছে নিয়ে গোটাপো দিয়ে, খুঁড়ি ঠেঙারে বাহিনী দিয়ে খুন করাও ।

মন্ত্রী ॥ কাকে কলব লাজা ঢ় ?

রাজা ॥ বাকে সব দল ভালবাসে । যে আমার বাপকে সিংহাসনে বসাতে সাহায্য করেছিল । যে শালা পরে উলটো গাওনা গাইছে ।

মন্ত্রী ॥ একাত্তলেল অবন্তী বোস আছে ।

রাজা ॥ নেতাজী দলের বোস বুড়ো ।

মন্ত্রী ॥ ঠিক তাই লাজা ।

রাজা ॥ সাবড়ে দাঁও ব্যাটাকে । প্রচার করে দাঁও বিরোধীরা খুন করেছে অশীতি-
পর বৃদ্ধকে । ধরে নিয়ে এস ঞ টাকে । দেখবে দেশের জনগণ হাততালি
দিচ্ছে । কটা কাগজওলাকে কয়েক কোটি দিয়ে উলটো পুরাণ চালাও ।

মন্ত্রী ॥ সব কাগজে তো সংবাদটী—।

রাজা ॥ যে কাগজ মানবে না তাদের প্রেস লুঠ করে দাঁও । আমাদের অল্পগত
কাগজকে দিয়ে বলাও জনগণ খেপচুরিয়াস হয়ে কাগজলুঠ করেছে ।

মন্ত্রী ॥ কাগজ বাঁচাতে সব কাগজওলা আমাদের কথা বলবেই বলবে ।

রাজা ॥ তবু যদি কোন শালা বিটলেমী করে !

মন্ত্রী ॥ তাহলে তো গগুগোল হবে লাজা ?

রাজা ॥ কাজ সারগে যাও । অহিংসমন্ত্রীকে পাঠিয়ে দাঁও !

মন্ত্রী ॥ লাজা আমাদেরল মহান । লাজার জয় হক । লাজা দীর্ঘজীবী হন ।
শালা খচল লাজা মালিয়ে দিয়েছে । শালা কোথা কার ।

[মন্ত্রী সেলাম করতে করতে চলে যায় ।]

রাজা ॥ দেশশাসন দেখাচ্ছে । আমার পিতৃপুরুষেরা^১ রাজা । আমরা
বংশপরম্পরায় রাজত্ব চালিয়ে এসেছি । বিরোধীদল করবে কাবু ।
আমার বাপঠাকুদা বিদেশীদের সাহায্য করতে একটার পর একটা
আন্দোলনকে পেছন থেকে ছুরি চালিয়ে শেষ করেছে । আমাকে
এলেছে বুদ্ধির জোরে কাবু করতে । কত ঞ কত স দেখলাম আর
আমার রাজত্বে দেখাবে বুড়ো আগুল ।

[প্রবেশ করল অহিংসমন্ত্রী উপপঞ্চাশের ৭]

উনপঞ্চাশের ৭। তুমি হয়েছেো অহিংসমন্ত্রী। তোমার হবিষ্টি করে দিন
কাটানর কথা। এদিকে তুমি—।

অ-মন্ত্রী। রাজা চ। আমি আজও মাটির মালসার দেয়াতুন রাইসের ভাত,
মুরগীর রোট, শুওয়ের কিমা, ইটালীর হইফী দিয়ে অন্ন ভক্ষণ করেছি।
সংবাদে আমার হবিষ্টিয়ার কথা ফলাও করে বার হয়েছে।

রাজা। সেখানে তো কাঁচকলা, ডাল ভাতে, রাঙা আলুর কথা লেখা হচ্ছে
হারামজাদা!

অ-মন্ত্রী। সেটাই তো আমার কুতিত্ব। অহিংসমন্ত্রী হয়ে হিংসার
বোকাবিলা করতে হলে যেমন হেঁ—হেঁ—হেঁ।

রাজা। এদিকে রাজ্যের অবস্থা শুনেছ?

অ-মন্ত্রী। ঠাণ্ডাড়ে পাঠিয়েছি। কয়েক হাজার পুলিশের ইউনিফর্ম হরণ
করে সাধারণ বস্ত্র দিয়ে ঠাণ্ডারে বাহিনী গড়ে দিয়েছি। তাছাড়া
কয়েকশ মাস্তানকে একশ টাকা করে মাইনে দিয়ে ঐ দলের সহযোগিতা
করতে পাঠিয়েছি। এতক্ষেণে অবস্খী বোম বোধহয়—

[বাইরে আর্তনাদ।

নেপথ্যে : আমি তোমাদের কি করেছি? আমাকে
তোমরা হত্যা করছ কেন? যদি কোন অম্মায় আমি
করে থাকি তাহলে মৃত্যুর আগে আমাকে তা জেনে
যেতে দাও।

একটা হজা, চিংকার ছল্লোড়, সেই সঙ্গে বুদ্ধের
আর্তনাদ।]

অ-মন্ত্রী। অবস্খী বোসের মাল পড়ল। রাজা চ এবার বিবুতি দিন।

রাজা। (দর্শকের দিকে এগিয়ে যায়) আজ আমাদের বড়ই দুঃখের দিন।

আজ সমগ্র দেশে শোকের ছায়া। অশীতিপর বৃদ্ধ অবস্খী বোসকে খুন
করা হয়েছে। প্রকাশ দিবালোকে রাজপথে তার দেহে বার বার ছোঁয়ার
আঘাত করা হয়েছে। উনি মৃত্যুর আগেও বলেছিলেন—আমি
তোমাদের কি করেছি। (চোখের জল মুছে এদিক ওদিক তাকিয়ে)
কে একাজ করেছে? কারা হিংসার মদত-দিচ্ছে? হিংসার রাজনীতিতে

মেতে উঠেছে কারা! দেশে কমিউনিষ্টরা খুনের খেলায় মেতে উঠেছে। ওরা চীনের দালাল ছাড়া কিছুই নয়। সব বিদেশের ধার করা। নিজের দেশকে ওরা ভালবাসতে পারেনি। ওরা ধর্ম মানে না, এমনকি মা বাপকেও মানেনা। এদের ক্ষমা নয়। এদেরকে কোন ভালবাসা নয়।

অ-মন্ত্রী। রাজা চ! আদেশ পেলে এদের প্রত্যেকটাকে ধরে ধরে মেরে মেরে কবরে দিই।

রাজা। বুদ্ধ, চৈতন্যের দেশ ভারতবর্ষ। এখানে চীনের তেলপোকা চচ্চড়ি চলবে না। ব্যাঙের হেঁচকী যাদের ভাল লাগবে তারা এখান থেকে বিদায় নিক।

অ-মন্ত্রী। আমাদের উনপঞ্চাশ রাজ্যে হিংসার রাজনীতিতে যারা বিশ্বাসী তাদের ধরে ধরে—ধরে ধরে—! রাজা—রাজা ধরে ধরে—!

রাজা। কি হল আটকাচ্ছে কিসে?

অ-মন্ত্রী। ধরে ধরে কি করব? আইন কই!

রাজা। কি আইন চাই? কালাকানুন তো আছে।

অ-মন্ত্রী। অনেক ক্ষমতা শাসনবিভাগকে দিতে হবে। পুলিশ ধরবে মারবে, দরকার হলে লাশ করবে। কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে না পুলিশকে। এমন আইন দিতে হবে।

রাজা। দেরকম কিছু হাতের সামনে কই?

অ-মন্ত্রী। মিসা! মিসা দিন! মেরে পটকে ফেলব। ছেলেমেয়েগুলোকে ধরে চটকে দেব।

রাজা। বেশ মিসাই রইল। আইনলভায় একটু তুলতে হবে। সে পরে দেখা যাবে।

অ-মন্ত্রী। লে আও শালা উনপঞ্চাশের ঞ্কে। খুব বাত মেরেছিল সেদিন। আমায় চোর বলেছিল। লাভখানা বাড়ী তুলেছি নাকি চুরীর পরসায়। এবার বলাব শালাকে ওর বাপের টাকায় তুলেছি। ঞ্কে হাজির করছিল না কেন?

রাজা। আমার হাই উঠেছে। একটু বিশ্রামের—

উনপঞ্চাশের সেল

অ-মন্ত্রী ॥ আমি দাঁড়ায়ছি। হৃদয়ে ঠাণ্ডা করে দেব দেশ। আপনি
দুঃখানগে বান।

রাজা ॥ সেই ভাল। সব জুড়িয়ে গেলে আমার ডেক। আঃ-হাঃ-আঃ (হাই
তুলতে তুলতে অস্তগুরে চলে গেল রাজা)

অ-মন্ত্রী ॥ আইনসভায় লাগি ঘেরে চলে গেল। বলে কিনা রিগিং রাজার
রাজত্বকে আমরা বরকট করছি। কইরে শালা ঞ—এলি এদিকে।

[একজন রক্ষী পোশাক থাকী অথবা অস্ত্র যে কোন
রকমের—প্রবেশ করে ঞ-কে নিয়ে। ঞ'র ওপর
অত্যাচার হয়েছে বোঝা যাচ্ছে।]

অ-মন্ত্রী ॥ বাবা রক্ষী তুমি কি দেখেছ?

রক্ষী ॥ অ—অ—অ!

অ-মন্ত্রী ॥ ই্যা বাবা বনে যাবে। টু' শব্দটি করেছে কি গুম খুন হয়েছে।

ঞ ॥ খুন হতে সময় লাগবে না। লাগা পোষাকের পুলিশ মারবে রাস্তার
মোড়ে। বাজারী সংবাদ বলবে হিংসার রাজনীতির বলি।

অ-মন্ত্রী ॥ বাবা রক্ষী কি শুনলে?

রক্ষী ॥ (কানে হাত দিয়ে দেখায়) অঁ—অঁ—অঁ।

অ-মন্ত্রী ॥ কোন কথা শুনতে পাও না। মানে কাল। মনে রেখ বাবা।
নইলে হেঁ—হেঁ—হেঁ। কিরে শালা বিরোধী নেতার বাচ্ছা ঠিক বলেছি
না!

ঞ ॥ কেই বা তার বাচাই করছে। শিবালদহের ফড়েদের সর্দার হয়েছে
পুলিশ মন্ত্রী। আমাদের কপালে কি আছে তাও জানাই আছে।

অ-মন্ত্রী ॥ বাবা রক্ষী আমাকে তোমার চাবুকটা দাও তো! কি হল আমার
আদেশ মানবার সময় একটু শুনে ফেল। নয়ত আদেশ পালন করবে কি
করে বাবা!

রক্ষী ॥ (চট্ করে কোমরে জড়ান চাবুক মন্ত্রীকে দেয়) অঁ—অঁ—অঁ!

অ-মন্ত্রী ॥ সময়ে শুনতে না পেলে কি চলে বাবা। জান, কালাদের শালা
বললে ঠিক শুনতে পার। (চাবুক মেরে ঞ-কে) তাই না বিরোধী
নেতা উনপকাশের ঞ।

ঞ। কতদিন দেশের লোককে বোবা কালা সাজিয়ে রাখবে কড়ে সর্দার ৭।

অ-মন্ত্রী। বাবা রক্ষী জননেতাকে বার চারেক কষাও তো।

রক্ষী। ঐ—ঐ—ঐ।

অ-মন্ত্রী। জনতে না গেলে তো চলবে না বাবা রক্ষী। এটি যে আমার আদেশ।

রক্ষী। ঐ—ঐ—ঐ।

[চারবার চাবুক মারে ঞ-কে।]

অ-মন্ত্রী। একটু করুণা করে মালে মনে হল রক্ষী।

রক্ষী। ঐ—ঐ—ঐ।

অ-মন্ত্রী। বাইরে অপেক্ষা কর। তোমার ওপর নজর রইল। ভবিষ্যতে ঠিকমত পা ফেলবার চেষ্টা করবে।

রক্ষী। ঐ—ঐ! [সেলাম করতে করতে প্রস্থান।]

অ-মন্ত্রী। দেখলে খুনীভায়া! তোমাদের আন্ধারায় পাহারাদাররা কি রকম বেয়াদব হয়ে উঠেছে।

ঞ। ভয় দেখিয়ে হুগু মানুষকে কতকাল বোবা কালা করে রাখা যায় বলতে পারেন?

অ-মন্ত্রী। আমাদের ক্ষমতা যতদিন থাকবে ততদিন এইভাবে চলতে হবে। যদি না চলে খেতে পাবে না। বৌছেলে নিয়ে উপোষ করে মরতে হবে। নয়ত ফলিডল খেয়ে এক সঙ্গে ধড়কড়িয়ে মরতে হবে।

ঞ। ভাতে ঘেঁষে অনেককে কাবু করেছেন। সকলকে তো পারলেন না।

অ-মন্ত্রী। মিসা! এবার যে মিসার ক্ষমতা পেয়েছি।

ঞ। বেশ প্রয়োগ করে দেখুন আরও কতকাল টেকতে পারেন।

অ-মন্ত্রী। ধৈর্যের বাঁধটা ভেঙে গেল। হেঁ—হেঁ—হেঁ।

ঞ। বাঁচলাম!

অ-মন্ত্রী। মরলে!

ঞ। যতদূর হয় ততই ভাল।

অ-মন্ত্রী। তা হতে দেব না। একটু একটু করে। একবারে শেষ করলে

উলপড়াশের গেল

তো সব ল্যাটা চুকে যাযে । অত বড় একটি লোককে খুন করলে । তার শাস্তি কি হুট বলতে শেষ হয় ।

এ ॥ একদিন কিছু জানাজানি হবেই । তখন আপনাকে এর চেয়ে কঠিন শাস্তি—

অ-মন্ত্রী ॥ এ্যাই চুপ !

এ ॥ ভয় লাগছে !

অ-মন্ত্রী ॥ ভয় পাবে অহিংসা মন্ত্রী !

এ ॥ ভয় পেয়েছেন বলেই তো নিজেরা খুন করে দেশের লোকের ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন !

অ-মন্ত্রী ॥ তাহলে সাক্ষীদের ডাকতে হল ।

এ ॥ মানে ?

অ-মন্ত্রী ॥ আদালতের সামনে সাক্ষীদের হাজির করছি । এরাই বলবে সত্য ঘটনা ।

এ ॥ আদালত কোথায় ?

অ-মন্ত্রী ॥ খাতায় নথিবদ্ধ হচ্ছে ঠিক । তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না ।
কাল সংবাদপত্রে দেখতে পাবে উনপঞ্চাশের ঞ্কে আদালতে হাজির করা হয় । ঘোষী সাব্যস্ত হয়ে— এই শালা সাক্ষী—

[দেখা যায় রক্ষী হাতে একটি লোটা, মুখে দাঁতন নিয়ে,
মালকোঁচা করে ধুতি পরে কাওয়ালী গাইতে গাইতে
চলেছে ।]

রক্ষী ॥ সবসে বড়া রাম ভাইয়া,
উসসে বড়া কোই নেই ।
রাবণ সবসে পিছে পড়া,
লক্ষণ উসে গোলী মারা ।
রামসে বড়া কোই নেই ভাইয়া,
রামসে বড়া কোই নাই ।

অ-মন্ত্রী ॥ হ্যাঁগো তোমার নামই তো রামগির ।

রক্ষী ॥ জী বাবু । রাম ভি কহনে সকতা আওরগির ভি কহনে সকতা ।

অ-মন্ত্রী । আমি রাম বলেই ডাকব ।

রক্ষী । আপকে মজি বড়া পুলিশ ভাইয়া মুখে পেরায় করকে বোল্‌নে সে— ।

অ-মন্ত্রী । ওহে রাম দেখত এ লোকটাকে চিনতে পার কিনা !

রক্ষী । কোন আদমীকো বাবু !

অ-মন্ত্রী । এই তো এই মিচকে পটাশটিকে । -

রক্ষী । (তাকিয়েই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লাফাতে থাকে) রাম—রাম—রাম ।

হেই রামজী মুখে বাঁচা লেও বাবু । হেই বাবা মহাদেও, হেই রামজী ।

অ-মন্ত্রী । কি গো কি হল রামু ? অমন কাঁপছ কেন ?

রক্ষী । মুখে ছোড় দেও বাবু । মৈঁ কভি এত্না সাবেরে গঙ্গা সিনান মৈঁ
নহি জায়েগা ।

অ-মন্ত্রী । উস্কো ঠিক্‌সে দেখত । पहले দেখা ।

রক্ষী । বহত দুখচুকা । হাস বাপ । রাম্‌সে বড়া কোই নহিরে ভাই । মুখে
বাঁচা লেও রে ভাই ।

অ-মন্ত্রী । ওকে কোথায় দেখেছ আগে ?

রক্ষী । ওহিদিন । ম্যাঁয় গাতে গাতে সেনান করনে বাতে থে । তো পাঁচ
আদমী একদাথ হোকে, আই বাপ ওহি তো লীডর থে । কো হাত মে
দো ছোরা ।

এ । আমার হাতে ছোরা দেখলে ?

রক্ষী । বাবুজী মৈঁ চলে ।

অ-মন্ত্রী । কাউকে মারছিল নাকি ?

রক্ষী । এক বুড্ডা আদমী বাবু । বহ কহতে কি । মুখে কেঁও মারতে বাবা ।
মৈঁ তো তুম্‌হারা কুছ্ বিগাড়া নেহি ।

অ-মন্ত্রী । আরও কিছু শুনতে ইচ্ছে হয় খুনী নেতা ।

রক্ষী । বাবুজী মুখে মাক্ কিজিয়ে । খুন গিরতা থা—বুড্ডে আদমী কো
পশিনা একদম—(কেঁধে ফেলে) মুখে মাক্ কিজিয়ে বাবুজী । মৈঁ আওর
কভি সবেরে সেনান করনে নহী বায়েগা । মুখে বাঁচা লেও ভগওয়ান ।

রক্ষী । সব্‌সে বড়া রাম ভাইয়া ।

উস্‌সে বড়া কোই নেহী ।

রাম ভাইয়া রে—

(কেঁদে কেঁদে) রাম ভাইয়া তু কাহা গেইলা রে !

[রক্ষী চলে যায় ।]

অ-মন্ত্রী । আর পাচটা কে ছিল উনপকাশের ঞ্ ।

ঞ । সেটা আমার মুখ থেকে-শোনার অপেক্ষায় বসে আছে সরকার !

অ-মন্ত্রী । হ্যাঁ আমরা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করি । আমরা চেষ্টা করি যাতে
নির্দোষ ব্যক্তির কোন সাজা না হয় ।

ঞ । আমি খুন করিনি । আমি খুনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই । সন্ত্রাসের
রাজনীতি অত্যাচারী শাসকের সুবিধা করে । তা জানি বলেই আমরা
তাকে ঘৃণা করি ।

অ-মন্ত্রী । আচ্ছা, আচ্ছা থাক । লিখে এস, যাঠের আসামী খুনি উনপকাশের
স-কে ।

[রক্ষী একটি শাড়ীর আঁচল গায়ে জড়াতে জড়াতে
প্রবেশ করে ।]

রক্ষী । আমি যে মেয়ে সাক্ষী হচ্ছি । এখন দস্ত স-কে আনব কি করে ?

অ-মন্ত্রী । সামনে এসে স্তাকার মত কাপড় পরতে পরতে একথা বলার কি
দরকার ছিল রে হারামজাদী ! দূর হ ।

রক্ষী । (মেয়েলী ঢং) আহা হা সবেতেই শেষ ।

অ-মন্ত্রী । এই মাগী দাঁড়া । দস্ত-সকে ফুটবলে মারার মত লাথি মারতে
বল । এখানে সট করে এসে পড়ে যেন ।

রক্ষী । লাথি মার সট করে,

এসে পড় ফট করে ।

[ঢং করতে করতে চলে যায় ।]

অ-মন্ত্রী । শহরের পালা চুকিয়েছি । তোমার দণ্ড পাকা । মজুর খেপানি
ধম্যঘটের পালা শেষ । এবার যেঠো কেঁচোকে বধ করি । " ব্যাটা জমির
ধান তুলবে চাষা । খেপিয়ে বেড়াচ্ছে কাস্তে শানাও ।

[আর্তনাদ ও সেই সঙ্গে ছুটে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে
দস্ত 'স' । দস্ত 'স'র হাড়গোড় ভেঙেছে মুলো

মাহুঘের মত । প্যারালিসিস মাহুঘের মত হাত কাঁপে ।
কথায় জড়তা । প্রথমে মাটিতে পড়ে থাকে । আমাদের
রক্ষীরা ভাল খেলতে পারে তাহলে ।]

ঞ । সে সম্বন্ধে আমাদের মধ্যেও নেই ।

অ-মন্ত্রী ॥ খেলাটা ভাল করে শিখতে হয়েছে । বুঝলে—হেঁ—হেঁ—হেঁ ।

স । (কাঁপতে কাঁপতে) আমাকে একেবারে মেরে ফেল !

অ-মন্ত্রী ॥ কোন্ শালা ধান কাটল বল ? কোন্ শালা জোতদারকে দা
দিয়ে কুপোল বল ? এখুনি ছেড়ে দেব ।

স ॥ ধান কেটেছি আমরা—সমস্ত চাষী ভাইরা । জোতদারকে মেরেছে
সাদা পোষাকের পুলিশ । গাঁ উজাড় করে মিলা প্রয়োগ করতে ওরা এ
ব্যবস্থা করেছে ।

অ-মন্ত্রী ॥ (লাথি মারে মাঝে মাঝে । স মাটিতে গড়াতে থাকে) তবু
ব্যাটা মিথ্যে বলবে । এখুনি দোব খোঁচা । ফুল করে রাডারের হাওয়া
বেরিয়ে যাবে ।

স । তাই দাঁও । এভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছে মিথ্যে বলাতে পারবে না ।

অ-মন্ত্রী ॥ দূর শালা । আমাদের মনোমত কথা না বেরুলে তোকে দণ্ডে
দণ্ডে মারবই ।

ঞ । ছেড়ে দিন ওকে । এভাবে কোন কুকুর বেড়ালকে মাহুঘ মারতে
পারে না ।

অ-মন্ত্রী ॥ গায়ের বধু সাক্ষী দিচ্ছে যা । জনতার সামনে প্রমাণ হয়ে যাক
ও ব্যাটা সত্যিকারের খুনী কিনা !

[প্রবেশ করে রক্ষী । শাড়ী পরে এক গলা ঘোমটা
দিচ্ছে এসে দাঁড়ায় ।]

মাগো তোমার ঘর কোথায় ?

রক্ষী ॥ তেপান্তরের পারে, বাবল্যাবোনের ধারে, গোবিন্দপুর নগরে ।

অ-মন্ত্রী ॥ তুমি এই শয়তানটাকে চেন ?

রক্ষী ॥ (নানা ঢং-এ স এর কাছে আসে । ঘোমটা ফাঁক করে) ওমা
এ যে সেই দস্যুটাগো ।

অ-মন্ত্রী ॥ কোন্ দস্যটা একটু খেলিয়ে বল মা। দেখছ না দেশবিশেষের
লোকেরা শুনছে।

রক্ষী ॥ গোবিন্দনগরে বাবলা তলায় এল। হাতে খাঁড়া মাথায় ঝাঁকড়া
চুল। কানে বোধহয় ছিল জবাব ফুল।

অ-মন্ত্রী ॥ তারপর—তারপর।

রক্ষী ॥ আমার সোয়ামীকে বললে—এ্যাই ব্যাটা হাতে কাস্তে নে। বর্শা
নে আর হাতে। ধান কাটবি। তিনভাগ মোর একভাগ তোর।

অ-মন্ত্রী ॥ আহা-হা! কি আন্দোলনই না হচ্ছে। বিপ্লবের বান ডাকছে
যেন। তা তোমার সোয়ামী গেল?

রক্ষী ॥ যেতে চায়নি। দমাদম দমাদম। ফটাফট ফটাফট। আমার
সোয়ামী—

অ-মন্ত্রী ॥ কি হল কঁাদছ কেন?

রক্ষী ॥ আমার সোয়ামীকে মারল। আমি যুর্ছা গেলাম।

অ-মন্ত্রী ॥ তারপর?

রক্ষী ॥ জ্ঞান হতে দেখলুম, এই দস্তিটার হাতে জোতদার মশায়ের মৃণু,
হাতের ডগায় রক্ত। গাঁয়ের লোকদের মাথায় ধানের ঝাঁটি। আবার
যুর্ছা গেলাম।

অ-মন্ত্রী ॥ থাক-থাক মা আর যুর্ছা যেতে হবে না। আর কেন্দোনা মা
এদের শাস্তা করার ব্যবস্থা করেছি। দেখছ না কুমড়া গড়াগড়ি
দিতে লেগেছে ব্যাটা।

রক্ষী ॥ হুঃহু হচ্ছে দেখে।

অ-মন্ত্রী ॥ কিছু বললে?

এ। তোমার এই মিথ্যের জন্তে মনে অসুখ হচ্ছে না যেয়ে?

রক্ষী ॥ আপনাদের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়।

(এগিয়ে দর্শকদের কাছে) হে মা কালী, হে বাবা তারকেশ্বর,। হে মা-বাবা
তেজিশ কোটি দেবতা। আমাকে শাক করো বাবা-মা। মিথ্যে না
সাজলে মিথ্যে না বললে চাকরী বাবে, প্রাণটা বাবে। বউ ছেলেকে
মেরে ফেলবে নইলে উপোষ করিয়ে মারবে।

অ-মন্ত্রী। কি বিড় বিড় করছ গো মা।

রক্ষী। তেত্রিশ কোটি বাবা-মার দয়া চাইছিলাম। দোষী যেন শাস্তি পায়।

আমি বাব অহিংস মন্ত্রীমশাই?

অ-মন্ত্রী। যাও মা! সারাজীবন পুণ্য করে এরোস্ট্রী থেকে শাখা সিঁহুর

নিগ্নে স্বামীর কোলে মাথা রেখে বড় ঋণানের পথ ধর সতীমা।

রক্ষী। আশীর্বাদ যেন মিথ্যে না হয় মন্ত্রীমশাই। সেলাম—থুড়ী পেমাম—

পেমাম।

[রক্ষী ঘোমটা ঢাকা অবস্থায় চলে যায়।]

অ-মন্ত্রী। এসব ব্যাপার করে তাদের হাত পা খণ্ড খণ্ড করে—

স। ল্যাম্পপোটে ঝুলিয়ে রাখা উচিত তাই না উনপঞ্চাশের মর্ষণ?

অ-মন্ত্রী। ওরে ব্যাটা আরো দুটো হ্যাট মারব না কিরে।

স।- বখন উল্টো লাথি আরম্ভ হবে তখন সহ করতে পারবি শালা!

অ-মন্ত্রী। আই বাপ। ব্যাটা কথা বলতে পারছে না। প্যাটানীর চোটে

থর থর করে কাঁপছে তবু ব্যাটা বলছে, শালা।

এ। মরবার ভয়ে কি পারে পড়ে কমা ভিক্ষা চাইব মনে করিস?

অ-মন্ত্রী। এ ব্যাটা আপনি-আজ্ঞে করছিল এখন তুই-তোকারী।

স। তাদের আবার মান অপমান কিরে? ভোট বাক্স লুণ্ঠে গদিতে

বসেছিল। দেশের মধ্যে অরাজকতার বস্ত্রা বইয়ে দিয়েছিল। তাদের

সমালোচনা করলে সাদা পোষাকের পুলিশ দিয়ে খুন করছিল। গুণ্ডা

লেলিয়ে বলছিল এরা নিজেরা মারপিঠ করে মরেছে।

অ-মন্ত্রী। ওরে বাবা এরা শতনাম বেঁধেছে

এ। এ নাম খাববে না উনপঞ্চাশের মর্ষণ।

অ-মন্ত্রী। ব্যাটা নাম ধরে ডাকা! ধেরে তুভ্ড়ে দেব—খোঁত্লে দেব
জানিস!

[দুটো হাত জোড়া করে ঘুসি মারে। এ পড়ে যায়।]

এই সময় নেপথ্য ঘোষণায় শোনা যায় :

“মহারহিম বংশ মুখ রক্ষা কর্তা, জগদ্বরেণ্য দয়াদ্রুদয়
বিশ্বশান্তি প্রচারক রাজা উনপঞ্চাশের চ আসছেন।

পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছেন প্রধানমন্ত্রী উনপঞ্চাশের ল মশাই ।”

মন্ত্রী রাজাকে পথ দেখিয়ে ‘আহ্ন’ করে নিয়ে আসে ।

রাজা প্রবেশ করে দুজনকে দেখে ।]

রাজা ॥ এদের কি ব্যবস্থা করেছে অহিংস মন্ত্রী ?

অ-মন্ত্রী ॥ এরা বিটকেল হিংসার বিশ্বাসী । মাহুব হত্যা, পশুপ্রাণী হত্যা, ডাকাতি, রাহাজানি, ধর্ষণ, কর্ষণ সব দোষেই ছুট ।

মন্ত্রী ॥ বোমা, পিস্তল, বন্দুক, ষ্টেনগান, ত্রেলগান, কামান, ট্যাঙ্ক এদের কাছে পাওয়া গেছে ।

অ-মন্ত্রী ॥ এদের কাছ থেকে দেড় লক্ষ সোনার বাঁট ।

মন্ত্রী ॥ পাঁচ লক্ষ লুপোল বাঁট—

অ-মন্ত্রী ॥ এক কুইন্টল আফিম—

মন্ত্রী ॥ চাল কুইন্টল গাঁজা—

অ-মন্ত্রী ॥ দশ লক্ষ রাড়ার শুদ্ধ চোলাই—

মন্ত্রী ॥ ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি—

অ-মন্ত্রী ॥ পাওয়া গেছে ।

রাজা ॥ আমার রাজ্যে খাচ্ছ বস্তু সব এদের কাছে জমা হয়েছিল ।

মন্ত্রী ॥ লাজামশাই বিচাল কলুন ।

রাজা ॥ তোদের কি ব্যবস্থা করবো রে খুনী রকবাজ ডাকাত—চোরাকারবারী ছিনতাই এর দল ।

ও ॥ আমরা মরলেও কুবক শ্রমিক মধ্যবিত্তের লড়াই থামবে না ।

রাজা ॥ ভুল বকছে । সেই বরফে ঢাকা দেশটার কথা বলছে ।

স ॥ সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত দেশের কোটি কোটি লোক লড়াই করে যাবে ।

রাজা ॥ ভুল বকছে । --চণ্ড-চরম-খাওয়া-দেশের-বর্ণা-ব্রাহ্মণ-এরা...
পাগল ।

অ-মন্ত্রী ॥ রাজা চ ।

রাজা ॥ উনপঞ্চাশের মেলে ঢুকিয়ে দাও । পাগল কাষড়ে নেয়, আঁচড়ে দেয়,

খাবার আশায় মলমুত্র ত্যাগ করে সেটাই ভক্ষণ করে। তাদের ঘরে এদের ঢুকিয়ে দাও।

মন্ত্রী। লাজামশাইএর কি বুদ্ধি!

রাজা। কিছুদিন বাদে রাজ্যের পণ্ডিতদের এনে দেখাবে এরা সত্যি পাগল কিনা! এরা পাগল বলে এসব করেছে কিনা প্রমাণ হয়ে যাবে।

অ-মন্ত্রী। রাজা উনপঞ্চাশের চ এর জয় হোক।

রাজা। এরা পাগল। এরা পাগল।

[রাজা হো হো করে হাসে আর দুজনের মুখে মাঝে মাঝে আদরের ঠোঁকনা মাঝে। রাজার হাসির সঙ্গে যোগ দেয় মন্ত্রী ও অহিংস মন্ত্রী। কিছুক্ষণ হাসি চলতে থাকার পর দর্শকের পেছনে “চোর-চোর পাকড়া গয়া—চোরকো পাকডো” আওয়াজ শোনা যায়। প্রথমের হাবিলদার ও পরে জেলর প্রবেশ করে। নীচের স্পটে ওদের দেখান হয়। দুজন মধ্যে ওঠে। হাবিলদারের হাতে একটি লাঠির ওপর বোর্ডে লাগান একটি পোষ্টার।]

জেলর। এ পোষ্টার কে লাগিয়েছে? এই শালা রাজা বল এ পোষ্টার কে লাগিয়েছে?

হাবিল। আবে শালা মন্ত্রী।

রাজা। আমরা লাগিয়েছি।

জেলর। বাস্তবধর্মী নাটক—উনপঞ্চাশের সেল—ব্যাটা সরকারের নামে খিন্তি চালাচ্ছি।

স। কোথায় খিন্তি দিলাম?

জেলর। ব্যাটারা জেলের বাইরে সরকারকে উৎখাত করতে চেয়েছিল।

এখন জেলের ভেতরে—

এ। আমরাই তো পাগলের স্লেজে রেখেছিলাম আমরা তো পাগলাসি করছি।

জেলর। শালারা আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে। রাম দ্বাত্রার ড্রেস চুরি করেছিল?

এ। জেলের মধ্যে চুরি করিস শালা পাগল কাঁহেকা।

উনপঞ্চাশের সেল

মন্ত্রী । খবরদার পাগল বলবেন। বলে দিচ্ছি ।

রাজা । তুই যে শালা আমাদের প্রাণটা চুরি করছিল ।

জেলর । তুই ? শালা ? হাবিলদার ডাঙা ।

[হাবিলদার ডাঙা দের জেলরকে । জেলর এলোপাখাড়ি
ওদের মারতে থাকে । এই সময় রাজা মন্ত্রী সবাই
ছড়া বলে ও জেলরকে বিরতে থাকে ।]

রাজা । প এ পাগল
 আমরা সবাই

সকলে । ছাগল—ছাগল ।

ঐ । জেলরের ডাঙা ।

সকলে । কেড়ে কর ঠাঙা ।

হাবিল । এ লোক সব খেপিয়ে গেল ।

[ডাঙা কেড়ে নেয় জেলরের হাত থেকে ।]

জেলর । খবরদার ! খুব খারাপ কাজ হবে । ইট দিয়ে মাথা খেঁতো করব
জানবি ।

[জেলর ও পুলিশ পালাতে যায় । সকলে গোল করে
ধরে । জেলর ও পুলিশ মধ্যখানে মাথায় হাত দিয়ে
ডাঙা বাঁচাতে চেষ্টা করে ।]

স । হা-রে-রে-রে-রে !

সকলে । ডাঙা মারার মজারে ।

ঐ । তেড়েমেড়ে ডাঙা

সকলে । করে দাও ঠাঙা
 গোল গোল মণ্ডা
 পুলিশ খাবে ডাঙা ।

[ক্রমশ আস্তে থেকে জোরে, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বলতে
থাকে—ডাঙা-ঠাঙা, মণ্ডা, ডাঙা । জেলর ও পুলিশের
চিৎকার—সকলের হাসি । পরা পড়ে ।]

অভিনয়ের সমস্ত অনুমতি নেবেন ।

১২ ঠাকুর পাড়া রোড, নৈহাটি, ২৪ পরগনা ।

উত্তর মেলে না

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

মা	রজত
খোকা	১ম প্রোড.
বাবা	২য় প্রোড.
লোকটা	বৃদ্ধ
খুকু	নন্দু

[একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘর। দেওয়ালের পেছন ঘেঁষে একটা তক্তাপোষ, তার ওপর প্রায় নয়লা বিছানা। তক্তাপোষের সামনে একটা ইজিচেয়ার, একটা চেয়ার ও আমকাঠের টেবিল। টেবিলে অনেক বই। এই ঘরটার পাশেই একটা ছোট ঘর। এখানেও টুকিটাকি কয়েকটা আসবাবপত্র। দুই ঘরের মাঝখানে একটা দরজা, যেটা দিয়ে দুই ঘরে যাতায়াত করা যায়। পর্দা যখন উঠল তখন আমরা দেখলাম এই বাড়ির গিন্নী বয়স প্রায় ৪২-৪৩। তিনি, এই ঘরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বৈমানান একটি বেডকম্বার পাতছেন খাটের ওপর। এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বছর ২০-২১-এর একটি যুবক। এই বাড়ির ছেলে, নাম—খোকা।]

খোকা ॥ কি ব্যাপার! এটা আবার কবে কেনা হল?

মা ॥ কিনব কেন, পুঁটুদের বাড়ি থেকে চেয়ে এনেছি।

খোকা ॥ তা হঠাৎ পুঁটুদের বাড়ি থেকে বেডকম্বার চেয়ে আনতে হল কেন?

মা ॥ ও মা! খুকুকে যে আজ দেখতে আসবে।

খোকা ॥ তেজিশ নম্বর।

মা ॥ কি তেজিশ নম্বর?

খোকা ॥ তোমার ঘরের এই নিয়ে তেজিশ নম্বর সিটিং হল। আর বাবাও জোগাড় করে কোথা থেকে সব লোকজন, কে জানে!

মা ॥ তা কি করবে বল? বিয়েটা ত দিতে হবে। নিয়ে আয়না একটা ভাল পাতরের খোঁজ।

খোকা। নিরে কি আর আসতে পারিনা। তবে তোমার মেয়ে যেমন
রূপের ধূচুনী—হতো সায়রাবাহুর মতন একটা মেয়ে, দেখতে, একেবারে
ধর্মেন্দ্র একখানা জোগাড় করে এনে দিতাম।

মা। তা নিজের বোন যেমন, তেমন দেখেই একটা পাত্তর নিয়ে আর না।

খোকা। বেকার ছেলে চলবে? বলত কালই এনে দিচ্ছি।

মা। বেকার ছেলে?

খোকা। ই্যা বেকার ছেলে। আমার যে-কটা বন্ধু আছে সব কটার বিয়ে
করার সখ আছে। কিন্তু কেউ মেয়ে দিচ্ছে না বলে বিয়ে করতে পারছে
না। তোমরা কিন্তু মা এ ব্যাপারে একটা রেকর্ড করতে পার।

মা। রেকর্ড?

খোকা। ই্যা—ধর তুমি যদি নস্তের সঙ্গে খুঁজর বিয়ে দাও।

মা। নস্তে। ওই বিশ্বকাটে ছোঁড়াটা—

খোকা। আহা হা বিশ্বকাটে হলে কি হবে! আদত কোয়ালিফিকেশনটা
তো রয়েছে—বেকার।

মা। দূর মুখপোড়া!

খোকা। অবশ্য, তোমার মেয়ের বিয়ের প্রারম্ভ সলু করার আরও একটা
উপায় আছে, যদি তুমি সাহস করে করতে পার।

মা। কি?

খোকা। গোটা দু-তিন জম্পেশ শালা আছে এমন একটা বাড়ি দেখে আমার
একটা বিয়ে দিয়ে দাও।

মা। আ মর মুখপোড়া—এক পয়সা রোজগার করবার মুরোদ নেই আবার
বিয়ে করার সখ হয়েছে।

খোকা। আহা, আমার সখটা দেখলে কোথায়—তোমার গুণবতী মেয়েকে
শ্রেক্ পার করার জন্যেই তো আমার এই দখীচি-Like আত্মত্যাগ!

[এমন সময় বাইরে: এই বাড়ির কর্তার গলা-গোঁসা-ঘায়-।-ব্যালু-ব্যালু-
ব্যালু—এই কোঠা, ইহা রাখো। একটু পরে প্রবেশ করেন বাবা।
বয়স ৫২-৫৩। সঙ্গে একজন মজুরের মাথায় ও হাতে তিনটি বেতের
চেয়ার ও একটা টেবিল।]

বাবা ॥ হিঁস্কা রাখো—বাস্ বাস্ ইধর ইধর । লোকটি চেয়ার টেবিলগুলো
নামিয়ে রাখে । ভত্রলোক পকেট থেকে পয়সা বার করে ওকে দেন)

লোকটি ॥ আঠ্, আনা । আঠ্, আনা কেয়া দিতে হ্যায় বাবু ?

বাবা ॥ তবে কেত্না দিতে হবে ? পাঁচ টাকা ? যন্তোমব !

লোকটি ॥ কম্বে কন্ এক রূপেয়াত দেনেই পড়গা ।

বাবা ॥ এক রূপিয়া ! টাকা কি গাছ্বে আম্কা মাকিক ফল্তা হ্যায় ? নাড়া
মারনেসেই গিরেগা ?

লোকটি ॥ লেকিন অব্ মোচিয়ে ! ওই ইষ্টিশনসে লে আতে হ্যায়—

বাবা ॥ আরে বাবা ইষ্টিশন কি বিলাত মে হ্যায়—ইষ্টিশনত বাদবপুরমেই
হ্যায় ।

খোকা ॥ দাঁড়াও দাঁড়াও ব্যাপারটায় আমাকে একটু মধ্যস্থতা করতে দাও ।

বাবা ॥ তুই আবার এর মধ্যে কি মধ্যস্থতা করবি ?

খোকা ॥ না ব্যাপারটা হচ্ছে, ও এই তিনটে চেয়ার আর একটা টেবিল
ষ্টেশান থেকে রাখায় করে এনেছে । তাইত ?

লোকটি ॥ ই বাবু ।

খোকা ॥ তুমি ওকে দেড় টাকা দিলে দাও ।

বাবা ॥ কি দেড় টাকা !

খোকা ॥ ইয়া । কারণ, হিসেব অনুযায়ী প্রত্যেকটা মালের ভাড়া হওয়া
উচিত আট আনা, চারটে মাল—দু' টাকা আসল ভাড়া—তবে তোমার
থাক ওর থাক্ করে দেড় টাকায় রফা করা যেতে পারে । আমার কাছে
স্ত্রায্য বিচার ।

বাবা ॥ (লোকটিকে পয়সা দিতে দিতে) এ্যাঃ স্ত্রায্য বিচার ! ব্যাটাচ্ছেলে
হাইকোর্টের উকিল এসেছেন । (লোকটা চলে যায়)

খোকা ॥ ওই, আবার ভুল হয়ে গেল—হাইকোর্টের উকিল হয়না ।

বাবা ॥ ব্যাটাচ্ছেলে...

মা ॥ চুপ কর বাঁদর । বুড়ো বাপ সারাদিন খেটেখুটে ওই বড় বড় দুছো ঘাড়ে
করে নিয়ে বাড়ি ফিরলো, কোথায় একটু ইয়ে করবে তা না চ্যাটাও
চ্যাটাও কথ্য ।

খোকা ॥ আবার গুগোল করলে। প্রথমত সারাদিন খাটাখাটির আজ কোন প্রায়ই উঠছে না কারণ আজ শনিবার—হাক্ ডে। দ্বিতীয়ত বাবা নিজে ওই জিনিষগুলো ঘাড়ে করে আনেনি, এনেছে ওই লোকটা আর তৃতীয়ত—বাড়িতে এই অব্যাহিত জিনিষের কোন প্রয়োজন ছিল না।

বাবা ॥ অব্যাহিত জিনিষ—একটা বাইরের লোক আগলে বসবার একটা জায়গা দিতে পারি না—শেয়ালদা থেকে সম্ভার কিনে নিয়ে এলুম, ওটা হল অব্যাহিত জিনিষ।

খোকা ॥ এখানেও আবার দুটো গুগোল হয়ে গেল। থাক তো বাদবপুয়ে তোমার বাড়িতে কোন লোক আগবে ভাবো?

মা ॥ কেন, লোক আগবে না?

খোকা ॥ এক নম্বর কারণ এটা বর্ষাকাল।

মা ॥ বর্ষাকালত কি?

খোকা ॥ তাহলে তোমাদের একটা গল্প বলতে হয়—তিন নম্বর প্লটের রমেশবাবু গড়িয়াহাটার বাটার দোকানে গত সপ্তাহে জুতো কিনতে গিয়েছিলেন। উনি ত দোকানে ঢুকে চেয়ারে বসেই বল্লেন, একটা জুতা তান ত। সেলসম্যান ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল—কোথায় থাকেন? রমেশবাবু বল্লেন—বাদবপুয়ে। ছেলেটি খানিক পরে একটা ফিতে নিয়ে এসে রমেশবাবুকে বল্লেন—হাতটা ওপরে তুলুন। রমেশবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বল্লেন—হাত তুলু ক্যান্ মশায়, জুতা কিহু ত! ছেলেটা বললে—ই্যা-ই্যা, তনেছি—তা মাপটা নিতে হবে না? রমেশবাবু বল্লেন, জুতা কিহু ত হাত তুইল্যা, কিয়ের মাপ দিমু? ছেলেটা বললে—বগলের! রমেশবাবু চোখ কপালে তুলে বল্লেন, বগলের মাপ! ছেলেটা বললে ই্যা, আপনি থাকেন ত বাদবপুয়ে—তা ওখানে ত জল আর কাহার ভন্তে কোন লোক জুতো পায়ে পরে হাঁটে না—নব বগলে নিয়ে হাঁটে। তাই এখন থেকে আমরা বাদবপুয়ের লোককে বগলের মাণে জুতো দিই। (বাবা এবং মা দুজনেই হেসে ফেলেন)

মা ॥ হতচ্ছাড়া ছেলে।

খোকা ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও এত গেল বাঁধবপুরে লোক না আসার এক নম্বর কারণ। এরপর ছনছন কারণটা শোন। এটা ১৯৭৪ সাল তো? শৈলেন মহাস্তি এখন বাঁধবপুর থানার ও. সি. ? বেটার প্রতিদিন একটা করে তাজা ছেলের রক্ত হাতে না মাখলে নাকি ঘুম হয় না। মস্ত অবস্থায় হঠাৎ যদি কোন বুড়কে দেখেই মোহাস্তির মনে হয়—এ ব্যাটা তাজা—তবে—?

বাবা ॥ এই চুপ—ওসব কথা একদম বলতে বারণ করেছি না।

খোকা ॥ ও সরি! কথাটা একটু নিরিয়াস ধরনের হয়ে গেল—উইথডু করে নিচ্ছি। ইয়া—আগে যা বলছিলাম—অবাস্তিত জিনিষ, অবাস্তিত জিনিষ বলতে আমি কি বুঝিয়েছি বলত মা?

বাবা ॥ ওই চেয়ার টেবিলগুলো আবার কি।

খোকা ॥ না-না—ব্যাকরণে ভুল হল—ওটার সম্বন্ধে বললে বলতুম—অপ্রয়োজনীয়—কিন্তু আমি বলেছি অবাস্তিত। বল কি অবাস্তিত?

মা ॥ খাম্বা বাপু! তোর কথা আমরা বুঝতে পারি না।

খোকা ॥ তুমি পারলে না তো মা? বাবা একবার চেষ্টা করবে নাকি?

বাবা ॥ আমাকে কি এখন তোমার কাছে পরীক্ষায় বলতে হবে নাকি?

খোকা ॥ না-না—ওরকম ভাবে ভাবছ কেন? সোজা একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছি—উত্তরটা দিতে পারবে কিনা বল?

বাবা ॥ পারব না।

খোকা ॥ আমি জানতাম পারবে না। উত্তর হল ছারপোকা।

মা ॥ ছারপোকা!

খোকা ॥ ই্যাগো—ছারপোকা—ইংরেজীতে বলে বাগ, রাষ্ট্রভাষায় বলে খটমল্। শেরালদায় রথের মেলায় এতোদিন পড়েছিল ওগুলো—তিন জেনারেশন ওর মধ্যে সংসার পেতে বসে আছে।

মা ॥ হতচ্ছাড়া তোর অল্প কাজ থাকে ত যা, আজো বাজে সময় নষ্ট করিস না। (বাবাকে) তা ই্যাগো ওরা কটার সময় আসবে বলেছে?

বাবা ॥ লাড়ে তিনটে চারটে নাগাদ আসতে বলেছি। সন্ধ্যার আগেই ভালয় ভালয় বাতে ফিরে যেতে পারেন।

মা। তিনটে সাড়ে তিনটে? ওমা—তা হলে ত আর সময় নেই। খুকু-
টাও ত এখনো ফিরল না—

বাবা। খুকু গেছে কোথায়?

মা। কলেজে।

বাবা। আজ কলেজে না গেলেই হ'ত। বাড়িতে শুয়ে-বসে একটু রেষ্ট
নিলেও ত পারত? (খাটের ওপর বসেন)

খোকা। হ্যাঁ চেহারাটা একটু ভাল দেখাত। তবে ওর জন্তে তুমি ভেব না
বাবা। তোমার খুকু sitting দিতে দিতে expert হয়ে গেছে।

বাবা। (গ্লান হাসি হেসে; তুই যেন আবার কোথাও এখন চলে যাননি।
ওমা এলে একটু মিষ্টি-টিষ্টি আনতে টানতে হবে।

খোকা। Unnecessary investment গুলো যে কেন কর বুঝতে পারি
না। তার চেয়ে এক কাজ করলেই হয়। এখন অিষ্টি ফিষ্টি খাওয়ানোর
কোন দরকার নেই। একটা Due Slip লিখে হাতে ধরিয়ে দেবে। যদি
পছন্দ হয়ে যায়, বিয়েটা যদি হয় তবে বিয়ের দিন যে খাওয়ান হবে তার
সঙ্গে Due Slipটা দেখালে ছুটো করে extra মিষ্টি দিয়ে দেওয়া হবে।

বাবা। এই idiot তুই চুপ করবি?

খোকা। আচ্ছা বেশ চুপ করলাম। না চুপ কেন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে
যাচ্ছি। তুমি একটু ওঠো।

বাবা। কেন, উঠবো কেন?

খোকা। বললাম না বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।

বাবা। তার সঙ্গে আমার ওঠার কি সম্পর্ক?

খোকা। আরে দেখই না। (বাবা উঠে দাঁড়ান, খোকা খাটে পাতা
বিছানাটা উল্টে কেলে এবং তার তলা থেকে টেনে বার করে একটা
প্যান্ট)

বাবা। ওটা ওখানে কেন?

খোকা। ইন্ডিরি হচ্ছিল।

মা। বাঁদর! (খোকা প্যান্টটা নিয়ে ভেতরে চলে যায়।) হ্যাঁগো—
এবার যায়! আগছে তারা কোথাকার লোক?

বাবা। আগে বোধহয় বাড়ি ছিল বিক্রমপুর এখন অশোকনগরে বাড়ি করেছে।

মা। পছন্দ হবে ত ?

বাবা। তা আমি কি করে বলব। সবই ভগবানের ইচ্ছে! (বাবা ভেতরে চলে যান। বাইরে থেকে প্রবেশ করে খুকু)

মা। কি আকেল রে তোর খুকু? জানিস আজ তোকে দেখতে আসবে আর এত বেলা করে বাড়ি ফিরলি ?

খুকু। আচ্ছা মা, তোমাদের এই পাগলামী আর কতদিন চালাবে বলত ?

মা। পাগলামী মানে ?

খুকু। পাগলামী নয়? প্রতি মাসে তোমাদের বাড়িতে পাঁচ জন করে লোক আসবে। তোমরা তাদের প্লেট ভরে মিষ্টি ঘুষ দেবে। তারপর আমাকে গিয়ে বসতে হবে সন্ডের মতন তাদের সামনে। সেই এক ব্যাপার বার বার ভাল লাগে? (ইতিমধ্যে প্যান্ট পান্টে থোকা প্রবেশ করেছে)

খোকা। কোন ভয় নেই Sister, তুমিও একটুকরো সুখী গৃহকোণের লম্বানে সমানে ইন্টারভিউ দিয়ে যাও আমিও একটা নিজস্ব ছারপোকা কণ্টকিত চেয়ার আর টেবিলের এক চিলতে কোণের জন্তে সমানে ইন্টারভিউ দিয়ে যাই—বারটা লাগে। অবশ্য আমারটা লাগলে বাবা মার আনন্দ, তোমারটা লাগলে মাথায় হাত!

মা। কেন মাথায় হাত কেন? তুই কি ভেবেছিল আমাদের ব্যবস্থা করা নেই?

খোকা। না—তা থাকবে না কেন? ব্যবস্থা মানে ত Provident fund-এর loan. আর তোমার মেয়ে যতই কেন না এখন—কেন মা তোমরা এইসব ব্যবস্থা করছ—বলে চোঁচামেচি করুক বিয়েটা ঠিক হয়ে গেলেই দেখবে, প্যাঁচ কষে কষে যতটা পারবে আদায় করে নিজে যাবে খত্তর বাড়ি।

খুকু। জাখ্, বাবা—আমি মোটেই তোর মতন ছোটলোক নই, বুঝলি? বাবা মার কষ্টটা আমি বুঝি।

খোকা। বা-বা-তা যদি বুঝতিস্ তাহলে নির্ধাৎ এতদিনে পাড়ার পঞ্চা মঞ্চা

উত্তর মেলে না

কাউকে একটা ম্যানেজ করে নিয়ে বাবা মার কাছে এসে পেমাম করে
বলতিস চল্পম, তোমরা আমায় আশীর্বাদ কর যেন স্থখী হই।

মা। হতচ্ছাড়া ছেলে ওরকম করলে বংশের মুখে চুনকালি পড়ত না?

খোকা। তা হয়তো পড়ত কিন্তু তাতে তুটো লাভ হত। এক নম্বর
বাবার কিছু টাকা বেঁচে যেত। আর দুনম্বর বিনে পরমায় খানিক
চুন আর কালি পেতে। চুনটা তুমি পানে লাগাতে, আর কালিটা
বাবার জুতোয়।

খুঁ। অসভ্য।

খোকা। এই কথাটাই যদি একটু কায়দা করে পাড়ার কোন ছেলেকে
বলতে পারতিস ত এতদিনে তোর একটা হিলে হয়ে যেত রে
নেড়ি।

খুঁ। আবার তুই আমায় নেড়ি বলছিস? (মারতে যায়। খোকা সরে
যায় এবং একটু দূরে গিয়ে বলে)

খোকা। আরে বাবা আমি কি আর মারা দেখতে আসে তাদের সামনে
বলছি যে মহাশয়গণ, আপনাদের রূপসী ভাবী পুত্রবধূর নাম নেড়ি?
তাদের সামনে ত তোকে অনিন্দিতা I mean, অতিনিন্দিতা বলে
ডাকব। (খুঁ আবার মারতে যায়)

মা। তোমায় কিছু বলে ডাকতে হবে না বাবা—তুমি একটু চুপ করে থেক।

খোকা। ঠিক আছে বাবা আমি এই বেরিয়ে যাচ্ছি।

মা। বেরিয়ে যাবি মানে? বাড়িতে অতিথ আসবে—খাবার টাবার
আনতে হবে না তাদের জন্যে?

খোকা। আচ্ছা বেশ পরমা দিয়ে দাও—আমি ঠিক সময়ে খাবার এনে
হাজির করব।

খুঁ। হ্যাঁ, তারপর তুমি কোথাও আড্ডায় জমে যাও ব্যস—

খোকা। আরে নারে বাবা না—তোর May be স্বত্তর বাড়ির লোকেরা
থেতে পাবে, তুই এত বাবড়ারছিস কেন? দাও মা পরমা দাও।

মা। দাঁড়া পরমা আনি। (মা ভেতরে চলে যান)

খোকা। হ্যাঁয়ে খুঁ, রাস্তাঘাটের অবস্থা কি রকম দেখলি?

খুঃ । এমনি সব ঠিকই আছে । তিনমাথার মোড়ে দেখলাম সি.পি.এম.-এর
ছেলেরা সব বলে আছে ।

খোকা । কে-কে আছে ওর মধ্যে ?

খুঃ । ঐত তোর বন্ধু-বান্ধব সব ।

খোকা । এ্যাই এমন কথাও মুখে আনবি না—ওরা কেউ আমার বন্ধু-বান্ধব
নয় ।

খুঃ । নে কিরে বন্ধু-বান্ধব নয় ! ঐ খোকাদা গণেশদা তোর বন্ধু-বান্ধব নয় ?

খোকা । আগে গলায় গলায় ভাব ছিল । যেদিন থেকে পার্টির খাতায় নাম
লিখিয়েছে সেই দিন থেকেই আমি অফ্ ।

খুঃ । আচ্ছা, তুই এমন আর্থপার কেনরে দাদা ? ওরা তোর একদিন
সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিল—বেই ওরা পার্টি করতে আরম্ভ করেছে এমনি
ওরা তোর শত্রু হয়ে গেল ?

খোকা । শত্রু কেন হবে ? ওরা আমার শত্রু একথা ত আমি একবারও
বলিনি । আমি বাপু Non-political Man. কি দরকার বাবা
কামেলায় । তারপর আমার একটা কিছু হয়ে থাক, তখন আমার বুড়ো
বাপ মা অকুল পাথারে ভাসবে—

খুঃ । ওরা এতগুলো ছেলে, ওদের কারোর কিছু হবার ভয় নেই, বত
ভয় তোর ?

খোকা । হবে যেদিন বুঝবে । মোহাস্তিকে চেনে না তো—সেদিন তিন-
মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে বলে গেছে—আই অ্যাম এ ব্যাল্টার্ড অ্যান্ড আই
ওরাক্ট টু কিল্ অল্ দি সি. পি. এম. ব্যাল্টার্ডস্ ।

খুঃ । ইয়া, মারাটা অত সোজা কিনা !

খোকা । ইংরে নেড়ি একটা কথার জবাব দেত ? তুই কি ঐ সি. পি. এম.-এর
কোন ক্যাডারের সঙ্গে প্রেম-টেন করছিল নাকি ?

খুঃ । কেন ?

খোকা । না মানে যে রেটে ওদের সমর্থন করছিল তাইতে আমার সম্মেহ
হচ্ছে । (মা ভেতর থেকে টাকা ও একটা র‍্যাশনের ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ
করেন ।)

উত্তর মেলে না

মা ॥ শোন খোকা, ওরা বোধহয় তিনজন কি চারজন আসবে। তুই এক কাজ কর, পাঁচটা ডিম নিবি আর দশটা রাজভোগ নিবি, দশটা বড় মেখে সন্দেশ নিবি আর নোনতা কিছু খাবার।

খোকা ॥ ইস এইগুলো তোমরা যদি আগে থেকে ঠিক করতে তাহলে অদ্ভুত নোনতা খাবারের দামটা বেঁচে যেত।

খুঁ ॥ কেন, তোর হু শব্দের কি নোনতা খাবারের দোকান আছে নাকি?

খোকা ॥ না, তা কেন, নোনতার কথাটা যদি কালকে বলতে তবে বসে যেতে পারতাম।

মা ॥ কি বসে যেতিল? কোথায় বসে যেতিল? তোর কথার আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না।

খুঁ ॥ বুঝবে কি করে? ওর কথার মাথামুণ্ডু থাকলে ত বুঝবে।

খোকা ॥ ভ্যাট, বা বুঝিস না তা নিয়ে কথা বলিস না। বুঝলে মা, ভবানী-পুরে একটা মিষ্টির দোকান আছে—ওরা রাত দশটার পর বা নোনতা খাবার থাকে সব ভিখারীদের বিলিয়ে দায়। কাল রাতে আমি ওখানে বসে গেলে আজকের নোনতার খরচাটা বেঁচে যেত।

খুঁ ॥ ওঃ খরচের কথা ভেবে বাবুর ঘুম হচ্ছে না!

খোকা ॥ তবু দাখ, মা আমার বিয়ে দিচ্ছে না। (খুঁ হাসে)

মা ॥ (হেসে) ইয়ারে মুখপোড়া, তোর কি লজ্জাও করে না?

খোকা ॥ সত্যি কথা বলব এতে আর লজ্জার কি আছে। থাক্গে আমি চলি।

মা ॥ এই বাঁধর, শোন, তাড়াতাড়ি আসিস ওরা এখনি হয়ত এসে পড়বে।

খোকা ॥ কটার সময় টাইম দিয়েছে?

মা ॥ এইত তিনটে সাড়ে তিনটে—

খোকা ॥ ঠিক আছে—ঠিক তিনটে বজ্রিশ মিনিটে তোমার খাবার হাজির হয়ে যাবে। (খুঁকে) best of luck নেড়ি—

খুঁ ॥ অলভ্য! (খোকা হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়।)

মা ॥ খুঁ বা মা, এবার গা ধুয়ে নে। ওদের আসবার সময় হয়ে গেল।

খুঁ ॥ বাচ্ছি—ই্যা মা এই চেয়ার টেবিল কোথা থেকে এল?

মা ॥ ওগুলো তোঁর বাবা শিন্নালহা থেকে কিনে এনেছে ।

খুঁ ॥ শিন্নালহা থেকে বাবা এগুলো বাড়ে করে নিয়ে এসে ?

মা ॥ না, বাড়ে করে আনবে কেন ? কুলি নিয়ে এসেছে । (এমন সময় বাইরে থেকে একটা ছেলে, রক্ত, প্রবেশ করে । উকোখুঁকো চুল একটা ময়লা প্যাণ্ট আর পাজাবী পরা)

রক্ত ॥ মাসীমা, কেমন আছেন ?

মা ॥ এই চলছে—তা তোমার খবর কি ?

রক্ত ॥ আর খবর । দেখছেন ত অবস্থা । বাড়ির ধারে কাছে ঘেঁষতে পারছি না । থোকা কোথায় ?

মা ॥ ও একটু বেরিয়েছে । এই খুঁ, নে তুই যা, দেরি করিস নি ।

খুঁ ॥ যাচ্ছি—তুমি যাও না ! (মা ব্যাজার মুখে বেরিয়ে যান)

রক্ত ॥ কি ব্যাপার, তোমরা কোথাও যাচ্ছ নাকি খুঁ ?

খুঁ ॥ না-না—এমনি বাড়িতে কজন লোক আসবে তাই ।

রক্ত ॥ লোক ? কি ব্যাপার ?

খুঁ ॥ কিছু নয় এমনি । তা তোমার খবর কি ?

রক্ত ॥ খবর ভালই । মার শরীরটা খুব খারাপ । খবর পেয়ে অনেকদিন পরে সাহস করে বাড়ীতে এসেছিলুম—কিন্তু যাওয়া হল না ।

খুঁ ॥ কেন ?

রক্ত ॥ পাড়ার মুখটাতে ঢুকতে গিয়েই দেখি পুরো গ্যাং বসে আছে ।

একবার সামনে পড়ে গেলে আর রক্ষে আছে ! তাই টুক করে তোমাদের বাড়ী ঢুকে পড়লাম । তোমাকে একটা কাজ করে দিঁতে হবে খুঁ ।

খুঁ ॥ কি কাজ ?

রক্ত ॥ একবার আমার বাড়ী গিয়ে মার খবরটা জেনে আসতে হবে ।

খুঁ ॥ কিন্তু এখন ত আমি যেতে পারব না রক্তদা । বিকেলে যেতে পারি ।

রক্ত ॥ বিকেলে ! তাহলে আমি খবরটা পাব কি করে ?

খুঁ ॥ কেন তুমি রাতের দিকে একবার এস না হয় ।

রক্ত ॥ রাতের দিকে ? রাতের দিকে আবার আসাটা খুব রিস্কি হয়ে

যাবে। মোহান্তি একেবারে আমাদের ক'জনের জন্তে হস্তে হস্তে হয়ে যুঁয়ে
বেড়াচ্ছে কুকুরের মতন।

খুঁ। আমি তোমাদের ব্যাপারটা বুঝতে পারি না রজতদা। এত বিপদ
জেনেও কেন যে তোমরা এইসব করছ।

রজত। অস্তায় কিছু করছি কি?

খুঁ। না, তা বলিনি। তবে বলছিলাম এখন কিছুদিন না হয় চূপচাপ থাক।

রজত। চূপচাপ থাকলেও ওরা আমাদের ছেড়ে দেবে ভেবেছ? এক
উপায়, জামা পাণ্টানো...তাতো আর আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।
বাক্গে ওসব কথা ছেড়ে দাও। খোকার খবর কি বল—কি করছে
আজকাল?

খুঁ। application. রোজ চারটে করে application করছে আর
সারাদিন একবার মার পেছনে আর একবার আমার পেছনে লাগছে।
এইত এ্যাতক্ষণ এখানে বদমাইসী করছিল। খাবার আনতে গেছে।

রজত। খাবার! মানে?

খুঁ। মানে আমাদের বাড়ীতে লোকজন আসবে বললাম না, তাদের জন্তে
খাবার আনতে গেছে।

রজত। আচ্ছা, তখন থেকে লোকজন আসবে লোকজন আসবে শুনিছি—
কারা আসছে বল দেখি?

খুঁ। নিতান্তই শুনবে? তবে দাদার ভাষায় বলি—আমার May be
খণ্ডরবাড়ীর লোকজনরা আজ আমাকে দেখতে আসবে।

রজত। Very good—তাহলে একটা খাওয়া পাওনা হচ্ছে বল?

খুঁ। না—

রজত। না মানে খাওয়াবে না?

খুঁ। না।

রজত। কেন?

খুঁ। দুটো কারণে—প্রথমত: তোমার এখন কোন ঠিকানা নেই অতএব
নেমস্তর করা যাবে না—আর দ্বিতীয়ত: তোমাকে নেমস্তর করে বিরো
বাড়ীতে সি. আর. পি-র হাজিরা বাবা পোয়াতে পারবে না।

রজত ॥ তুমি আমার নেমন্তন্ন কর আর নাই কর দেখবে বিয়ের দিন তোমার
নন্দাই গেজে বরবাজীদের সঙ্গে খেয়ে বাব (হেসে ওঠে) ।

খুঁ ॥ তুমি হাসছ ? হাসতে তোমার লজ্জা করছে না ?

রজত ॥ তুল বুঝোনা খুঁ—এ হাসি অন্ধমতার হাসি । (মা ভেতর থেকে
ডাক দেন—খুঁ আর গল্প করিস না—তাড়াতাড়ি নে) ।

রজত ॥ আমি চলি । তুমি একবার চট করে উঁকি মেরে দেখে এস ত ।
(খুঁ বাইরের থেকে একবার ঘুরে আসে)

খুঁ ॥ কেউ কোথাও নেই, রাস্তা একদম ফাঁকা ।

রজত ॥ চলি তাহলে । (প্রস্থানোন্তত)

খুঁ ॥ দাঁড়াও ! (রজত দাঁড়ায়) এই রকম করে কতদিন চলবে বলতে
পার ?

রজত ॥ উপায় নেই—বতদিন না দিন বদল হচ্ছে । চলি ।

খুঁ ॥ সাবধানে যেও । (রজত বেরিয়ে যায় । খুঁ ওর বাওয়ার পথের দিকে
এক মুহূর্ত চেয়ে থাকে । মা প্রবেশ করেন)

মা ॥ হ্যারে, কখন থেকে বলছি গাটা ধুয়ে নে, কথা কানে নিচ্ছিল না ;
তারপর ওরা এসে পড়লে মুশ্কিলে পড়ে বাবি । রজত কি বলছিল ?

খুঁ ॥ কি আবার বলবে, এমনি অনেকদিন বাদে পাড়ায় ঢুকেছে—তাই
এসেছিল দাদার খোঁজ নিতে ।

মা ॥ থাক, আর দাদার খোঁজ নিয়ে কাজ নেই । বস্ত্রাব বকাটে বাউতুলে
ছোকরা !

খুঁ ॥ কেন মা তুমি এমন কথা বলছ—না জেনে শুনে । রজতদার মতন
ছেলে এ পাড়ায় কটা আছে ?

মা ॥ হ্যা, খুব ভাল ছেলে । চোরের মতন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে ।
বাড়ীতে ঢুকতে পাচ্ছে না ।

খুঁ ॥ মা !! ওসব কথা থাক মা ! অন্তর কথা নিয়ে শুধুমুখু আমরা
মাথা ঘামাই কেন ?

মা ॥ মাথা কি আর সাথে ঘামাই বাপু । মাঝে মধ্যে হুইহাট বাড়ীতে এসে
ওঠে বে—ভয় করে না, আমার ঘরে জোরান ছেলে রয়েছে । ওর ওপর

থেকে পুলিশের নজর আমার খোকার ওপর পড়তে পারে যে কোন
সময়ে ।

খুসু ॥ আচ্ছা বা, এই কিছুদিন আগে যখন রক্ততদা পাড়ার ছেলেদের নিয়ে
এখানকার লোকদের বিপদে আপদে বুক পেতে দাঁড়াত তখন তুমিই কত
প্রশংসা করত। দাড়াকে যখন বকতে তখন রক্ততদার উপমা দিতে ।
আর আজ রক্ততদা তোমার কাছে খারাপ হয়ে গেল !

বা ॥ থাক, তোকে আর যুক্তিতক খাটতে হবে না । বা তৈরী হয়ে নিগে
বা । (খুসু, বাড়ীর ভেতরে চলে যায় । বা খরটা একটু গোছ-গাছ
করতে থাকেন । বাবা প্রবেশ করেন । তিনি ইতিমধ্যে অফিসের
জামাকাপড় বদল করে ধুতি পরেছেন, গায়ে গেঞ্জী)

বাবা ॥ কই গো, সময় হয়ে এল । নাও নাও—

বা ॥ নেব আবার কি ? ওরা আশুক । তবে ত ।

বাবা ॥ আশুক মানে ? আসার সময় হয়ে গেছে । এই এল বলে । তুমি
এই কাপড়টা ছেড়ে একটা পরিষ্কার কাপড় পরে নাও ।

বা ॥ ওমা, আমার আবার পরিষ্কার কাপড় পরার কি দরকার পড়ল ? আমি
কি ওদের সামনে বেরোব নাকি ?

বাবা ॥ বেরোবে না ! যদি ও বাড়ীর মেয়েরা কেউ আসে তখন ? তখন ত
আসতে হবে ; তার চেয়ে আগে ভাগে তৈরী থাকা ভাল নয় ?

বা ॥ আচ্ছা বাচ্ছি, আগে তোমার মেয়ের হোক । (এমন সময় বাইরে
কড়া নড়ে ওঠে)

বাবা ॥ ঐ এসে গেছে—বাও-বাও—তাড়াতাড়ি ভেতরে বাও । (বা দ্রুত
ভেতরে চলে যান । বাবা বাইরে যান এবং একটু বাদেই তিনজন
ভক্তলোককে নিয়ে প্রবেশ করেন । একজন বৃদ্ধ ও দুজন প্রৌঢ়)

বাবা ॥ আশুন—আশুন । বহন—বহন । (ওরা তিনজন তিনটে চেয়ারে
বসেন)

১ম প্রৌঢ় ॥ পরিচয়ের পার্টটা হয়ে থাক নগেনবাবু । ইনি হচ্ছেন পাত্রেয়
কাকা (প্রৌঢ়কে দেখান) আর ইনি হচ্ছেন পাত্রেয় দাদু, মানে বাবার
কাকা (বৃদ্ধকে দেখান) আর ইনি হচ্ছেন নগেনবাবু মানে কক্তার পিতা

বুদ্ধ । মেয়ের বয়স কত হল ?

বাবা । আজ্ঞে তা প্রায় কুড়ি বছর ।

বুদ্ধ । তিরিশ ? তা একটু বেশী হয়ে গেল যে—

বাবা । আজ্ঞে তিরিশ বছর নয়, কুড়ি বছর ।

২য় প্রৌঢ় । একটু জোরে কথা বলবেন—কাকা কানে একটু কম শোনেন ।

বাবা । আচ্ছা, আচ্ছা—(বুদ্ধের প্রতি বেশ জোরে) আজ্ঞে মেয়ের বয়স
কুড়ি বছর ।

বুদ্ধ । ও, কুড়ি বছর—তা বেশ তা বেশ । লেখাপড়া ?

বাবা । আজ্ঞে বি. এ. ফাস্ট পাঠ পাশ করেছে, এইবার পাঠ টু দেবে ।

বুদ্ধ । খুব ভাল, খুব ভাল, ম্যাট্রিক পাশই মেয়েছেলের পক্ষে যথেষ্ট ।

আমার পরিবার ক্লাস টু পর্বস্ত পড়েছে । পাকা গৃহিণী ! তা ধরুন
আমার সাতটি সন্তানকে মালুম করেছে । তা আপনি কি করেন ?

বাবা । আজ্ঞে—আমি একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরী করি ।

বুদ্ধ । গবরনেন্ট সার্ভিস, খুব ভাল খুব ভাল—উপরি আছে ।

২য় প্রৌঢ় । না কাকা উনি গবরনেন্ট সার্ভিস করেন না । একটা প্রাইভেট
কনসার্নে কাজ করেন ।

বুদ্ধ । ও প্রাইভেট কনসার্ন—মাইনে ভাল । বোনাসও ভাল । উপরির
কি স্বরকার ?

বাবা । আজ্ঞে না—বোনাস আগে ভালই পেতাম—এখন ওই নতুন অর্ডিন্যান্স
হয়ে বোনাস বন্ধ হয়ে গেছে ।

১ম প্রৌঢ় । তা বুঝলেন কিনা নগেনগাবু আগের সেই সব দিন নেই ।
আমার বড়মামার নাম ছিল হরিদাস—তা একবার বড়মামারা চার বছর
মিলে দুর্গাপূজা করলেন । পাড়ার ছেলেরা ছড়া বাঁধলে—ছমাস বোনাস
পেয়ে এবার, মায়ের পূজা করবে হরি । আর তখন জিনিসপত্রও ছিল
সস্তা—বুঝলেন কিনা ।

২য় প্রৌঢ় । তা এবার মেয়েটিকে একবার ডাকুন—

বাবা । আজ্ঞে, এই যে ডাকি । (বাবা ভেতরে চলে যান)

২য় প্রৌঢ় । (বুদ্ধকে কাকা আপনি বেশী প্রশ্ন করবেন না—

বৃদ্ধ ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমরা চূপচাপ বল না, যা জিজ্ঞেস করবার
আমিই জিজ্ঞেস করছি।

২য় প্রোট ॥ না-না, আমি বলছিলাম যে আপনি বেশী কথা বলবেন না,
আপনার শরীর খারাপ ত।

বৃদ্ধ ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে। (এমন সময় বাবার থুতুকে নিয়ে প্রবেশ।
১ম প্রোট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মাকে দেখা যায় ছোট করে
এসে দরজার পাশে দাঁড়াতে।)

১ম প্রোট ॥ বল মা বল, তুমি ঐ চেয়ারটার বল। (থুতু চেয়ারে বলে।
১ম প্রোট গিয়ে খাটের ওপর বসেন।)

বৃদ্ধ ॥ তোমার নাম কি দিদিভাই?

থুতু ॥ অনিমিতা মুখোপাধ্যায়।

বৃদ্ধ ॥ অনিমা! তা বেশ তা বেশ—বুঝলে হে, আমার ছোট শালার ছোট
ভগ্নীপতির বড় মেয়ের নামও অনিমা—

২য় প্রোট ॥ অনিমা নয় কাকা অনিমিতা।

বৃদ্ধ ॥ অ, তা রামাটান্না শিখেছ ত দিদিভাই?

থুতু ॥ অল্প সল্প পারি।

বৃদ্ধ ॥ ই্যা, গল্প ত করবই, আমার বুঝলে কিনা গল্প করার জন্তে একটি
লজীর খুব দরকার—তোমার দিদিভাই যখন বেশ ডাগর-ডোগরটি ছিল
তখন আমরা দুটিতে চিলেকোঠায় বসে খুব গল্প করতুম—তুমিও করবেখন
...হেঁ-হেঁ-হেঁ (বাবা ব্যস্ত হয়ে ছোট ঘরটার আসেন, সেখানে যা দাঁড়িয়ে।
এইবার বড় ঘরের কথা আস্তে হয়ে যায়। ছোটঘরে বাবা এবং মায়ের কথা
শোনা যায়।)

বাবা ॥ ই্যাগো, খোকা ত এখনও এসে পৌঁছল না।

মা ॥ কি জানি, বললে ত একুশি আসছি।

বাবা ॥ যা বাঁহর ছেলে তোমার, তখ গে যাও—কোথায় বলে আজ্ঞা
যায়ছে।

মা ॥ না-না—ও একুশি এসে পড়বে। (বাবা আবার এই ঘরে আসেন।
এ ঘরে কথাবার্তা আবার শোনা যায়)

২য় প্রোচ ॥ শোন মা, আমার বাড়ীতে যদি তুমি যাও, মানে ভগবানের
বহি সেই রকম অভিপ্রায় হয় তবে কিন্তু তোমার অনেক দায়িত্ব নিতে
হবে মা ।

বাবা ॥ আজ্ঞে নিজের মেয়ে বলে বলছি না, সে সব দিক থেকে ও
আপনাদের মনের মতন হবে ।

বুধ ॥ না-না-না রাগ করবো কেন ? রাগ করবো কেন ? রাগ করেছিলুম
একবার তোমার বুড়ী দিদিভাই-এর ওপর, সে অনেককালের কথা...

২য় প্রোচ ॥ না কাকা, অস্ত্র কথা হচ্ছে ।

বুধ ॥ গান ? গান আমার খুব ভাল লাগে । একটা গান শোনাও না মা ।
তোমার বুড়ী দিদিভাই আমাদের বাসর ঘরে গেয়েছিলো—‘স্বপ্নানে কেন
মা গিরিকুমারী’—স্বামা সঙ্গীত ! আহা, কানে এখনও লেগে আছে ।

খুন্ ॥ আজ্ঞে আমি ত গান জানি না ।

বুধ ॥ যা জানো তাই শোনাও ।

খুন্ ॥ আজ্ঞে আমি একদমই গান জানি না ।

১ম প্রোচ ॥ অ চাটুঘো মশাই—ও গান জানে না বলছে ।

বুধ ॥ অ, তা আমার ছোটশালীর নাতনিও তো জানে না—

বাবা ॥ আজ্ঞে দেখুন ঐ একটা ব্যাপারে আমি একটু পিছিয়ে পড়েছি ।
মেয়েকে গান বাজনা শেখাতে পারিনি ।

২য় প্রোচ ॥ না-না তার জন্তে কি আছে ? আর গান টানের ব্যাপারে
বংশের একটা ট্রাডিশান থাকে । সব পরিবারে গান বাজনা হয় না ।

বাবা ॥ তাত বটেই—তাত বটেই । (বাবা এই কথা বলে আবার ছোট
ঘরটায় আসেন । এ ঘরের কথাবার্তা আন্তে হয়ে যায় । বাবা ও মার
কথা শোনা যায়) হ্যাঁগো এখনও খোকাতে এলো না ।

মা ॥ তাইত দেখছি । কিন্তু ওষে আমাকে বলে গেল এক্ষুণি আসবে !

বাবা ॥ ইয়েলপনসিবল্ -ইভিয়েট—জানে বাড়ীতে লোকজন আসবে—
মাত্র একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেটাও ঠিক মতন পালন করতে
পারে না ।

মা ॥ আমি ত বুঝতে পারছি না—ভুলে গেল নাকি !

বাবা। কুলে যাবে কেন ? কোথায় দেখে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আজ্ঞা মারতে বসে গেছে, খেলার আছে তার বাড়ীর কথা !

মা। কি হবে তাহলে ? তুমি একটু বেরিয়ে দেখবে ?

বাবা। আমি ? আমি বেরুলে কি করে চলবে ?

মা। তাহলে তুমি একটু গল্প টল্ল করে ওদের বসিয়ে রাখ । মনে হয় এখুনি এসে পড়বে ।

বাবা। (রেগে) আন্থক আজ ও বাড়ি—(বাবা আবার এ ঘরে আসেন ।)

২য় শ্রোত। ঠিক আছে তোমাকে আর কষ্ট করে বসে থাকতে হবে না মা—
তুমি যাও ।

বুদ্ধ। না না রমেন, যাবে কি—আসল কাজটাইত এখনও হয়নি। দেখি দ্বিদি তোমার বাঁ হাতটা একবার দেখাওত। (খুকু বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেয়—বুদ্ধ মনোযোগ দিয়ে দেখেন) বাঃ বেশ ভাল হাত, খুব লক্ষ্মীমস্ত মেয়ে তুমি দ্বিদিভাই ।

বাবা। আজ্ঞে ওর'ত মিথুন রাশি কর্কট লগ্ন ।

বুদ্ধ। বলতে হবে না—বলতে হবে না। আমি হাত দেখেই বুঝে ফেলেছি ।
ঠিক আছে তুমি যাও দ্বিদিভাই—(খুকু আজ্ঞে আজ্ঞে উঠে পাশের ঘরে মায়ের কাছে যায় । এ ঘরের কথা আস্তে হয়ে যায় ।)

মা। তোর দাদা ত এখনও এলো না ।

খুকু। দাঁড়াও, সময় হলে ত আসবে । এখনও তিনটে পরজিণ হয়নি ।

মা। কিন্তু ওদের আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে ? কাজতো মিটে গেছে—
ওরা যে এবার চলে যাবে ।

খুকু। তুমি দেখনা, দাদা এখুনি এসে পড়ল বলে—(এদিকে বড় ঘরে)

২য় শ্রোত। তাহলে নগেনবাবু—আজ আমরা উঠব । মোটামুটি আমাদের ত পছন্দ হয়েছে—এইবার একদিন বাড়ীর মেয়েদের আসতে বলি—
গুঁরাও দেখে যান । আর ইতিমধ্যে আপনিও আমার ভাইপো নব্বুকে খোজখবর নিন ।

বাবা। দেখুন খোজখবর আর কি নেব । মোটামুটি বা জানবার তা আমি নব্বুবাবুর কাছ থেকে জেনে নিয়েছি । আর তা ছাড়া আমি বশাই

ভাগ্যে একটু বিশ্বাস করি। আমার মায়ের যদি আপনাদের হাঁড়িতে চাল দেওয়া থাকে, তা কি কেউ আটকাতে পারবে ?

১ম প্রোড় ॥ সেত বটেই—সেত বটেই। আমি ত আপনাকে বলেছি নগেনবাবু। ছেলেটি অত্যন্ত ভাল—M.Sc. পাশ, রাইটার্সে চাকরী করে। কোন বাজে নেশা নেই।

২য় প্রোড় ॥ আর সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন মশাই—এই আজকালকার ছেলেদের মতন রাজনীতির নেশা টেশা নেই।

বাবা ॥ আজ্ঞে ওটা আমারও অত্যন্ত অপছন্দ। আমার ছেলেকেও আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি, ত্যাগ বাপু—ওইসব রাজনীতিটি করতে হয় বাড়ীর বাইরে—। আর দিনকাল বা পড়েছে। এই আমাদের পাড়ায় দেখুন না, রাতদিন গুণগোল, মারামারি। আমার ছেলের প্রায় সবকটা বন্ধু-বান্ধব এই সব করছে—আমি বলে দিয়েছি—ত্যাগ বাপু ওদের সঙ্গে মিশবে না।

২য় প্রোড় ॥ আমাদের সময়ে মশাই রাজনীতির একটা সম্মান ছিল। তখন আমাদের সকল ভারতবাসীর কমন এনিমি—ইংরেজ। আর আজ ধরুন প্রত্যেকটা লোক প্রত্যেকের এনিমি !

বুঝ ॥ অনেক বেলা হল, এবার ওঠা থাক্।

বাবা ॥ আজ্ঞে একটু বসুন—একটু মিষ্টিমুখ করে যান।

২য় প্রোড় ॥ না-না—ওসব পরে একদিন হবে'খন। আজ আমরা উঠি।

বাবা ॥ না-না—তা কি হয়। আজ প্রথম দিন আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিলেন, মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়তে পারি না। (বাবা দ্রুত ছোট ঘরে আসেন)

বাবা ॥ হ্যাগো, এখনও আসেনি ?

মা ॥ এলে'ত তোমার চোখের সামনে দিয়েই আসত।

বাবা ॥ কি আতঙ্করে পড়লাম বল দিকিনি। এখন কি করি ?

মা ॥ একটু কথায়-কথায় ওদের আটকে রাখনা।

বাবা ॥ আরে কি কথা বলব। কথা বা বলার তাত সব শেষ হয়ে গেছে.

এখন কি বসে বসে সিনেমার গল্প করব ? ইভিয়েট ছেলে কোথাকার।

বুঝ ॥ আমি বাইরে গিয়ে দেখব ?

উত্তর মেলে না

বাবা ॥ তুই ওদের সাহসে দিয়ে কোথায় বাইরে যাবি। (মাকে) এই তুমি, তুমিই, আঁকারা দিয়ে দিয়ে ওকে একেবারে মাথায় তুলেছ।

মা ॥ বাজে বকো না—আমি আঁকারা দিয়ে মাথায় তুলেছি, না তুমি তুলেছ !

বাবা ॥ আজ আত্মক বাড়ী—চাব্কে সোজা করবো ওকে—হারামজাদা ! শোন খুকি একটু চা কর—অন্তত এককাপ করে চা বিস্কুট দিয়ে মান সম্মান বাঁচাই।

মা ॥ তুমি ওঘরে যাও। আমি এখনি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। খুঁচু চট করে একটু রান্নাঘরে আর তো। (মা ও খুঁচু মকের বাইরে চলে যায়। বাবা বড় ঘরে)

বুদ্ধ ॥ বুঝলেন নন্দাবু—সে সব এক দিন ছিল—এত বড় বড় লেংড়া আম, আম তখন টাকায় দু'ঝুড়ি। ভাল খাটি ঘি তখন—

১ম প্রোড ॥ সে সব কথা আর মনে করিয়ে দেন কেন কাকাবাবু। আপনাদের সময় ত অনেক দূরের কথা, আমরা যা খেয়েছি তাই আমাদের ছেলেপিলেরা কণামাত্র খেতে পারল না। (হঠাৎ বাইরে দূরে কোথাও শাঁখ বাজছে শোনা গেল—এক সংগে অনেক বাড়ীতে শাঁখের আওয়াজ। সেই সঙ্গে রাইফেল ছোঁড়ার আওয়াজ। এ ঘরের সবাই কান খাড়া করে শোনেন।)

২য় প্রোড ॥ কৃত্রিমকল্প হল বোধ হয়।

বাবা ॥ কেন, মনে হল নাকি আপনার ?

২য় প্রোড ॥ না, এই যে শাঁখ বাজছে।

বাবা ॥ ওঃ না-না—ওটা কৃত্রিমকল্পের জন্ত বাজছে না।

১ম প্রোড ॥ তবে ?

বাবা ॥ পাড়ার পুলিশ ঢুকেছে সি. আর. পি—

২য় প্রোড ॥ পুলিশ ঢুকলে শাঁখ বাজে নাকি ?

বাবা ॥ হ্যাঁ, এখানে অনেক ছেলেকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে'ত। তাই পাড়ার পুলিশ ঢুকলেই পাড়ার মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে ছেলেদের সাবধান করে দেয়।

২য় প্রোড় ॥ সে কি ! তা হঠাৎ পাড়ায় পুলিশই বা চুকবে কেন ?

বাবা ॥ ওই সব সি. পি. এম-এর ছেলেগুলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যখন তখন আসে—যে বাড়ীতে ইচ্ছে ঢোকে আর যা ইচ্ছে করে। আর বাড়ীতে যদি ইয়ং ছেলে থাকে তা হলে ত কোন কথাই নেই।

১ম প্রোড় ॥ তা হলে ত মশাই আপনারও খুব বিপদ—আপনারও ত ইয়ং ছেলে আছে।

বাবা ॥ না-না সে দিক থেকে আমার ছেলে খুব ভাল—ওকে দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন।

১ম প্রোড় ॥ তবে ব্যাপারটা কি জানেন ? দেশের মানুষ চারদিক থেকে এমন চাপ খেতে শুরু করেছে যে মানুষের মনে বিকোভ আপনা থেকেই দানা বেঁধে ওঠে।

২য় প্রোড় ॥ বিকোভ দেখালেই ত শুধু চলবে না নন্দাবু—দেশের জন্তে কিছু Sacrifice করব না শুধু দেশের সরকারের কাছে অনবরত দাঁও দাঁও বলে হাত পেতে থাকব—তা ত চলে না।

১ম প্রোড় ॥ Sacrifice-! ভারতবর্ষের মানুষ দেশের জন্তে যে পরিমাণ Sacrifice করেছে অন্য কোন দেশের মানুষ তা করেছে ? আর Sacrifice এর কথা যদি বলেন তবে জিজ্ঞেস করি ভারতবর্ষের একজন সাধারণ মানুষ তার দেশের জন্তে যে পরিমাণ Sacrifice করেছে ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর তার কণামাত্র Sacrifice আছে ?

বাবা ॥ না-না—এ আপনি কি বলছেন নন্দাবু। নেহেরু Family দেশের জন্তে Sacrifice করেনি ?

১ম প্রোড় ॥ কি জানি মশাই—প্যারিসে কাচা কোট প্যান্ট পরে ইংরেজ হয়ে থেকে ইংরেজের দেশে লেখাপড়া শিখে ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীন দেশের কর্তৃত্ব পাওয়ারটা হল দেশের জন্তে Sacrifice ! এদের নাম সবসময় লেখা থাকবে লালকেলার মাটিতে পোতা কালাধারে আর ভগ্ন সিং, স্মৃতিরাম, কানাইলাল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সূর্য সেনের মতন বেলব হাজার হাজার প্রাণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সত্যিকারের লড়াইতে শেষ হয়ে গেল তাদের নাম মুছে বাবে ক্লাস লেভেনের ইতিহাসের বই—এর পাভা

থেকে। কোনও সভ্য দেশে এমন ইতিহাস বিকৃতির নকীর খুঁজে পাবেন
আপনি ?

২য় প্রোঢ় ॥ না, মানে ব্যাপারটা হলো—

১ম প্রোঢ় ॥ বলতে পারেন পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে এইভাবে সাধারণ
মানুষের কণ্ঠ রোধ করা হয়েছে ? কোন দেশের প্রত্যেকটি খবরের কাগজ
দীর্ঘ উনিশ মাস ধরে সেন্সার করা হয়েছে, বলতে পারেন পৃথিবীর কোন
দেশে শুধুমাত্র একজনের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার জন্যে দেশের বিচার ব্যবস্থার
গলা টিপে মারা হয়েছে ?

বাবা ॥ দেখুন নন্দবাবু—এ কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি বর্তমানের
So called leftist পাটিরা দেশকে যে অরাজকতার দিকে ঠেলে নিয়ে
যাচ্ছিল তাতে করে ইন্দিরা গান্ধী ঠিক কাজ করেছেন।

১ম প্রোঢ় ॥ কি জানি মশাই—আমার ত মাঝে মাঝে কথো দাঁড়াতে ইচ্ছে
করে। আমি ভাবতে পারিনা যে কোন গুণ না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রধান
মন্ত্রীর ছেলে বলে একটা ২৭-২৮ বছরের অকালপক ছেলের আত্মুলের
ইশারায় ভারতবর্ষের ৬০ কোটি মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করা যেতে পারে ;
আমি ভাবতে পারিনা যে ভারতবর্ষের আর পাঁচটা সাধারণ নাগরিকের
মতন একজন নাগরিক যার একমাত্র Qualification সে শুধুমাত্র প্রধান
মন্ত্রীর ছেলে আর গুণাবাহিনীর নেতা, শুধু তার একটা খেরাল চরিতার্থ
করবার জন্যে হাজার হাজার গরীব মানুষের ঘর বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে
দেওয়া যেতে পারে—

বাবা ॥ আরে, একটা কথাত মানতে হবে নন্দবাবু—আমাদের দেশের স্বাধী-
নতার বয়েস মোটে তিরিশ বছর। এই তিরিশ বছরের মধ্যেই দেশকে
লোনার মুড়িয়ে দেবে এমন আশা করাটা অস্বাভাবিক। আস্তে আস্তে এগুতে
হবে। তা নয়, দেশের লেফট পাটিগুলো চাইছে রাতারাতি দেশটাকে
স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলতে হবে। তাকি কখনও সম্ভব ?

১ম প্রোঢ় ॥ তা যদি বলেন ত বলি নগেনবাবু—এ একটা ছোট্ট দেশ
ভিয়েতনাম—

বৃদ্ধ ॥ মামত বলেছে অনিরা—না-না অনিশ্চিত।

২য় প্রৌঢ় ॥ না কাকা—অন্ত কথা হচ্ছে—বেশের কথা ।

বৃদ্ধা ॥ অ—তা আমাদের আদি বেশ হচ্ছে ঢাকা বিক্রমপুর—ওখানকার কোন লোককে ভিজেস করলেই বলবে—নন্দপুরের চাটুবে্য পরিবার ।

২য় প্রৌঢ় ॥ না কাকা অন্ত কথা হচ্ছে । আপনি একটু চুপ করে বসুন ।

বৃদ্ধা ॥ না না—আর বসব না—চল—এবার আমার আবার গিয়ে আফ্রিক করতে হবে ।

বাবা ॥ একটু বসুন, আমি এখুনি চায়ের ব্যবস্থা দেখছি । আগলে আজ আমাদের এখানে একটু অস্থবিধে হয়ে গেছে—মানে কিছু কিছু দোকানপাট বন্ধ—তাই আমার ছেলে মিষ্টি আনতে গেছে—তাই—মানে একটু দেরি হচ্ছে ।

২য় প্রৌঢ় ॥ আরে তার জন্তে আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? অতো কর্মাল হবার কোন কারণ নেই ? ভগবানের ইচ্ছায় যদি আপনাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হয় তখন বহুবার আসতে হবে, মিষ্টি না হয় তখন এক সঙ্গে খাইয়ে দেবেন ।

বাবা ॥ আ-হা-হা, সেত বটেই সেত বটেই । তবু—তবু আপনারা একটু বসুন, আমি এখুনি আসছি—আসছি । (বাবা এইষর ছেড়ে পাশের ঘরে যাবার জন্তে পা বাড়ান । এখন সময় একটা ছেলে এসে ঢোকে । তার হাতে ব্যাগানের থলে)

ছেলেটি ॥ মেনোমশাই ।

বাবা ॥ কে ?

ছেলেটি ॥ আমি নন্তে ।

বাবা ॥ কি ব্যাপার ?

ছেলেটি ॥ খাবারটা । (পাশের ঘরে মা ও খুকুকে দেখা যায় । মার হাতে একটা ট্রের ওপর তিনচার কাপ চা সাজান । উনি ওটা খুকুর হাতে তুলে দিলেন । এ ঘরে ছেলেটিকে আসতে বলেন ।)

বাবা ॥ এ ঘরে এস । (ছেলেটি ব্যাগটা নিয়ে বাবার পেছন পেছন ও ঘরে ঢোকে)

বাবা ॥ (খুকুকে) দাঁড়া দাঁড়া—চাটা এখন দিসনি, খাবার এসে গেছে । থোকা

পাঠিয়ে দিয়েছে। (ছেলেটিকে) খোকা কোথায়? (ছেলেটার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে মার হাতে দেন)

নন্ডে ॥ খোকা একটু আটকে গেছে। তাই আমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে।

মা ॥ (খুক্কে) খুক্ তিনটে বড় ডিস নিয়ে আসনা মা রান্নাঘর থেকে।

বাবা ॥ খোকা আটকে গেছে! বাবুর আড্ডাটাই এত বড় হল যে সে বাড়ীতে অতিথি এসেছে জেনেও অন্য কাজে আটকে গিয়ে খাবারটা তোমায় দিয়ে পাঠিয়ে দিলে? (খুক্ ইতিমধ্যে চারটে প্লেট নিয়ে এসেছে—মা হঠাৎ ব্যাগটা খোলে)

মা ॥ ওমা! ইস, সব যে একাকার হয়ে গেছে, একি! রক্ত লেগে আছে যে—একি পাঠিয়েছে খোকা—!!

বাবা ॥ রক্ত! কার রক্ত, কিসের রক্ত?

মা ॥ এই ছাত, সারা ব্যাগ রক্তে মাখামাখি।

বাবা ॥ সে কি? নন্ডে, খোকা কোথায়? এ কিসের রক্ত?

নন্ডে ॥ মেলোমশাই—

খুক্ ॥ কি হয়েছে নন্ডেমা—?

মা ॥ (আকুল) অ নন্ডে, সত্যি করে বল বাবা—আমার খোকায় কিছু হয়নি ত?

বাবা ॥ নন্ডে, কি হয়েছে বাবা বল। (ইতিমধ্যে দেখা যায়—ছ-একজন করে লোক—এ বাড়ীতে আসতে শুরু করেছে। তার মধ্যে রক্তও আছে।)

নন্ডে ॥ মেলোমশাই খোকাকে গুলি করে মেরেছে পুলিশ।

মা ॥ (চিৎকার করে ওঠেন) না-আ-আ—!!! (মা লুটিয়ে পড়েন মেঝেতে, খুক্ মার পাশে বসে পড়ে। বাবা ছুটে এ ঘরে আসতে আসতে বলেন)

বাবা ॥ না-না—আমার খোকাকে কেন ওরা মারবে—আমার খোকাত এ সবের মধ্যে নেই—তোমরা ভুল করছ—ভুল দেখেছ। ও নিশ্চয়ই আমার খোকা নয়! (বাইরে থেকে আসা লোকদের মধ্যে একজন বাবাকে ধরেন।)

নন্ডে ॥ কোথায় যাচ্ছেন মেলোমশাই?

বাবা ॥ তোমরা ভুল দেখেছো, আমার খোকাকে কেন মারবে? আমার

খোকা'ত রাজনীতি করেনি কোনদিনও—না, না, এ সত্যি হতে পারে না—
নন্তে । রাজনীতি না করলেও ওরা খোকাকে ঘেরেছে ।

২য় প্রোড় । কিন্তু ওকে কেন মারল ?

নন্তে । আসলে খোকাকে মারতে চায়নি । পুলিশ অনেক দিন ধরে খোকা
চক্রবর্তী বলে সি. পি. এম-এর একটা ছেলেকে খুঁজছিল । একটু আগে
মোহাস্তি দলবল নিয়ে পাড়ায় ঢুকেছিল খোকাকে খুঁজতে । সেই সময়ে
খোকা খাবার নিয়ে ফিরছিল । এমন সময় ওরই কোন বন্ধুবান্ধব
বেথেয়ালে ওকে খোকা বলে ডেকে ফেলে—আর মোহাস্তি কাছেই
ঘাপটি মেরে ছিল । খোকা নাম শোনামাত্রই রিডলবার বের করে তিনটে
গুলি করে—। ও পড়ে যাওয়ার আগে একবার চিংকার করে বলেছিল—
আমায় মারছেন কেন ? আমি'ত খাবার নিয়ে যাচ্ছি—আমার বাড়িতে
অতিথিরা বসে আছে । তারপরেই ও মাটিতে লুটিয়ে পড়ে । ওর
বডিটাও তুলে মোহাস্তি থানায় নিয়ে গেছে ।

বাবা ! (হা-হা করে কেঁদে ওঠেন) হা ভগবান —এ আমার কি হল ! আমি
চিরদিন রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম আমার খোকাকে ।
ওকে কেন পুলিশের গুলি খেয়ে মরতে হল । হা-ভগবান !

রজত । এ প্রশ্নের উত্তর ভগবানের কাছে পাবেন না বেসোমশাই । এ
প্রশ্নের উত্তর চান আপনাদের এশিয়ার মুক্তি স্বর্ধের কাছে । জিজ্ঞাসা
করুন তাকে—কেন কোন রাজনীতি না করেও আপনার ছেলেকে
পুলিশের গুলিতে মরতে হল ? কেন শুধু নাটক ভালবাসার অপরাধে
প্রবীর দত্তকে পুলিশের লাঠি খেয়ে মরতে হল ? কেন শুধু জর্জ কার্ণা-
গোজের পরিচিত বলেই জেলের অঙ্ককার ঘরে তিল তিল করে অভিনেত্রী
স্নেহলতাকে মরতে হল বিনা চিকিৎসায় ? কেন ? কেন ? কেন ?

[সকলেই ফ্রিজ হয়ে যান । মঞ্চের ক্রমশ কমে আসা
আলোর মধ্যে থেকে একটা লাল আলো আলাদাভাবে
ভুলুঠিত মায়ের সামনে রাখা কাপড়ের ব্যাগটার ওপর
পড়ে । পর্দা নেমে আসে ।)

[অভিনয়ের আগে নাট্যকারের সঙ্গে বোগাযোগ করবেন । ঠিকানা :
পি-৩০/এ ইন্দ্রানী পার্ক । কলিকাতা—৩৩ । অথবা মুক্ত অঙ্গন]

উত্তর মেলে না

৫৭

স. দ. এ.—৪

হারানের নাটজামাই

কাহিনী—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যরূপ—অরুণ মুখোপাধ্যায়

গফুর—	শ্রীমন্ত
বাখাল—	মন্মথ
হারান—	শ্রীপতি
ময়না—	বৃদ্ধ
ময়নার না—	কানাই
ভুবন—	মথুর
নিতাই—	জগমোহন

[হারান দাসের বাড়ীর দাঁওয়া। দাঁওয়ায় হারিকেন জলছে। দাঁওয়ায় বসে আছে রাখাল ও গফুর। তাদের হাসির মধ্যে পর্দা খুলবে।]

গ। তাই নাকি ? তারপর ?

রা। তারপর আর কি। দারোগাবাবু মুখটি চুন করে ফিরে গেল। পাবে কোথায় মণ্ডলকে—তিনি তো তার আগেই—(আবার হাসে ছুজনে)

গ। দারোগাবাবু তাহলে খুব চটেছে বল ?

রা। চটেছে মানে, চটে একেবারে আগুন হয়ে আছে। আজ হুমাস হতে চলল মণ্ডলের নামে প্রেস্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। দারোগাবাবু তার লোকজন নিয়ে এ-গাঁ সে-গাঁ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে—কিন্তু সব গাঁয়ের চাষীরাই যে মণ্ডলকে আড়াল করে রাখতে চায়। তাকে ধরা কী অতই সোজা ?

গ। আচ্ছা, দারোগাবাবু মণ্ডলকে চেনে না ?

রা। আরে চেনে না বলেই তো হুবিধে। ঐ ডুবন মণ্ডল নামটাই বা শুনেছে। সেদিন তো শালিগঞ্জে মণ্ডল একেবারে পুলিশের মুখোমুখি পড়ে গেল। বেগতিক দেখে মণ্ডল ভালমাহুটির মত পুলিশের নাকের ওপর দিয়েই হেঁটে চলে গেল, যেন গায়েরই কোন চাবী।

গ। কিন্তু চণ্ডী ঘোষ ত সবসময় পেছনে লেগে রয়েছে। ওর আঁতে যা পড়েছে—ও কি ছাড়বে ?

রা। ছাড়বে নাই তো। পুলিশের চেয়ে তো ওর গরজই বেশি। শ্রীপতি আর কানাইকে লেলিয়ে দিয়েছে। তারাও মণ্ডলকে চেনে না, তবে যেখান থেকে যখন যা খবর পাচ্ছে খানায় পৌঁছে দিচ্ছে। ঘোষ মশাই তো বেশ বোঝেন, চাবীরা আজ এক জোট হতে পেরেছে ঐ মণ্ডলেরই চেষ্টায়—

গ। সে কথা তো একশোবার সত্যি রাখাল। ঐ একটা মাহুঘের জোরে—

রা। মণ্ডল কিন্তু অন্য কথা বলেন গুরু।

গ। কি রকম ?

রা। মণ্ডল বলেন, তোমাদের জোরই আসল জোর। তোমরা সকলে হাতে হাত মিলিয়ে না দাঁড়ালে আমি কি আর একা লড়াই চালাতে পারতাম ? ঘোষ মশাই কিন্তু এখনও চেষ্টা করছে, লোভ দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে যে কোন ভাবেই হোক চাবীদের খান আদায় করতে।

গ। ওলব কোন চালাকিতেই আর আমরা ভুলছি না। আমরা মাঠে কাজ করব, রোদে পুড়ে, জলে ভিজে ফসল ফলাব আর ঐ লোকটা ঘরে বসে লাভের কড়ি গুণবে। জান কবুল করেছি আমরা, ধান এবার কিছুতেই ছাড়ব না।

[হারান ঢুকে পড়ে]

হা। ছাড়ব না।—কিছুতেই ছাড়ব না। আমার রক্তে বোনা ফসল জোতদারের গোলায় ভরতে দোব না। হাত উঠাও। না! এ আমার ধান—আমি রক্ত দিয়ে বুনেছি এ ফসল—হাত উঠাও। না—সরে বাও, না হলে গুলি চালাব—চালাও গুলি তবু ফসল ছাড়ব না—চ্যাচ্-চ্যাচ্-

হারানের নাভজামাই

চ্যাচ্—আঃ দিলাম—আমার সব রক্ত ঢেলে দিলাম জমির ওপর—রক্তের
ফিল্মকিতে সোনা ফসল লাল করে দিলাম—তোমরা কেউ ফসল দিও না
গো—ফসল দিও না—

[ময়না এসে হারানকে ধরে]

ম ॥ দাছ ভেতরে চল দাছ—ভেতরে চল—

হা ॥ এঁা! কে! কে!

ম ॥ আমি দাছ!

হা ॥ ইয়ারে, নিতাই ফিরেছে মাঠ থেকে? সাঁঝ'নেমে এলো—আকাশে
মেঘ করেছে। যাই দেখি একবার।

ম ॥ দাছ—দাদা তো ফিরে এসেছে মাঠ থেকে।

হা ॥ ফিরে এসেছে?

ম ॥ ই্যা—ধানের গোছা পিঠে করে ফিরে এলো মাঠ থেকে।

হা ॥ ফিরেছে! আঃ—বড্ড ভয় করছিল রে—ধানগুলো সব লুকিয়ে রাখ—
ওরা কেড়ে নিয়ে যাবে—লুকিয়ে রাখ! ইয়ারে—ধানের শীষে লাল ফোঁটা
দেখলি!

ম ॥ না তো।

হা ॥ আহে আছে—ভাল করে গুথ। অত রক্ত কোথায় গেল? সব শুবে
নিলো মাটিতে? সব শুবে নিলো! তবে যে সনাতন বলেছিল মাটিতে
যে নতুন ধান উঠবে, তার গায়ে লাল ফোঁটা থাকবে। যখন সব ধান চাষীর
গোলায় উঠবে—চাষীর চিতোনো বুক যখন পুলিশের গুলি ঠিকরে বেরিয়ে
যাবে তখন ধানগুলো আবার সোনালী রঙ ফিরে পাবে। তবে কি—
তবে কি চাষীরা সব ধান নিজেদের গোলায় তুলেছে? আঃ কী মজা!
কী মজা!

ধানের শীষে চুম্ব দিলাম কচি সোনা ধান

ধানের চেউয়ে ছলে ওঠে আমার পরাণ।

কী মজা! কী মজা! (হারান চলে যায়। সঙ্গে ময়না)

রা ॥ আমরা শুধবে গফুর—সনাতনদার রক্তের ঋণ শুধবে আমরা এবার।
ধানের সোনা রঙ ফিরিয়ে আনব আমরা। সনাতনদা একা এগিয়ে গিয়ে—

ছিলো বুক চিতিয়ে পুলশের বন্দুকের মুখে—আমরা দেখিন ভয়ে পিছু হটেছিলাম। কিন্তু আজ? আজ সবাই একজোট—একসঙ্গে রুখে দাঁড়াবো সবাই। রক্ত যদি ঝরে এবার আর একপেশে নয়। সনাতনদার বুকের আগুন সব চাবীর বুকে আজ ধক্ধক করে জ্বলছে—সব কিছু ছারখার করে দেবে সে আগুন!

গ। মণ্ডলের কথা মত সব ধান এখন চাবীর নিজেদের ঘরে জমা করে ফেলেছে। এখন তো আর ঘরের ভেতর থেকে ধান কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না জ্বোতদার মশাই।

রা। বলা যায় না গফুর, ওরা সব পারে। তাছাড়া পুলিশ ওদের পেছনে। একটু আলগা দিলেই ঘোষমশাই থাবা বসাবে। আমরা, তেমনি যদি থাকতে পারি তাহলে শুধু ঐ ঘোষমশাই কেন সব জ্বোতদারগুলো জোট পাকালেও কিছু করতে পারবে না।

গ। আচ্ছা রাখাল, আজ যে মণ্ডল এ গাঁয়ে এসেছে সে খবরও তো ওরা পেতে পারে—

রা। হ্যাঁ, তা পারে বই কি—

গ। তার মানে, আজ রাতেও হামলা হতে পারে?

রা। তা তো পারেই—তবে ভাবনার কিছু নেই গফুর! সব ব্যবস্থা পাকা করা আছে। ওনারা এলে আমরা অনেক আগেই টের পাব। ওনারা এদিক দিয়ে এলেই মণ্ডলকে ওদিক দিয়ে পার করে দোব। আর ওনারা ওদিক দিয়ে এলে মণ্ডলকে সেইদিক দিয়ে পার করে দোব।

[ময়নার মা দাওয়ার দাঁড়ায়]

মঃ মা। কি রে রাখাল, কি হাত পা ছুঁড়ছিস এত?

রা। না, এই গফুরকে বোঝাচ্ছিলাম, মহাপ্রভুরা এলে মণ্ডলকে কি ভাবে আড়াল করে সরিয়ে দেবো—তা মাসী মণ্ডলের খাওয়া হয়ে গেছে?

মঃ মা। হ্যাঁ, এই মাত্র হোল—তা তোরা সব এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কি করতে? কদিন ধরে তো রাতে ঘুম নেই তোদের, বা, এবার সব শুয়ে পড়গে।

রা ॥ ই্যা, এই বাই, বুকে মাসী মণ্ডলও শুনেছে তোমার সেই দুপুর বেলার গল্প !

গ ॥ দুপুরবেলার গল্প !

রা ॥ ইয়ারে, সেই যে গত মাসে দুপুরবেলা হঠাৎ গায়ে পুলিশ এসে হামলা করল—যোয়ান মরদরা তখন সব মাঠের কাজে, মাসী আমার আর সব মেয়েদের বোগাড় করে শুধু কাঁটার তাড়াতেই ওদের গাঁ ছাড়া করে দিলে—

মঃ মা ॥ ই্যা,—কটা প্যাংলা পুলিশ—তাদের আবার—

রা ॥ প্যাংলাই হোক আর হ্যাংলাই হোক, পুলিশ তো ? একবার ভাব তো মাসী, এক বছর দু বছর আগেও পুলিশের নামেই আমরা অনেকে ভিন্নি খেতাম কি না ?

মঃ মা ॥ তা পুলিশ হলেও ওরা মাহুষ তো ?

গ ॥ ই্যা, মাহুষ বটে কিন্তু ঐ ধড়াচুড়ো পরলে অনেকের মধ্যে আবার বনমাহুষ ভাব জাগে কি না ? (মকলে হেসে ওঠে)

রা ॥ ও ই্যা তোমাকে বলা হয়নি মাসী, কদিন আগে হাতী নাড়ায় গিয়েছিলাম। ওখানে তোমার জামায়ের সঙ্গে দেখা গো ?

মঃ মা ॥ কি বলে ও ?

রা ॥ মুখে কিছু বলতে চায় না, তবে হাবভাব দেখে মনে হল ভেতরে ভেতরে নরম হয়ে এসেছে। আমি বললাম, এটা কি ঠিক হচ্ছে জগমোহন, মাসী আমার গরীব মাহুষ, কিন্তু জোচ্চোর তো নয়। না হয় বিয়ের সময় বা দেবার কথা ছিল তা ঠিক ঠিক দিতে পারে নি, কিন্তু তাই বলে ছমাস ধরে তুমি ময়নাকে বাপের বাড়ী ফেলে রাখবে ?

মঃ মা ॥ তুই আবার অত কথা বলতে গেলি কেন ?

রা ॥ আসলে কি জান মাসী, তোমার জামাই এমনিতে ভালমাহুষ। কিন্তু ঐ পাঁচজনে ওর মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে। তার ওপর আছে ওর বাপ, তোমার বোমাই গো—ভীষণ কজুষ। ছেলের যদি বা মন চায় বউ আনতে বাপের এক গোঁ, আগে রূপো আহুক তারপর বউ ধরে আসবে।

মঃ ম্য ॥ ই্যা, এবারে টাকাটা পাঠিয়ে দোব ভাবছি। তাহলে হয়তো

বেয়াইয়ের মন ভিজবে, বউকে ঘরে তুলবে। এদিকে মেয়েটা আমার মুখ
ভকনো করে ঘোরে। মুখে কিছু না বললেও আমি তো বুঝি।

~ [ভেতর থেকে এসে তুবন হাওয়ার দাঁড়ায়]

—এসো মণ্ডল।

[সঙ্গে ময়নাও আসে]

মঃ মা ॥ হ্যারে, বাবা চুপ করেছে ?

ম ॥ হ্যা মা।

তু ॥ ভোমার খবর কি প্রায়ই এমন করে ?

মঃ মা ॥ মাঝে মাঝে কি যে হয় ছেলেকে খুঁজবে—চিৎকার করবে—আবার
আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে আসে। নিতাই মাঠ থেকে ফিরলো কিনা বিকেল
থেকে পঞ্চাশবার খোঁজ করবে। ময়নার বাবা পুলিশের গুলিতে জান
খোয়ানর দিন থেকে আজ পাঁচ বছর ধরে চলেছে এই রকম !

তু ॥ সনাতনদার কথা আমি অনেক আগেই শুনেছি। আশপাশে সাত
গাঁয়ের লোক আজও তার নামে মাথা নোয়ায়। সেদিন যারা পিছিয়ে
এলেছিল তারা সে কথা ভেবে আজ লজ্জা পায়। সত্যি ! আমি যখন
সুনলাম সেই সনাতনদার বাড়ীতেই রাতে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে আমার,
তখন কেমন একটা উত্তেজনা হয়েছিল আমার মনে। এ গাঁয়ে এসে
চাষীদের সঙ্গে কথা বলে—তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে যেন নতুন একটা
উৎসাহ পাচ্ছি। নিতাইকে দেখছি না—

ম ॥ দাদা গেছে নিবারণ খুড়োর বাড়ী—ওর ছেলের অস্থখ—

তু ॥ কি তোমরা সব এখনো রয়েছ যে—!

মা ॥ কাল ভোরেই তাহলে আপনি চলে যাচ্ছেন মণ্ডল ?

তু ॥ তাই তো সবাই সিদ্ধান্ত করলো।

মঃ মা ॥ মণ্ডলকে বললাম, বুঝলি রাখাল, ধান কাটা তো সব জারগাতেই প্রায়
শেষ, এখন কটা দিন জিরেন দাঁও—তুদিন অন্তত এখানে থেকে দাঁও—

তু ॥ থেকে যাব ? বল কি ময়নার মা ? চণ্ডী ঘোষ তো আর একটা নয়।
জোতদাররা সব হাঁ করে বলে আছে। চাষীদের ধান গিলবে বলে।
শালীগঞ্জে চাষীদের মধ্যে কি একটা গোলমাল হয়েছে খবর পেলাম।

কাল সকালেই ওখানে যেতে হবে। আর তাছাড়া জানই তো পেছনে সব সময় কেউ লেগে আছে। আমার একদিনের বেশি ছুঁধিন এক জায়গায় থাকতে ভরসা হয় না।

মঃ মা। তা সে পুলিশের বিপদ তো সব জায়গাতেই। এখানেই যদি হামলা হয় আমরা কি ওদের হাতে ছেড়ে দৌব তোমাকে ?

তু। না-না সে কথা বলছি না, বলছি যে ওদের যত এড়িয়ে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। আচ্ছা, এবার তাহলে তোমরা ঘরে যাও, রাত তো হোল অনেক। ময়নার মা আবার যা তুরি ভোজন করালে—তোমার মেয়েটিও ভারী লক্ষী—কেমন যত্ন করে আসন পেতে—

মঃ মা। রান্নাবান্নাও তো সব ঐ করেছে—

তু। আচ্ছা—তুই তো খুব গিন্নী হয়ে উঠেছিস যে মেয়ে ?

মা। তাহলে আমরা চলি মণ্ডল—

তু। ই্যা—এসো—

মঃ মা। ওমা—ময়না, যা মণ্ডলের বিছানাটা ঠিক করে দিগে—(ময়না ডানদিকের ঘরে যায়) যাও মণ্ডল তুমিও এবার শুয়ে পড়—কাল ভোরেই তো আবার—(চারদিকে শাঁখ বেজে ওঠে। ওরা চকল হয়ে ওঠে)

গ। রাখাল—

রা। ই্যা এতো সেই আওয়াজ কৌনদিক থেকে আসছে—

[ছুটতে ছুটতে নিতাই ঢোকে]

নি। উত্তর দিকের সীমানা থেকে শাঁখ বাজছে মণ্ডল, পুলিশ আসছে।

তু। বুঝেছি। এ আওয়াজ তো আমার অচেনা নয়। তাহলে ময়নার মা—তোমার ঘরে আজকে আর বিশ্রাম নেওয়া হোল না। আমাকে দক্ষিণ দিকের পথ দেখতে হচ্ছে।

নি। চলুন। চড়কডাঙ্গার রাস্তা দিয়ে আপনাকে ও গাঁয়ের সীমানায় পৌঁছে দিয়ে আসছি—পুলিশ আসছে এদিক দিগে—ওদিকের পথে কোন বিপদ নেই। চলুন।

[ছুটতে ছুটতে শ্রীমন্ত ঢোকে]

শ্রী। বাচ্চিস কোথায় নিতাই ?

নি। ভুবনদাকে নিয়ে চড়কডালার রাস্তা দিয়ে—

শ্রী। ও পথ বন্ধ!

রা। তার মানে?

শ্রী। হ্যাঁ, রথতলার বেড় ধরে চারদিকে ঘিরে ফেলেছে পুলিশে। দারোগা-বাবু এখনও বেশ খানিকটা দূরে। পুলিশের দল আজ খুব ভারী। সব বন্দুক হাতে। সঙ্গে আছে শ্রীপতি, কানাই আর চণ্ডী ঘোষের লেঠেলের দল। কাউকে বেরোতে দেবে না।

রা। তাহলে তো বেরোবার কোন পথই নেই? কিন্তু রথতলাই বা হঠাৎ ঘিরতে গেল কেন? মণ্ডল যে আজ হারান খুঁড়োর বাড়ীতে উঠবে সে খবরও কি ওরা—

গ। নিশ্চয়ই খবর দিয়েছে কেউ! কোন শালার পিঁপড়ের পাখা উঠেছে—
দেখে নেবো।

শ্রী। এখন কি করবে তাহলে?

রা। মণ্ডলের পালাবার পথ যখন বন্ধ তখন রুখতে হবে! আমাদের লোকজন সব—

শ্রী। লোকজন সব খবর পেয়ে বেরোতে শুরু করেছে—হাঁসখালি পুকুরের ধারে সব জমায়েত হচ্ছে—

রা। ঠিক আছে— (রাখাল উত্তেজিতভাবে বাঃরে বেরোতে যায়। ভুবন আটকায়)

ভূ। রাখাল, কি করতে চাও তোমরা?

রা। রুখব মণ্ডল, আমরা রুখব।

গ। হ্যাঁ, কোন গাঁয়ে বরা পড়েনি মণ্ডল—আজ আমাদের গাঁ থেকে মণ্ডলকে ধরে নিয়ে যেতে ধোব না কিছুতেই—চল শ্রীমন্ত দেখি, সকলকে তৈরী থাকতে বলি—

ভূ। দাঁড়াও দাঁড়াও গফুর। মোটেই উত্তেজিত হোয়ো না। রুখতে গেলে হাল্কা হবে। ওদের হাতে বন্দুক আছে, দশ-বিশটা খুন জখম হবে। তুমি বরং যাও, লোকজনকে এখনকার মত শাস্ত কর, তারপর দেখছি কি করা যায়—

হারানের নাতিজামাই

গ ॥ এখন আর করবেন কি ?

তু ॥ পুলিশ তো এখনও খানিকটা দূরে আছে—তুমি যাও । শ্রীমন্ত, নিতাই তোমরাও দেখ— (গফুর, শ্রীমন্ত ও নিতাই বেরিয়ে যায়)

রা ॥ কিন্তু হাঙ্গামা আপনি এড়াবেন কি করে মণ্ডল ? কথতে গেলে—

তু ॥ না, সে হয় না, আমার জন্তে এতগুলো লোকের জীবন নিয়ে টানা-টানি, সে আমি হতে দেব না । ।

রা ॥ তাহলে, তাহলে কি আপনি ধরা দেবেন ?

তু ॥ তাছাড়া তো আর কোন পথ নেই—

মঃ মা ॥ না মণ্ডল, ধরা দেওয়া চলবে না ।

তু ॥ পুলিশ আজ আটবার্ট বেঁধে এসেছে—এখানে থাকলে তোমাদেরও জড়াবে—আমি যাই—

মঃ মা ॥ না মণ্ডল—তুমি ধরা দেবে না ।

তু ॥ তাহলে কি চাও—আমার জন্ম পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিক ঐ নিরীহ মানুষগুলো ? পুলিশ বলবে—হাঙ্গামা থামাতে আত্মরক্ষার জন্তে তারা গুলি চালিয়েছে ।

মঃ মা ॥ না—হাঙ্গামা হবে না, গুলিও চলবে না । তুমি এখানেই থাক—

তু ॥ কিন্তু তাতে করে তোমরা শুধু শুধু বিপদে জড়িয়ে পড়বে—

মঃ মা ॥ শোন, পুলিশ তোমাকে চেনে না তো ?

তু ॥ চেনে না বলেই তো মনে হয়—

মঃ মা ॥ পুলিশ আর একজনকে চেনে না—ঐ শ্রীপতি আর কানাইও তাকে বেনদিন দেখেনি—

তু ॥ কার কথা বলছ তুমি ?

মঃ মা ॥ আমার জামাই !

রা ॥ মাসী তুমি এই সময় কি মন্ডরা শুরু করলে ?

মঃ মা ॥ আঃ চুপ কর রাখাল ! শোন মণ্ডল, তুমি—তুমি আমার—

তু ॥ কি বলছ মন্ডরার মা ?

[শ্রীমন্ত দৌড়ে ঢোকে]

শ্রী । পুলিশ নিবারণ কাকার বাড়ীর কাছে এসে পড়েছে । হারান দাসের বাড়ী কোনটা সকলকে জিগ্যেস করছে । কেউ বলছে না, কিন্তু তাতেও মনে হয় দু-তিন মিনিটের মধ্যে এখানে এসে পড়বে । যা করার তাড়া-তাড়ি করো ।

মঃ মা । এখন আর কিছু করবার সময় নেই মণ্ডল—

তু । কিন্তু এ হয় না ময়নার মা—

মঃ মা । কেন হয় না ?

তু । এতে বিপদ উদ্ধার না হতেও পারে । সকলে মিলে একসঙ্গে ধরা পড়তে পারি—

মঃ মা । কিন্তু একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি মণ্ডল ?

তু । তুমি পারবে ময়নার মা ? কাল সকালে হয়ত সারা গাঁয়ে রটে যাবে ব্যাপারটা, তোমার আত্মীয় কুটুম জানবে । ময়নার খন্তর বাড়ীর লোক—তোমার জামাই—

মঃ মা । তারা বুঝবে না, কেন আমি এ কাজ করেছি ? তাদের সকলকে বোঝাব ।

তু । সবচেয়ে বেশি করে ভাবতে হবে তোমার মেয়ের কথা । অতটুকুন মেয়ে । তার মনের ওপর যে চাপটা পড়বে—

মঃ মা । মণ্ডল এত কিছু ভাবতে পারছি না আমি—আমি শুধু বুঝি তোমাকে বাঁচাতে হবে—ময়না আর কিছু বুঝুক আর না বুঝুক এটুকু তো বুঝবে মণ্ডলকে বাঁচান দরকার আমাদের নিজেদের জ্ঞেই—ওকে আমি চিনি, ও ঠিক পারবে—তুমি ওর বাপের মত । কিরে ময়না পারবি না মা ? পারবি না ? একটু আগে যে তাকে মেয়ে বলেছে—পারবি না ? দরকার হলে তার সঙ্গে একঘরে ঢুকতে ? পারবে—ও পারবে । আর দেরি নয়—রাখাল শ্রীমন্ত তোরা যা । গফুর, নিতাই আর দুচারজন যাদের দরকার মনে করবি ব্যাপারটা জানিয়ে দিবি । যখন যার ডাক পড়বে সে যেন পুলিশের সামনে বলে ঐ আমার জামাই—তোরা কি বলবি ঠিক করে নে—যা—তৈরী হ ।

রা । কিন্তু—

মঃ মা । আঃ যা বলছি কর— । (রাখাল ও শ্রীমন্ত বেরিয়ে যায়) ময়না,

হারানের নাতজামাই

বা তো মা পাঁচটা থেকে সিল্কের শাড়ীটা বার করে—সিঁথের ভাল করে সিঁচুর দে—কপালে টিপ পর—একটু সেজেগুজে নে মা—শোন—
লঙ্কা দেখাবি, মাথায় ঘোমটা দিবি, জামায়ের সামনে যেমন করিস—মা—
(ময়নাকে ঘরের ভেতরে ঠেলে দেয়)

ভূ ॥ কত বড় ঝুঁকি যে তুমি নিচ্ছ ময়নার মা ! ঐ বুড়ো লোকটাকে নিয়ে
না টানাটানি করে—

মঃ মা ॥ করলেই বা কি ? ওর থেকে কিছু বার করতে পারবে না—

নি ॥ আসছে—আসছে—

মঃ মা ॥ যাও ভিতরে যাও—শোন মণ্ডল তোমার নাম জগমোহন হাঁসদা—
বাপের নাম সাতকড়ি । বাড়ী হাতীনাড়া, খানা গৌরপুর । যাও ঘরে
যাও । আয় নিতাই । (মা ও নিতাই চলে যায়) ।

[ময়ন্থ, দারোগা, শ্রীপতি ও কানাই ঢোকে, সঙ্গে কনষ্টেবল]

ময়ন্থ ॥ ওঃ—ওই বোবা হাবা চাষীগুলো পর্বস্ত এখন তুখোর হয়ে উঠেছে—

শ্রীপতি ॥ তবে আর বলছি কি ? বোবা হাবা আর নেই ওরা—আর
কিছু দিন বাদে ওরাই আমাদের মাথায় ওপর পা দিয়ে হাঁটবে । হারান
দাসের বাড়ীটা পর্বস্ত কেউ বলতে চায় না, বলে—কোন হারান দাস ?
যেন এ গাঁয়ে পঞ্চাশটা হারান দাস ঘুরে বেড়াচ্ছে ! বেপরোয়া বুঝলেন—
সব বেপরোয়া ।

কানাই ॥ আর শাঁথের আওয়াজ শ্রার—ঘরে ঘরে বাজতে শুরু করল—যেন
বেটায়া আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্তে সব বসে ছিল !

ম ॥ পেছন দিকটা পাহারাদার রাখা হয়েছে তো ? বেড়া ডিজিয়ে আবার না
সটকে পড়ে—

শ্রী ॥ কিছু ভাববেন না শ্রার, সব দিক একেবারে বাঁধা । মাছিটি পর্বস্ত গলতে
পারবে না ।

ম ॥ (কনষ্টেবলকে) ওদের লোকজন সব ঠেলে সরিয়ে দিয়েছ তো ?

কা ॥ কেউ নড়েনি শ্রার । সব একটু সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে গুজ গুজ ফুস ফুস
করছে—

ম ॥ হঁ !

ম। কুবন মণ্ডল তাহলে এই বাড়ীতেই আছে।

শ্রী। সেই রকমই তো খবর।

ম। অনেকদিন নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছ চাঁদ। আজ কি করে পার পাও দেখি।

[বাদিক থেকে নিতাই ঢোকে]

ম। এই যে, এটা কি হারান দানের বাড়ী ?

নি। কেন ?

ম। যা জিগ্যেস করছি তার উত্তর দাও—এটা কি হারান দানের বাড়ী ?

নি। হ্যা—

ম। তুমি কে ? তুমি এ বাড়ীতে থাক ?

নি। হ্যা—আমার নাম নিতাই দাস—

ম। অ—ওখানে কি করছিলে ?

নি। আজ্ঞে ইয়ে—

ম। ইয়ে মানে ? কি করছিলে ওখানে ?

নি। আজ্ঞে ইয়ে—

ম। তবু ইয়ে-ইয়ে করে—সন্দেহজনক—কি করছিলে বল ? কোন কিছু লুকোতে চেষ্টা করেনা। তাতে ফল খুব খারাপ হবে। বল ? চূপ করে থেকো না বল ?

নি। আজ্ঞে বলতেই হবে ?

ম। কি লাংঘাতিক ! তুমি মস্তুরা করছ নাকি ? শ্রীপতিবাবু, একবার দেখুন তো ও দিকটা গিয়ে—

শ্রী। স্মার—কানাই, যাও তো—দেখতো—

নি। এখন যাবেন না—যাবেন না—

ম। তার মানে ?

নি। এই মাত্র জায়গাটা নোংরা করে এলাম, এখনও ভিজ়ে আছে জায়গাটা—

ক। এ-হে-হে-হে—সন্দেহজনক। (নিতাই ভেতরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়)

ম। দাঁড়াও—হারান দালকে ডেকে দাও—

নি। কেন ?

ম। এ বাড়ী খানাতল্লাসী হবে—

নি। কেন ?

শ্রী। কেন ? সব কেনর উত্তর দাও ওকে।

নি। আজ্ঞে দাছ তো খুব বুড়ো—তায় রোগা শরীর—

ম। বাড়ীতে আর কে আছে ?

নি। মা আছেন—

কা। ই্যা স্তার—ময়নার মা, সেই দুপুরবেলা কাঁটি হাতে—

ম। তোমার মাকে ডেকে দাও—(নিতাই ভেতরে যায়) ছেলেটা
ওদিকে কি করছিল ঠিক বোঝা গেল না। সম্ভবজনক। ওদিকে
পাহারাদার—

শ্রী। আছে স্তার আছে—কেউ গলতে পারবে না।

[ময়নার মা ঢোকে। পেছনে নিতাই]

মা। এই যে, তুমিই ময়নার মা !

মঃ মা। ই্যা, দারোগাবাবু, তা অসময়ে আপনি—?

মা। তোমার বাড়ীটা আমরা তল্লাসী করব—

মঃ মা। কেন দারোগাবাবু ?

ম। ভূবন মণ্ডল আছে তোমার ঘরে !

মঃ মা। ভূবন মণ্ডল ? সে আবার কে ? নাম তো শুনি নি কোনকালে—

ম। বাজে চালিকি ছাড়। ঘরে আর কে আছে ?

মঃ ম।। আমার বুড়ো শ্বশুর আছে—

ম। আর ?

মঃ মা। আর আমার মেয়ে জামাই আছে—

ম। জামাই !

মঃ মা। ই্যা গো দারোগাবাবু ! মেয়ের বিয়ে দিলাম বৈশাখে—তা ছ ভরি
রূপো কম দিয়েছি বলে জামাই আমার মেয়ের দিকে ফিরেও তাকায় না।

এতদিনে টাকাটা জোগাড় করে পাঠাতে পারলাম, তাই না জামাই পায়ের

ধুলো দিয়েছে। কি বলব দারোগাবাবু—মেয়েটা কেঁদেই মরে—মেয়েটা
যত কাঁদে, আমিও তত কাঁদি—আর আমি যত কাঁদি—

শ্রী ॥ তা তোমার জামাই এত চুপি চুপি আসে কেন ময়নার মা ?

মঃ মা ॥ চুপি চুপি আসবে কোন দুঃখে ? সদর দিয়েই তো এসেছে।

আপনার একটা মেয়ের সাতটা জামাই, তারা চুপি চুপি আসবে—

শ্রী ॥ তাই না কি ? তা সাতটা জামাই করার মর্যাদা আছে ? এক
জামাইকেই ঘরে আনতে পার না—

মঃ ॥ আঃ শ্রীপতিবাবু—শোন ময়নার মা, ঘরগুলো আমাদের একবার দেখতে
দাও। ভূবন মণ্ডলকে যদি না পাই আমরা ফিরে যাব—তখন তোমার
জামাইকে নিয়ে রাত কাটিও—

নি ॥ তল্লাস করতে দেব না—

মঃ ॥ কি বললে ? (নেপথ্যে : তল্লাস করতে দেব না। রাখাল লাঠি
হাতে ঢোকে। দারোগার একটু ভয় পেয়ে যায়।) আরে শোন শোন
ময়নার মা—শোন। ওদের জানিয়ে দাও হাকিমের দস্তখতী পরওয়ানা
নিয়ে এসেছি আমি হারানের ঘর তল্লাস করতে। তল্লাস করে আসামী না
পেলে ফিরে যাব। এতে বাধা দেওয়া বা হাদাঙ্গা করা উচিত নয়—
বে-আইনী কাজ হবে সেটা—

রা ॥ তাই বলে—মাঝরাতিরে—শুধু শুধু

মঃ মা ॥ এই চুপ কর—চুপ কর। (নেপথ্যের উদ্বেগে) শোন তোমরা,
হাদাঙ্গা করে না। আমার ঘরে তো আজ আসামী নেই। চোর ডাকাত
নাকি যে ঘরে আসামী রাখবে ? জামাই এসেছে—মেয়ে জামাই ঘরে
আছে—দারোগাবাবু তল্লাস করতে চান করুন। ময়না—ওমা ময়না—
জামাইকে একবার ডেকে দে তো মা—

রা ॥ তোমার জামাই এসেছে, কই আগে বলনিতো মাসী ?

মঃ মা ॥ কেন র্যা ? বলতে হবে কেন তোকে ? জামাই এসেছে ঢাক
পিটোতে যাব নাকি ? ভূবন-এর প্রবেশ) এসো বাবা এসো। ঘুম
ভেঙে গেল বুঝি ?

মঃ ॥ এই কি তোমার নতুন জামাই নাকি ?

হারানের সাতজামাই

কা ॥ এ কি রকম জামাই দাদা! খোঁচা খোঁচা দাড়ি। এলোমেলো এক মাথা চুল। তোমার আজ বাইশ বছর বিয়ে হয়েছে, তোমাকে তো আজও দেখি খণ্ডরবাড়ী যাওয়ার সময় খেন নিতবরটি সেজে—

ম ॥ তোমার নাম কি?

ভু ॥ আজ্ঞে জগমোহন হাঁসদা—

ম ॥ বাবার নাম—

ভু ॥ সাতকড়ি হাঁসদা।

ম ॥ বাড়ী কোথায়?

ভু ॥ আজ্ঞে হাতীনাড়া, থানা গৌর পুর—

ম ॥ হুঁ—আচ্ছা ময়নার মা, এ গাঁয়ে তোমার জামাইকে কেউ কেউ চেনে নিশ্চয় (দারোগা চুপি চুপি কনষ্টেবলকে কিছু বলে, সে বেরিয়ে যায়)

মঃ মা ॥ চেনে বই কি! বিয়ের সময় যারা দেখেছে তারা কি আর চিনতে পারবে না? ঐ তো রাখাল রয়েছে—ও ও চেনে—

রা ॥ চিনি ণানে ভাল রকম চিনি—

ম ॥ তোমার নাম কি?

রা ॥ রাখাল পাত্র—

ম ॥ তুমি একে সনাক্ত করছো—ময়নার মার জামাই বলে?

রা ॥ শুধু সনাক্ত করছি? আজ এতদিন বাদে ওকে পেয়েছি—এমনি ছাড়ব নাকি?

ম ॥ তার মানে? সম্ভ্রমজনক—

রা ॥ জানেন দারোগাবাবু—ওর সঙ্গে আজকের চেনা নয়। বিয়ের আগে আমার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা ধার করেছিল—খণ্ডরবাড়ীর দেশের লোক ও, দিয়েছিলাম, বলেছিল বিয়ের পর শোধ করে দেব—তা জামাইবাবুর পাস্তাই নেই। কি গো মাসী, তুমি বোধ হয় জানতে, তাই জামাই আসার খবরটা চেপে গিয়েছিলে আমার কাছে—বেশ বাবা—শাউড়ি জামাই বড় করে আমার টাকা পাঁচটা ঘেরে দেবার মতলব!

মঃ মা ॥ তাত্ রাখাল, আমার জামাইকে সবার সামনে—

ম ॥ আঃ চূপ কর তোমরা। সন্দেহজনক (পুলিশ ক্রীমন্তকে নিয়ে আসে)

বুড়ো কাউকে পেলি না? বা হোক, তোমার নাম কি?

ক্রীমন্ত ॥ আজ্ঞে ক্রীমন্ত বড়ুই—

ক্রীমন্ত ॥ (ময়নথকে নোটবুকে নাম লিখতে দেখে খুব ভয় পেয়েছে—সেরকম ভান করে) আজ্ঞে খাতায় নাম লিখছেন কেন? নাম লিখছেন কেন?

ম ॥ শোন—

ক্রীমন্ত ॥ বলুন—

ম ॥ তুমি ময়নথ মার জামাই—অর্থাৎ হারানোর নাতজামাইকে চেন?

ক্রীমন্ত ॥ কে-কে-কে—কেন?

ম ॥ চেন?

রা ॥ এই ব্যাটা চিনিস না? বিয়ের সময় রাসর ঘরে জামায়ের গলা জড়িয়ে গান গাইলি—জামাই তোকে নেমন্তন্ন করলে—এখন বলছিস চিনি না—

ক্রীমন্ত ॥ আজ্ঞে চিনলে কি হবে?

রা ॥ হবে আবার কি?

ম ॥ কি—চেন?

ক্রীমন্ত ॥ আজ্ঞে দারোগাবাবু, খানায় নিয়ে যাবেন না তো?

ম ॥ না—না—তুমি শুধু বল—হারান দাসের নাতজামাইকে তুমি চেন কি না?

ক্রীমন্ত ॥ আজ্ঞে কিছু ভয় নেই তো?

ক্রীমন্ত ॥ ব্যাটা জ্বালালে তো—চিনিস কিনা তাই বল না বাবা—

ক্রীমন্ত ॥ আজ্ঞে ভয় না থাকলে চিনি, থাকলে চিনি না—

কা ॥ হা-হা-হা-বেশ বলেছে তো!

ম ॥ তাহলে তুমি চেন? আচ্ছা, দাঁখ তো এই সেই লোক তো! ভাল করে দেখে বল।

ক্রীমন্ত ॥ ও আমি অনেক আগেই দেখে নিয়েছি আজ্ঞে, ওকে চিনবো না।

ও-ও আমাকে বিলক্ষণ চিনেছে—দেখছেন না কেমন জুল জুল করে তাকাচ্ছে? তুমি তো খুব জামাই হে, তোমার দেশের তাড়ি খাওয়ার নেমন্তন্ন করলে—

হারানোর নাতজামাই

৭৩

ম। কি খাবার ?

শ্রীমন্ত । তাড়ি । আজ ছি-ছি-ছি সে কথা কি আপনার সামনে বলতে
আছে দারোগাবাবু ? এমন বাজে কথা বলে সব-বলে ভুবন মণ্ডলকে
নাকি হারান খুড়োর উঠোনে বেঁধে রেখেছে—বড় দেখার ইচ্ছে ছিল
লোকটাকে ।—কোথায় সে ? এতো বাবা জগমোহন—বউকে ফেলে রেখে
—আমি তাহলে বাই দারোগাবাবু—

[শ্রীমন্ত চলে যায় ও পুলিশ হারানকে নিয়ে আসে । শ্রীকান্ত বেরিয়ে যায়]

ম। এই যা—ভেতরে গিয়ে বুড়োটাকে নিয়ে আস—

মঃ মা । না—না দারোগাবাবু—ওকে আনবেন না—বুড়ো মানুষ ঘুমোচ্ছে—
তাছাড়া ওর মাথার ঠিক নেই—আপনাদের দেখলে ও অস্থির হয়ে উঠবে—
ওকে সামলানো যাবে না !

ম। গুঁতোর চোটে মাথা ঠিক হয়ে যাবে—যা—

মঃ মা । না—না ও থাক—আমি যাচ্ছি দারোগাবাবু আমি নিয়ে আসছি
তাকে—আপনারা একটু সরে দাঁড়ান—পুলিশ দেখলে—

ম। ঠিক আছে—ঠিক আছে—নিয়ে এসো তুমি—(ময়নার মা ভেতরে
যায়) কিছু গুণগোল আছে মনে হচ্ছে—

কা। বুড়োর মাথাটা কিন্তু সত্যিই খারাপ স্ত্রার—সেই সেবার ময়নার বাবা
গুলি খেয়ে মারা গেল—আপনি তখন এ থানায় আসেননি—

ম। দেখাই থাক না—হুস্থ মানুষেরা যখন কেউ সনাক্ত করছে না তখন—
(হারানকে নিয়ে ময়নার মা ঢোকে) তুমি একটু নেমে এসো জামাই ।

[ভুবন নেমে আসে । ময়না একটু সরে দাঁড়ায়]

হা। নিতাইটা ফেরেনি এখনো ? এঁা নিতাইটা—(ভুবনকে দেখে)
কে ? ওখানে কে দাঁড়িয়ে ? সনাতন—সনাতন ফিরে এসেছে বউ—
সনাতন ফিরে এসেছে—বড্ড খাটুনি গেছে বাবা—সারা গা দিয়ে ঘাম
বরছে তোর—একি—এতো ঘাম নয় রক্ত—সারা গা বেয়ে রক্ত বরছে—
জল নিয়ে এসো বউ ধুইয়ে দাও—(হঠাৎ ময়নাকে দেখে) সরে যা—
সনাতন—সরে যা—গুলি করবে, তোকে গুলি করবে ! ওকে ঘেরো না
—ওর সব রক্ত ঘাম হয়ে বারে গেছে—আমাকে মার তোমরা—আমাকে

ও-হো-হো—সনাতন মাটিতে পড়ে গেল বউ—ও ছটকট করছে—ওর বুক থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে—সনাতন—সনাতন— (কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)

মঃ মা ॥ চল বাবা ভেতরে চল—

হারান ॥ এঁটা ? নিতাই ফিরেছে মাঠ থেকে ? নিতাই—

মঃ মা ॥ হ্যাঁ বাবা ফিরেছে—ময়না—বা ভেতরে শুইয়ে দিগে বা—(ময়না হারানকে নিয়ে ভেতরে যায়)

ম। কি কাণ্ড ! কানাই তুমি যাও তো—বাইরে থেকে বুড়ো কাউকে ধরে নিয়ে এসো, চাবীগুলো বড় সেন্নানা। যাও দেখো আবার মাথা পাগল না হয় (কানাই চলে যায়)

রা ॥ তোমার জামাইকে ওরা সন্দেহ করছে কেন গো মাসী !

মঃ মা ॥ তা সন্দেহ হয় বৈকি, নতুন জামাই এলো একমুখ দাড়ি, মাথা ভর্তি চুল—

তু ॥ তাহলে কথাটা বলেই ফেলি—বুঝলেন দারোগাবাবু—ঐ গোয়েণের হাটে এসেছিলাম, তা ঠাকরুণ ছেলেকে দিয়ে খবর পাঠালে মেয়ে নাকি মরমর, এখন যায় তখন যায়—

ম ॥ ও তাই তুমি ছুটে এলে ?

তু ॥ আসবো না ? বলেন কি দারোগাবাবু ! আমাকে কি এতই বোকা পেয়েছেন ? বিয়ের সময় সোনাকপো বা দেবে বলেছিলো কিছুই তো ঠেকায়নি। মরে গেলে গা থেকে গয়নাক'টা খুলে নিলে আর কিছুই হদিস পাব মনে করেছেন—

ম ॥ বাঃ—হিনেবী লোক বটে তো তুমি !

তু ॥ কিন্তু এখন দেখছি, এসেই ভুল করেছি। এদিকে পাওনারার ও দিকে আবার হাল্লামার ভয় ? কে এক ভূবন মণ্ডল তার ঠিক নেই, তার জন্তে গাঁওক লোকের এত মাথাব্যথা কিসের বুঝিনা। আমার আবার এসবের মধ্যে জড়াবেন না যেন দারোগাবাবু—থানা পুলিশে আমার বড় ভয়—ওদিকে বাড়ীতে বলে আসিনি—বাবা মাও হয়তো ভাবছেন—

ম। হঁ—

হারানের নাতজামাই

[কানাই একজন খরখুরে বুড়োকে নিয়ে ঢোকে]

কা। একজনকে এনেছি স্ত্রী !

বুড়। কি হোল গো ! কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ! কি হোল গো ! কে গা তুমি !

মঃ মা। আমি ময়নার মা !

মঃ ময়নার মাকে যখন চেনে—ময়নার বরকেও চিনবে নিশ্চয়ই ! ও বুড়ো, ময়নার মা'র জামাইকে চেন তুমি ?

বুড়। তোমার খবর কেমন আছে ?

মঃ কথার উত্তরই দেয় না যে ! ও বুড়ো—হারান দাসের নাভজামাইকে চিনতে পার !

মঃ মা। কেন মিছিমিছি জিগোস করছেন দারোগাবাবু ! ও কিছুই শ্রমতে পাচ্ছে না !

মঃ বন্ধ-কালো নাকি ! (কাছে গিয়ে ঝাঁকানি দেয়) একে চিনতে পারছ ? (বুড় ঘুরে হাসে)

বুড়। হায় ভগবান !

কা। ও দাদা ! বুড়ো কাকে দেখে হাসছে বলে তো !

মঃ নাঃ—একে দিয়ে কোন আস্থা নেই ।

মঃ মা। আপনাকে তো বললাম দারোগাবাবু—ও কানেও শোনে না—আর চোখেও দেখে না, রাতের বেলা মেয়ে কি ছেলে তাই চিনতে পারবে না তো জামাই চিনবে ?

বুড়। ই্যাগা গাঁয়ের সব লোক লাঠিসোঁটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো কেনো ? কি হয়েছে ? হারামজাদা পুলিশগুলো গাঁয়ে ঢুকে হামলা করেছে বুঝি ? আমার সে ব্যর্থ নেই—না হলে এই লাঠির ঝায়ে—

মঃ এই যা—যা, নিয়ে যা ওটাকে—থুব লোককে ধরে এনেছো কানাই !

বুড়। (যেতে যেতে) যখন তখন এসে হামলা করবে—বদমাশগুলো পেয়েওছে মগের মুল্লুক...(বুড় বেরিয়ে যায়)

মঃ কি বলছেন শ্রীপতিবাবু—

শ্রীপতি। আমি বলি কি স্ত্রী...

মঃ ই্যা—সন্দেহের মুক্তিতে ওকে গ্রেপ্তার করা চলে । কিন্তু তাতে কোন লাভ

হবে না, বুঝলেন শ্রীপতিবাবু। তাছাড়া বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে
দেখেছেন? মাঠ ভর্তি লোক, ভুবন মণ্ডলকেই যখন পেলাম না তখন শুধু
শুধু একটা হাদামার মধ্যে যাওয়া—

কা। হ্যাঁ স্ত্রী—চাষীগুলোর কেমন যেন মরিয়া ভাব।—ওরা হয়তো
জামাই-টামাই চিনবে না, ভেবে বসবে যে ভুবন মণ্ডলকেই হয়তো গ্রেপ্তার
করা হয়েছে, তখন—

শ্রী। এক কাজ করুন স্ত্রী, একবার ঐ মেয়েটাকে ধমকে ধামকে দেখুন তো!
যদি কোন চালাকি থাকে তাহলে ও হয়তো ফাঁস করে ফেলতে পারে—
(ময়না ফুঁপিয়ে কাঁদে)

ম। আরে ও তো এমনিতেই কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে—

কা। তা তো কাঁদবেই স্ত্রী—ঐ চাষাড়ে হাতের আদর কি আর ঐ
নরম গায়ে—দারোগাবাবুর চোখ দুটো দেখছেন দাদা? একে তো পেট
থেকে মালের বুজকুড়ি উঠছে—তার ওপর—(মন্থ মন্থ গা ঘেঁষে
দাঁড়ায়)

ম। এই শোন—যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও—

মঃ মা। এ কি কানে ঠিক শোনে দারোগাবাবু—

ম। তার মানে?

মঃ মা। মানে এত কাছে এসে কথা বলার দরকার নেই। দূর থেকে বললেও
সব কথা ওর কানে যাবে—

ম। হঁ—বুঝলাম তা—

তু। তাছাড়া দারোগাবাবু, ঐ-সব গল্প একেবারে লম্বা করতে পারে না—ওর
বমি আসে—

ম। কি বলছ কি?

তু। আজ্ঞে আপনার মুখ থেকে একটা গল্প বেরোচ্ছে—আমাদের অভ্যাস
আছে—কিন্তু ও—মামে আর একটু দূর থেকে—

ম। হঁ—(মন্থ দূরে সরে যায়) হ্যাঁরে ছুঁড়ি—এ তোর ভাতার
তো?

কা। খালি কাঁদে ছাখ—সোয়ামী এসেছে—হাসবে তা নয়—

হারানের নাভজামাই

মঃ বা। তা কারা আসে বই কি। অতটুকুন যেয়ে, এতদিন বাঁধে জামাই এলো, মাঝরাতে পুলিশের হামলা, আমারই বলে বুক ধড়কড় করছে। ও মা ময়না, বা ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়। শীতের কাপুনি ধরেছে, বা— (ময়না ভেতরে যায়) তুমি যাও বাছা এবার শুয়ে পড় গিয়ে! আপনি অল্পমতি করুন দারোগাবাবু, জামাই গিয়ে শুয়ে পড়ুক। কত মানত করে, কপাল কুটে এনেছি জামাইকে, আপনাকে কি বলব দারোগাবাবু। দারোগাবাবু—

ম। উঁ—

মঃ বা। জামাই ভেতরে থাক—

ম। হ্যা, তুমি যেতে পার—

মঃ বা। যাও না বাছা, গুরুজনের কথা শোন, শুয়ে পড়। দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে? হ্যা, কাঁপটা ভাল করে বন্ধ করে দিও। (ভুবন ভেতরে যায়) এই রাখাল যা—একেই তো জামাই আমার গৌয়ার, তায় এই সব দেখে আবার বিগড়ে না যার—আয় নিতাই। (ময়নার মা ও নিতাই ঘরে যায়। রাখাল বাইরে চলে যায়)

কা। কাঁপ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল যে দাদা—

শ্রী। তাই তো দেখছি—স্মার—তাহলে—

ম। তাহলে আর কি! এবারেও ফক্ষে গেল ভুবন মণ্ডল? আমরা এ দিকটা ঘিরেছি ও হয়তো এ দিকেই আসেনি। কোথা থেকে যে সব খবর আনেন। চলুন। (চলে যায়)

শ্রী। তাহলে কি ব্যাটা গুল দিল? ওঃ এই শীতে মাঝরাতে কি ভোগান্তি বন্দ্বিতা—

কা। জামাই ব্যাটা তো কাঁপ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল, এদিকে আমার বউটা একা একা বিছানায় শুয়ে ছটকট করছে বোধ হয়।

শ্রী। তুই আবার বিয়ে করলি কবে? তুই তো ওই মুড়িউলির ঘরে পড়ে থাকিস!

কা। ওই হোল দাদা, ওই আমার বউ। চল—কি হোল?

শ্রী। আচ্ছা কানাই, ও ঠিক জামাই তো?

কা। তোমার এখনও সন্দেহ আছে, চোখের সামনে মেয়ে-জামাইকে একবারে চুকিয়ে দিল, ভবুও—

শ্রী। না রে ওদের কিছু বিশ্বাস নেই, নেতাগুলোর অন্তে ওরা সব পারে—

কা। তার মানে তুমি বলছ, ময়নার মা জামাই নয় জেনেও ওর মেয়ের সঙ্গে আর একজনকে, ধ্যাং! সে কখনও হয় নাকি? নেতা হলেও মানুষ তো, ওরা কি ব্রহ্মচারী নাকি! একটা ভয় ডর নেই?

শ্রী। ব্রহ্মচারী না হোক তোর মত আদেখ্লে নয়।

কা। তার মানে?

শ্রী। তুই মেয়েটার দিকে অমন দেখছিলি কেন?

কা। সে তো তুমিও দেখছিলে দাদা—

শ্রী। আমি—আমি দেখছিলাম দারোগা দেখছে কিনা—

কা। আমি দেখছিলাম—তুমি দেখছ না?

শ্রী। বড় ফাজিল হয়েছিস তুই—বোতলটা বার কর—

কা। বোতল?

শ্রী। ই্যা—চ্যাপ্টা, যেটা কেনা হোল দারোগাবাবুর অন্তে—

কা। তা সে তো দারোগাবাবুর কাছেই—

শ্রী। বোতল শুদ্ধু খরে দিয়েছ? ওঃ শালার কাজও হোল না, বাবুর কাছে কথাও শুনতে হবে, আবার এদিকে বোতলের পেলাদও একটু পেলায় না। তুই তো আনিস দারোগাটা একটা পাড় মাতাল—বোতলটা ওর হাতে দিলি কেন? সিগারেটের প্যাকেটটা—

কা। ওটা আছে। এই যে—(সিগারেটের প্যাকেট বের করে শ্রীপতিকে দেয়)

শ্রী। তবু বা হোক বুঝি করে এটা কাছে রেখেছ। (দারোগা ঢোকে) কি হোল স্তার? কোন নতুন খবর?

ম। না, সিগারেটের প্যাকেটটা—ও এই তো—(প্যাকেট শুদ্ধ নিয়ে ধের) আহ্নন (দারোগা চলে যায়)

শ্রী। কানাই—

কা। দাদা—

হারানের মাতাজামাই

শ্রী । একটা বিড়ি দে (কানাই বিড়ি বের করে দেয়)

কা । এই যে—

শ্রী । ধরিয়ে দে—দেশলাইটা কোম্পানীর খরচায় কেনা হয়েছে না ? দে—
(দেশলাইটা কানাইয়ের হাত থেকে নিয়ে চলে যায়)

কা । শালা—(কানাইও ছুটে বেরিয়ে যায়)

[চাষীর দল ঢোকে । ঘরের ভেতর থেকে জ্বলন, ময়নার শা, ময়না,
নিতাই সকলে ঢোকে । গান]

—গান—

আইলো ঐ আইলো রে দিন সর্বহারার
কান্তে শাণাও কিষাণ ভাইরে মজুর ধর হাতিয়ার ।
আর কতকাল রইবি পড়ে মরণের এই আধার ঘরে
এবার লাগতে হবে নতুন করে কোমর বেঁধে হও তৈয়ার ।

মথুর । (নেপথ্যে) বাঁচাও—মণ্ডল বাঁচাও ।

[ছুটে ঢোকে মথুর । পেছনে লাঠি উচিয়ে গফুর]

গফুর । শালা চণ্ডী ঘোষের পা-চাটা কুকুর, মণ্ডলকে মারবার কাঁদ পেতেছিল
না তুই—এখন মণ্ডল বাঁচাবে তোকে ? দালালের বাচ্ছা, লাঠির বায়ে মাথা
গুঁড়িয়ে দৌব তোর ।

তু । গফুর ! কি হয়েছে ?

গ । ওকে জিগ্যেস কর মণ্ডল, ও বলুক কে খবর পৌছে দিয়েছে চণ্ডী ঘোষের
ওখানে ? পুলিশ কি করে খবর পেলো আজ তুমি রাতে এখানে থাকবে !
ভেবেছিলি কেউ টের পাবে না, না ? এখন কে বাঁচাবে রে তোকে !
ঘোষের পো না থানার দারোগা ?

তু । থাম গফুর ! মথুর—খবর কি তুমি পৌছে দিয়েছ ?

মা । আমাকে মাপ কর মণ্ডল—আমাকে মাপ কর—আমি ভুল করেছি ।

গ । ভুল করেছি—শালা খালি ওৎ পেতে থাকত কোথায় কি খবর পাওয়া
যায়, চণ্ডী ঘোষের কাছে পৌছে দেবে । কেনরে শালা তুই কি চণ্ডী ঘোষের
কেনা গোলাম ? তুই কি চাকরি করিস্ ঐ শ্রীপতি-কানাইয়ের মত ?

তু । বল মথুর—কেন এমন কাজ কর তুমি ? চাষীরা যেখানে একছোট হয়ে
লড়ছে—সেখানে চাষীদের শত্রু ঐ চণ্ডী ঘোষের —

মথুর । তুমি বিশ্বাস কর মণ্ডল—কুঁড়েটাকে বাঁচাবার জন্ত ! আমার সব
গেছে—দেনার দ্বায়ে সব বিকিয়ে গেছে মহাজনের কাছে । কুঁড়েটা বন্ধক
আছে চণ্ডী ঘোষের কাছে—ছাড়তে পারব না—পথে দাঁড়াতে হবে ।
চণ্ডী ঘোষ আমাকে লোভ দেখালে । শ্রীপতি-কানাই আমাকে ভুল
বোঝালে—

রা । আর তুই মণ্ডলকে পর্যন্ত ধরিয়ে দিতে গেলি ? একবারও ভাবলি না—
মণ্ডল ধরা পড়লে চাষীদের লড়াইয়ের কি ক্ষতি হবে ?

মথুর । আমার মাথার ঠিক ছিল না রাখাল—

রা । শালা দেনার দ্বায়ে বিকিয়ে যায়নি কে ? মহাজনের কাছে খং কার
না আছে ?

গ । চণ্ডী ঘোষ ওকে রাজা করে দিত । সব খত ফেরত দিয়ে মাথায় তুলে
নাচত । বুদ্ধ কোথাকার ।

রা । ফেরত দিলেই বা কি হোত—আবার তো যেত । জ্বোতদারের দ্বায়ে
চাষী বাঁচতে পারে না, চাষীকে বাঁচতে হবে লড়াই করে । তাই সব খুইয়ে
লড়াইয়ে নেমেছি—সব হারিয়ে এক ছোট হতে পেরেছি—ওই ভাবে বাঁচা
যায় নারে মথুরো, ওই ভাবে বাঁচা যায়না ।

তু । কেঁদো না মথুর—রাখাল ঠিক কথাই বলেছে । নিজেকে আলাদা করে
ভেবো না—একা বাঁচতে যেও না—তাহলে মুখ খুঁড়ে পড়বে । যখন তুমি
একা তখন তুমি দুর্বল—অসহায় জ্বোতদারের হাতের পুতুল—যখন তুমি
সবার একজন তখন তোমার ভীষণ জোর—

মথুর । চণ্ডী ঘোষ খুন করবে আমাকে, নিশ্চয়ই ভাববে যে আমি মিথ্যে খবর
পাঠিয়েছি—আমি—

তু । ভয় পেয়ো না মথুর—যত ভয় পাবে ততই ওরা কামড় বসাবে । তোমার
পেছনে এরা আছে—তোমার ওপর হামলা হলে এরা একসঙ্গে রুখে
দাঁড়াবে । কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল । এবার তো আমাকে
যেতে হবে ।

রা। বাবেন ? আজ খুব মজা হোল বা হোক মণ্ডল—

তু। মজাই বটে ! তবে এর থেকে একটা জিনিস বুঝলাম রাখাল, আমি ধরা পড়লেও লড়াই ঠিক চলবে। আর সে লড়ায়ে তোমরাই জিতবে। যে ভাবে পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলা করলে তোমরা—চলো নিতাই আমাকে চড়কডাঙ্গার রাস্তাটা দেখিয়ে দাও—

নি। দেখিয়ে দোব মানে, আপনাকে ওই গায়ে পৌছিয়ে দিয়ে আসি চলুন।

তু। এই নাও ময়নার মা তোমার জামাই সাজবার চাদর—

মঃ মা। ওটা রাখলে পারতেন, ভোরবেলা, শীতের হাওয়াটা—

তু। আরে না না, শীত কোথায় ? ওসব আমার অভ্যাস আছে। চলি গো রাখাল, শ্রীমন্ত—গফুর। আজকের রাতটার কথা সকলেরই মনে থাকবে, কি বল ? চলি গো য়ে—

ম। আবার আসবেন—

তু। এঁা, বলে কি য়ে ? আসব সে আসব তোর যত্ন নিতে আবার আসতে হবে বৈকি। চলি গো ময়নার—না ময়নার মা কেন, তোমাকে শুধু ‘মা’ বলে ডাকতে ইচ্ছে করে, চলো নিতাই—(নিতাই ও ভূবন বেরিয়ে যায়)

রা। আমরাও চলি গো মাসী—

মঃ মা। আর—

রা। কি ভাবছ ?

মঃ মা। উঁ ? না। কিছু না—

রা। ভাবছ—বিপদ তো উদ্ধার হোল কিন্তু তোমার জামাই যখন শুনবে—তখন সে আবার কি না কি মনে করে বসে ? এদিকে থানাতেও খবরটা পৌছবে ঠিকই, তখন দারোগাবাবু তোমার ওপরই আবার শোধ তুলতে না আসে। তুমি কিছু ভেবো না মাসী—সমস্ত গাঁ তোমার পিছনে রইলো—

ময়না। মা গো—

মঃ মা। উঁ—

ম। চল।

মঃ মা । হাঁ চল—বাবা গিয়েছে ?

মঃ হ্যা—

মঃ মা । চল—ভোর হতে তো আর বেশি বাকী নেই, একটু ঘুমিয়ে নিবি ।

[ময়নার মা ও ময়না ভেতরে চলে যায় । আঙে আঙে ভোর হয় ।
জগমোহন ঢোকে একটা ছুরি দিয়ে নিমডাল ছুলতে ছুলতে । একটু পরে
দাঁতন করতে করতে সে রাগত ভাবে পায়চারি করতে থাকে । সকাল ।
শ্রীমন্ত ঢোকে]

শ্রীমন্ত । আরে ? জগমোহন ! কি ব্যাপার—এতদিন বাদে একেবারে
ভোরবেলা—অ ! খবরটা পেয়ে গেছো তাহলে ? সত্যি জগমোহন
শাউড়ি পেয়েছিলে বটে একখানা !

জগ । নিজেই হলে বুঝতে !

শ্রীমন্ত ॥ বুঝতাম মানে ? বর্তে যেতাম গো বর্তে যেতাম ! সাত গাঁয়ের
• লোক একডাকে চেনে—ময়নার মা ! কে ? না দুপুর বেলা কাঁটা মেরে
পুলিস তাড়িয়েছিল । ময়নার মা ! কে ? না রাতদুপুরে পুলিশকে
বুকু বানিয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে দিয়েছে—সত্যি বলছি জগমোহন, অমন
একখানা শাউড়ী আমার হলে না—গর্বে আমার বুক ফুলে উঠতো—আর
ময়না— ! তোমার অমন খাসা বউ—

জগ ॥ মেলা বোঝো না—

শ্রীমন্ত ॥ তাহলে—এবারে ময়নাকে ঘরে নিয়ে যাবে বলেই এসেছো ? খুব
ভাল কথা—তোমার বাপের তাহলে স্মৃতি হয়েছে—

জগ ॥ কেন ফ্যাচফ্যাচ কোরছো—ভাগো তো—

শ্রীমন্ত ॥ তোমার বাবা জানে তো তুমি এখানে এসেছো—নাকি একটা
খবর পাঠিয়ে দোব—ঘরদোর গুছিয়ে রাখ—জগমোহন বউ নিয়ে ঘরে
ফিরছে—

জগ ॥ হ্যাট্ । (ছুরিটা সামনে ধরে)

শ্রীমন্ত ॥ ও বাবা ! ছোরাছুরি কেন ? এতো ভাল কথা নয়—তোমার
ভাবসাব দেখেও ভাল বলে মনে হচ্ছে না—বাই সকলকে খবরটা জানিয়ে
রাখি । এতো ভাল কথা নয়—(শ্রীমন্ত বেরিয়ে যায় ।)

হান্নানের নাতজামাই

ময়না চোকে । জগমোহনকে দেখে লজ্জায় ভেতরে যায় । মঃ মা
চোকে)

মঃ মা ॥ কতক্ষণ এসেছ বাবা তুমি ? একটা খবর দিতে হয়—দেখদিকিন
বাইরে দাঁড়িয়ে আছ—ও ময়না, চৌকিটা ধে-না, তারপর বেয়াই বেয়ান
সব ভাল তো বাবা—

জগ ॥ ভাল—

মঃ মা ॥ তার চেয়ে এক কাজ কর, ময়না জল এনে ধে—আগে বয়ঃ হাত
মুখ ধুয়ে নাও—

জগ ॥ না বসব না, এখুনি চলে যাব—

মঃ মা ॥ চলে যাবে ?

জগ ॥ ই্যা, একটা কথা শুনলাম—সেটা মিছে কি সত্যি তাই জানতে
এলাম—

মঃ মা ॥ কি কথা বাবা—?

জগ ॥ কাল রাতে ময়না নাকি কার সঙ্গে গিয়েছিল ?

মঃ মা ॥ ও মা, সে কি কথা ! কার সঙ্গে আবার শোবে ? আমার সঙ্গে
শোয় ময়না, কাল রাতেও তাই গিয়েছিল—

জগ ॥ পৃথিবীতুচ্ছ লোক জানে আপনার মেয়ে আর একজনের সঙ্গে গিয়েছিল ।
আর আপনি জানেন না ? সকলে চোখে দেখে গেছে—কাঁপ দিয়ে মেয়ে
আর একজনের সঙ্গে ঘরে ঢুকেছে—

মঃ মা ॥ ও সে তুমি জানো না বুঝি বাবা—

জগ ॥ কি জানব ? এতে জানাজানির কি আছে ?

মঃ মা ৷ কাল রাতে হঠাৎ পুলিশ এসে হাজির—হাটতলাটা একেবারে ঘিরে
ফেলল, মণ্ডল ছিল এখানে । পালাবার পথ নেই, পুলিশের কাছে লুকোতে
মণ্ডলকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম—

মা ॥ ঘরের ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন । বাঃ—

মঃ মা ॥ আহা, আগে শোনই না আমার কথাটা ! ঘরের ঘরে ঢুকতেই তো
পুলিশের সম্মুখে ঘুচল !

জগ ॥ কি রকম ?

মঃ মা ॥ পুলিশকে বোঝালাম, মণ্ডল আমার জামাই—

জগ ॥ ও—তাকে জামাই বানিয়ে ফেললেন ? তা বেশ তো ভাল কথা,
সুবিধে মত থাকে তাকে যখন জামাই বানিয়ে ফেললেন, তখন আমাকে
আর দরকার নেই বলুন !

মঃ মা ॥ ও মা, সে আবার কি কথা ! সে একটা মিথ্যে করে—

জগ ॥ মিথ্যে করে ! জামাই সাজালেন মিথ্যে করে, ঘরে ঢোকালেন মিথ্যে
করে, মেয়ে তার সঙ্গে একঘরে রাত কাটাল মিথ্যে করে—

মঃ মা ॥ রাত কাটালে আবার কখন ? পুলিশ চলে যেতেই তো—

জগ ॥ কিন্তু কাঁপ বন্ধ করে শুয়েছিল তো ?

[ময়না এসে খুঁটি ধরে দাঁড়ায়]

মঃ মা ॥ তুমি অত অবুঝ কেন বলতো ? বলছি না—

জগ ॥ আপনি নিজেই তো বললেন—

মঃ মা ॥ তাতে দোষের কি হোল ?

জগ ॥ দোষের নয় ?

মঃ মা ॥ তুমি নিজে মন্দ তাই অপরকেও মন্দ ভাব—

জগ ॥ তার মানে ?

মঃ মা ॥ উঠোন ভর্তি লোক—আমি সেখানে দাঁড়িয়ে, একদণ্ড কাঁপটা
দিয়েছে কি না দিয়েছে অমনি দোষ ধরলে ? কই অন্তের কেউ তো কিছু
বলে নি ?

জগ ॥ অন্তের আর কি ? তারা তো মজা লুটবে—নিজের বোঁ হলে
বুঝতো !

মঃ মা ॥ বড় ছোট মন তোমার । আজকে মণ্ডলের সম্বন্ধে এমন কথা ভাবতে
পারছ—কালতো জোয়ান ভাইটার সম্বন্ধেও ঐ কথা বলবে—

জগ ॥ ভাই আর মণ্ডল এক হোল ? (ময়না ফুঁপিয়ে কাঁদে)

মঃ মা ॥ তুই শুধু শুধু কাঁদছিস কেন ময়না ? বাপকে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলি,
বেশ করেছিলি—তাতে কাঁদার কি আছে ?

জগ ॥ বাপ নাকি ?

মঃ মা ॥ বাপ নয় ? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ । খালি জন্ম দিলেই বাপ
হারানোর লাভজামাই

হয় না ; বুঝেছ, অন্ন দিলেও হয় । মণ্ডল আমাদের অন্ন দিয়েছে, সাহস
জুটিয়েছে, একজোটা বাঁধতে শিখিয়েছে, ধান কাটিয়েছে—না হলে চণ্ডী
ঘোব তো বেবাক ধান তার গোলায় তুলত ! মণ্ডলকে বাঁচাতে গাঁ ভেঙ্গে
লোক ছুটে এল লাঠি দা হাতে নিয়ে মণ্ডলের জন্তে জীবন দেবে—আর
আমি এইটুকুন করেছি তার জন্তে—এটা তুমি বুঝবে না ?

জগ ॥ পাঁচজনে কানাকানি করবে, রসিকতা করবে—আমার বাবা মা—ই বা
কি মনে করবে—যে ঘরের বৌ !

মঃ মা ॥ তুমি তাদের বোঝাবে ! তুমি যদি বোঝ তাহলে শত্রুরে কি বলে
—ওঁক, তুমি চললে নাকি ? এত দিন বাদে এলে—অন্তত একটা দিন
থেকে যাও । জামাই এলো আবার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল, লোকে
ভাববে কি ?

জগ ॥ লোকে কি ভাববে সে কথা মনে থাকলে আপনি কি আর—

[ছুটতে ছুটতে শ্রীমন্ত ঢোকে]

শ্রীমন্ত ॥ মাসী—মাসী—এই যে মাসী—নিতাই ধরা পড়েছে—

মঃ মা ॥ সে কি ! মণ্ডল—

শ্রীমন্ত ॥ না মণ্ডল ঠিক পৌছে গেছে—ফিরতি পথে একলা পেয়ে নিতাইকে
ধরেছে পুলিশ, সব জেনে গেছে ওরা—আমি চলি—খবর পেলাম ওরা
আসতে পারে—সকলকে খবরটা পৌছে দেওয়া দরকার—(শ্রীমন্ত ছুটে
চলে যায়)

মঃ মা ॥ ছেলেটা ধরা পড়ল ? এদিকে মেয়েটা কাঁদে । ওদিকে বুড়ো খবর
খবরটা শুনলে—আমি যে কি করি—পুলিশের সঙ্গে, জোড়দারের সঙ্গে
লড়াই চলে—কিন্তু অবুঝ জামাইকে কি করে বোঝাই—(মঃ মা ঘরের
ভেতরে যায়)

ময়না ॥ ঘরে আসবে না ?

জগ ॥ আমার আর ঘরে যাবার দরকার কি ? বেশ তো সুখেই আছ—
সাজগোজেরও তো কমতি নেই—শুয়েছিলে তো ?

ম ॥ মা কালীর দ্বিবি শুই নি—মা বললেন বলে শুধু কাঁপটা ফেলেছিলাম
বাঁশটা পর্যন্ত লাগাইনি—

জগ । আ-হা-হা-কাঁপ ফেলেছিলে, আর শুতে বাকি রইলো ? বেহুলা সতী—

ম । তুমি বিশ্বাস করো মণ্ডল খুঁড়ো আমাকে মেয়ের মত—

জগ । বাড়ীতে এত লোকজন আসে কেন ?

ম । কাল বে মিটিন ছিল। গাঁয়ের লোক সব একজোট হয়েছে চণ্ডী ঘোবের বিরুদ্ধে লড়াই বলে। মণ্ডল তো দশটা গাঁয়েই ঘুরে বেড়ায়।
কাল আমাদের এখানে এসেছেন, চলে যাওয়ার কথা ছিল—কিন্তু হঠাৎ দারোগা এসে পড়ল বলে—

জগ । হঁ—

ম । তোমাদের ওখানে কোন গোলমাল হয়নি ?

জগ । হবে না কেন ? জোতদার তো শালা সব জায়গাতেই আছে—

ম । তোমরা লড়াই করছ না ?

জগ । করব না কেন ? আমিও তো চাষার বাচ্চা, না কি ?

ম । আচ্ছা লাউগাছ যেটা পুঁতে ছিলাম সেটা এখন মাচায় ছড়িয়ে পড়েছে—লাউ হচ্ছে ?

জগ । হঁ ।

ম । কালো গাইটা তুধ দেয় এখনো ? (জগমোহন নীরব) নেই ?

জগ । বেচে দিয়েছি—শালী খেত যেন জলহস্তী—

ম । আমাকেও বুঝি ঘরে নাও না তাই—তবে কেন আমাকে ফেলে রেখেছো এখানে ? বিয়ে হোল—সোয়ামীর ঘর করতে পারি না। সবাই হাসে ঠাট্টা করে। দু ভরি রূপোর কি এতই—দাম ! ওই রূপো কার গায়ে গয়না করে পুরাবে ?

জগ । বাপের জন্তেই তো, বাপটা গোঁ ধরলে—সবাই হাসাহাসি করল—
আমার মাথাতেও রক্ত চড়ে গেল—

ম । কিন্তু তারপর ? কতদিন কেটে গেল। একবারও কি মনে হোল না আমার কথা ? বলে—কেন ঘরে নেবার কথা মনে হয়নি বলে।

জগ । আমাদের ভাতে ভাগ বসাবে বলে, একদিন থাকে খন্ডর ঘর থেকে দু ভরি রূপোর জন্তে বের করে দিয়েছি তাকে দুমুঠো ভাত দেবার ক্ষমতা নেই—একথা কেমন করে বোঝাতাম তোমাদের ?

ম। আজ যেই গুনেছ—বউ কার সঙ্গে রাত কাটিয়েছে—অমনি বুঝি ছুটে এসেছ, বীরপুরুষ? এখন যদি কেউ খেতে ধেবে বলে আর আমি তার সঙ্গে চলে যাই—তাহলে?

জগ। খুন করে ফেলব।

ম। বারে—বার সোয়ামী ছুটো ভাতের জন্তে ধরে-নেয় না সে কি উপোস করে থাকবে না কি—

জগ। তুই আমার সঙ্গে যাবি কিনা?

ম। এক্ষণি—?

জগ। ঈশা, এক্ষণি—শালা উপোস করে যদি তো দুজনে মরব—(চারদিকে শাঁখ বেজে ওঠে ও মঃ মা আসে) একি শাঁখ বাজছে কেন?

মঃ মা। আবার আসছে ওরা।

জগ। কারা আসছে?

মঃ মা। পুলিশ। কাল রাতের শোধ তুলতে। তুমি বরং চলেই যাও বাবা—না হলে তোমাকে নিয়ে টানাটানি করবে। তোমার বাবা-মা আমার দুসবে—

জগ। না—যাব না—আমি আমার স্বত্ত্ব বাড়াতে এসেছি—তাতে পুলিশের বাপের কি?

[দারোগা, শ্রীপতি ও কানাই প্রবেশ করে]

ময়খ। কি গো, মণ্ডলের খাণ্ডী! জামাই কোথায়? আহা ভাবনা কিসের? জামাই ভেগেছে বুঝি? তা একরাতির জামাই, সে তো চলে যাবেই—এটা আবার কে?

মঃ মা। জামাই!

ম। এঁয়া জামাই—বাঃ তোমার খুব ভাগ্য ভাল দেখছি—এঁয়া? রোজ রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে। আর—তুই ছুঁড়ি এই বয়সে তো খুব রক্ত করছিস—এঁয়া? শ্রীপতিবাবু—তাহলে আমাদেরও জানা রইলো—ময়নার মা জামাই লাজানোর ব্যবসা করে। তাহলে আমরাও তো দু এক রক্তির জামাই সেজে আসতে পারি, কি বলুন? এমন খালা বউটি পেলে (দারোগা ময়নার চিবুক ধরার জন্তে হাত বাড়ায়)

জগ ॥ মুখ সামলে কথা বলবেন—

ম ॥ ও শ্রীপতিবাবু—বেটা বলে কি ! সারারাত বউ পরের সঙ্গে রাত কাটাল
এখন বেটা স্বামীর অধিকার কলাতে এসেছে—

জগ ॥ তাতে আপনার কি ? রাত কাটিয়েছে তুবন মণ্ডলের সঙ্গে—সে
আমাদের বাপের মতো—আপনার মতো ইয়ের সঙ্গে তো—

ম ॥ (খাবড়া মারে) চোপ্,— [হারান ঢোকে]

হা ॥ নিতাই ফিরেছে বউ ? নিতাই ফিরেছে ?

ম ॥ থানায় গিয়ে নিতায়ের মুখ দেখবে বুড়ো—

হা ॥ ওরা আবার এসেছে— ! বউ—নিতাইকে মারবে ওরা—আমার হাতে
একটা বন্দুক দাঁও তো বউ—আমার হাতে একটা বন্দুক দাঁও—

ম ॥ হঁ—বুড়োর বন্দুক ধরায় লাখ হয়েছে !

হা ॥ বন্দুক না থাকে লাঠি দাঁও—কান্তে-কাটারি-কুড়ুল দাঁও—সনাতন শুধু
হাতে লড়তে গিয়েছিল—খোলা বুক এগিয়ে দিয়েছিল—না, না, আজ
আর ভুল করবো না । দাঁও বউ আমার অস্ত্র দাঁও—

ম ॥ ময়নার মা মধ্যে সাক্ষী দেওয়ার অপরাধে তোমাকে গ্রেফতার করা
হোল—তোমাকে থানায় যেতে হবে—

হা ॥ (লাঠি নিয়ে) খবরদার—

ম ॥ বুড়ো শয়তান—(খাবা দেয় । পড়ে যায়) চলো—থানায়—এই ধর
বুড়োটাকে—চলো (ময়নার মা হাত ধরে)

জগ ॥ (ছুরিটা খুলে লাক্ষ্মি এগিয়ে আসে) খবরদার !

শ্রীপতি ॥ ছুরি !

ম ॥ ওরে চাষার বাচ্ছা— ! সব কটা শয়তান—সকলকে বেঁধে নিয়ে বাব—
এই পাকড়ো—(চাবীরা ঢুকে পড়ে)

সকলে ॥ খবরদার ! [পর্দা পড়ে]

[অভিনয়ের আগে 'চেতনা'র মাধ্যমে নাট্যকারের অল্পমতি নেবেন]

রাত্রির তপস্যা

অমল রায়

কুন্তল । পুলিশ অফিসার ।
কনস্টেবল । এস. বি. । যুবক ।

[পর্দা খোলার আগে মুহূর্মুহ পুলিশের হুইশেলের ও সাইরেনের শব্দ এবং যান্ত্রিক স্বরে ঘোষণা : “আজ সন্ধ্যে সাতটা থেকে পুরো এলাকায় একশো চুয়াল্লিশ ধারা ও কারফিউ বলবৎ করা হচ্ছে। প্রত্যেককে বাড়ীর ভেতরে থাকতে বলা হচ্ছে, রাস্তাঘাটে বে-আইনী জন-সমাবেশ দেখা গেলে অবিলম্বে ছত্রভঙ্গ করা হবে, গ্রেফতার করা হবে এবং কাউকে হিংসাত্মক এবং ধ্বংস-মূলক কাজ করতে দেখলে বিনা হুঁশিয়ারীতে গুলি করা হবে।” এই আবহের মধ্যে পর্দা খুলল। সারা মধ্যে মায়াময় নীলাভ আলো। কুন্তল পায়চারি করছে অস্থির ভাবে। কুন্তল যুবক, চুল অবিভক্ত, ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত চেহারা, রোগাটে গড়ন, পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি। হাতে একটা খাতা। পায়চারি করতে করতে কবিতা পড়ছে—নেপথ্যে সাইরেনের শব্দ।]

কুন্তল ॥ হৃদয় স্বপ্নের মত তুমি আসো যাও আমার প্রান্তরে, প্রতিক্ষণ তোমার পদশব্দে কেঁপে ওঠে এ ক্লান্ত প্রহর—তুমি নৃত্যর মত অনিবার্য ছির প্রতিরূতি এই স্বপ্নে দ্রুত হেঁটে পার হও তুমি আমার এ নন্দনবী অরণ্য নগর।

[কতকগুলি ফায়ারিংয়ের আওয়াজ। কুন্তল খেয়াল করে না। কিন্তু কবিতা পাঠ থামে। অর্ধেক্ষণে কেটে পড়ে সে]

নাঃ, হচ্ছে না। একদম হচ্ছে না। কথাগুলো কেমন এলোমেলো।
যা বলতে চাই কিছুতেই বলতে পারি না। কতদিন কবিতা লিখিনি,
কতদিন...কবিতা লিখতে ভুলে গেছি বেন—[আত্মগত হয়ে]

আজকাল আর কবিতা লিখতে পারি না

কেননা অসং হয়ে গেছি নিজের বোধের ছরারে—

মেকী জিনিস কেনী করে উদ্ভাস্ত মাহুয

কদয়ের কলকিত মাঠে ভুল জ্যোৎস্নায়

পড়ে আছে পচাখড়, গলিত মাংসের তুপ,

না চিবোনো নীরস্ত হাড়।

এই মোহময় দুর্গন্ধের অব্যবহিত প্রদেশে

এই প্রেমহীন জরাগ্রস্ত রুগ্ণ অন্ধকারে

ভুলে গেছি জননীর গর্ভের তপোবনে

উলঙ্গ শিশুর মত আদিম সরলতা

ভুলে গেছি খুলে দিতে আমার সব সাজ, সব আভরণ—

আজকাল তাই কবিতা লিখতে পারি না—

ষেহেতু আয়নার সতর্ক চোখের সামনে

ভগামীর ক্রোধ নিয়ে লজ্জায় বেঁকে বাই,

কুঁজো হয়ে বাই ধনুকের মতো,

নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে বড় ভয়, বড় ভয় করে।

[উল্লিখিত কবিতা পাঠ করার সময় নেপথ্যে কোলাহল,

আর্তনাদ, ছোট্টাছুটির কীণ আভাষ মিলবে]

[আবার অস্থিরতায়—] নাঃ! কিছু হচ্ছে না! কিছু হচ্ছেনা আমার,

এ পৃথিবীতে কারুর কিছু হয় না আর! সব নষ্ট হয়ে গেছে, সব ধান

খেয়ে গেছে ইঁদুরে, সব বেলুন ফেঁসে গেছে স্বপ্নের। একটা লাইনও

লিখতে পারছি না। সঠিক শব্দগুলো হারিয়ে যায়—কিছু ভাল লাগছে

না আমার, কিছু না। [হাহাকার করে ওঠে] জীবনটাই আমার ব্যর্থ,

হতাশ—কিছুই হল না আমার, কিছুই পাইনি এই পৃথিবীতে, এই দেশে—

তবু একটা সাক্ষ্য ছিল, তবু একটা আশ্বাস ছিল বুকের ভিতর, কবিতা—

কবিতা লিখতে জানি, কবিতার বাহুর কাঠিতে বৃকের ভেতর বসিয়ে ওঠা না পাওয়ার বেদনা, সব হারানোর যন্ত্রণা উবে যেত নিঃশেষে, কবিতার জগতে আমি সম্রাটের মহিমায় বসে থাকতাম—হায় সেই কবিতাও আজ ছেড়ে চলে গেছে, কি সব বীভৎস দিন, সব কিছু তছ নছ হয়ে যায়, সব তীর ভুলের ধুক থেকে উৎক্ষিপ্ত হয় ভুল লক্ষ্যপথে—আমি, আমি কি করব, কবিতা ছাড়া বাঁচব কি করে ? গত কয়েক মাস ধরে কিছু লিখতে পারছি না—[খুব কাছেই বোমা ফাটে, কুস্তল চমকে ওঠে । রাগে দাঁত চেপে বলতে থাকে] শালা ! যত উঠকো ঝামেলা । সেই ছপুর্ থেকে শুরু হয়েছে । উঃ, পৃথিবীটা একেবারে নরক হয়ে উঠল । দিনরাত শুধু চিংকার, শ্লোগান, বোমাবাজী—একে ওকে খুন-জখম-মারামারি ! অসহ ! বিপ্লব হচ্ছে ! বিপ্লব না কচু ! এই রাজনীতি করে করেই দেশটার বারোটা বাজাল । আরে বাবা রাজনীতির থেকেও যে মহত্তর কিছু থাকতে পারে জীবনে তা এই মাথাঘোটা বোকার হল বোঝে না, বুঝতেও চায় না । এদের কাছে শিল্পের কোনো দাম নেই, কবিতার কোনো মর্যাদা নেই—একদল মাথাগরম সংকীর্ণতাবাদী, সংস্কৃতির দুশমন । [গোলমাল বাড়ে] আমি—আমি পাগল হয়ে যাব—একে কবিতাটা শেষ করতে পারছি না—বৃকের মধ্যে যন্ত্রণা দানা বেঁধে আছে, তার ওপর এই গুণ্ডগোল—উৎপাত । না ! জানালাটা বন্ধ করে দিই । [জানলা বন্ধ করে । গোলমাল কমে] যাক এখন কিছুটা নিৰ্বাচ্ছাট—এখন আর কান্না কমতা নেই আমার নিভৃত শাস্তির দুর্গে হানা দিতে আসে । সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া চাই, বিচ্ছিন্ন করা চাই, তবেই কবিতা আসবে, শিল্প আসবে । কবিতা তো আর বাজারের ভূষিমালা নয় যে দর হাঁকা-হাঁকির গোলমালে আসন পেতে বসবে । কবিতা রাজির মত নিস্তরঙ্গতা চায়, অমাবস্তার আকাশের মত বিপুল নৈশব্দ ! যাক ! এইবার লিখব সব বাজে ভাবনা সরিয়ে, আবার লিখব । লিখতে আমাকে হবেই । [লিখতে বসে] কতদূর লিখেছিলাম ? হৃদয় অগ্নির মত থেকে দ্রুত হেঁটে পার হও—আচ্ছা—আচ্ছা—মনে আসছে—

[সে লেখায় মগ্ন হয় । নেপথ্যে ব্যঙ্গিক ঘোষণা]

বোষণা । সবাই শুনুন—এই অঞ্চলকে সরকার উপদ্রুত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করায় এখন সমগ্র এলাকা মিলিটারী দিয়ে ঘিরে লি. আর. পি.-র সাথে একযোগে Special Branch-এর সহযোগিতায় লোকাল পুলিশ কুখিয় অপারেশন শুরু করেছে । জনসাধারণকে আমাদের সাহায্য করতে বলা হচ্ছে, আরও বলা হচ্ছে—কেউ যেন কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হাঙ্গামাকারী দাঙ্গাবাজ উগ্রপন্থী সমাজ-বিরোধীদের আশ্রয় না দেন । কুখিয় অপারেশন চলছে, কোনো বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করা হবে না ।—

[এই ঘোষণার মাঝে এবং শেষে উপস্থাপিত বোমা এবং গুলির আওয়াজ ।]

কুন্তল ॥ [স্বস্তির নিখাস ফেলে] থাক, আর একটা স্ট্যান্ডা হ'লো । ভালই হয়েছে মনে হচ্ছে । ওঃ, একি কম স্বপ্না, সন্তান-প্রসবের সময়ও বোধ হয় যেহেঁরা এত কষ্ট পায় না । স্বতন্ত্র না লিখতে পারি ততক্ষণ মাথার মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটে চলে অবিরাম, মাথার ভেতরটার যেন একটা বোমা বসান, এই ফাটবে, এই ফাটবে করছে । আঃ ! এখন বেশ হাঙ্গা মনে হচ্ছে । [নেপথ্যে আবার কোলাহল, পারের আওয়াজ] একি ! মনে হচ্ছে খুব কাছেই লেগেছে ! ওঃ কেউ, কেউ একটু স্থব্র থাকতে পারবে না । সবাইকে ওরা উল্লাস বানিয়ে ছাড়বে ! এতদিন বাধে একটা কবিতা লিখতে বসেছি, সেখানেও ঝামেলা । বেশ ভাবটা জমে উঠেছে ; এ সময় এ হুজুতি ভাল লাগে ? আর একটা স্ট্যান্ডা লিখতে পারলেই কবিতাটা শেষ হবে—এই সময় এত গুণ্ডাগোল—আরে মনে হচ্ছে এই বাড়ীর মধ্যেই ঢুকছে ! ঢুককগে—এত বড় ক্ল্যাট বাড়ী—কে ঝামেলা বাঁধিয়েছে, কে জানে ! আমার কি ! আমি দরজা বন্ধ করে রেখেছি, আমার কিসের ভয় । আমি রাজনীতিও করি না—কোনো সাতে-পাঁচে নেই । মনে হচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আলছে ! থাকগে আমার ভয় কি ? অস্ত ক্লাটে যাবে বোধ হয় । অস্ত করে, আমি নিরাপদ, আমার কেউ বিরক্ত করবে না, সবাই জানে আমি রাজনীতি করি না—আমি একজন কবি—আচ্ছা কি লিখলাম ? স্ট্যান্ডাটা পড়ে দেখি—কানে কেমন লাগে—কোনো ছন্দের গোলমাল আছে কি না ! [নেপথ্যে

দরজার প্রবল করাঘাত] না! আমি খুলব না! আমি খুলব না
 দরজা, কি অধিকার আছে ওদের আমাকে উন্মুক্ত করার? কিছুতেই
 খুলব না। আমার গোপন সাহসনার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেব না! কি
 ভেবেছে ওরা? আমি কি একজন গুপ্তা, বদমাসেল, ওয়াগম-ব্রেকার,
 এ্যাক্টি সোস্যাল? আমি একজন কবি—একজন পোয়েট এ্যাণ্ড প্রফেট—
 মাহুবেয় শাখত বগ্নের আমি প্রাণী। প্রজাপতি ব্রহ্মার মত। আমি
 ওদের দরজা খুলে দেব না। [দরজার করাঘাত বাড়ে—সঙ্গে অশ্রাব্য
 গালি-গালাজ—তার মধ্যে কুস্তল চিংকার করে ওঠে।] খুলব না!
 কোন মতেই না। আসতে দেব না কাউকে এই ঘরে। দূর হটো,
 ভাগো সব। আমি এখন কবিতা পড়ব, আমাকে বিরক্ত কোরো না কেউ!
 [কোলাহল বাড়ে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুস্তল কবিতা পড়ে চলে]
 “কেননা তোমার চোহদ্দির বাইরে আমার কোনো অবস্থান নেই—
 কতবার ভুল করে ফিরে যাই, পুনর্বার ফিরে আসি তোমার ছায়ায়;
 তুমি প্রকৃতির মত ফুলের গন্ধ আনো—জাগরণকালান্ত ব্যর্থ সকালেই
 সব দুঃস্বপ্নের বিষ মুছে যায় তোমার ঐ কম্পিত ঠোঁটের হোঁসায়।”

[দরজা ভাঙার শব্দ। ঘরে ঢোকে তিনজন সশস্ত্র
 ব্যক্তি। একজনের ইউনিফর্ম কনস্টেবল-এর, অপর
 জনের পুলিশ-অফিসারের। বাকি জন সাধারণ বেশে—
 অর্থাৎ এস. বি.-র লোক।]

অফিসার। হাওস্ আপ! হাত তুলুন! গুলি করে দেব এখুনি। [কুস্তল
 বিমুচ্ছ হয়ে হাত তোলেন]

এস. বি. ॥ সার্চ! সার্চ করুন পুরো ঘরটা—একুনি—

অফি ॥ [কনস্টেবলকে] এই নিমাই—সার্চ কর শালা, সময় নেই!

এস. বি. ॥ আগে এই মকেলের পকেট হাতড়ে ছাখ—মাল বেরোর কিনা—

[কনস্টেবল কুস্তলকে সার্চ করতে থাকে]

কুস্তল ॥ কি আশ্চর্য! আমার কেন এমনভাবে—আমি কি করেছি!

এস.বি. ॥ দরজা খুলছিলেন না কেন?—[হঠাৎ সজোরে ঘুঁষি, কুস্তল পড়ে
 যায়]

কনস্টেবল ॥ এ শালাও মনে হচ্ছে হুবিধের লোক নয় স্ত্রার—

অফি ॥ দেখাচ্ছি বজা! পাশের ঘরটার দ্বিধ তো কেউ আছে কি না!

[কনস্টেবল চলে যায় । টলতে টলতে কুন্তল উঠে দাঁড়ায়]

কুন্তল ॥ কোন্ অধিকারে এই ঘরে ঢুকেছেন আপনারা? কেন দরজা
ডেঙেছেন?

অফি ॥ চোপ্ শালা—আবার বড় বড় কথা! [চড় মারে]

কুন্তল ॥ এ অত্যাচার! নিরীহ মানুষের ওপর বর্বরতা!

এস.বি. ॥ আপনার নাম?

কুন্তল ॥ আমি কোনো পাটি করি না। কি দ্বিধ করেছে আমি যে এভাবে—

অফি ॥ এখনও ভেজ আছে বাক্যেতর। আর একটা কথা বললে গুলি চালাব

—মাথায় আগুন জ্বলে আবার—দিনরাত টেনশানের মধ্যে আছি—

কুন্তল ॥ কেন কিসের জন্তে আপনারা আমার—

এস.বি. ॥ নামটা কি বলুন! নাম কি আপনার?

কুন্তল ॥ যা ইচ্ছে তাই করে যাবেন আপনারা—যা খুশি—এই কি স্বাধীনতা—

এস.বি. ॥ [আঘাত করে] নামটা বল না শালা, লোকচার পরে ঝাড়বি।

[কনস্টেবল চোকে]

কনস্টেবল ॥ ও ঘরে কেউ নেই স্ত্রার! ওটা বাথরুম আর পায়খানা।

অফি ॥ এই ঘরটা দ্বিধ ভালো করে। কিছু বেন বাদ না যায়।

এস.বি. ॥ [নরম স্বরে] নামটা বলুন না মশাই, কি নাম? [কনস্টেবল ঘর দ্বিধে]

কুন্তল ॥ কুন্তল—কুন্তল চট্টোপাধ্যায়।

এস.বি. ॥ কি করেন?

কুন্তল ॥ মাস্টারী। কিন্তু কেন আমাকে এত প্রশ্ন করছেন? আমি তো—

এস.বি. ॥ ক্ল্যাটটা আপনার? মানে আপনার নামেই ভাড়া নেওয়া?

কুন্তল ॥ হ্যা—আমারই ক্ল্যাট। বিশ্বাস করুন আমি কোনো পাটিতে নেই—

কোনোদিন ছিলাম না।

এস.বি. ॥ একাই থাকেন? বাড়ীর অন্তলোকেরা সব কোথায়?

কুন্তল ॥ আমি একাই থাকি। আচ্ছা আমাকে হারান্ড করে কি লাভ
আপনারদের?

এস.বি. । [ঘরের চারপাশ দেখতে দেখতে] বাঃ, সারা ঘর জুড়ে শুধু বই আর বই—প্রচুর পড়াশুনা করেন বুঝি !

কুন্তল । [কমন্টেবলের কাণ্ড দেখে আতঁনাদ করে ওঠে] ঐ দেখুন—বই-গুলোকে কিভাবে এলোমেলো করেছে, ছিঁড়ছে, নষ্ট করেছে—আমার কত কষ্টের বই সব—[ছুটে যেতে চায়, অফিসার বাধা দেয়]

অফি । বাধা দেবেন না । ও ডিউটি করছে । ওকে কাজ করতে দিন ।

কুন্তল । তা'বলে বইগুলো ছিঁড়বে—ঐ ঐ দেখুন কবিশঙ্কর সঙ্কল্পিতার মলাট ছিঁড়ে ফেল—

অফি । ছিঁড়বে, ছিঁড়বে—আরও অনেক কিছু ছিঁড়বে । চূপ করে থাকুন—

কুন্তল । তাই বলে রবীন্দ্রনাথের বই ছিঁড়বে—

অফি । রবীন্দ্রনাথ বলে তো আর ধোয়া তুলসীপাতা নয় ! ঐ বইটার মধ্যে টুকরো টুকরো বে-আইনী কাগজপত্র লুকিয়ে থাকতে পারে ।

কুন্তল । এ অন্যায়—এ অবরোধ—

এস.বি. । [হাত ধরে টানে] ওদিকে তাকাবেন না । আগে আমার কথা-গুলোর জবাব দিন ।

কুন্তল । আমি তো বুঝতেই পারছি না—কেন যে আমার—

এস.বি. । কোন্‌ স্থলে মাষ্টারী করেন ?

কুন্তল । কাছেই । অভয় চরণ বিজ্ঞানন্দির—

এস.বি. । নোট করুন অফিসার, অভয় চরণ বিজ্ঞানন্দির—

কুন্তল । এসব প্রশ্নের অর্থই বা কি ? বলেছি তো আমি কোনো রাজনীতি করিনা, বিশ্বাস না হয় খোজ নিয়ে দেখুন ।

অফি । রাজনীতি করেন না বলেই তো বেশী বিপজ্জনক—ওপরে দিকি ডাল মাহুয, ভেতরে ভেতরে কাল কেউটে ।

এস.বি. । এত বড় স্ক্যাটে একা থাকেন কেন ?

কুন্তল । একা থাকতে ভাল লাগে বলে ।

এস.বি. । বাড়ী কোথায় ? মানে মা-বাবা-আত্মীয়স্বজন কোথায় থাকে ?

কুন্তল । এসব জানতে চাইছেন কেন ? এ সব খবরে আপনার কি দরকার ?

এস.বি. । বল শালা [হারে] ঠিক করে বল বা জানতে চাইছি ।

কুন্তল । [বজ্রপায়] একজন নির্দোষ মানুষকে এইভাবে—এইভাবে অভ্যাচার—
এস.বি. । বল শালা একা থাকিস্ কেন ? ফেরারী আগামীকের শেণ্টার দেবার
অন্ত একা একটা ক্লাট নিয়ে আছিস ?

কুন্তল । আমি রাজনীতি করিনা। একা থাকি তার কারণ বাড়ীর কারুর
সাথে আমার মেলে না বলে। বাড়ীর ঠিকানা দিচ্ছি। খোজ নিয়ে
দেখুন—আমি পার্টি করি না।

এস. বি. । তবে কি করেন ? চাকরী ছাড়া অন্য কি করেন ? অন্নবয়েসী
একটি ছেলে বিয়ে-থা করেনি, একা একটা ক্লাট নিয়ে থাকে—অথচ
রাজনীতি করে না—তবে আর কি করে সে ?

কুন্তল । [ধাবড়ে গিয়ে] আমি—মানে—একজন ইয়ে—মানে ইয়ে লিখি—
অনেক ছাপা-টাঁপাও হয়েছে—আমি লিখেই সময় কাটাই—

অফি । ইয়ে লেখে মানে ? ইয়েটা কি ?

কনস্টেবল । দুয়—কিছু নেই—ঘরে গুচ্ছের বই আর বই। ধুলো ঘেঁটে সর্দি
ধরে গেল।

কুন্তল । একি ? আমার সব বই ছিঁড়েছে—আমার-কত সাথের কালেক্সান-
গুলো জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে—সব—সব নষ্ট করেছে—

এস. বি. । ও, মহাশয় তাহলে একজন কবি ? মহাশয়ের তাহলে কবিতা
নিয়েই কাজ কারবার ?

কুন্তল । আগেই তো বলেছি কবিতা লিখি—অন্ত কোনো কিছুতে আগ্রহ
নেই।

অফি । ওঃ ইয়ে মানে তাহলে পদ্ম ? ইনি পদ্ম লেখেন ! তা এমন পদ্ম
লিখিয়ে লোকটাকে খাঁটিয়ে তো দেখছি মহা অন্তায় করেছি—হাঃ হাঃ

এস.বি. । আরে হুতাব মুখুন্ডের বইও তো দেখছি—পদাতিক ; হুকাভ সমগ্র
রয়েছে—এই তো পাব্লে নেকদার বই—মাজিম হিকমতের কবিতা—কি
মণাই এই যে বলছিলেন কোনো রাজনীতি-টিতি করেন না ; তবে
এইসব কমিউনিস্টদের কবিতার বই ঘরে রেখেছেন যে ?

কুন্তল । একজন কবি শুধুমাত্র কবিই। তাঁর অন্ত কোনো পরিচয় নেই।
তিনি কমিউনিস্ট নন, ক্যাপিটালিস্ট নন, বুর্জোয়া নন, এলেকট্রিয়েট নন।

ভিনি শুধু কবি। আমি একরা পাউণ্ডের কবিতাও ভাল বাসি। লোকে
ধাকে ক্যানিস্ট বলে।

অফি ॥ উয়িকাস! ব্যাটাকে ভেবেছিলাম ধুর, এ যে দেখছি হেতি সেরানা।
এস. বি. ॥ হ্যা! এদিকে জ্ঞান রয়েছে টনটনে।

কুস্তল ॥ কিন্তু কেন? কেন আমাকে এভাবে—কি চান আপনারা? আমি
তো আপনারদের কোনো কতি করিনি—

এস. বি. ॥ আচ্ছা, কবিতা নিয়েই কথাবার্তা বলা থাকে। আমারও কবিতা
খারাপ লাগে না, সময় পেলে মাঝে মাঝেই পড়ি—রবিঠাকুরের মেঘনাধ-
বধ, গীতাঞ্জলি।

কুস্তল ॥ মেঘনাধবধ রবীন্দ্রনাথের নয়, ওটা মাইকেল মধুসূদনের—

অফি ॥ মালটা হেভি খচরা তো!

এস. বি. ॥ ভুল হয়ে গিয়েছিল। সে থাক—হ্যা—কবিতা পড়েন বলছিলেন
কবি, না? আমি শুনেছি মাও-সে-তুঙ, হো-চি-মিন—এঁরাও নাকি
মস্তবড় পড়েছেন নাকি মাও-সে-তুঙ-এর কবিতা—

কুস্তল ॥ [যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারে] না! পড়ি নি।

এস. বি. ॥ সে কি! মাও-সে-তুঙ-এর কবিতা পড়েন নি? এ আপনার
ভীষণ অজ্ঞান—মাও-সে-তুঙের কবিতা না পড়লে চলে—

কুস্তল ॥ ঠিক আছে—আপনি যখন বলছেন পড়ে দেখব—

কনস্টেবল ॥ দারুন চালাক লোকটা। কিছুতেই ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আসবে
না—

এস. বি. ॥ পড়ুন—পড়ুন মাও-সে-তুঙ-এর কবিতা পড়ুন—না হ'লে কবিতা
লিগবেন কি করে? পড়েননি মাও-সে-তুঙের সেই কবিতাটা? সেই যে
মাও লিখেছেন—বিত্রোহী রণকান্ড, আমি সেই দিন হব শান্ত—ববে
অত্যাচারীর—

কুস্তল ॥ মাপ করবেন। ওটা নজরুল ইসলামের লেখা, মাও-সে-তুঙের নয়।

এস. বি. ॥ [পেটে লাথি ধরে ফেলে দেয়] বারবার নিজের বিচ্ছেদ কলস না
বাঞ্ছোৎ। খুন করে ফেলব।

অফি ॥ কি করব একে নিয়ে? অ্যারেস্ট করব?

এস. বি. ॥ না না। কালতু লোক। তবে ভীষণ ক্লেডার।

অক্ষি। মনে হচ্ছে, এই তলাতে নেই—আরও উঠতে হবে।

এস. বি. ॥ ই্যা কর নাথিং এখানে সমস্যা নষ্ট হল। চলুন। [কুস্তলকে] এই
গুরোরের বাচ্চা মিচকে কবি—বলে দিচ্ছি কোনো বাজে কামেলার বাবি
না! আর, ই্যা শোন—রোগামত প্যান্ট শাট পরা কোনো ছেলে যদি
তোর ঘরে এসে লুকোতে চায়, তবে আমাদের খবর দিবি—পুলিশভ্যান
সামনেই আছে—প্রতিটা ঘর আমরা সার্চ করব—আবার হয়ত এখানে
আসতে পারি। [কুস্তল ছাড়া—সবার প্রশ্নান]

[কুস্তল আতর্জন্য করতে করতে উঠে দাঁড়ায়]

কুস্তল ॥ হুঃখপ্প! একটা ভাবাবহ হুঃখপ্প দেখলাম যেন। তলশেটটা এখনও
টনটন না করলে ভেবে নেওয়া যেত—একটা দম আটকানো শ্বপের ঘোরে
ছিলাম এতক্ষণ। কিন্তু না—এই তো ঘরের মধ্যে ওরা তাগুব করে গেছে
—তার প্রতিটি চিহ্ন ছড়ানো—এই তো সব বইগুলো ছেঁড়া-খোঁড়া
ছড়ানো ছিটানো—ওঃ। ভেতরে একটা অসহায় রাগ কাপা জানোয়ারের
মত আমার আঁচড়াচ্ছে—কত কষ্ট—কত কষ্ট করে সামান্য মাস মাইনে
থেকে বাঁচিয়ে একটা একটা করে বইগুলো কিনেছি—সব গেল, সব—
আমার পাজরগুলো ওরা খুলে নিয়ে গেল—এই দেশে মানুষ বাস করে—
কায় কাছে বাব, কায় কাছে বলব।—[নিজের বইগুলো ছিঁড়ে ফেলতে
থাকে রাগে] যাক, সব শেষ হয়ে যাক, এ দেশে কবিতা লেখা চলে না,
এদেশে ছবি আঁকা চলে না। আমার—আমার এখন নিজেকেই খুন করতে
ইচ্ছে করছে—কি লাভ বেঁচে থেকে—এদেশে কবিতা বাঁচে না, শিল্প কাঁদে
না। আমি—আমি কি করব? [হঠাৎ শান্ত হয়ে] আচ্ছা, ওরা এমন করল
কেন? আমি তো বললামই যে পাটি টাটি করি না—তবু আমাকে কেন
—আচ্ছা, কি একটা ওরা বলে গেল যেন যাবার সময়—কাকে খুঁজছে
যেন? ই্যা, ই্যা, নিশ্চয়ই কেউ ঢুকছে এই বাড়িতে, নিশ্চয়ই কেউ—
তাকে খুঁজতে ওরা এমনভাবে হানা দিয়েছে এ বাড়িতে—উঃ, কি
বে-আকস্মিক ছেলে সব—নিজেরা মরবি মর, আমাদের জড়াস কেন?
আমাদের এমনভাবে কামেলার ফেলার অর্থ কি হয়? বিপ্লব হচ্ছে না

আম্নো কিছু—মিছিমিছি লোকের উপর অত্যাচার ডেকে আনা—
 [টেবিলের কাছে গিয়ে] আরে কবিতাটা দেখছি এত উৎপাতের মধ্যেও
 অক্ষত রয়েছে, কি আশ্চর্য, এটার ওপর ওদের চোখই পড়ল না ? অবাক
 কাণ্ড । [হেসে ওঠে] এটা আর রেখে কি করব ? এ কবিতা আর
 কোনোদিন শেষ হবে না । কুস্তল চট্টোপাধ্যায়, জীবনে আর কবিতা
 লিখতে পারবে না তুমি । তুমি কিনিস্‌ড্ । কি হবে আর মায়াকরে ?
 ছিঁড়ে কুটি কুটি করে আগুনে ফেলে দাও সব । [ছিঁড়তে যায়] ছিঁড়ব ?
 হেরে যাব ? ওদের কড়া শাসনের ফাঁসে জড়িয়ে খুন করব আমার শেষ
 স্বপ্ন ? না, আরেকবার শেষবারের মত রুখে দাঁড়াব ? নিজের লেখা
 নিজের হাতে ছিঁড়ে নষ্ট করা আপন সম্মানকে হত্যা করার সামিল ।
 পারি না, পারব না । আবার চেষ্টা করি, আবার—এ কবিতাটা আমাকে
 শেষ করতেই হবে ;—আমার শেষ কবিতা, এই নষ্ট পৃথিবীতে, এই ব্যর্থ
 জীবনে আমার শেষ প্রতিবাদ—[আবার লিখতে বসে । ঘরের আলো
 কমে । ইতিমধ্যে আলো-আঁধারিতে কে যেন ঢুকছে ঘরের ভিতর, আঙুলে
 আঙুলে এগিয়ে বাচ্ছে—কুস্তলের দিকে মতর্ক চোখ রেখে, কুস্তলের মুখে
 আলো-আঁধারির খেলা । সামান্য কিছু পরে কুস্তল লেখা থামায় ।
 সপ্রশংস সুরে বলে ওঠে] বাঃ অপূর্ব এমনটি লিখতে পারব আগে ভাবিনি,
 দারুণ হয়েছে শেষটি । নিজেই নিজের পিঠ চাপড়াতে ইচ্ছে করছে ।
 এমন ভাবে শেষ দিকটা সুরে যাবে ভাবতেই পারি নি—[পড়তে থাকে
 কবিতাটি, এখানে আলোর খেলা চলবে]

“সুদূর স্বপ্নের মতো তুমি আলো যাও আমার প্রান্তরে
 প্রতিকণ তোমার পদশব্দে কেঁপে ওঠে এ ক্লান্ত প্রহর ;
 তুমি স্বপ্নের মতো অনিবার্য হির প্রতিকৃতি এই ঘরে—
 দ্রুত হেঁটে পার হও তুমি আমার এ নৃদনদী অরণ্য নগর—
 কেননা তোমার চৌহদ্দির বাইরে আমার কোন অবস্থান নেই,
 কতবার ভুল করে ফিরে যাই পুনর্বার ফিরে আসি তোমার ছায়ার
 তুমি প্রকৃতির মতো ফুলের গন্ধ আনো আগরণ ক্লান্ত বার্ষ সকালেই
 সব দুঃস্বপ্নের বিষ মুছে যায় তোমার ঐ কল্পিত টোঁটের ছোঁয়ার

তুমি কারামুক্ত সময়ের খড়ি, আমার সর্বনাশের কিনারে ঘণ্টা বাজাও
 তারপর সবুজ সিগন্যাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকো নির্জন স্টেশনে
 লারা অঙ্গে রক্তভিলক পরে আলি, তুমি হাতে রাইফেল তুলে দাঁও
 বিপর্যস্ত অস্তিত্ব খুঁড়ে খুঁড়ে হেথ, সমস্ত রুদ্ধ কেটে বাবে নির্ময়
 হননে ।”

যুবক । বাঃ অপূর্ব ! [মঞ্চে পরিপূর্ণ আলো জলে ওঠে]

কুন্তল । [চমকে ওঠে] কে ? কে আপনি ?

যুবক । ভয় পাচ্ছেন কেন ? আপনার কোন ক্ষতি করতে আসি নি ।

কুন্তল । কি করে ঢুকলেন আমার ঘরে ? কেন এসেছেন ?

যুবক । আস্তে আস্তে । চোঁচাবেন না ।

কুন্তল । অভূত ব্যাপার । আমারই ঘরে ঢুকে আমাকেই চোখ রাঙায়—

যুবক । চুপ ! বলেছি না—চোঁচাবেন না ।

কুন্তল । আমার ঘর আমি বা খুশি করব । কেন ঢুকেছেন এ ঘরে ? কোন্
 অধিকারে ?

যুবক । কোন অধিকার টধিকার নেই । স্ত্রেফ প্রাণ বাঁচানোর দ্বায়ে ।

কুন্তল । ও ! আপনিই সেই মকেল ! আপনাকে খোঁজার জন্তই তাহলে
 ঘরে ঘরে তল্লাসী চলছে !

যুবক । বুঝতে পেরেছেন ঠিকই । তবে আর চোঁচাচ্ছেন কেন ? চুপটি করে
 বসুন । ওরা টের পেলে আমাকে তো শেষ করবেই আপনাকেও ছেড়ে
 দেবে না ।

কুন্তল । বাঃ চমৎকার ! আপনার জন্তে আমি মরতে বাব কোন্ ছুঃখে !
 চলে যান, এখুনি চলে যান এ ঘর ছেড়ে !

যুবক । কোথায় যাব বলুন ? চারদিকে ওরা ঔৎ পেতে রয়েছে যে,—

কুন্তল । সে আমি কি জানি ? সরে পড়ুন, বলছি । নয়ত আমি টেঁচিয়ে
 লোক জড়ো করব কিন্তু ।

যুবক । আপনি তো অপূর্ব কবিতা লেখেন, দাঁকন হাত আপনার—

কুন্তল । তোষামোদ হচ্ছে বুঝি ! ওসবে চিঁড়ে ভিজবে না ! সরে পড়ুন ।

যুবক । তোষামোদ করছি না—শুধু বলতে চাই—এমন চমৎকার কবিতা

রাজির তপস্যা

লিখতে জানে যে লোক, জীবন সবচেঁ বায় অহুত্ৰিতুলো এত তীব্র,
তার কেন মানবিকতা থাকবে না ?

কুন্তল । মানে ? কি বলতে চান ?

সুবক । নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে একজন আশ্রয়প্রার্থীকে কেন ঠেলে দেবেন ?

কুন্তল । আপনি এখানে থাকলে আমিও মরব ।

সুবক । সে তো ওরা খোঁজ পায় যদি, তবে । নাও তো খোঁজ পেতে পারে
কিন্তু আমাকে এখান থেকে বের করে দিলে আমি কি আর বাঁচব
ভেবেছেন ? কুখার্ত নেকড়ের মতো ওরা আমাকে ছিঁড়ে খাবে ।

কুন্তল । সে আমি কি করব ? আমি কি করতে পারি ?

সুবক । আমার বাঁচাতে পারেন ? কিছুকণ আশ্রয় দিতে পারেন ?

কুন্তল । বার বার একই কথা কেন বলছেন ? আমি নিরুপায় । আপনাকে
থাকতে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় ! আগের দিন হলে হয়ত আপত্তি
করতাম না । কিন্তু এখন যা অবস্থা, তাতে যেচে খুঁকি নিতে চায় না
কেউ ।

সুবক । তা' যা বলেছেন । বাড়ির সামনে যদি একটা ছেলেকে দশজন
ঘিরে ধরে পিটিয়ে মারে, তবু আপনারা দরজা বন্ধ করে দেবেন, এগিয়ে
এসে বাঁচাবেন না ছেলটাকে ।

কুন্তল । সবই যদি বোঝেন, তবে এ সর্বনাশা রাস্তায় নেমেছেন কেন ?
দেখছেন না—আপনারা একেবারে একা, কেউ পাশে নেই দাঁড়িয়ে
বন্ধুর মতো । তবু কেন এসেছেন এই পথে—নিশ্চিত মৃত্যুর কানা
গলিতে ?

সুবক । [হেসে] উপায় ছিল না যে । অন্য কোনো রাস্তাই খোলা ছিল না ।

কুন্তল । তার মানে ? কি বলতে চান ?

সুবক । দেখুন—মাছবের নিজের জীবনটুকু ছাড়া তো অন্য কিছুই নেই ।
যা তাকে করতে হবে, সবই এই জীবনটুকুর মধ্যেই, যা তাকে পেতে হবে
তাও এই জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানের সময়টাতেই । জন্মের আগেও
মাছব কোথাও ছিল না, মৃত্যুর পরেও সে কোথাও থাকবে না । তার
স্বর্গও নেই, নরকও নেই, থাকবার মধ্যে আছে শুধু তার একটি বাসযোগ্য

পৃথিবী, আর বসবাসের সময় তার অগম্য। পদপদ্মে জলবিন্দুর মতো
চপল জীবন, এর বাইরে কিছু নেই।

কুস্তল। বাঃ। দাঁকন কথা বলতে পারেন তো আপনি !

যুবক। ঐ ক্ষণেই তো জীবন এত প্রিয়, বাঁচতে এতোকে চায়, কেউ চায় না
মৃত্যু! তবেই ভাবুন—নিশ্চয়ই এমন কোন গুরুতর কারণ জন্ম নিয়েছে
আজ, যার জন্যে হাজার হাজার ছেলে তাদের পরম প্রিয় জীবনকেও
উপেক্ষা করে দেশজোড়া মৃত্যুর ফাঁদের উপরে দাঁড়িয়ে আছে কি এক
ছুসাহসে—নিশ্চয়ই তার কারণটা হুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবার মতো নয়।

কুস্তল। বুঝি না। বুঝি না আপনাদের সেই কারণটাকে। রাজনীতি
আমার ভালো লাগে না।

যুবক। আচ্ছা ঠিক আছে। ওসব কচকচি ছাড়ুন। আমারও ভালো
লাগছে না। মাঝে মাঝে ভীষণ ক্লান্ত লাগে। এইভাবে পালিয়ে
বেড়াতে আর মন চায় না।—আপনি তো মনে হয় কবিতা লেখেন,
পড়ুন না ছ' একটা কবিতা—

কুস্তল। আপনি—আপনি এখন কবিতা শুনবেন ?

যুবক। হ্যাঁ! পড়ুন না। আপনি তো বেশ ভালোই লেখেন।

কুস্তল। জানেন—আপনাকে ওরা ধরতে পারলে খুন করবে! চারদিকে
খ্যাপা কুতুরের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে আপনাকে। আমার ঘরেও এসেছিল
—তাগুব চালিয়ে গেছে। তবু আপনি এখন কবিতা শুনবেন ?

যুবক। এই তো কবিতা শোনার সময়। জীবনের চেয়ে মহৎ কবিতা আর
আছে কি ? তাই তো অনিবার্য মৃত্যুর খাবার নীচে দাঁড়িয়েও আমরা গান
গাই, ছবি আঁকি—

কুস্তল। আমি—আমি পারতাম না। আমি নিজের কবিতা লিখি, তবু আপনার
অবস্থায় পড়লে এমন অবিচলিত হয়ে কবিতা শুনতে পারতাম না।

যুবক। “পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্সের পানে
জলাঘাট ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আছবানে
বুনো হাঁস পাখা বেলে, সাঁই সাঁই পেঁচা তনি তার ;
এক-দুই-তিন-চার-অজস্র-অপার”

কুন্তল । জীবনানন্দ ! আপনি জীবনানন্দ পড়েছেন ?

যুবক । “রাতের কিনারা দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এজিনের মতো শব্দে ; ছুটিতেছে—ছুটিতেছে তারা ।
তারপর পড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ
হালের গায়ের জাণ—‘হু’ একটি কল্পনার হাঁস”

কুন্তল । কি অদ্ভুত ! পুরো মুখস্থ আপনার—

যুবক । “মনে পড়ে কবেকার পাড়ারিয়ার অকনিয়া সান্যালের মুখ ।
উড়ুক উড়ুক তারা পৌষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব ; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা জন্মের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর ।”

কুন্তল । [প্রায় চোঁচিয়ে] আপনি কবিতা ভালোবাসেন । কি আশ্চর্য—
আমি তো ভাবতেই পারিনা—

যুবক । [হেসে] একটা ক্রিমিন্যাল অ্যান্টিসোস্যাল এলিমেন্টের কবিতা
ভালো বাসতে পারে, তাই না ? যাঁদের গায়ে বিলেত ফেরত মহামহা
জনদরদী নেতারাও হাফ হলিগানের হাফ পলিটিশিয়ানের মার্কা ধরে
দিয়েছেন—তারাতো জীবনানন্দ পড়ে—!

কুন্তল । আমার ভীষণ অবাধ লাগছে—কেন এমনভাবে নিজের জীবন নিয়ে
জুয়া খেলতে বসেছেন ? কেন এইভাবে প্রাণ বিপন্ন করছেন ?

যুবক । বলেছি তো, এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না ।—ছনিয়াটাকে বদলে
দেওয়া চাই । বুঝলেন, জীবনকে সাজানো চাই নিজের মনের মতো
আভরণে—অলংকারে ।

কুন্তল । সে তো আমিও বুঝি । সব কিছু পাণ্টানো দরকার, এই জীবন
আর সম্বন্ধ হয় না, ঐ অন্যেই সবায় কাছ থেকে সরে গেছি । একা হয়ে
গেছি !—কিন্তু ছনিয়াটাকে বদলাবার কি একটাই রাস্তা, অন্য পথ কি
ছিল না ?

যুবক । ছিল কি ? তা হলে এতদিন বদলানো যায়নি কেন ? এতকাল
তো আমরা এই পথে ব’লি, অন্য পথেই তো ঘুরে বয়েছি, তবু কেন
বদলানো যায় নি এই দেশকে, এই সমাজকে ? আজ যখন বুঝ করতে

রাস্তায় মেয়েছি তখন শুনছি অন্য পথের ওকালতি। সেই অন্য পথটা
এতদিন কোথায় ছিল ?

কুন্তল। কি জানি ! বুঝি না ! রাজনীতি মাথায় ঢোকে না আমার !

[একটা গুলির শব্দ ও একটি আতর্জনাদ]

কুন্তল। গুলি করল—যেয়ে ফেলল একজনকে ।

যুবক। এখনও নিশ্চয় থাকবেন ? এখনও উদাসীন ? আপনি না কবি,
জীবন সম্পর্কে জগৎ সম্পর্কে আপনি না সুন্দরতম, পবিত্রতম স্বপ্ন দেখেন ?
দেখজোড়া এই হত্যালীলার বিরুদ্ধে আপনি কি কোন প্রতিবাদ করবেন
না ?

কুন্তল। আমার বড্ড ভয় করে—ভীষণ ভয় আমার ।

যুবক। এখনও কি আপনি রি-এ্যাক্ট করবেন না ? একটা বর্ণালী ফুল
দেখলে আপনার কবিতা আসে, বর্ষার মেঘমালা দেখে আপনি কবিতা
লেখেন, সুন্দরী মেয়ের মুখ চোখে পড়লে আপনি কবিতার বজ্রা বইয়ে
ছেন—অথচ, অথচ আপনারই চেনা জানা, আপনারই ঘরের ছেলের
লাশ যখন পড়ে থাকে রাস্তায়, আপনারই ভাইয়ের নিরপরাধ রক্তে লাল
হয় দেশের মাটি—তখন আপনার কোন প্রতিক্রিয়াই ঘটে না ; আপনার
নিশ্চিত জীবনে কোন আলোড়নই আসে না ! আপনারা কি মাছুষ ?

কুন্তল। আপনি চলে যান—চলে যান এখুনি !

যুবক। আমার অবাক লাগে—এত হাজার হাজার ছেলে মৃত্যুকে হাতের
মুঠোয় ধরে জীবনকে বাজী রেখে দুনিয়া বদলানোর নেশায় মেতে উঠেছে,
অথচ আপনারা শিল্পীসাহিত্যিকেরা এমন নির্বিকার, এমন উদাসীন—
এদেশে বিপ্লবী যুবকদের এত আত্মদান থেকেও জন্ম নিতে পারল না একটা
গোর্কি, একটা বারবুস, একটা রোমা রল', একটা লু-ভুন বা একটা
বেটোন্ট ব্রেখ্টে ।

কুন্তল। চলে যান—সত্যি বলছি—আপনার খোঁজে এই ঘরে এসেছিল গুয়া,
আমায় নির্দয়ভাবে ঘেরেছে—আবার এখানে আপনাকে পেলে—

যুবক। অথচ এখনই কিন্তু কবিতা লেখার সময়। কামানের গর্জনে
রাইফেলের আগুয়াজে বাকদের উত্তাপে নিহত লহবোদ্ধার রক্তে এখনই

রাজির উপস্থিতি

১০৫

তো কবিতা লেখার সময় । মাছুষের ইতিহাসে নিখুঁততম কবিতার নাম
বিপ্লব, কবিতাই বিদ্রোহের কৃষক, মানবাত্মার সর্বোত্তম উপাধি কবি—

কুন্তল । চুপ করুন, থামুন । দোহাই আপনার । ওরা টের পেয়ে বাবে ।

যুবক । [লজ্জিত হেসে] বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম । আসলে গুলির
আওয়াজে মাথাটা কেমন গোলমেলে হয়ে গিয়েছিল । কে জানে কোন
পরিচিত কমরেডেরই বুক বোধ হয় ঝাঁঝরা হয়ে গেল !

কুন্তল । আপনার ভয় করে না ?

যুবক । কি ?

কুন্তল । প্রতি পদে মৃত্যু—তবু ভয় হয় না ?

যুবক । [হেসে] ভয় পাবো না কেন ? ভয় হয় বৈকি । যতই হোক
মাছুষ তো । বাঁচতে কে না চায় বলুন ! এই এখন আপনার ঘরে বসেও
কি ভয় হচ্ছে না আমার ? খুব হচ্ছে । ধরতে পারলে আপনার সামনেই
হয়ত গুলি করে মারবে [হাসতে থাকে] ।

কুন্তল । তবু হাসছেন ?—আশ্চর্য লোক ।

যুবক । হাসব না কেন বলুন ? ভয় হয় ঠিকই, কিন্তু এটাও জানি ভয়
পেলেও তো মরার হাত থেকে বাঁচব না, তবে মিছিমিছি ভয় করে কি
হবে ? ভয় করার মানেই তো মরে যাওয়া, তাই ভয় না করেই বাঁচতে
হবে ।

কুন্তল । কি জানি—সব গোলমাল হয়ে যায় ।

যুবক । জানেন, আমিও কবিতা লিখতাম ।

কুন্তল । আপনিও ?

যুবক । হ্যাঁ, গান গাইতাম, ছবিও আঁকতাম ।

কুন্তল । আজকাল আর লেখেন না ?

যুবক । [দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে] নাঃ সময় পাই কই ?

কুন্তল । কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেন ?

যুবক । ওনবেন একটা ? মনে আছে কি না কে জানে—

কুন্তল । বলুন, ওনব—

যুবক । অনেক—অনেক দিন বাদে আবার কবিতা বলছি—আগলে সজ্জাঘাট—

মাণ করবেন, আপনার মতো একজন নির্ভাবান কবিকে শোনাচ্ছি—ভুলচুক
হলে মাণ করবেন—

কুন্তল । ভনিতা ছেড়ে কবিতাটা শোনান—ভীষণ অবাক হচ্ছি—

সুবক । [কুন্তিত স্বরে শুরু করে] বালুচরে ঘর বাঁধি, জলে ধুয়ে বায়—

মৃত্যু নিঃশব্দ গুহায় নেচে চলে মুগ্ধ রমণী

বাসরলগ্ন শেষ হলে সাপের ফণায় তলায়

বদরক্ত জমে উঠে পুঁজে ভরে কস্মিন্মু ধমনী ।

আর মনে পড়ছে না ।

কুন্তল । অভূত—আমি একেবারে—যাকে বলে অভিজুত—এত সুন্দর হাত
আপনার, তবু ছেড়ে দিলেন কবিতা লেখা—

সুবক । [হেসে] আগলে এখন কবিতা তৈরী করছি, বিপ্লবের কবিতা ।

কবিকে এখন অস্ত্র ধরতে হবে, শুধু কবিতার অস্ত্রে কোনো কাজ হবে না !

কবিতায় এখন মরচে পড়েছে, তাই বেয়নেট দিয়ে ঘষে ঘষে কবিতার
মরচে তোলা দরকার ।

কুন্তল । আপনার এসব কথা আমি বুঝি না ! তবু বলছি কবিতা লেখা
ছাড়বেন না, বড় সুন্দর হাত আপনার—

সুবক । দেখি যদি সময় সুযোগ পাই, লিখব দু'একটা । যেমন গেরিলা
যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে মাও-সে-তুঙ, হো-চি-মিন, চে-গুয়েভারা লিখতেন !
জানেন চে-গুয়েভারাকে যখন মেরে ফেলা হয়, তখন তাঁর কাছে ছিল
মাত্র দুটি জিনিস—একটি রাইফেল অথবা পাবলো নেরুদার কবিতার
বই । [বাইয়ে পায়ের আওয়াজ]

কুন্তল । এইরে । এসে পড়ল বোধ হয় ! পালান আপনি, চলে
যান ।

সুবক । কোথায় যাব ?

কুন্তল । সে আমি কি করে বলব ? আমার বেশ বিপদে ফেলবেন ?

সুবক । [একটুকণ ওকে দেখে গভীরভাবে] বেশ, চলেই যাচ্ছি । ধন্তবাদ ।

[প্রস্থানোত্তত]

কুন্তল । [চিন্তাকার করে] সে কি ও দিকে কোথায় যাচ্ছেন ? ওরা ধরে

রাজির তপস্যা

ফেলবে আপনাকে । যান—এদিকে যান—বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বলে থাকুন ।

যুবক ॥ [হেসে] এয়ার কিড যেচেই বিপদ নিলেন, আমি চলেই বাচ্ছিলাম ।
আপনিই আটকালেন ।

কুন্তল ॥ কথা বাড়াবেন না, চলে যান । এসে পড়ল ব'লে । [যুবকটি চলে যায়] কাজটা ঠিক করলাম কি ? বোধহয় না—কিন্তু এমনভাবে ছেলেটাকে ভাড়িয়ে দিতেও মন চায় না ! এই রে, এসে পড়েছে । মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে ।

[টেবিলে গিয়ে বসে । অফিসার, এস. বি. ও কনস্টেবল ঢোকে]

এস. বি. ॥ এই যে কবি মশাই—আবার বিরক্ত করতে এলাম !

কুন্তল ॥ কি চান আপনারা ? আবার কি দরকার ?

অফি. ॥ পদ্ম লিখছিলেন বুঝি ! মাইরি আপনারা কবিতা এক আজব চীজ—বাইরে এত হজ্জাত-হাঙ্গামা, তবু বেশ মজার পদ্ম লিখে চলেছেন ।

এস. বি. ॥ [টেবিল থেকে সত্য লেখা কবিতাটা তুলে নিয়ে] এইটেই এখন লিখলেন বুঝি—

যুবক ॥ দিয়ে দিন, আমার কবিতাটা দিয়ে দিন ।

এস. বি. ॥ আশ্বে, আশ্বে । অত ব্যস্ত হন কেন ? কবিতা কি খাওয়ার জিনিস ?
আমরা কি খেয়ে ফেলব ?—পড়তে দিন !

কুন্তল ॥ আমার কবিতা আপনারা পড়বেন ?

এস. বি. ॥ কেন মশাই ? পুলিশ বলে কি কবিতা পড়তে নেই ? আমরা কি কবিতা পড়ি না ? জানেন সেই ম্যাট্রিকে পড়েছিলাম সেই রবি ঠাকুরের কবিতা—আজও গড়গড়িয়ে মুখস্থ বলতে পারি—হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন—তা সবে অবোধ আমি—

অফি. ॥ কি যা-তা বলছেন—ওটা রবি ঠাকুরের লেখা কে বলল ? এটা তো সত্যেন দস্তের লেখা—

এস. বি. ॥ থাক, থাক আপনাকে আর কবিতা নিয়ে কথা বলতে হবে না—
কত কবিতা পড়েছেন জানা আছে, ভাগ্যে বলে বসেন নি ওটা মাইকেল মধুসূদনের লেখা—

কুন্তল । [শান্ত স্বরে] আমার কবিতা পড়ে কি লাভ আপনাদের ? দিয়ে দিন ।

এস. বি. । লাভ আছে, লাভ আছে । বোঝেনই তে পুলিশ বিনা লাভে কিছু করে না । আসলে এই কবিতাটা পড়লেই বোঝা যাবে আপনি আসলে মালটি কি ?

কুন্তল । তার মানে ?

এস. বি. । মানে অতি সোজা, আগে অতি বুকনি দিলেন না রাজনীতি করেন না, পার্টি করেন না, এ কবিতাটা পড়লেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা আসলে কি !

কুন্তল । [গভীর হয়ে] বেশ পড়ুন ।

অফি । এই যে মশাই—আজকের মতো আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি বটে, তবে প্রতি হুঁসায় একবার ক’রে থানায় গিয়ে হাজরী দিয়ে আসবেন, বুঝলেন ?

কুন্তল । আপনাদের অসীম দয়া । কিন্তু আমাকে নিয়ে নিরর্থক এই টানাইচড়ার কারণটা কি জানতে পারি ?

অফি । কারণ টারণ কিছু নেই । কাউকেই আর বিশ্বাস করি না আমরা । যে যত গো-বেচারার ভান করে সেই তত ডেঙ্কারাস ।

কনস্টেবল । পাবলিকের মত খতরনাক চীজ দেখি নি মশাই, বাইরে সব ভিত্তে বেড়াল, ভেতরে ভেতরে সব কটা এক নম্বরের হারামী ।

অফি । এই যে আমরা এত পরিশ্রম করছি—দেশের জন্তে আইন ও শৃঙ্খলার জন্তে খেটে খেটে রোগা হয়ে যাচ্ছি—কোন শালায় এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ নেই । একটা খবরও দিতে চায় না কেউ । মনে মনে সব শালা ওদের ফেব্বারে ।

এস. বি. । [পড়তে পড়তে] ত্বর, ত্বর । এ’সব কি কবিতা লিখেছেন মশাই—সুদূর অপ্সরার মতো তুমি—একটা লাইনেরও মানে বোঝা যায় না—এ’সব কি কবিতা ?

কুন্তল । দয়া করে আপনাকে মানে বুঝতে হবে না, লেখাটা আমার দিন ।

এস. বি. । শেষের দিকে এসব কি এঁ’রা ? রাইফেল টাইফেল লিখেছেন কেন ?

রাজির তপস্যা

সারা অন্ধ রক্তভিলক পরে আলি, তুমি হাতে রাইকেল তুলে দাও।
মানে? মানেটা কি দাঁড়ালো?

কুন্তল। কিছু মানে নেই। কবিতাটা দিয়ে দিন।

এস. বি. ॥ [সম্বোধন চড়িয়ে] কিছু মানে নেই, না? আমরা সব ঘাসে
মুখ দিয়ে চলি? কবিতার ভেতরে নকশালী গন্ধ ছড়ানো হচ্ছে—রাইকেল
বোমা পিস্তল পাইপগানের রাজনীতি লেখা হচ্ছে—

কুন্তল। [ক্লান্ত স্বরে] আপনার যা খুশি ভাবুন, আমার কিছু বলার নেই!

এস. বি. ॥ প্রথমে ভেবেছিলাম প্রেম করতে—তুমি আমি টানফুল পেরজাপতি
আসলে শালা ভয়ানক চালাক—ঠিক কবিতার মধ্যে বোমাবাজীর
আমদানী করেছে—

অফি। এই নিমাই—আবার সার্চ কর—দেখি আর কিছু বেরোয় কি না!
কবি। শালা কবি না কপি। সার্চ কর।

কুন্তল। [চিংকার করে ওঠে] কেন? কেন আমাকে মিছিমিছি জ্বালাতন
করছেন?

অফিসার। মিছিমিছি কি মশাই, মিছিমিছি কি? যে ছোকরাটা আমাদের
নাগাল এড়িয়ে এই ফ্ল্যাটবাড়ির মধ্যে ঢুকছে সেটা গেল কই? ওপরেও
নেই, নীচেতেও নেই। আপনার ঘরেও দেখছি নেই। ভূতের মত
হাওয়া হয়ে গেল নাকি?

কুন্তল। আমি কি করে বলব? আমার ঘরে সে আসতেই বা যাবে কেন?

এস. বি. ॥ আস্তে, আস্তে। অত চোঁচাচ্ছেন কেন?—হ্যাঁ, সব কটা ফ্ল্যাট দেখে
ধনে হচ্ছে যদি লুকোতেই হয় তবে ঐ নটোরিয়াস ক্রিমিনালটা আপনার
ফ্ল্যাটে লুকোনই নিরাপদ মনে করবে—

কুন্তল। [ভয়ে চিংকার করে] না! আমি কোন রাজনীতি করি না!

এস. বি. ॥ তার কারণ কি জানেন?—সবকটা ফ্ল্যাটে সবাই ফ্যামিলি নিয়ে
থাকে। একা আপনার ফ্ল্যাট আপনি একা। সুতরাং এ্যাবস্কর্ড
করার পক্ষে এইটাই আদর্শ জায়গা।

কুন্তল। বিশ্বাস করুন—আমি কাউকে ঢুকতে দিইনি—কেউ নেই—

অফি। এই নিমাই, হ্যাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিল কেন, সার্চ কর না—

কনস্টেবল । কোথায় আর সাচ' করব স্ত্রীর, বইয়ের খুলে ঘেঁটে আর কি হবে ?

কুন্তল । মিছিমিছি আমার এখানে সময় নষ্ট করছেন—কেউ নেই—

এস. বি. । বাথরুমের দরজাটা বন্ধ কেন ?

কুন্তল । দোহাই আপনার, আমার বিশ্বাস করুন—আমি কোন পার্টিতে নেই ।

এস. বি. । বাথরুমের দরজাটা বন্ধ কেন ?

কুন্তল । আমি একজন স্কুল মাস্টার—কবিতাটবিভা লিখি—এছাড়া আর কিছু করি না—

এস. বি. । বাথরুমের দরজাটা বন্ধ কেন ?

কুন্তল । আমার সম্পর্কে খোঁজ নিন—দেখবেন আমার এগেন্টে কোন চার্জ নেই —

এস. বি. । [আবার মারে] বলছি না বাথরুমের দরজাটা বন্ধ কেন ?

[কুন্তল নিজেকে সামলে নিতে থাকে]

কুন্তল । আমি জানি না—মানে এমনি বন্ধ—মানে আমি বন্ধ করে রেখেছি—মানে গন্ধটক আসে—

এস. বি. । [ওর দিকে তাকিয়ে] দরজাটা খুলে আমরা ঐ ঘরটা সাচ করব ।

কুন্তল । [প্রাণপণ শাস্ত থাকে] বেশ তো যা আপনারদের ইচ্ছে—

এস. বি. । [ওকে দেখতে দেখতে] সত্যি লতিয়ে কিন্তু ঐ ঘরটা খুলে দেখব আমরা—

কুন্তল । [হাসার চেষ্টা করে] বেশ তো—দেখুন না—আমিই খুলে দিচ্ছি—

এস. বি. । হাসছেন কেন ? হোয়াই ? হোয়াট মেক্স ইউ লাক—বার্গার্ড ?

কুন্তল । হাসব না কেন ? হাসছি আপনারদের কাঁও দেখে—আপনারা ভেবেছেন বুঝি—বাথরুমে কেউ লুকিয়ে আছে—বেশ তো আমিই আমাদের দেখাচ্ছি—আহুন—

এস. বি. । [হতশায়] ও, আচ্ছা ! ঠিক আছে । চলুন অফিসার ।

আপাততঃ এখানে কিছু মিলছে না ।

কুন্তল । কেন চলে যাবেন কেন ? সন্দেহ যখন হয়েছে, বাথরুমটা দেখে
যান—

এস. বি. । ইয়াকি করবি না বাথরুম, মাথায় আমারে আঙুল জলছে । কাম
অন অফিসার—[ওরা চলে যেতে চায়]

কুন্তল । আমার কবিতাটা—আমার কবিতাটা দিয়ে যান—

এস. বি. । কবিতাটা ? কবিতাটা দিয়ে যেতে হবে না ? [কুটি কুটি করে
ছিঁড়ে] এই যে শালা—তোর কব্জে ! নে ! [পুলিশরা চলে যায়]

কুন্তল । [আর্তনাদ] ছিঁড়ে ফেলল—আমার কবিতা ছিঁড়ে ফেলল—
[যুবকটি অল্প দিক দিয়ে প্রবেশ করে]

যুবক । [হাসতে হাসতে] সব কথা শুনেছি আমি, দারুন নার্ভ ভো
আপনার—বাথরুমের কথায় ভাগ্যে ভয় পাননি—এ জন্তেই এ বাজা
বৈচে গেলাম—

কুন্তল । এই দেখুন—আমার কবিতাটাকে ওরা টুকরো-টুকরো করে
ছিঁড়েছে—

যুবক । কবিতাকেও ওরা এবার আক্রমণ শুরু করেছে । সরস্বতীর কমলবনে
প্রবেশ করেছে মস্ত হস্তির দল । তবুও কি কবি তুমি থাকবে উদাসীন
নিবিকার ?

কুন্তল । কতদিন—কতদিন বাদে একটা কবিতা লিখেছিলাম—সেটাও রইল
না, নষ্ট করে দিল শয়তানের দল ।

যুবক । এই দেশে একদিন ব্রিটিশ পুলিশ কবিতা লেখার অপরাধের গ্রেফতার
করেছিল নজরুল ইসলাম নামে এক কবিকে । আজও অজ্ঞে, পাণ্ডাবে
শব্দে-শব্দে কবি-শিল্পী-সাহিত্যিককে জেলে পুরে রেখেছে সাম্রাজ্যবাদের
নৌকরের দল, হত্যা করেছে তেলুগু কবি সুব্বারao পানিগ্রাহীকে,
রাতের অন্ধকারে কলকাতার ময়দানে কবি ও সাংবাদিক সরোজ দত্তকে ।
আজ তো শুধু আপনার কবিতা ছিঁড়েছে, কাল হামলা করবে আপনারই
ওপর !

কুন্তল । কেন ? কেন ওরা আমার কবিতা ছিঁড়ে দিল—আমি কোন
রাজনীতি করি না—আমি কোন সাতে নেই পাচে নেই ।

যুবক । হয়ত আপনারই অজ্ঞান্বে আপনার কবিতা ওদের শক্রশিবিরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বুক ফুলিয়ে । আপনার তো গর্ব হওয়া উচিত এই নপুংসক ক্রীবতার বেশে যখন ভাড়াটে কবি-শিল্পীদের গলায় উঠেছে ওদের হাসকের সোনালী বকলস, যখন সবাই প্রকৃৎদের পিঠ চাপড়ানোর মোহে এ্যাকাডেমি আর জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের লোভে মালিকের পায়ের তলায় বসে লেজ নাড়ছে, তখন ওরা আপনাকে আক্রমণ করেছে, আপনার কবিতাকে—আপনার কবিতাকে মনে করেছে বিপজ্জনক—এতে তো আপনার গর্বে বুক ফুলে ওঠার কথা ।

কুন্তল । হ্যাঁ, কেমন ভাবে যেন শেষটা ঘুরে গেল—রাইফেল এসে গেল—বোধহয় একটু আগেই ওদের হাতে মার খেয়েছিলাম, ঐজন্তেই বোধহয় ভেতরের রাগটা কবিতার শেষের দিকে অমনভাবে ফেটে বেরুল—
যুবক । ঠিকই তো—এখন তো রেগে যাওয়াই দরকার । কবিতায় এখন বইয়ে দিতে হবে কোথের তপ্ত হাওয়া, কবিতার বুক ভরে দিতে হবে প্রতিহিংসার বারুদে—

কুন্তল । ভয় করে—ভয় করে ভীষণ—

যুবক । ভয় ? এদেশের এক বুদ্ধ কবি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে ক্রোধে ক্ষেপে উঠে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন রাজভক্তির স্মৃতিত উপাধি, অথচ শতশত জালিয়ানওয়ালাবাগ তৈরী হচ্ছে এখন এই দেশে বরাহনগর, কাশীপুর, বারাসত, কোন্নগরে, তবুও আমাদের এ্যাকাডেমি আর জ্ঞানপীঠ পাওয়া কবির পাঠ্য থাকেন নীরব । দুশো বছরের ইংরেজ শাসনে একবার মাত্র জেলের ভেতর গুলি চলেছিল—হিজলীতে, আর তায়ই প্রতিবাদে সেই বুদ্ধ কবিই তাঁর কাব্যসাধনার নিষ্ঠুর মন্দির ছেড়ে নেমে এসেছিলেন লড়াইয়ের ময়দানে—আর তাঁরই শিষ্য-প্রশিষ্যের দল আজ প্রায় প্রতিদিন জেলের ভিতরে গুলি চললেও কাছের ইদ্রিতে যেন মুখে কলুপ এঁটে বসে থাকে—

কুন্তল । কিছুই যে বুঝি না তা' নয়—আসলে আমি খুব ইন্টোভার্ট তো, ছোটবেলা থেকেই একা একা থাকতে চাইতাম—আজও তাই বাড়ির সবাইকে ছেড়ে শ্রেফ নিঃসঙ্গ জীবন উপভোগের লোভেই আলাদা থাকি ।

আমার ঠিক কি বলব ?—জনতা সম্পর্কে একটা এ্যালাজি আছে, চিংকার,
ভিড়, শ্লোগান, মিছিল, মিটিং ভালো লাগে না—

যুবক ॥ এই দেখুন—কথায় কথায় আসল কথাটাই ভুলে গেছি—আমায় কিছু
খেতে দেবেন ?

কুস্তল ॥ খেতে দেব ?

যুবক ॥ হ্যাঁ, ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। আজ সারাটা দিন পেটে কিছু পড়েনি।

কিছু মনে করলেন না তো ? এভাবে খেতে চাওয়া অশোভন ঠিকই,
তবে ক্ষিদে ধেন মানছে না।

কুস্তল ॥ না—না, মনে করতে বাব কেন ? খিদে পেয়েছে যখন খেতে তো
চাইবেনই। আর একজন অপরিচিত লোককে আশ্রয় দিয়েছি যখন,
তাকে খেতে দেওয়াও নিশ্চয়ই আমার কর্তব্য কিন্তু মুশকিলটা হলো—

যুবক ॥ খাবারদাবার কিছু নেই, তাই তো ?

কুস্তল ॥ হ্যাঁ, মানে—একা থাকি তো, তাই রান্নাবান্নার ঝামেলা করি না—
হোটেল খাই, দেখি ঘরে মুড়ি টুড়ি আছে কিনা—

যুবক ॥ আহা খিদের মুখে মুড়ি অতি উপাদেয়। দিন। আসলে সেুই কথায়
আছে না খেতে পেলে শুতে চায়, আমার হয়েছে ঠিক এর উল্টো—থাকতে
পেলে খেতে চায় [কুস্তল বাটিতে করে মুড়ি নিয়ে আসে]

কুস্তল ॥ এই নিন। সামান্য এই কটাই ছিল।

যুবক ॥ যথেষ্ট, এতেই হবে। [গোত্রাসে গিলতে থাকে]

কুস্তল ॥ [মমতার স্বরে] খাওয়া দাওয়াও ঠিকমত হয় না নিশ্চয়ই।

যুবক ॥ [খেতে খেতে] কি করে আর হবে বলুন—ভোজনম্, যজ্ঞভজ্জ, শয়নম্
হট্টমন্দিরে। পুলিশের তাড়ায় এদিক ওদিক ছুটে বেড়াতে—কে আর
আদর করে বসিয়ে খাওয়াবে বলুন—

কুস্তল ॥ বাড়ির কথা মনে পড়ে না ?

যুবক ॥ পড়ে বৈকি। এই যেমন মুড়ি চিবোতেই মনে পড়ছে বাড়িতে
থাকলে মা পাশে বসিয়ে থালা সাজিয়ে খাওয়াতেন—জানেন আজও মা
আমাকে ভাত বেখে দেন, আমি পাশে না শুলে মার ঘুমই আসে না—
এখন আমার জন্যে হয়ত বুড়ি দিনরাত কাঁদে—

কুস্তল । তবু সেই মাকে ছেড়ে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন !

যুবক । কি করব ? বিপ্লবই আমার মায়ের মত । পাটিই আমার বুক জুড়ে
আছে— [নেপথ্যে গাড়ির আওয়াজ]

কুস্তল । ওরা বোধহয় চলে গেল । ভ্যানটা ছাড়ল বোধহয় ।

যুবক । হ্যাঁ । মনে হচ্ছে এবার রাস্তা পরিষ্কার । আচ্ছা চলি, অশেষ ধন্যবাদ
আপনাকে । আপনার কথা চিরদিন মনে থাকবে ।

কুস্তল । মনে রাখার মত কোন কাজ করিনি ভাই, আসলে আমি একটা
ভীতু, ঘরকুনো জীব । হয়ত আপনার সংস্পর্শে এসেই কিছুটা সাহস
পেয়েছি ।

যুবক । নিজের সংস্পর্কে এত খারাপ ধারণা করবেন না কমরেড । নিজেকে
পাল্টানো যায়, সবাই বিপ্লবের পথে আসতে পারে, যদি ইচ্ছা থাকে ।
আর দেরি করব না ।

কুস্তল । আজকের রাতটা থেকে গেলে হতো না ?

যুবক । ইচ্ছে করছে অবশ্য থেকে যাই, তবে থাকা চলবে না ।

[যেতে যেতে]

এসেছে আদেশ—

বন্দরের বন্ধনকাল এধারের মতো হলো শেষ
পুরনো সঙ্কল্প নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাফেকো
আর চলিবে না ।

তুফানের মাঝখানে
নতন সমুদ্রতীর পানে
দ্বিতে হবে পাড়ি ।

কুস্তল । বাহিরিয়া এল কারা ? মা কাঁদছে পিছে
প্রেরণী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুছিয়ে !
ঝড়ের গর্জন মাঝে

বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে ;

ঘরে ঘরে শূন্য হলো আরামের শয্যাভল—

যুবক । বাজা করো, বাজা করো, বাজী দল
 উঠেছে আদেশ

“বন্দরের কাল হলো শেষ ।”

কুস্তল । বীরের এ রক্তশ্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
 এর যত মূল্য সে কি ধরায় ধূলায় হবে হারা !

যুবক ॥ স্বর্গ কি হবে না কেনা ?

কুস্তল । বিশ্বের ভাগ্যী শুধিবে না কোন ঋণ ?

হুজনে ॥ রাজির তপস্তা সে কি আনিবে না দিন !
 রাজির তপস্তা সে কি আনিবে না দিন !
 রাজির তপস্তা সে কি আনিবে না দিন !

[ধীরে ধীরে রিভলভার হাতে তিনজন প্রবেশ করে ।]

এস. বি. ॥ আগেই সম্মুখ করেছিলাম—ব্যাটাকে এখানেই পাওয়া
 যাবে—

অফি । [কুস্তলকে একটা লাথি মেরে] শালা খুব ধোঁকা দিয়েছিলি
 আমাদের ।

এস. বি. ॥ [যুবককে] চল বাঞ্ছোৎ—ভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে—তোর খেল
 খতম ।

কনস্টেবল । [হাসতে হাসতে] গাড়িটা স্টার্ট করে কেমন ভড়কি দিয়েছিলাম
 —স্বড়ুৎ করে বেরিয়ে পড়েছে—

এস. বি. ॥ দেয়ি করিস না বাঞ্ছোৎ—এই নিমাই, বাধ একে—
 [কনস্টেবল বাধতে থাকে যুবকটিকে]

যুবক ॥ [নির্লিপ্ত স্বরে] মৃত্যু ভেদ করি
 হুলিয়া চলেছে তরী ।

 কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার
 সময় তো নাই শুধাবার ।

এস. বি. ॥ শালা—আবার কব্‌তে আঙড়ানো হচ্ছে—

 [তিনজনে মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে থাকে
 যুবকটিকে—কুস্তল মাটিতে পড়ে আছে ।]

যুবক । [ক্রক্ষেপ না করে] এই শুধু জানিয়াছে সার
 তরঙ্গের সাথে লড়ি
 বাহিয়া চালিত হবে তরী ;
 টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
 আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল ;
 বাঁচি আর মরি
 বাহিয়া চলিতে হবে তরী । [টেনে নিয়ে যায়]

নেপথ্যে যুবক কণ্ঠ । এসেছে আদেশ
 বন্দরের কাল হলো শেষ ।

[একটা গুলির আগুয়াজ । সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্তিক ঘরে
 ঘোষণা : “আনন্দ বাজার—গুলিশের হেফাজত থেকে
 পালাতে গিয়ে যুবক নিহত ।” কুন্ডল আন্তে আন্তে
 উঠে দাঁড়ায়—]

কুন্ডল ॥ এইবার—এইবার কবিতা যুদ্ধ ঘোষণা করবে, এইবার কবিতা
 আক্রমণাত্মক ভূমিকায় যাবে, কবি হবে বিজ্রোহের কৃষক, কবিতার গহন
 কাননে বইয়ে দেবে সশস্ত্র বাতাস, এখনি কবিতা লেখার সময় ? বাকদের
 উদ্ভাপে রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে কবিকে এবার লক্ষ্যভেদী কবিতাব
 বুলেট ছুঁড়তে হবে, কবিকে এবার হাতে তুলে নিতে হবে অস্ত্র, জিঘাংসার
 অস্থির প্রতিহিংসার উদ্যম কবিকে, এবার দাঁড়াতেই হবে শেষ যুদ্ধের
 ব্যারিকেডে—

বীরের এ রক্তশ্রোত মার্তির এ অশ্রুধারা,
 এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা—
 স্বর্গ কি হবে না কেনা ।
 বিশ্বের তাণ্ডারী শুধিবেনা

এত স্বপ্ন—

রাজির তপস্তা সে কি আনিবে না দিন !

নেপথ্যে কোরাস । রাজির তপস্তা সে কি আনিবে না দিন !

রাজির তপস্তা সে কি আনিবে না দিন !

রাজির তপস্তা সে কি আনিবে না দিন !

[পর্দা]

দেশটা যখন কারাগার অমলেন্দু চক্রবর্তী

প্রথম অভিনয় রজনী ২৩শে জানুয়ারী '৭৮

ব্যাঙেল নবীন লজ্য

জাগৃতির প্রযোজনায় যারা অভিনয় করছেন

অক্ষয় রায়	—	স্বাধীনতা সংগ্রামের বোঝা	—	অমলেন্দু চক্রবর্তী
বিজয়	—	ঐ পুত্র	—	রঞ্জিত সাহা
স্বকান্ত	—	প্রতিবেশী বৃক	—	শক্তি ঘোষ
জগদীশ	—	এম. এল. এ.	—	কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
সরোজ হাজরা	—	ও. দি.	—	কমল চট্টোপাধ্যায়
সি.আর.পি.	—	১ম	—	উৎপল ঘোষ
		২য়	—	ওমপ্রকাশ রায়চন্দ্র

নির্দেশনা—অমলেন্দু চক্রবর্তী

মঞ্চ ব্যবস্থাপক—উৎপল ঘোষ

সঙ্গীত—কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

আলো—শিশির ভট্টাচার্য

[মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ অম্বরবাবু। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি—স্বদেশী যুগের লোক। অম্বরবাবুর বৈঠকখানা ঘর। ঘরে একটা চৌকি, টেবিল ও গোটা দুই চেয়ার। দেওয়ালে মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ বোস ও জহরলালের ছবি টাঙানো এবং ঘরটা মধ্যবিত্ত কৃষি অম্বরবাবু সাজানো। অম্বরবাবুর একমাত্র ছেলে বিজয়, বয়স প্রায় তিরিশের কোঠায়। বিজয় টেবিলে বসে কি যেন লিখছে। অম্বরবাবু চৌকিতে অর্ধশায়িত। সময় তখন রাত বেড়টা।]

অমর । রাত তো অনেক হোল, শুয়ে পড় না। আবার তো নাকে মুখে
ওঁজে সকালে বেরতে হবে।

বিজয় । তুমি ঘুমিয়ে পড় না বাবা। আমার এই লেখাটা শেষ করে এনেছি,
এটা শেষ হলই শুচ্ছি।

অমর । তা, হ্যাঁ, বোমাকে কবে আনবি? নাকি আমিই একদিন গিয়ে
বোমাকে নিয়ে আসবো?

বিজয় । ও! তোমার বলতে ভুলে গেছি। ওর দাড়া আমার অফিসে
কোন করেছিল। বলল, কাল বিকেলে উনি নিজেই ডলিকে রেখে
যাবেন।

অমর । বোমা না থাকলে বাড়ীটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। হ্যাঁ, তো
তোর সেই প্রফেসর বন্ধু সৌরীন এখন কোথায় থাকে?

বিজয় । কে?

অমর । সেই যে তোর বিয়েতে—সৌরীনকে চিন্‌হিস না?

বিজয় । ও, সেই সৌরীনের কথা বলছো—ও তো এ্যারেস্টেড—কোলিমারী
অঞ্চলে ও একজন বিরাট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা।

অমর । ওকেও এ্যারেস্ট করেছে! ওর অপরাধ?

বিজয় । এখন বিরোধী নেতাদের কোন অপরাধের মাপকাঠি নেই। মহান
নেত্রীর আদেশ, দেশের স্বার্থে বিরোধীদের জেলে পোয়ো।

অমর । দেশটার অবস্থা দিন কে দিন কি হয়ে দাঁড়াচ্ছে বল দেখি? যে
ব্যক্তিবাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্তে মহাত্মা গান্ধী, ওর বাবা জওহরলাল,
নেতাজী ও আমাদের মত হাজার হাজার বিপ্লবীরা ইংরেজদের সাথে ফাইট
করেছি—আর আজ সেই জওহরলালের বংশধর হয়ে শুধুমাত্র নিজের গদি
বাঁচাবার জন্তে সারা দেশটা জেলখানায় পরিণত করেছে!

বিজয় । তুমি তো বাবা স্বাধীনতার জন্তে আন্দোলন করে জেলে জন্মলে
পালিয়ে পালিয়ে থেকেছ—জেলে থেকেছ। নিজেকে কংগ্রেসী বলে
এখনও বুক ফুলিয়ে বেড়াও।

অমর । হঁ! এখন ডাবি, কিসের জন্তে, কাদের জন্তে লড়াই করেছিলাম।

বিজয় । ব্যাস—কম্প্রিট—বাবা।

অমর । কিরে— ?

বিজয় । একটা কথা বলবো ?

অমর । বল না ।

বিজয় । আমার কি মনে হয় জানো । তোমরা যে স্বাধীনতার জন্তে লড়াই করেছ—জেল খেটেছ—সত্যাগ্রহ করেছ—আমি কিন্তু সেটাকে স্বাধীনতা বুলে বলে স্বীকার করে নিতে পারি না ।

অমর । এ তুই কি বলছিস বিজয় !

বিজয় । ই্যা বাবা । তোমাদের মত কিছু লোক হয়ত ছিলে যারা নেতাদের আদেশই শুধু পালন করেছো, কিন্তু সেই আন্দোলনের পেছনে একদল নেতা বড়বড়ে লিপ্ত ছিল । তারা চেয়েছিল ‘কমপ্রোমাইস উইথ ড ব্রিটিশ’ এবং ভারত দ্বিখণ্ডিত করে গদী দখলের চেষ্টা ।

অমর । কি আবোল-তাবোল বলছিস ? তখন গান্ধী আর জওহরলাল সারা ভারতকে মাতিয়ে তুলেছে, ওদের আহ্বানে হাজার হাজার মানুষ ঝেঁজার জেলে গেছে ।

বিজয় । একটা কথাই জবাব দাও তো বাবা । স্বাধীনতার ফলশ্রুতি হিসেবে যে জাতীয়তাবোধ জাতির জীবনে বড় হয়ে দেখা দেওয়ার কথা—সেই জাতীয়তাবোধ, তোমাদের ঐ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও কি সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে জাগাতে পেরেছো ? আসলে সব কিছুর মূলে ছিল গদীর মোহ—নেতৃত্বের মোহ । কে প্রধানমন্ত্রী হবে—কে কোন দপ্তর নেবে—এইটাই ছিল ফ্যাক্ট । তোমাদের মত কিছু নির্ভীক সংলোক—যারা নেতৃত্বকে অন্ধ বিশ্বাস করেছিল, তারা আজ বড় জোর দুশো টাকার পেন্সনভোগী । আর ওদের বংশধররা স্টেপ্ বাই স্টেপ্ মন্ত্রীও রাষ্ট্রদূতের জন্তে কিউ লাগিয়ে চলেছে ।

অমর । কথাগুলো বা বললি, তা ভাববার বিষয় । আমিও মাঝে মাঝে ভাবি, এই তো দেখ না, বেশী দূরে যেতে হবে না—নিজদের স্টেটের ব্যাপারটা দেখ—মিনিট্টি নিয়ে কি খেলোখেলি । ওদের মধ্যে কটা সংলোক আছে আমি তাই তো ভেবে পাই না । কোথায় ছিল এরা ? না আছে বোগাতা, না আছে সততা—আমি ভেবেই ঠিক করতে পারি না ।

বাক্যে এসব কথা—ভাবতে গেলে মাথা গরম হয়ে ওঠে। বা, তুমি ওখানে
বা—তুমি পড়।

বিজয় ॥ বাচ্ছি। ভেতরে যায়। [কিছু পর দরজার খট্, খট্, আওয়াজ ও
অপরিচিতের কণ্ঠস্বর]

নেপথ্যে ॥ ভেতরে কে আছে, দরজা খোল।

অবর ॥ কে ?

নেপথ্যে ॥ আগে দরজা খোল।

অবর ॥ কিরে বাবা—এ বেন ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে এসেছে।

[বিজয় প্রবেশ করে]

বিজয় ॥ কি ব্যাপার বাবা ! কে ডাকছে ?

অবর ॥ আমাদের পরিচিত কেউ হলে, এমন অভ্যর্থন মত ডাকবে কেন ?

[বিজয় দরজা খোলে ছ'জন সি. আর. পি. সহ থানার
ও. সি. সরোজ হাজরা প্রবেশ করে।]

সরোজ ॥ তখন থেকে দরজা গুঁতোনো হচ্ছে—চিংকার করে ডাকা হচ্ছে—
কানে তুলে দিয়ে সব ঘুমনো হচ্ছিল নাকি ?

অবর ॥ কি অভয় কথাবার্তা—

সরোজ ॥ কি বললেন— ?

বিজয় ॥ না, না, ও কিছু নয়। কি ব্যাপার বলুন তো, এত রাতে আমাদের
বাড়ীতে ?

সরোজ ॥ অকারণে অতিথি হয়ে নিশ্চয়ই আসিনি।

[ডায়েরি দেখতে থাকে]

অবর ॥ কি প্রয়োজন আমার বাড়ীতে তাই বলুন।

সরোজ ॥ আমাদের উপস্থিতি আপনার কাছে খুব অস্বস্তিকর লাগছে নাকি ?

অবর ॥ স্বাভাবিক। তব্রলোকের বাড়ীতে এইভাবে—

সরোজ ॥ থামুন ! অবর রায় কে ?

বিজয় ॥ ইনি আমার বাবা।

সরোজ ॥ বিজয় রায় ?

বিজয় ॥ আমি।

ফেল্টা বখন কারাগার

স. দ. এ.

অব্রর । কি ব্যাপারটা কি, সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না—

সরোজ । পারবেন, পারবেন । আস্তে আস্তে সব বুঝতে পারবেন । কেউ তো আর স্ত্রীকানন ।

অব্রর । ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসেছেন ; ভদ্রভাবে শব্দ প্রয়োগ করুন ।

সরোজ । আজকাল কলে পড়লে সব শালাই ভদ্র বনে যায় ।

বিজয় । কার সাথে কিভাবে কথা বলছেন ? আপনি হয়তো জানেন না

উনি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামের বোদ্ধা—সরকার থেকে এখনও—

সরোজ । সব শুনেছি—তোমাদের নাড়ী নক্ষত্রের খবর নেওয়া হয়েছে ।

শ্রীমান বিজয়বাবু, তোমার এগেন্সটে মিসায় এ্যারেট করার অর্ডার আছে ।

অব্রর । সে কি !

বিজয় । আমার অপরাধ ?

সরোজ । জরুরী অবস্থায় অবমাননা করেছে । ক্যামিলি প্র্যানিং বানচাল করার জন্তে পাবলিককে উত্তানি দিচ্ছ । আরো অনেক রিপোর্ট আছে—সব বলা যাবে না এবং বলতেও আমি বাধ্য নই । আর হ্যাঁ, বাড়ীটাও সার্চ করবো ।

বিজয় । এটা সম্পূর্ণ বাজে কথা—মিথ্যে কথা । আমি ক্যামিলি প্র্যানিং-এ বাধা দিচ্ছি—এ সব মিথ্যে প্রোপাগাণ্ডা ।

অব্রর । এ সব কি বলছেন আপনি ! আমার ছেলে দশটা পাঁচটা অফিস—করে—তার সংসার আছে । ও ও-সব ঝামেলায় ও যাবে কেন ? আপনারা ভুল ইনকমরেশন পেয়েছেন । ও নিজের অফিস আর পত্রিকা নিয়েই ব্যস্ত থাকে ।

সরোজ । এই তো আসল কথায় এসেছেন । আপনার ছেলে শ্রীমান বিজয় রায় গেল খালে ওনারের ঐ বিজোহী কাগজে কি বেন লিখেছিলেন—[ডায়েরি দেখে] ‘দেশ এখন একনায়কত্বের পথে এগুচ্ছে’—কি অস্বীকার করতে পারেন বিজয়বাবু ?

বিজয় । অস্বীকারের কোন প্রসঙ্গই আসতে পারে না । আর যা লিখেছিলাম সেটা তো সারা দেশবাসী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে । এইটাই ঘটনা—জরুরী অবস্থায়-ই একনায়কত্বের সোপান ।

সরোজ ॥ তেজতো পুরো মাজার রয়েছে দেখছি।

অম্বর ॥ তেজ থাকাই স্বাভাবিক। যা স্তায় সেটা বলতেই হবে। যা সত্য তা উদ্ঘাটিত করতেই হবে। এটাইতো ছোটবেলা থেকে গুকে আমি শিখিয়েছি।

সরোজ ॥ প্রাইম মিনিষ্টারের এগেন্সটে কথা বলা, সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করা, জনকল্যাণমূলক কাজে বাধা দেওয়া, শান্তিপ্রিয় মানুষকে উত্তেজিত করা সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ কাজ—আর সেই কাজে আপনার শ্রীমান সবাইকে উৎসে দিচ্ছে। সবায়ের চোখে ধুলো দেবার জন্তে ঘরে তো দেখছি নেতাদের ছবি টাঙিয়ে রাখা হয়েছে—এসব ভড়ং বেশ তো শিখেছেন!

অম্বর ॥ ছিঃ ছিঃ কার সাথে কথা বলবো—ভদ্রতার লেশমাত্র নেই। এটাই আমাদের শান্তিরক্ষক—আর এদের হাতেই শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের দায় দায়িত্ব।

সরোজ ॥ চল হে বিজয়বাবু। আমাদের আরো অনেক কাজ বাকি আছে।

ওঃ, শালী এমার্জেন্সি হয়ে আমাদের একবার দম ফেলবার ফুরসৎ নেই।

বিজয় ॥ এ্যারেস্ট অর্ডারটা দেখি—

সরোজ ॥ এ্যারেস্ট অর্ডার? কিসের এ্যারেস্ট অর্ডার? ওসব পাট উঠে গেছে। এখন আমাদের ইচ্ছেমত যা খুশি তাই করতে পারি।

অম্বর ॥ তার মানে এটা জঙ্গলের রাজত্ব নাকি? ব্রিটিশ আমলেও ওয়ারেন্ট দেখিয়ে আগামীকে ধরতে হোত।

সরোজ ॥ ওসব ভুলে যান। এখন আমাদের মুখের কথাই বথেষ্ট। পার্লামেন্টে মিস আইনের যে খসড়াগুলো পাশ হয়েছে কাগজে পড়েন নি?

অম্বর ॥ বাঃ হুন্দর! কি চমৎকার প্রশাসন। স্বাধীনদেশের নাগরিক আমরা অথচ মত প্রকাশের অধিকারটুকু নেই। বাকি খুশি এ্যারেস্ট করবে, জেলে পুরবে, চক্রান্ত করে খুন করবে অথচ আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ নেই। চমৎকার!

সরোজ ॥ কি হোল, যাবে—না কোমরে দড়ি পরাতে হবে?

[প্রবেশ করেন জগদীশবাবু, এম. এল. এ.। পাণের বাড়ীতে থাকেন। বয়স সাতাশ / আঠাশ।]

জগদীশ । কি ব্যাপার, এই রাত দুপুরে এখানে পুলিশ কেন ? সব একটা জরুরী মিটিং সেরে থেরেথেরে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম—আপনার বোঝা বললো, দেখতো পাশের বাড়ীতে হৈ চৈ হচ্ছে কেন ? কি ব্যাপার দাছ ? আর আপনারাইবা এই রাত দুপুরে ভব্রলোকের বাড়ীতে কেন ? [ইশারা করে] কি ব্যাপার সরোজবাবু, ব্যাপারটা কি ?

সরোজ । ব্যাপার বা তাই স্তার । আপনিও যে এখানে আসবেন, হামি বুঝতেই পারি নি ।

জগদীশ । এই এইটাই তো কথা । যবে থেকে এম. এল. এ. হয়েছি পাব্লিক ওয়ার্ক করতে করতে বিশ্রাম কাকে বলে তা একেবারে ভুলেই গেছি । পাড়ার ঝুইঝামেলা—এগব স্তনলেতো চুপ করে থাকতে পারি না । হাজার হলও এরা আমার প্রতিবেশী । তা ছাড়া দাছ হচ্ছেন সে যুগের একজন—হাক্ আপনারা এখন অস্ত্র কাজে যান—আমি এনাংদের কাছে আগে ব্যাপারটা বুঝে নিই ।

সরোজ । ঠিক আছে স্তার, আমার অস্ত্র একটা কাজ আছে, সেটা বরঞ্চ আগে সেরে আসি ।

জগদীশ । ও ইয়া শুহুন [সরোজবাবুর কানে কানে কি যেন বলেন]

সরোজ । ঠিক আছে, ঠিক আছে স্তার । আপনি যেরকম বলবেন ঠিক তাই হবে । আমরা তাহলে যাচ্ছি স্তার ।

জগদীশ । ইয়া আহুন ।

[সরোজবাবু সি. আর. পি. সহ চলে যান]

জগদীশ । কি ব্যাপার দাছ ? পুলিশ হঠাৎ কিসের গছ পেল, যে এই রাত দুপুরে—

বিজয় । আমি বলছি শুহুন—

জগদীশ । আপনি চুপ করে থাকুন । যা জানবার আমি দাছুর কাছ থেকেই স্তনছি । বলুন দাছ ।

অমর । কি আর বলবো ? বিজয়কে তো তুমি কোনোই—

জগদীশ । বিলক্ষণ—এতে আর সন্দেহ কি ? খুব ভাল তাবেই চিনি ।

অমর । ও তো নিজের অকিস আর পত্রিকা নিয়েই ব্যস্ত । ওর অপরাধ,

ওদের ঐ 'বিত্রোহী' কাগজে ও একটা আর্টিকেল লিখেছে। সেইকাজেই
ওকে মিসায় এ্যারেস্ট করতে চায়।

জগদীশ। ও—তা কি এমন আর্টিকেল, যে একেবারে পুলিশের নজরে পড়তে
হয়। আর ঐ সব ছাই-পাশ লেখবারই বা দরকার কি ?

বিজয় ॥ কি বলছেন আপনি ! আপনি একে ছাই পাশ বলছেন—

জগদীশ ॥ ছাই পাশ বলবো নাভো কি বলবো ? আরে বাবা, লিখতে
হয়তো দেশের জন্তে লেখ, জাতির জন্তে লেখ—টোয়েন্টি গ্লান ফাইভ
পয়েন্টের জন্তে লেখ। তারপর ক্যামিলি প্ল্যানিং এ মাহুষকে এগিয়ে
আসার জন্তে লেখা হোক। তাতে দেশের কাজ হবে। সরকারের
এ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাওয়া যাবে—পরসার অভাব হবে না, আমি সব
ব্যবস্থা করে দেবো।

অমর ॥ এসব তুমি কি বলছো জগদীশ ! মাহুষ কি সব বোকা আছে ?
নাকি ? তাদের কানে কি কোন খবরই এসে পৌছাচ্ছে না ? বা খেতে
খেতে মাহুষের চোখ খুলতে শুরু করেছে। আমি নিজে ওর ঐ
আর্টিকেলটা পড়েছি। ও যা লিখেছে সেইটেই আজ বাস্তবে পরিণত
হতে যাচ্ছে।

বিজয় ॥ মত প্রকাশের অধিকার সকলেরই আছে।

জগদীশ ॥ না, এখন আর তা নেই। ঐ জন্তেই তো পি. এম. জরুরী অবস্থা
জারী করেছেন। ওই যে জে. পি. মানে জয়প্রকাশ—কিছু লেখ
একেবারে মাথায় করে নাচতে শুরু করেছিল। আরে বাবা বেশতো
সর্বোদয়-ভুদান বজ্র নিয়ে ছিলি—আবার পলিটিক্স কেন ? উনি কি
করেছিলেন, না আমাদের দেশের শান্তিপ্রিয় লোকদের কেশিয়ে নির্বাচিত
সরকারকে উচ্ছেদ করার চক্রান্ত করছিলেন—স্কুল কলেজের ছেলের
স্কুল বয়সকট করার কথা বলছিলেন। এইভাবে গণতন্ত্র ধ্বংস করলে পি.
এম. কি তোমাদের ছেড়ে দেবে ? না স্কুলশেখাপাতা দিয়ে পুত্তো করবে ?
আর আপনাদের বলিহারী বাই বিজয়বাবু, আপনাদের মনে করেন
ডুবে ডুবে ভাল খেলে কেউ বুঝি টের পায় না ?

অমর । কি বলতে চাইছো তুমি ? ও আবার কি ভূবে ভূবে জল খায় ?

জগদীশ । খায়-খায় । ওনাকেই ভিজেল করুন না । উনি এখনও পার্টির সাথে পুরোপুরি লিঙ্গ রেখেছেন । এখন আবার মিটিং মিছিলে সবচেয়ে যেতে শুরু করেছেন । শুধু কি তাই ? গোপনে গোপনে পার্টিকে অর্গানাইজ করছেন ।

অমর । সে কি ! ওদের পার্টি তো শেষ হয়ে গেছে । এই তো সেদিন আমাদের চিফ মিনিস্টার বললেন ওদের- পার্টি নাকি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন । জনগণ এখন তোমাদের দিকে ।

বিজয় । কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাস জানা থাকলে এই সমস্ত অবাস্তব কথাবার্তা উনি বলতেন না ।

জগদীশ । দেখুন বিজয়বাবু, কম্যুনিষ্ট কথাটা আমার সামনে উচ্চারণ করবেন না বলে দিচ্ছি । আমার গা একেবারে রি-রি করে জলে যায় । হ্যাঁ, আপনি কি বলছিলেন দাছ, জনগণ আমাদের দিকে কি না ? নিশ্চয়ই—জনগণ এখন আমাদের দিকে । তার প্রমাণ তো কিছুদিন আগে পেলেন । ঐ যে আপনাদের জে. পি. ইউনিভার্সিটি ইসটিউটে ঢুকতেই পারলো না । মিটিং তো দূরের কথা ! আমাদের জনগণ সে কি ধিকার ছিল । জে. পি. আগার সাথে সাথে জনগণ ধিকার জানিয়ে গর্জে উঠলো—জে. পি. নিশাত যাক—জে. পি. গো. ব্যাক । আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম ।

অমর । দেখ জগদীশ, সেদিন জে. পির মিটিংএ তোমরা যে কলঙ্কময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছ, আগামী দিনের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার কৈফিয়ৎ তোমাদের দিতে হবে ।

জগদীশ । এই তো—তুজনের কণ্ঠে একই সুর । তা আপনি এখন কোন দলে জে. পি. না কম্যুনিষ্ট ?

বিজয় । তার মানে এইটাই কি আমাদের মনে নিতে হবে যে আপনারা যেটা বুঝবেন সেইটাই ঠিক, আর সব বৈঠক ?

অমর । দেখ জগদীশ, গণতন্ত্রের ডেফিনিশন বলতে তোমরা কি বোঝ সেটা তোমরাই জান । আমি বলতে চাই—

জগদীশ । আরে দাদু, এই সব বড় বড় বুকনি রাখুন তো—।

অমর । সত্যি কথায় তোমরা এত উত্তেজিত হয়ে ওঠো কেন ? তোমাদের গণতন্ত্রের নমুনাতো আর কারো অজানা নেই । এই যে তিনবছর হতে চললো পাড়ায় কত ছেলে পাড়াছাড়া । জোর করে মিটিং মিছিল বন্ধ করা । অফিস দখল করা, ইউনিয়ন দখল করা—এগুলো কি গণতন্ত্রের নমুনা ?

জগদীশ । বুঝতে পেরেছি আপনাদের সব মরার পালক গজিয়েছে । ভেবেছিলাম পাড়া প্রতিবেশী, চোখের সামনে—আপনাকে শ্রদ্ধাও করতাম । বিজয়বাবুর কাছ থেকে একটা স্টেটমেন্ট নিয়ে এ যাত্রা রেহাই করে দেবো । তা তুজনেই দেখছি সে পথের বান্দা নন । এর পরে কিন্তু আমরা দোষ দিতে পারবেন না ।

বিজয় । তার মানে এ বড়বড়ের পেছনে পুরোপুরি আপনারও হাত আছে ?

জগদীশ । বড়বড় ! কিসের বড়বড় ? বড়বড় করছেন আপনারা । আপনাদের মত দেশদ্রোহীরা যারা ধার করা বিদেশী কম্যুনিজমের তত্ত্ব নিয়ে কচ্‌কচানি করেন । আমাদের এই সনাতন ভারতের বুকে কম্যুনিজমের বিষ ছড়াবার চক্রান্ত করেন । আমাদের মহান নেত্রীর বাগী আজ সারা বিশ্বের কাছে বিস্ময় । তাই বলি, ধার করা ভুল তত্ত্বের ওপর নির্ভর না করে আমাদের সনাতন আদর্শকে বোঝবার চেষ্টা করুন—মহান নেত্রীর আহ্বানে সাড়া দিন । টোয়েন্টি গ্লাস ফাইভ পরেন্টকে সফল করার জন্তে সকলে মিলে কাঁধে কাঁধ দিয়ে—

অমর । বাঃ এম. এল. এ. হয়ে কথার ফুলঝুরি বেশ শিখেছ ! দেশদ্রোহীর ডেক্লিনেশন জান ? দেশদ্রোহী কাদের বলে জান ? সে কথা যদি জানতে তাহলে আমার মত এই বাট বছরের বৃদ্ধ যার যৌবনটা কেটেছে ব্রিটিশের কারাগারে, যাকে ধরবার জন্তে ব্রিটিশ সরকার দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, আর আমার ছেলে বিজয় যে তত্ত্বকে বিশ্বাস করে, বিশ্বের এক তৃতীয়াংশে আজ তা স্বীকৃত । আমিও সারমর্ম বুঝেছি । মার্কসিজম হলো শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার বনিয়াদ । ও, আজ আমার সবচাইতে আক্সোবের দিন যে তোমার মত একজন স্বার্থাঘেবী—

অগদীশ । দাছ !

অধর । ~~অসত্য~~ রিগিংঘাটার আমায় জ্ঞান দিচ্ছে— ।

অগদীশ । ঐ তো—ঐ তো আপনাদের ঘোষ । আঁতে বা লাগলে খালি দুর্গায় ঘেবার চেষ্টা করেন । অনেকের মুখেই আজকাল শোনা যায়, আমায় নাকি রিগিং করে গহীতে এসেছি । আরে বাবা, রিগিং আবার কি ! জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোট দিয়ে আমাদের জিতিয়েছে—আমাদের মহান নেত্রীর নয়া সমাজতন্ত্রের আহ্বানকে সারা ভারতের মাহুষ স্বাগত জানিয়েছে ।

বিজয় । সম্পূর্ণ বাজে কথা । আপনারা ভারতের জনগণকে নয়া সমাজতন্ত্রের বটিকা খাওয়াচ্ছেন—আসলে ওটা ফাঁকা বুলি ছাড়া কিছুই নয় ।

অগদীশ । তা হলে এত লোক আমাদের ভোট দিল কেন ?

বিজয় । ভোট দেয় নি—জোর করে ভোটাধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন ।

অগদীশ । সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা—ঐ সব ঐ—ইয়েদের কথা ।

অধর । মিথ্যে কথা ? তোমার বলতে একটু লজ্জা হল না ? বোমা, পিস্তল, পাইপগানের জোরে একশ্রেণীর পুলিশের সহায়তায় মন্তানদের জেলিয়ে দিয়ে জোর করে তোমরা ভোটাধিকার কেড়ে নাওনি ?

অগদীশ । ও সব ঐ মাকুদের কথা ।

বিজয় । বাবা ছেড়ে দিন ওসব কথা ।

অধর । কেন, ছাড়বো কেন—আজ থেকে আমিও জনে জনে বলে বেড়াবো—এই আমি অধর রায় স্বাধীনতা সংগ্রামের বোকা যে সাত সাতটা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে গত বাহাদুর সনে সেই আমাকে ভোটকেন্দ্র থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তোমাদের ভাড়াকরা গুণ্ডার দল । তারা 'বুধ' বখল করেছে, ভোটের আগের দিন রাজে ব্যালট পেপারে ছাপ দিয়ে বান্ধুভর্তি করেছে—এইভাবে তোমরা তোমাদের মহান নেত্রীর স্বাক্ষর গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে । তোমাদের মুখে আগার বড় বড় কথা ।

অগদীশ । এর উত্তর দিতে আমিও জানি । এসব আপনাদের মত কম্যুনিষ্টদের বানানো কথা । আমরাই-বরঞ্চ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি ।

যুক্তফ্রন্টের আমলে এই পশ্চিম বাংলার অবস্থা সকলে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। খুন রাহাজানি, ডাকাতি, জমিদখল, ধর্ষণ, ইয়ে—
বিজয়। তারপরে, বলুন রবীন্দ্রসরোবরে লরি লরি জামাকাপড় বিধবার
মন্তকমণ্ডন—

জগদীশ। হরেন্দ্ৰছিলই তো। কাগজওয়ালারা কি মিথ্যে লিখেছিল? আমরা,
এই আমরাই পশ্চিম বাংলাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছি। শ্মশানে
পরিণত বাংলাকে আমরা এবারে সোনার বাংলার প্রতিষ্ঠা করবো।
আমাদের মহান নেত্রী বলেছেন—আমাদের মাহুদা বলেছেন—

বিজয়। দেখুন জগদীশবাবু, আপনার সাথে আমরা তর্ক বিতর্ক করতে চাই
না। আপনার খুশিমত যা ইচ্ছে তাই করুন গিয়ে। তবে একটা কথা
জেনে যান, দাসত্ব দিয়ে কুকুরের মত বেঁচে থাকতে আমি বা আমাদের
বংশে কেউ কোনদিন রাজী হয় নি—হবেও না—আপনি এখন যেতে
পারেন।

জগদীশ। যাবোতো নিশ্চয়। তবে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে ভাল
হত। পাড়া প্রতিবেশী—দাদুরও কি একই মত?

অম্বর। উপযুক্ত ছেলে আমার—সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে।

জগদীশ। ডিপ্লি পিংক করলে ভাল হোত। আমি বয়স্ক সকালবেলা
আসতুম। হাজার হোক পরিচিত লোক—শেষে ইয়ে—একটা
বিচ্ছিন্ন—

বিজয়। জগদীশবাবু, আমাদের ব্যাপার আমাদেরই চিন্তা করতে দিন।

জগদীশ। চিন্তা আর কি করবেন। জেলে বসে হরিনাম জপ করতে হবে।
আমার সাধ্য অনুযায়ী যা করার তাই করলাম।

অম্বর। ছিঃ ছিঃ এরা মুখে আবার গণতন্ত্রের কথা বলে। গান্ধীজীর কথা
বলে। আমার বয়সটা আমার দমিয়ে দিচ্ছে তবু এই ভয় দেহ নিয়ে
আবার আমি সংগ্রামে অবতীর্ণ হব। গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্তে
বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করবো। তোমাদের মত বেকী
দেশসেবকদের মুখোশ আমি খুলে দেব।

জগদীশ। দাচ্ ধৈর্যের সীমা আছে—এত দূর ভাল নয়।

অবধর ॥ এইবার সত্যি কথাগুলো ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে আমিও বলবো।

বিজয় ॥ বাবা তুমি চুপ কর—তোমার মাথার বস্ত্রপাটা বেড়ে যাবে।

অবধর ॥ চুপ? চুপ করবো কি রে! চুপ করে করেই তো আজ দেশটার এই হাল হয়েছে। আরে আমি হচ্ছি সেই লোক যে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দশ বছর জেল খেটেছি। গায়ে যার এখনও স্তিলির দাগ রয়েছে। সেকি এই লম্বা ফচকে ছোকরাকে ভয় থাকবে? এম. এল. এ. বলে ভয় থাকবে?

জগদীশ ॥ মুখ সামলে কথা বলবেন, দাদু।

বিজয় ॥ বাবা, প্রিজ তুমি চুপ কর।

অবধর ॥ কেন—চুপ করবো কেন—ওর ভয়ে? তোরা ভয় করতে পারিস। আর এদের ভয় করে করে আজ এই অবস্থা হয়েছে। দেশটাকে ওরা কয়েদখানায় পরিণত করেছে।

জগদীশ ॥ আচ্ছা, আমিও মজা দেখাচ্ছি। বাপ ব্যাটাকে আনি জেল খাটিয়ে তবে ছাড়বো।

বিজয় ॥ ঐ ভয় আমাদের দেখানেন না। এবার ভয় পাবার পালা আপনাদের আর ভয় খেতে শুরুও করেছেন।

জগদীশ ॥ আমরা ভয় খাচ্ছি? আমাদের ভয় খাওয়ার পালা?

অবধর ॥ ভয় না খেলে সারা দেশে জরুরী অবস্থা কেন? বিরোধী নেতাদের জেলে পোরা হচ্ছে কেন? খবরের কাগজে সেন্সর বসেছে কেন?

বিজয় ॥ বাবা তুমি থামবে?

অবধর ॥ দুদিনকার ছোকরা আমাদের ভয় দেখাতে এসেছে? মুচলেকা নিতে এসেছে? বলি সেদিনকার সাহেব কুস্তাদের ভয় খায়নি আর এরাতো দেশী কুস্তা।

জগদীশ ॥ দাদু, কুকুর টুকুর বাতা বলবেন না বলে দিচ্ছি। শেষকালে একটা বিচ্ছিরি—

অবধর ॥ কি করবে, মারবে? পুলিশে ধরিয়ে মিসার জেলে পুরবে? ওর জন্তে এই বাট বছরের বুদ্ধ অবধর রাস পেছপা নয়। এখন দয়া করে তুমি যেতে পার—অনেক হয়েছে—

জগদীশ ॥ বুঝলাম এটা পুরোপুরি কম্যুনিষ্টের খাঁটি ।

অমর ॥ ইয়েস—কম্যুনিষ্ট—আমার ছেলে কম্যুনিষ্ট এবং আজ থেকে আমিও কম্যুনিষ্ট ।- অস্তায়ের প্রতিবাদ করলে, ভায়ের স্বপক্ষে বললে, সরকারের সমালোচনা করলে যদি কম্যুনিষ্ট হয় তবে আমার মত মানুষ যে মনেপ্রাণে গান্ধীবাদে বিশ্বাসী ছিল, সে আজ থেকে কম্যুনিষ্ট । যাও, এই কথাটা তোমাদের চাটুকারদের জানিয়ে দাও ।

জগদীশ ॥ জানাবো বৈকি, নিশ্চয় জানাবো । পেনশন বন্ধ করে দেব ।

এই সমস্ত ডেঞ্জারাস কম্যুনিষ্টদের পাড়ায় পূবে পুলিশের কুনজরে পড়বো ?

বিজয় ॥ বাবা, তুমি আর কোন উত্তর দেবে না । জগদীশবাবু, অল্প মোহে না থেকে দেওয়ালের লেখাগুলো পড়বার চেষ্টা করুন । যান, যাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছেন দয়া করে পাঠিয়ে দিন ।

জগদীশ ॥ ঠিক আছে, ঠেল বুঝবেন । [চলে যায়]

বিজয় ॥ বাবা—

অমর ॥ কি রে ?

বিজয় ॥ আমারই জন্মে হয়তো এই বুড়ো বয়সে তোমাকেও অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সহিতে হবে ।

অমর ॥ আমি ? না না আমার জন্মে একটুও চিন্তিত নই । চিন্তা শুধু বোমার জন্মে । সে বেচারী কিছুই জানলো না, শুনলো না—সে কি এইসব সহিতে পারবে ?

বিজয় ॥ তুমি তাকে সব বুঝিয়ে বলবে । শুধুতো তোমার বোমাই নয়—ভারতের বৃকে আজ কত নারীকেই এই দুর্ভোগ সহিতে হচ্ছে ।

অমর ॥ তোর মার উদাহরণ দেবো । তোর মাওতো দশটা বছর আমার পথ চেয়ে দিন গুনে ছিল, আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছিল, প্রেরণা দিয়েছিল । বোমাও তো সেই বাড়ীরই বো । আচ্ছা, এক কাজ কর না—এখনি তুই পালিয়ে যা । ওরাতো এখনও এসে পৌছায় নি ।

বিজয় ॥ এ তুমি কি বলছো বাবা ? নেকড়ের মুখে তোমাকে ফেলে রেখে আমি পালিয়ে যাবো ? আমাকে না পেলে তোমাকে ওরা ছেড়ে দেবে

দেখটা যখন কারাগার

১৩১-

ভেবেছো ? এরা তো জার্মানীর হিংস্র নাৎশী বাহিনীর মত কিন্তু হয়ে উঠেছে। ছেলেকে না পেলে বাবাকে খুন করবে।

অবর। ঠিক আছে। বা ভাল বুঝিস তাই কর। তবে আমিও ছেড়ে দেবো না। বাকি কটা দিন আমি এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাবো। জনগণকে সচেতন করবো। তারজন্তে যদি এই বৃদ্ধ বয়সে আবার জেলে যেতে হয় যাবো। সেখানে গিয়ে পুরোনো বন্ধু বান্ধবদের সাথে মিলিত হব। নতুন সংগঠন তৈরী করবো। এই শৈর্যাচারী শাসনকে উৎখাত করার জন্তে বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের একত্রিত করবো।

[ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে সুকান্ত, প্রতিবেশী যুবক]

সুকান্ত। বিজয়দা, আমাদের বাড়ীতে পুলিশ ঢুকেছে।

বিজয়। আমাদের বাড়ীতেও তো এসেছিল—এখনি হয়তো আবার আসবে।

তুই কোথায় ছিলি ?

সুকান্ত। মা টের পেয়ে পেছন দরজা দিয়ে বের করে দেয়। প্রাচীরের পাশে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে সব দেখছিলাম। আর থাকতে পারলাম না। ঐ জগদীশবাবু, ঐ সব করাচ্ছে—বাড়ী চেনাচ্ছে—ঐ—

অবর। একটু আগে আমাদের কাছে সাধু সেজে গেল। বলে কিনা ওর গিন্নী পাঠিয়েছে—পাড়া প্রতিবেশী—শয়তান।

সুকান্ত। এদিকে বাবা তো হাটের রুগী। পুলিশের কথায় বাবা যেন কেমন বোবা হয়ে গেছেন। মাকে যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ করছে। বলছে ছেলেকে যদি আমাদের হাতে তুলে না দাও তাহলে মরা ছেলের মূখ দেখতে হবে।

অবর। বিজয়, আমি একবার সুকান্তদের বাড়ীতে যাবো। এটা কি মগের মুজুক নাকি যে বা ইচ্ছে তাই করবে !

বিজয়। তুমি গিয়ে কি করবে ?

অবর। ভীত প্রতিক্রিয়া করবো। ওরা ভেবেছ কি ? ওঃ এতদূর অধঃপতনে গেছে—নারীর মানসম্মান আজ ভুলুপ্তি ! অথচ দেখ আমাদের শাসন-কর্ত্তী একজন নারী—যার বাবার মামলেও এই জঘন্য প্রশাসন ছিল না—সেও এমন করে গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরে নি। আমি কানই চিক

মিনিষ্টারের কাছে যাব। স্ক্রুনি প্রতিবাদ করবো—হেথি উনি কি বলেন। আর উনিই বা কি বলবেন—চাটুকারের কাছে গিয়ে বল বিপরীতই হবে।

বিজয়। তবে আর ও সমস্ত কথা বলছো কেন? কিন্তু শ্রুকান্ত আমার মনে হয় তোর আর এক সুহৃৎও এখানে থাকা উচিত নয়। ওরা আমাদের এখানে এক্সনি আসবে। জগদীশবাবু সেই ব্যবস্থাই করতে গেছে।

শ্রুকান্ত। ও তো আমাদের বাড়ীর দিকে গেল।

বিজয়। তুই বরঞ্চ আমাদের ঐ পেছন দ্বিগ্নে সোজা রমেনদের বাড়ীতে বা। রমেনকে আমার কথা ও অবস্থাটা বুঝিয়ে বলবি। সে তোর সব ব্যবস্থা করে দেবে।

শ্রুকান্ত। ওদিকের অবস্থা কি হচ্ছে কে জানে। বাবার জন্তে আমার চিন্তা হচ্ছে। উনি বোধ হয় হার্টফেল করবেন।

বিজয়। সে আমরা দেখাছ কি করা যায়, তুই যা তো এখন।

[ঠেলে শ্রুকান্তকে ভেতরে পাঠিয়ে দেয়]

অমর। এদিকের দরজাটা দিয়ে দি, কি বল?

বিজয়। কি দরকার? দরজা দিলে কি আর ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে? জগদীশবাবুর হুমকি শুনলে না?

[শ্রুকান্ত আবার ছুটে মঞ্চে ঢোকে]

শ্রুকান্ত। বিজয়দা, ওধারে রাস্তার ওপরে পুলিশ।

বিজয়। তাহলে? আর তো দেরি করা উচিত হবে না।

অমর। এর মধ্যে ওরা যদি এলে যায়?

[অমরবাবুর বাইরের দরজা দিয়ে দেয়]

বিজয়। তাহিতো কি করা যায়?

অমর। বাঃ বারে রাজস্ব—

শ্রুকান্ত। আমি বাড়ীতে যাই। যা করে করুক—তবু বাবাকে তো একবার—

বিজয়। ছেলেমানুষি করবি না। তাকে পেলে তোর অবস্থা কি করবে ভেবে দেখেছিল? তুই কি জানিস না কিছ?

অমর। না-না আমারও মনে হচ্ছে ওর বাড়ীতে যাওয়া ঠিক হবে না। শেষে,

একটা অঘটন ঘটে বাবে। এরা এখন সব পারে। মা-বাবার সামনে
সন্তানের রক্তে ওরা হোলি খেলবে। তাদের ঐ কাগজে প্রায়ই দেখছি
এই জাতীয় ঘটনা। দেশটা এখন অবিকল হিটলারের জার্মানির মত।
বিজয়। তুই এক কাজ কর। আমাদের বাথরুমের মধ্যে লুকিয়ে থাক। আমি
বা বাবা না ডাকা পর্যন্ত বেরোবি না। আমাকে যে কি করবে—যাক গে
বাবাতো থাকবে। তুই যা, ভেতর থেকে দরজার ছিটকিনি দিয়ে দিবি।
যা-যা।

[হুকাভু ভেতরে যায়]

নেপথ্যে। কি ব্যাপার! আবার দরজা দিয়ে ভাকামি করা হচ্ছে কেন?
পালাবার সব রাস্তা বন্ধ। দরজা খোল।

[অধরবাবু দরজা খুলে দেয়। হুজুন সি. আর. পি. সহ
সরোজবাবুর প্রবেশ]

সরোজ। কি, জগদীশবাবুর প্রপোজাল্‌টা পছন্দ হোল না?

অধর। সে কৈফিয়ৎ কি আপনাকে দিতে হবে?

সরোজ। গলাটা নামিয়ে কথা বলুন।

অধর। কেন গলাটা কেটে দেবেন নাকি?

বিজয়। দেখুন, আমার বাবার বয়স হয়েছে, তাছাড়া একটুতেই উনি—

সরোজ। তা আমার মাথা কিনে নিয়েছেন না কি? তখনও বড্ড বেশি
চেষ্টামিচি করেছেন।

অধর। চেষ্টামিচি! সত্যি কথা বললে চেষ্টামিচি হয়! অত্যায়ে প্রতিবাদ
করলে আপনাদের কাছে চেষ্টামিচি হয় মুক্তি? অবশ্য আপনাদের কাছে
মুক্তি তর্ক এ সবই বুখা। যারা গৃহস্ববধুর সাথে ভদ্রভাবে কথা বলতে
জানে না—

সরোজ। আপনার বাড়ীর কোন মেয়েছেলের দেখাই তো পাইনি—

অধর। একটু আগে হুকাভুর মায়ের সাথে অভদ্র ব্যবহার করেছেন।

বাড়ীতে তার অগ্রহ বাবা—

সরোজ। অঁচ্ছা - এ ধরটা পেলেন কি করে?

বিজয়। না—মানে—আমরা শুনেছিলাম—

সরোজ । কার কাছে ? বল—

বিজয় । ঐ তো—ইয়ে—এসেছিল—

সরোজ । কে এসেছিল ? হুকাভ ?

বিজয় । না—না, ও আসবে কেন ? ওদের সাথে আমাদের খুব একটা পরিচয় নেই ।

সরোজ । অশ্বরবাবু, বুড়ো হয়েছেন । সত্যি কথা বলুন, হুকাভ আপনাদের বাড়ীতে এসেছে ? চুপ করে আছেন কেন, বলুন । বিজয়বাবু আগুন নিয়ে খেলবেন না । আমি কিন্তু বেশি কথার লোক নই । একবার—
দুবার—তারপর সিপাই—

বিজয় । আপনি বিশ্বাস করুন হুকাভ আমাদের বাড়ীতে আসে নি ।

সরোজ । টাইম ইজ ওভার । সিপাই-যাও কোটিকা অন্দর আউর চার তরফ সার্চ কর । কোই ছোকরা ছিপা ছয়া কি নেহি—যাও দেখো ।

অশ্বর । দাঁড়াও । তার আগে আমাকে সার্চ ওয়ারেন্ট দেখাতে হবে । আমি এ বাড়ীর মালিক । আমার পারমিশন নিতে হবে ।

[পুলিশ দুজন দাঁড়িয়ে পড়ে]

সরোজ । সার্চ ওয়ারেন্ট ! কিসের সার্চ ওয়ারেন্ট ? ওসব নিয়ম কানুন উঠে গেছে । এখন আমাদের সম্মত, আমাদের হুকুমই যথেষ্ট । জরুরী অবস্থায় আমাদের ক্ষমতা এখনও তুজে । আমি ইচ্ছে করলে বাকে খুশি মিসার এ্যারেস্ট করে জেলে পুরতে পারি । আবার কুকুরের মত গুলি করে ফুটপাথে ফেলে রেখে দিতে পারি ।

অশ্বর । বেশ, তবে তাই দাও । এই আমি বুক পেতে দাঁড়ালি । আমাকে আগে শেখ করো তবে তোমরা ভেতরে ঢুকতে পারবে—তার আগে নয় ।
অর্ডার দেয় টু স্ফাট মি অর ইউ স্ফাট মি ।

বিজয় । এ তুমি কি করছো ?

সরোজ । দেখো—তোমার বাবাকে সরিয়ে নাও । নইলে সরিয়ে দিতে বাধ্য হব ।

বিজয় । আপনান্নাই বা আমাদের কথা বিশ্বাস করছেন না কেন ? আমরা

বলছি স্বকান্ত আমাদের বাড়ী আসে নি। আপনারা আমাকে এ্যারেস্ট করতে এসেছেন—আমায় এ্যারেস্ট করুন।

সরোজ ॥ তোমাকে কি ছেড়ে দেব? কিন্তু ঐ মালটিকে তো আমার চাই।
সিপাই—হাটানো—অন্দর দেখো—

অধর ॥ না, আমাকে শেষ না করে তোমরা ভেতরে যেতে পারবে না।

সরোজ ॥ থাকাসে হটাৎ—

[পুলিশ দুজন ধাক্কা মেরে অধরবাবুকে সরিয়ে দেয়।

অধরবাবু চৌকির কোনায় আছড়ে পড়েন। কপাল
কেটে রক্ত বেরোতে থাকে। ওরা ভেতরে যায়]

বিজয় ॥ বাবা! এ আপনি কি করলেন? এই বুড়োমামুঘটার গায়ে হাত
গুঠাতে আপনাদের দ্বিধা হল না?

সরোজ ॥ সরোজ হাজরা হকুম একবারই দেয়। সে হকুম না মানলে—
তার ফল এইভাবেই ভোগ করতে হয়।

[একজন পুলিশ মঞ্চে ঢুকে বলে]

পুলিশ ১ ॥ সাহাব, ঘরমে কই আদমী নেহি।

সরোজ ॥ আরে বাবা হায় হায়—ঠিক সে দেখো—বাথরুম, পায়খানা, ছাদকা
উপর ঢুঁড়ো। [১ম পুলিশ ভেতরে যায়] কোথায় লুকিয়েছ বলে কেল—

নইলে এর চাইতেও বিচ্ছিন্নি কাণ্ড বটে যাবে। [দ্বিতীয় পুলিশের প্রবেশ]

পুলিশ ২ ॥ সাহাব, বাথরুমকা দরওয়াজা ভিতরসে বন্ধ হায়, মালুম হোতা
হায় ভিতরমে কোই আদমী হায়।

সরোজ ॥ দরওয়াজা তোড় হো। আচ্ছা চল—আমিও যাচ্ছি।

[পুলিশসহ সরোজ হাজরা ভেতরে যায়]

অধর ॥ ওঃ, এ আমি কি করলাম—ও কথা কেন আমি বলতে গেলাম—এ
আমি কি করলাম—

বিজয় ॥ বাবা!

বেণুখ্যে ॥ ভালোয় ভালোয় দরজা খোল। এই গুরোরের বাচ্চা—এই যে—
তুমিই তাহলে শ্রীমান স্বকান্ত ব্যানার্জী! ইউ ব্র্যাডি, বাস্টার্ড, ডেবেলিস
আমার চোখে খুলা দ্বিবি—

[চুলের মুঠি ধরে বকে আনে ও ধাক্কা মেরে বকের
সাক্ষাৎ বলে দেয়]

সরোজ । বলি শালা কত চাই চাই মালকে চিট্টি করলাম, আর তুইতো
সেদিনের ছোকরা । পাটি করা হচ্ছে—বিপ্লব আনা হচ্ছে—তুমি শালা
উনসত্তর সালে জগদীশবাবুর বাড়ী পাঁচশো লোক নিয়ে চড়াও হয়েছিলে—?

স্বকান্ত । সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা—বাজে কথা—

সরোজ । তুমি বাহাদুর সালে ককশানিদ্ধু পাত্তের বাড়ী বোম বেরেছিলে ?

স্বকান্ত । আমি বাড়ীই ছিলাম না । কারা করেছে তাও জানি না—

সরোজ । তুমি কানোয়ার লালের দোকানে ডাকাতি করেছিলে—?

স্বকান্ত । সব সাজানো ব্যাপার—

সরোজ । চূপ শালা সুরোরের বাচ্চা—

বিজয় । দেখুন আমি বলছিলাম—

সরোজ । কিপ সাইলেন্ট । বল শালা বল— [মুখে ঘুঁষি মারে]

স্বকান্ত । মারো—আমাকে মেরে কেনো । তবু অস্ত্রার স্বীকার করবো না ।

আমরা জানি, সারা বিশ্বে তোমরা এমনি করে কম্যুনিষ্টদের খতম করতে
চেষ্টা—কিন্তু তোমরাই তার বদলে পিছু হটেছ । তোমাদের খুনী
বাহিনী এর চেয়ে বীরত্ব আর কি দেখাবে ?

সরোজ । [ঘুঁষি মারে] চোপ্ রাসকেল, কম্যুনিষ্ট । কম্যুনিষ্ট কথাটা
শুনলে আমার মাথায় খুন চেপে যায় । বলে শালা কত কম্যুনিষ্ট
বাচ্চাদের এই হাতে শেব করলাম—

বিজয় । আপনি ভুল বলছেন । ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে—
কম্যুনিষ্টদের মেরে শেব করা যায় না । ভিয়েতনাম, কিউবা, কম্বোডিয়া
তার উজ্জল দৃষ্টান্ত ।

সরোজ । আর যেখানে বাই হোক, আমাদের ভারতের মাটিতে ওলব চলবে না ।

চলতে দেওয়া হবে না— [বিজয় ও স্বকান্ত হেসে ওঠে] হাসির কি হল ?

বিজয় । হাসির কথা বললেন তাই !

সরোজ । কি হাসির কথা বললাম ?

স্বকান্ত । ঐ যে বললেন না—ভারতের মাটিতে ওলব চলতে দেবেন না ।

দেখটা এখন কারাপার

১৩৭

আমেরিকার মত সাম্রাজ্যবাদীরা পিছু হটছে—আর আপনাদের মত চাটুকারের দল, যারা ভবিষ্যতের ভাষা বোঝে না—যারা সংগ্রামী মানুষের চেতনাকে উপলব্ধি করতে পারে না—কেবল পারে হাজার হাজার মানুষের কোল শূন্য করতে, শত শত নারীর সিঁথির সিঁছর মুছে দিতে। শুধু দেশটাকে কারাগারে পরিণত করতে—কিন্তু এর বহলা আমরা না পারি আমাদের উত্তরাধিকারীরা নিশ্চয় নেবে।

অমর ॥ বাঃ বাঃ এইতো সুকান্ত বীরের মত কথা বলছে। সুকান্তের মধ্যে আরি আমার যৌবনকে দেখতে পাচ্ছি। পারবি, তোরা পারবি। অন্তর্যাকে কখনও মাথা পেতে নিবি না। জয় তোদের একদিন হবেই।

সরোজ ॥ স্টপ্। আর একটা কথা নয়। মনে করেছেন এতেই রেহাই পাবেন। সরোজ হাজারি এর চাইতেও কড়া লোক—সেটা টের পাইয়ে দেবো। আমার কাজে কেউ বাধা দেবে না, কেউ কোন কথা বলবে না।

সুকান্ত ॥ ঐ ধমকের কাছে আমাদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হবে না। দেহেশেষ রক্তবিন্দু থাকতে চিৎকার করে—মরার শেষ মুহূর্তেও বলে যাবো—তোমাদের এই অত্যাচার, অবিচারের কাছে কম্যুনিস্টরা কোনদিন বক্রতা স্বীকার করবে না।

সরোজ ॥ তাহলে দেখ্ তোরা ঐ কণ্ঠস্বর আমি স্তব্ধ করে দিতে পারি কি না। আজ আমি এক নতুন খেলা শুরু করবো। ইউ ব্লাডি, তোদের ঐ লালমার্কী বুজি ছেড়ে আমার সাথে বলতে হবে, আমাদের মহান নেত্রীর জয়গান করতে হবে। বল—আমাদের মহান নেত্রী যুগ যুগ জিও। এশিয়ার মুক্তিসূর্য যুগ যুগ জিও—

সুকান্ত ॥ না—বলবো না। বলাতে পারবে না—

বিজয় ॥ শুধু ও নয়, আমরা কেউই বলবো না।

অমর ॥ স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা অমর রায়ও বলবে না।

সরোজ ॥ তোমাদের সবাইকেই বলতে হবে।

তিনজনে ॥ না—বলবো না।

সরোজ ॥ বলতে হবে।

[সুকান্তকে পিঙ্কল থেকে গুলি করে। বিজয়, অমরবাবু চিৎকার করে ওঠে—তারপব সকলেই নিশ্চল পাথরের মত]

অবধর ॥ [গভীর নিঃশ্বাস কেলে] ওঃ কি নির্মম, নিষ্ঠুর ! একটা ফুটন্ত বোবন—তাকে এমনি করে শেষ করে দিল। এরা কি এই দেশের মানুষ ? এরা কি ভারতীয় ? এদের কি ঘর সংসার, মা, বাবা, ভাইবোন কেউ নেই ? কিছু নেই ? এদের কি শুধু মানুষের খোলসটা পরানো ? হৃদয় বলে কি এদের কিছু আছে ?

স্বকান্ত ॥ [মৃত্যু বরণায় কাতর] আঃ আঃ বিজয়না—দাছ, আমার মা বাবা, ছোট বোনটা রইলো—ওদেরকে তোমরা বোলো—আমি—আঃ পারছি না—বল যে তোমাদের স্বকান্ত মরে নি—লে এই দেশের হাজার হাজার মেহনতি মানুষের মাঝেই রইলো—তাদের মাঝে খোঁজ করলেই আমাকে পাবে—আঃ (মৃত্যু) [মরার সময় হাত মুঠি করে কিছু বলতে যায়, কিন্তু বলতে পারে না]

অবধর ॥ ফিনিস্ । একটা ফুটন্ত বোবন এরা শেষ করে দিল। একটা লাল আগুনের জেলিহান শিখা মাঝ পথে নিভে গেল। তাবছ খুব বীরত্ব দেখালে, তাই না ? রক্তপিপাসু নরখাদক—চাটুকারের দল—তোমরাও রেহাই পাবে না। ইতিহাস ঠিক এর বিচার করবে।

সরোজ ॥ কোন ফালতু কথা নয়। তাহলে—

অবধর ॥ কি করবে ? আরো একটা গুলি খরচা করবে ? করো—এই অবধর রান্ন আর পেছপা হবে না। এবার সেও যুদ্ধ ঘোষণা করবে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে—অস্ত্রাঘাতের বিরুদ্ধে—

বিজয় ॥ বাবা তুমি চুপ করো।

অবধর ॥ আমি হিমালয় থেকে কস্তাকুমারিকা পর্বত বলে বেড়াশো, ক্র্যানিজ্‌ম্ কায়ম হয়েছে—এরা গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটিয়েছে—তোমরা সব সজাগ হও। প্রতিবাদ কর—প্রতিরোধ কর।

সরোজ ॥ লিপাই—ডেড্‌ভিড গাড়ীয়ে উঠাও। এবার চল বিজয়বাবু, তোমাকে আমরা এত সহজে শহীদ হতে দেব না। তোমার জন্তে ব্যবস্থা হবে একটা ছোট ফুটন্তী—বাইরের আলো যেখানে ঢুকবে না—কারণও দেখাসাক্ষাৎ পাবে না। শুধু তোমার কানের কাছে বাজানো হবে কঁালর আর বটা—চক্কিশ বটা ঘরে। আমরা যতদিন চাইবো—ঠিক ততদিন। [বিজয় মুচকি হাসে] ঐ হাসি আমরা স্তব্ধ করে দেব।

অবধর ॥ ওঃ এরা ব্রিটিশকেও হার মানাবে, হুহু হাহাহকে পাগল করে দেবে !

সরোজ ॥ ইয়েস, আমরাও তো তাই চাই। আপনার ছেলে পাগল হয়ে
যখন ছাড়া পাবে ওকে দেখে ভয়ে সবাই শিউরে উঠবে। কেউ আর
কম্যুনিষ্ট হয়ে হিরো সাক্ষ্যের চেষ্টা করবে না। আর এদিকে তোমার
বৃদ্ধ বাবা হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্বন্ত জনে জনে তোমার
বীরত্বের কথা বলে বেড়াবে। হাঃ হাঃ চল—।

[বিজয় বাবাকে প্রণাম করে]

অবধর ॥ ভেঙ্গে পড়িস নে বাবা—তোমাদের জয় একদিন হবেই হবে। আমার
আশীর্বাদ তোমার মাথায় রইল। [বিজয়কে নিয়ে সরোজ হাজরা বেরিয়ে
যায়। দেওয়ালে টাকানো ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে বলেন অবধরবাবু]
বল, বল, বাপুজী—এই ভারত কি তুমি চেয়েছিলে। বল জগদ্বলাল,
এই গণতন্ত্রের স্বপ্ন কি তুমি দেখেছিলে। বল সুভাষ, এই স্বাধীনতার
জন্মেই কি তুমি যুদ্ধ করেছিলে ? এরই জন্মে কি হাজার হাজার ভারত
মায়ের সন্তান ফাঁসিতে ঝুলেছে ?—কারাবরণ করেছে ?—শহীদ হয়েছে ?
তোমরা আমার কাছে শোন—তোমরা আজ এই শাসকগোষ্ঠীর কাছে
পরাজিত। এরা তোমাদের সামনে রেখে গদী টিকিয়ে রাখবার মহড়া
দিচ্ছে—তোমাদের আদর্শ, তোমাদের থিয়োরীকে পদদলিত করছে। এরা
জোর করে জনগণকে দহিয়ে রাখতে চায়, অস্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে
চায়। স্ফূটকে রাইফেলের গুলি দিয়ে এরা স্তব্ধ করে দিতে চায়।
ভারতীয় শিকা সংস্কৃতিকে এরা যোন লালসার নোংরা জিনিস দিয়ে
আচ্ছন্ন করে দিতে চায়। কিন্তু এরই বিরুদ্ধে সবাই যখন জোটবদ্ধ
হয়ে—প্রতিবাদ করে—প্রতিরোধ করে—তখনই এদের বলা হয়
দেশদ্রোহী। কিন্তু আজ আমি তোমাদের বলছি—এরাই দেশ প্রেমিক—
এরাই দেশকে গড়তে চায়। তাইতো দিকে দিকে শুষ্ক হয়েছে
শেকল ভাঙার গান। শোন, ঐ শোন, তোমরা কান পেতে শোন—
[নির্বাচিত কোন গণসঙ্গীত শোনা যাবে ও ধীরে ধীরে পর্দা পড়বে।]

নাট্যকারের ঠিকানা : ১৬ তরকদার পাড়া, আতপুর (শ্রাবনগর),
২৪ পরগনা।

চাকর বাদি

অসীম মৈত্র

[মনে বাখতে হবে—১৯৭৪ সালের রেলধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পরে, জরুরী অবস্থার আগে এবং পরে আকাশ বাণী এবং অস্ট্রাল প্রচার সংস্থার যে নিলজ্জ ভূমিকা আমাদের বিরক্তি ও পীড়া উৎপাদন করেছিল, তারই ফলশ্রুতি এই নাটকটি সেই 'সময়েই' লেখা হয়েছিল কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই তখন অভিনীত বা প্রকাশিত হয় নি।]



চরিত্র

চাকী

মহামন্ত্রী

অমাত্যগণ

প্রতিহারী

প্রশস্তিকারীগণ

বেতারভূষণ

বিসংবাদবাপু

মিঃ টিভি

শ্রীকাকন্

আগন্তুক

প্রধান ভূত্য

প্রজাগণ

[প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভে যেতেই মঞ্চে বেজে ওঠে ঢাক। নানা কারদায় বেশ জোরে জোরে কিছুকণ বাজতে থাকে। স্বভাবতই দর্শকগণ একটু বিরক্তি বোধ করেন। এইবার সাইনের পর্দা ফাঁক করে একজন চাকী দর্শকদের সামনে বেরিয়ে এসে ২।৪ বার ঢাক বাজায়। এরপর কাঁধের ঢাকটি নামিয়ে রেখে গড় করে এবং হ্রস্ব করে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে.....]

ঢাকী ।

শুধুন, শুধুন, মহাশয়—ভদ্র সভাজন,
পাংশুপুরের ঢাকের বাড়ি করি যে বর্ণন ।
এই ঢাক, মহাঢাক, সর্বদাই বাজে—
কান ঝালাপালা তবু সতত বিষাজে ।
কেন এই ঢাকের বাদ্যি করি নিবেদন,
আজগুবি এই কথা, তবু শুধুন দিয়া মন ॥

(বোল) নেই ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্
নেই ঢাক্ ঢাক্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ ॥

পাংশুপুর নামে এক আছে মহাদেশ,
প্রজারা পায়না খেতে তবু আছে বেশ ।
রাজার প্রবল তেজ, যেন তেজপাতা,
মহামন্ত্রী আসল যন্ত্রী ঘোরান তিনি ঝাঁতা ।
রাজার নামে মহামন্ত্রী চালান শাসনকার্য
যথা ইচ্ছা তথা করেন, না হয় বিচার্য ॥
অতিষ্ঠ হইয়া তবে ক্ষেপে প্রজাগণ,
মহা আইন জারী হৈল করিতে দমন ।
একদিকে চলে দেশে প্রজা উৎপীড়ন
অন্যদিকে প্রচার হ'ল—হ'চ্ছে উন্নয়ন ॥
আদেশ হ'ল চতুর্দিকে বাজাও তবে ঢাক
সত্য সব থাক ভেসে, মিথ্যে থাকে থাক ।
তাই ঢাক বেজে চলে সকাল হতে রাত
প্রজাকুলের কানে বাথা, ঢাকীর হাতে বাত ॥

(বোল) নেই ঢাক্ ঢাক্..... ॥

[ঢাকী কি যেন বৈকাস বলে ফেলেছে এইভাবে সতরে এদিকে ওদিকে
তাকায়]

ঢাকী । এই রে..... ! কি সব উটোপান্টা বলে ফেলেছি । মহামন্ত্রীর
কানে গেলে নির্বাণ শূলে চাপাবেন । তা বাবু মশাইরা, আপনারা একটু
আবার হয়ে বলবেন । আমি বাবু মরহু মাছুষ, অধম প্রজা । ঢাকী ।

ঢাক বাজাই, খাই। মহামন্ত্রী বলেছেন, তাই বাজাচ্ছি। হাতে বাত ধরে গেছে, তবু উপায় নেই। বাজাতেই হবে। কথা কম কাজ বেশী। তাই কাজই করে যাচ্ছি। কিন্তু বাবুমশাই—চুপি চুপি বলি, ব্যাপার-স্তাপার দেখে মন লাগছে, তাই সব গড়গড় করে বলে ফেলেচি। বললে পেতায় যাবেন না.....না বাবা আর বলবো নি, কে কোথা শুনে ফেলবে আর গর্দান যাবে। এক কাজ করো না বাবুরা, তোমরা চলো না আমাদের পাণ্ডপুরে। কি দরকার পরের মুখে কাল খাওয়ার। তার চে চলো আমাদের পাণ্ডপুরে। এলো আমার সাথে.....

[ঢাকী ঢাক তুলে নিয়ে পর্দা সরিয়ে মঞ্চের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সব আলো নিভে যায়। ভেদী বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সামনের পর্দা সরে যায়। দেখা যায় মহামন্ত্রী দর্শকের দিকে পিছন করে মধ্যমঞ্চে চিন্তারত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সামনে দু'জন অমাত্য উদ্গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে। ডানদিকে প্রতিহারী বিরাট এক খাঁড়া হাতে বীরদর্পে দাঁড়িয়ে আছে। (মঞ্চের পিছনে কালো পর্দায় রাজা-রাজড়ার কোন একটি প্রতীক চিহ্ন সঁটি থাকলে ভাল হয়) অমাত্যগণ বারবার মহামন্ত্রীর দিকে তাকায় কিন্তু মহামন্ত্রী অবিচল। একসময় মহামন্ত্রী আজগুবি চংয়ে কথা বলতে শুরু করেন।]

মহামন্ত্রী। উঃ! কি সাংঘাতিক! ঈশ্বর রক্ষা করেছেন। বিরাট এক বিপর্যয়ের হাত থেকে রাজ্যকে আমি বাঁচিয়েছি। ঠিক সময়মত বড়বত্ত ধরে ফেলেছিলাম তাই—তা না হ'লে রাজ্যের অবস্থাটা কি হতো—বলতো?

১ম অমাত্য। সত্যিই স্ত্রার, ভাবাই যায় না। পর পর ঘটনা গুলো মনে পড়লেই মাথাটা কেমন বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে থাকে। উঃ! আপনি যদি না সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন তবে আজ রাজ্য রসাতলে যেত। আর আমরা খড়কুটোর মত ভেসেই যেতাম। উঃ! কি ভয়াবহ ব্যাপার।

২য় অমাত্য। মনে হয় এটা কিছু বিদেশী রাষ্ট্রের গোপন উদ্দেশ্যের ফল। অনেকদিন ধরেই তারা গোপনে দেশের বিরোধী প্রজাতির মত দিচ্ছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে গোয়েন্দা বিভাগ জানিয়েছিল কিন্তু উনি কানেই নেননি।

আপনি কিন্তু আশ্চর্যভাবে সব ধরে ফেলে নিজের বিহীন অভূত কার্যকার
সবকিছু ভেঙে দিয়েছেন। ধন্য আপনি ! আর আমরাও ধন্য আপনার
ছাড়া আর কে।

১ম অমাত্য ॥ মনে হয়ে বিদেশমন্ত্রী এই বড়বয়ে পরোকে লিগু ছিলেন।

তা না হলে—

মহামন্ত্রী ॥ বিদেশমন্ত্রীর ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক কিন্তু—

১ম অমাত্য ॥ আপনার মনে যখন সন্দেহ জেগেছে তখন ওঁকে পদচ্যুত এবং
বন্দী না করে স্বপক্ষেই বহাল রেখেছেন—এঁটাই আমাদের কাছে এক
বিশ্বকর ঘটনা।

২য় অমাত্য ॥ হ্যাঁ স্যার, এই ব্যাপারটা আমাদের কাছে কেমন যেন ধোঁয়াটে
ধোঁয়াটে ঠেকেছে। অন্তর্গত বহু প্রজাই এর রহস্য কি তা জানতে
উৎসুক। মানে—

মহামন্ত্রী ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! এটা হচ্ছে আমরা আর একটা নিজস্ব ঢং। এর নাম
হ'ল 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা উৎপাটন' পদ্ধতি। পরে সময় পেলে এই পদ্ধতি
সম্পর্কে একটা বই লিখব ভাবছি।

১ম অমাত্য ॥ হ্যাঁ স্যার, তাহলে দেশের খুব উপকার হবে। ভাবীকালের
দেশবাসীর জন্য এটা একটা অমূল্য গ্রন্থ হবে।

মহামন্ত্রী ॥ ও বিষয়ে পরে ভাবা যাবে। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—ব্যাপারটা
কি জান—দেশের বিশেষ করে শ্রেণীর প্রজা, যারা সংখ্যায় বেশী, তাদের
উপর বিদেশমন্ত্রীর খুবই প্রভাব। তাই ওঁকে পদচ্যুত বা কারাবদ্ধ করলে
হিতে বিপরীত হতে পারে। এই সব ভেবেই—

২য় অমাত্য ॥ আপনার ধারণা অকাট্য ! কিন্তু আপনার উপর সব শ্রেণীর
প্রজাদের সমর্থন অটল। তাই আপনার এত প্রভাব প্রতিপত্তি থাকা
সঙ্গে আপনি বিদেশ মন্ত্রীকে—

মহামন্ত্রী ॥ আরে বাবা সবুরে মেওয়া ফলে। কিছুদিন যেতে দাও তারপর
আমার খেলা দেখতে পাবে। তোমরা কি ভাব আমি চুপচাপ বসে আছি ?
মাছ আমি খেলিয়ে ডাঙ্গার তুলি—বুঝেছো ?

২য় অমাত্য ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

মহামন্ত্রী । ওর পেছনে গুপ্তচর লাগিয়েছি, টেলিফোনে আড়ি পাতার ব্যবস্থা করেছি । তাছাড়া পরোক্ষে হেনস্তা করার সুব্যবস্থা নিয়েছি । এক কথায় একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে গেছেন তোমাদের ঐ বিদেশমন্ত্রী —হাঃ হাঃ হাঃ !

১ম অমাত্য । সত্যি সত্যি আপনার বুদ্ধির তুলনা হয় না । মাঝে মাঝে মনে হয় রাজ্যের মহামন্ত্রদানে প্যাণ্ডেল খাটিয়ে হরিনাম সংকীর্তনের মত অষ্টপ্রহর আপনার নামগানের ব্যবস্থা করি ।

মহামন্ত্রী ॥ (প্রশয়ের হাসি হেসে) হেঁ-হেঁ-হেঁ ! কি যে বল ! একবার আরম্ভ করলে আর তোমরা থামতে চাও না । থামো হে থামো ।

১ম অমাত্য । কিন্তু স্ত্রার, গুণীর গুণগান করা তো মানুষের মহান কর্তব্য ।

২য় অমাত্য । আসলে ব্যাপার কি জানেন স্ত্রার ? ঐ যে আজকাল বিদেশ থেকে টেন-রেকর্ডার নামে যে বিচিত্র যন্ত্র পাচার হয়ে এদেশে ঢুকেছে, সেই যন্ত্রের মধ্যে কথাগুলো ফিতে ঢুকিয়ে দিয়ে বোতাম টিপলে বার বার কথাগুলো শোনা যায় । আমরাও ঐ রকম এক একটা যন্ত্র বিশেষ । হেঁ-হেঁ-হেঁ (বিনয়ে গলে যেতে চায়)

মহামন্ত্রী । দেখ, তোমরা যে আমাকে ভালবাস, তোষামোদ কর, তা বেশ বুঝি কিন্তু তোমাদের তোষামোদ মন্দ লাগে না ।

২য় অমাত্য ॥ কিন্তু স্ত্রার তোষামোদ করা ছাড়া আমাদের দ্বারা আর যে কিছুই করা সম্ভব নয় । কেন এরকম হয়—এ কথা বলাতে আমাদের রাজবৈজ্ঞ বলেছেন যে এটা এক ধরনের অদ্ভুত রোগ । কালে কালে কিছু মানুষ এই রোগাক্রান্ত হয় । এতে শরীরের নার্ভগুলো ঐ ফিতেওলা যন্ত্রের ফিতের মতই কাজ করে । অর্থাৎ জয়গান করা ছাড়া আমাদের নার্ভগুলো আর কিছুতেই লাড়া দেবে না । আর এ রোগ নাকি সারে না ।

মহামন্ত্রী । অদ্ভুত রোগ তো ! তা রাজবৈজ্ঞ কোন ওষুধ বিযুধ বলে দেন নি ?

২য় অমাত্য । বললাম তো স্ত্রার, এ রোগ সারে না তাই ওষুধও নেই ।

মহামন্ত্রী । তা এই অদ্ভুত রোগের নাম কি ?

চাকের বাড়ি

২য় অমাত্য ॥ বড় উজ্জ্বল নাম, স্মার। রাজবৈভব বলেছেন এর নাম হ'ল চাম্‌চেকিতা।

মহামন্ত্রী ॥ বড় ভজকট নাম তো, মনে রাখা শক্ত। ভাগিন্দু চিকিৎসা-শাস্ত্রটা শিখিনি, তাই রকে! নতুবা ঐ সব বিচ্ছিন্নি বিচ্ছিন্নি নাম মনে রাখতে গিয়ে মাথাটাই ভজকট হয়ে যেত।

১ম অমাত্য ॥ বা বলেছেন স্মার, আললে বজ্জিগুলো মাহুই নয়। মাহুই হলে ঐ বিচ্ছিন্নি নামগুলো মাথায় রাখতে পারতো? আমাদের তো স্মার ঐ সব নাম শুনেলেই গা ঘুলোয়।

মহামন্ত্রী ॥ যাকগে ওসব কথা। দেখুন অমাত্যগণ (গভীর হয়ে পদচারণা করেন) আজ আপনাদের বিশেষ কারণে মন্ত্রণার জন্ত ডাকা হয়েছে। বেশ কয়েকদিন হ'ল মহাআইন জারি হয়েছে। কেন এই আইন জারি হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য কি তা নিশ্চয়ই আপনারা অবগত আছেন?

অমাত্যগণ ॥ হ্যা স্মার, সে আর বলতে—

মহামন্ত্রী ॥ মহাআইন জারি করে আপনাদের বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন, আসল ক্ষমতা কিন্তু রাজার নামে আমার করায়ত্ত?

১ম অমাত্য ॥ এ কথা আমাদের মনে করানো দরকার নেই, স্মার।

মহামন্ত্রী ॥ প্রশাসনের ভেতরের কথা কিংবা আমার গোপন নির্দেশ কোন ক্রমেই প্রকাশ করা চলবে না। প্রতিটি নির্দেশই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে, নতুবা সমূহ বিপদ। আর একটা কাজ করতে হবে—

২য় অমাত্য ॥ বলুন স্মার, আমরা সব করতে রাজী।

মহামন্ত্রী ॥ প্রচার করতে হবে। আপনাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবিরাম প্রচার চালিয়ে যাবেন যে দেশের প্রচণ্ড উন্নতি হচ্ছে এবং আরও—আরও হবে। জনগণের হৃৎ-দুর্দশা চিরতরে দূর করার এক বিশেষ প্রকল্প আমি অহুমোদন করেছি। বিদেশী বিশেষজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিকগণের সহায়তায় দেশের হরিপাল ক্ষেত্রে এক বিশেষ সফল ব্যাক্ত স্থাপন করা হবে। জনগণ ইচ্ছে করলেই এখানে তাদের হৃৎ-জমা রাখতে পারবে।

এরকমে অবশ্য কর ধার্য করা হবে। পরে এই ব্যক্তি সারাদেশের সকল
ক্ষেত্রেই হাণন করা হবে।

১ম অমাত্য ॥ দুঃখ জমা রাখার ব্যক্তি ! এতো অভিনব !

মহামন্ত্রী ॥ হ্যাঁ। এই প্রকল্পের সাহায্যে দেশ থেকে দুঃখ দূর করা হবে।

আর দুঃখ থাকবে না।

২য় অমাত্য ॥ অপূর্ব পরিকল্পনা ! অতুতপূর্ব !

১ম অমাত্য ॥ প্রতিহারী—তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? যাও,
প্রশস্তিকারীগণকে সভায় আসতে বল।

প্রতিহারী ॥ তা আর বলতে। ইশারা পাচ্ছিলাম না তাই কিছু করতে
পারছিলাম না। (যেতে গিয়েও ফিরে আসে) কিন্তু এরপর আবার
ক'দণ্ড পর আসতে বলব, স্ত্রীর ?

১ম অমাত্য ॥ সভাকক্ষের বাইরে অপেক্ষারত থাক, ইশারা করলেই চলে
আলবে। এখন ডাকো, ডাকো, ওদের ডাকো, কণ উদ্ভীর্ণ হয়ে যাচ্ছে,
শিগ্গির আসতে বল।

প্রতিহারী ॥ (শিস্ দেয়) এসে যাও, হে প্রশস্তিকারীগণ, সভায় হাজির
হয়ে প্রশস্তিগান গাও.....

[৩ জন বা ২ জন কলের পুতুলের মত এসে মঞ্চের
সামনে সার দিয়ে দাঁড়ায় এবং দম দেওয়া পুতুলের মত
গলা ফুলিয়ে গান গায়]

প্রশস্তিকারীগণ ॥ জয় জয় জয় ! গাহ মহামন্ত্রীর জয়।

দেশের তিনি হাল ধরেছেন, আর নাইকো ভয়।

দুঃখ কষ্ট যাবে মিটে

ভোরের আলো উঠবে ফুটে

সন্তানদের মিলবে ঘুঁটে

অভাব পাবে নয় ॥

গাহ মহামন্ত্রীর জয় ॥

[গানের শেষে গায়কগণ পুতুলের মতই চলে যায়]

মহামন্ত্রী ॥ না না এসবের কি দরকার ছিল। আমার আবার জয়গান কেন ?

চাকের বাড়ি

আমি কে? জনগণ আর দেশের দীন সেবক রাজ। প্রজাদের
প্রতিনিধি আর রাজার নির্দেশ পালন করা ছাড়া আর কিছুই আমি
করতে পারি না! লেবা করা ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারি—কি
বল হে!

প্রতিহারী। কিন্তু স্ত্রার, রাজা—

মহামন্ত্রী। চোপ্—(প্রচণ্ড ধমকে প্রতিহারী বিবম খায়) আদার ব্যাপারী
আহাজের খবর রাখতে যেও না। এ সব আমি মোটে দেখতে পারি না।
তুমি মাঝে মাঝে বেশী কথা বল। এমন করলে তোমাকে আর স্বপ্নে
বহাল রাখা যাবে না। তোমাকে আমি—

প্রতিহারী। বাস্, বাস্! আর এগোবেন না স্ত্রার। এতেই আমার এগারটা
বেজে গেছে। মরে যাব স্ত্রার, ছেলেমেয়ে নিয়ে একেবারে পথে বলব।
জানেন তো স্ত্রার, পরিবার-পরিকল্পনা আমাদের কালে না থাকার জন্তে
ষেটের মুখে হুড়ি জ্বলে আমার ১৪টি সন্তান। এবার কার মত—

মহামন্ত্রী। ঠিক আছে ঠিক আছে। তোমাকে আর বংশতালিকা প্রকাশ
করে কাঁড়নি গাইতে হবে না। তোমাকে না হাজারবার বলেছি—কথা
কম কাজ বেশী।

প্রতিহারী। কিন্তু স্ত্রার, ঐ কাজ বেশী করতে গিয়েই তো—চোদ্দ

মহামন্ত্রী। আরে যুর্থ! ও কাজ নয়। দেশের কাজ, দেশের কাজ। নিজের
কাজ নয় আহম্মক—বুঝলে?

প্রতিহারী। জলের মত। এরপর থেকে আর মুখই খুলব না।

মহামন্ত্রী। জেনে রাখ, এ দেশে রাজাই সব। কিন্তু আমরা থাকতে রাজা
কষ্ট করবেন কেন? রাজা এবং প্রজার প্রতিনিধি হিসাবে আমরা রাজ্যের
উন্নতির জন্যে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করব। এইটাই আমাদের
ব্রত। রাজা পরিকল্পনা করবেন, নির্দেশ করবেন, আজ্ঞা করবেন আর
আমরা তার সার্থক রূপ দেব। এইটাই রীতি এবং বিধি।

১ম অমাত্য। অবশ্যই, অবশ্যই।

২য় অমাত্য। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মহামন্ত্রীর
নির্দেশনামাত্র সব কিছুই সয়লভাবে বর্ণিত আছে। এখন মহা আইন

জারী আছে। রাজ্যে চরম শান্তি বিরাজ করছে। মুখ বুজে কঠোর
জব্বের দ্বারা সকল দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা দূর করতে হবে। এর কোন
বিকল্প আর কিছুই নেই।

১ম অমাত্য ॥ জ্বর আমাদের হবেই। মহা আইন দেশের রক্ষাকবচ। এই
স্বযোগে দেশকে শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও মহান করে তুলতে হবে।
যারা এর বিরোধিতা করবে বা বাধা দেবে তারা দেশত্রোহী। তাদের
চরম শাস্তি দিতে হবে। এ' দেশে তাদের স্থান নেই। কি বলুন স্ত্রার,
ঠিক বলিনি ?

মহামন্ত্রী ॥ হুম্.....(কি যেন চিন্তা করেন) তোমরা একটু চুপ কর।
আমার মগজে কি যেন একটা উ'কি খু'কি মারছে। কি যেন.....
আমি একটু চিন্তা করব.....

২য় অমাত্য ॥ (ব্যস্ততা প্রকাশ করে) ওরে সবাইকে চুপ করে থাকতে
বল। প্রতিহারী! সাইরেন বাজিয়ে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে দেওয়া
হোক, মহামন্ত্রী চিন্তা করতে শুরু করেছেন।

[প্রতিহারী তাড়াতাড়ি চলে যায়। একটু পরে বাইরে সাইরেনের শব্দ
শোনা যায়। মহামন্ত্রী পদচারণা করতে থাকেন। অমাত্যগণ সশঙ্ক ভঙ্গীতে
নিঃশব্দে মহামন্ত্রীকে লক্ষ্য করতে থাকে]

মহামন্ত্রী ॥ হ্যাঁ,—আমার চিন্তা করা আপাততঃ শেষ। এরপর আমি একটু
আলোচনা করব।

[প্রতিহারী প্রবেশ করে]

১ম অমাত্য ॥ হ্যাঁ স্ত্রার, আলোচনা করুন। আমরা প্রস্তুত।

প্রতিহারী ॥ তাহলে কি অল কিলিয়ার সাইরেন বাজাতে বলব ?

মহামন্ত্রী ॥ খবদার নয়। আচ্ছা আদ্বন্দ্বক দেখছি! এই সঙ্কটময় অবস্থায়
রাজ্যে কক্ষণও অল কিলিয়ার সাইরেন বাজবে না, বুঝলে ? প্রজাদের
সবসময়েই আশঙ্কাময় অবস্থায় রাখতে হবে। ওদের বিভূঢ় করে না রাখলে
বিরোধী, কুচক্রীরা আবার সুযোগ নিতে পারে। এইটুকুও কি তোমাদের
মাথায় আসে না ?

প্রতিহারী ॥ মাথাটার জন্তেই কিছু হোল না, স্ত্রার! ধড়ের উপর বেশ বলে

আছে অথচ কিছুই করতে পারছে না। ঐ জন্তেই তো সারাজীবন
প্রতিহারীই হয়ে রইলাম আর আমার চেয়ে বারী জুনিয়ার তারা.....

মহামন্ত্রী ॥ থাক থাক, ওসব কথা থাক। মোটকথা কথায়, কাজে আচারে
বিচারে এমন কিছু করবে না যে ওরা আবার স্বযোগ পায়। অনেক
কৌশলে ওদের দমন করা হয়েছে, তাই বলে ভেব না ওরা শেষ হয়ে গেছে।
ফাঁক পেলেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই তো তোমাদের বারবার
বোঝাচ্ছি যে কোন কিছুতেই বেসামাল হলে বলবে না।

২য় অমাত্য ॥ সত্যিই স্ত্রার, আপনার দূরদৃষ্টির তুলনা মেলে না। আপনার
মত এমন একজন বিচক্ষণ নেতা পেয়ে দেশ ধন্য।

১ম অমাত্য ॥ এবং আমরাও।

২য় অমাত্য। আমরা যতই দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি।

মহামন্ত্রী ॥ শুধু দেখলেই হবে না, কাজ করতে হবে। আমার কার্যক্রম
আর নির্দেশবাণী জনগণের কানের ফুটো ভেদ করে মনের মধ্যে গোঁথে
দিতে হবে। এরজন্যে রাজ্যময় এক বিশেষ প্রচার অভিযান চালানোর
পরিকল্পনা গ্রহণ করতে প্রচারমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছি। প্রতিহারী—
প্রচারমন্ত্রীকে সভায় আসতে বলা হোক।

প্রতিহারী ॥ যথী আজ্ঞা, স্ত্রার—[প্রতিহারী চলে যায়]

মহামন্ত্রী ॥ ওহন, মহামাত্যগণ! এই কর্মযজ্ঞের সার্থক রূপায়ণ কেবলমাত্র
মন্ত্রীগণ বা দরকারী ব্যবহার দ্বারা সম্ভব নয়। আমাদের এবং প্রজাদের
সমবেত এবং নিরলস প্রচেষ্টা চাই! বিরোধী পক্ষ ইতিমধ্যেই অপপ্রচার
দ্বারা বেশ কিছু প্রজাদের বিপথগামী করে তুলেছে। তাই প্রজাদের বাগ
মানিয়ে বাধ্য করাতে আপনাদের অল্পরক্ত ভক্তবাহিনীকে কাজে লাগাতে
হবে। দরকার হলে বলপ্রয়োগ করতেও দ্বিধা করা হবে না।

১ম অমাত্য ॥ আপনার নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আমরা ইতিমধ্যেই ভক্ত
বাহিনীকে কাজে লাগিয়েছি। দেশময় জাল ও বিভীষিকার সঞ্চার হয়েছে।

২য় অমাত্য ॥ প্রজাগণ ভয়ে বোবা হয়ে গেছে। অন্যায়ের প্রতিবাদ দূরে
থাক মুখ বুজে অন্যায়কেই মেনে নিচ্ছে। কিন্তু একটু মুক্তিলাভ হয়েছে যে

স্ত্রার—

মহামন্ত্রী ॥ মুন্সিল ? মুন্সিল হ'ল কেন !

২য় অমাত্য ॥ স্যার, আমাদের ভক্ত পরিষদের সক্রিয় সভাপতির চাৰা রাখতে
—ইয়ে মানে বুঝতেই পারছেন, একটু বেশী করে মাল মশলা আর রসদের
দরকার হয়ে পড়েছে ।

১ম অমাত্য ॥ মানে এতদিন যে কোটা ছিল তাতে কুলাচ্ছে না ।

মহামন্ত্রী ॥ ও নিয়ে তোমাদের ভাবনার কোন কারণ নেই । আমি এর
মধ্যেই নেশার উপকরণ এবং অস্ত্রশস্ত্রের কোটা বাড়িয়ে দিতে বলেছি ।
কোন চিন্তা নেই । ভক্ত বাহিনীকে কাজ করে যেতে বল, তাদের যাযা
দরকার দেশে তার কোন অভাব নেই ।

২য় অমাত্য ॥ আমরা জানতাম, এ বিষয়েও আপনি নিশ্চয় ভেবেচিন্তে সব
ঠিক করে রেখেছেন ।

মহামন্ত্রী ॥ শুধু তাই নয়, তারা যাতে নির্বিঘ্নে এবং নিঃসঙ্কোচে কাজ করতে
পারে তার জন্যে আগেভাগেই মহালচিব, মহারক্ষক এবং মহাখাজাকীকে
যথাযথ নির্দেশ দিয়ে রেখেছি । কাজের যথাযথ মূল্য দেওয়া হবে ।

১ম অমাত্য ॥ না স্যার, আমাদের কোন চিন্তা নেই । এবার আমরা এবং
আমাদের ভক্ত বাহিনী জানপ্রাণ দিয়ে কাজ করে যাব ।

২য় অমাত্য ॥ সত্যি আমরা কত নিশ্চিন্ত ! যেন পর্বতের আড়ালে রয়েছে ।
এ' এক পরম সৌভাগ্য । প্রতিহারী প্রতিহারী—

১ম অমাত্য ॥ প্রতিহারী প্রচারমন্ত্রীকে ডাকতে গিয়েছে । কি দরকার ?

২য় অমাত্য ॥ প্রশস্তিকারীদের আর একবার সভায় আসতে বলার প্রয়োজন ।
ক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে । আপনিই ওদের খবর দিন ।

১ম অমাত্য ॥ বটেই তো । এই যে আমি ডাকছি ওদের (এগিয়ে গিয়ে
ডাকে) কে হে—তোমরা আবার সভায় এসে জয়মালা অলুঠানে বন্দনা-
গীতি গাও...

[আবার সেই প্রশস্তিকারীগণ আগের মত ভকীতে সভায়
এসে গান গায় ।]

প্রশস্তিকারীগণ ॥ জয় জয় জয়, গাহ মহামন্ত্রীর জয় ।

তার কপাতে আসবে হুথ হুথ পাবে লয় ॥

রাজ্য জুড়ে কর্মকাণ্ড হয়ে গেছে ছক
পুকুরেতে খেলবে ইলিশ, চড়বে পাছে গরু
তাই ধন্য মহামন্ত্রী আর ধন্য এই দেশ
তিনিই দেশের মুক্তি দূর্ব, তিনিই পরবেশ ।

আহা বেশ, বেশ. আহা বেশ, বেশ, বেশ ।

[প্রায়ক গনের প্রশংসা]

মহামন্ত্রী । প্রচারমন্ত্রীর এত দেরি হচ্ছে কেন ? কি ব্যাপার ?

১ম অমাত্য । ঐ তো স্ত্রার, উনি আসছেন । সঙ্গে আরও কে কে বেন
আছেন ।

[প্রচারমন্ত্রী ও প্রতিহারী স্ত্রার এসে মহামন্ত্রীকে
অভিবাদন জানায়]

প্রঃ মন্ত্রী । মহামন্ত্রীর জন্ম হোক !

মহামন্ত্রী । এই যে প্রচারমন্ত্রী, তোমার কথাই ভাবছিলাম—

প্রঃ মন্ত্রী । (ভয়ে ভয়ে) কেন স্ত্রার, তবে কি আমাকে পদত্যাগ পত্র দাখিল
করতে হবে ।

মহামন্ত্রী । না না ওসব ব্যাপার নয় । প্রচারের ব্যাপারে কতদূর এগোলে
এবং কতদূর কি করেছে। এবং কি করতে চাও স্ত্রার বিশদ বিবরণ চাই ।
এ ব্যাপারে বিস্তারিত পরামর্শ করতেই তোমাকে ডেকেছি ।

প্রঃ মন্ত্রী । এতো পরম সৌভাগ্য ! কিন্তু স্ত্রার, কোন চিন্তা করবেন না ।
আমি সব পাকাপোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি । আপনার আশীর্বাদে
দায়িত্ব পেয়েছি যখন, তখন আপনাকে খুশী করার মতোই কাজ করবো ।
সব কিছু বিবরণ এবং নমুনা দেখলে আপনি নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন ।
এ আমি হৃদয় করে বলতে পারি ।

মহামন্ত্রী । তাই নাকি ! তা কি রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ?

প্রঃ মন্ত্রী । আজ্ঞে স্ত্রার, মহামতি গোয়েবলের দর্শন অস্থায়ী আমি সমস্ত
প্রচার ব্যবস্থার ছক করে ফেলেছি ।

মহামন্ত্রী । গোয়েবল ! সে আবার কে ?

১ম অমাত্য । ফুটবল, ক্যান্ডিলের বল, দুর্বল, সবল এসব তো শুনেছি গোয়ে—

প্রঃ মন্ত্রী ॥ খামুন আপনারা—ময়ের দেওয়ালের বাইরে জগৎটা যে কত বড়
তা তো কোনদিন জানলেন না, তাই এ ধরনের কথাবার্তা বলছেন।

মহামন্ত্রী ॥ আহা-হা—সকলে সব কিছু জানে না। তুমিই বল না কে ঐ
মহামতি গোয়েবল ?

প্রঃ মন্ত্রী ॥ (মাথা চুলকে) কে তা সঠিক ভাবে জানা যায় নি—কারণ
সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ ঘেঁটেও তাঁর হৃদিশ মেলেনি।
তবে, আমার সচিবকে অঙ্কের বইগুলো ভাল করে খুঁজে দেখতে বলেছি।
মনে হয় ওতেই মিলবে।

মহামন্ত্রী ॥ তা সে চুলোয় থাকগে বাক্! নামে কি আসে যায়? তা তাঁর
দর্শন কি বলছে?

প্রঃ মন্ত্রী ॥ বলছে—একটা মিথ্যাকে যদি ‘সত্যি’ ‘সত্যি’ বলে বারবার নানা
কায়দায়, নানা কৌশলে প্রচার করা যায় তবে, মিথ্যাকেও লোকে সত্যি
বলে মেনে নেয়। অর্থাৎ প্রচারের কৌশলে মানুষকে বোকা বানানো
সম্ভব। এটা নাকি ঐ মহামতি পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করে পৃথিবী
খ্যাত হয়েছেন।

মহামন্ত্রী ॥ তাই নাকি! তাহলে তো এটা একটা অভূত দর্শন!

১ম অমাত্য ॥ দিব্যদর্শনও বলতে পারেন।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ তা বলতে পারেন। আমিও পরীক্ষা করে হাতে হাতে ফল
পেরেছি।

মহামন্ত্রী ॥ কি রকম? কি রকম?

প্রঃ মন্ত্রী ॥ বিগত রাজ্যব্যাপী পরিবহন ধর্মঘটের সমস্ত বেতার মারফৎ অহরহ
প্রচার করা হয়েছিল যে সব গাড়ী ঠিকমত চলছে, ধর্মঘট কার্খতঃ ব্যর্থ
হয়ে গেছে—এতে কর্মীদের মনোবল ভাঙতে থাকে এবং কেপে কেপে
কাজে যোগদান করতে থাকে। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল মিথ্যা
প্রচারের দ্বারা ধর্মঘট ভেঙে দেওয়া গেছে।

মহামন্ত্রী ॥ হ্যাঁ এতে তুমি সফল হয়েছিলে বটে! এরজন্তে অবশ্য তোমাকে
আমি পুরস্কৃত করেছিলাম।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ হ্যাঁ মহামন্ত্রী। সব সাক্ষ্যই ঐ মহামতি গোয়েবলের দর্শনের জন্ত।

চাকের বাড়ি

১৫৩

মহামন্ত্রী । হুম্—প্রতিহারী ! শিল্পমন্ত্রীকে বলে দিও যে এই মহামতি গুয়েবল
না কি যেন নাম, তাঁর একটা আবক্ষ মূর্তি মহা রাজপথের সংযোগস্থলে
অবিলম্বে স্থাপন করতে ।

প্রঃ মন্ত্রী । কিন্তু স্মার, মূর্তি তৈরী করবে কি করে ? ওঁর কোন ছবি পাওয়া
যায় নি যে !

মহামন্ত্রী । তাতে কি হয়েছে । আন্দাজ মত করলেই হবে । মূর্তির তলার
নামটা বড় করে লিখে দিলেই হবে । বুঝলে ?

২য় অমাত্য । অভাবনীয় সমাধান !

১ম অমাত্য । এই অন্তেই তো আমরা মহামন্ত্রীকে আমাদের মুক্তিদূর্ব বলে
আখ্যা দিয়েছি ।

২য় অমাত্য । সত্যিই আমরা ধন্য । সৌভাগ্যবান !

মহামন্ত্রী । যাক্—এখন কাজের কথা হোক । যে কথা বলছিলাম (থেমে
গিয়ে মনে করতে থাকেন)... কি কথা বলছিলাম ?

প্রতিহারী । আমি বলব স্মার ?

মহামন্ত্রী । তুমি !

প্রতিহারী । অনেককণ থেকে চূপ করে আছি, স্মার । অমাত্যদের জন্তে
একদম স্তব্ধ হওয়া পাজি না ।

মহামন্ত্রী । বেশ, স্তব্ধ হওয়া দিলাম । বল, তুমিই বল ।

প্রতিহারী । আপনি প্রচার অভিযানের কথা বলছিলেন, স্মার ।

মহামন্ত্রী । বাঃ ! তোমার স্মরণশক্তি তো বেশ ! ঠিক ধরিয়ে দিয়েছে ।

উত্তর—বর্তমান সেনাধ্যক্ষ নিতান্তই বুদ্ধ হয়েছেন, চিন্তা করছি
তোমাকেই...

প্রতিহারী । আর বলতে হবে না স্মার, এতেই আমার হৃদয় ধ্বংস
করতে শুরু করেছে ! এখন স্মার, আমাকে অন্তত কিছুকণের জন্তে ছুটি
দিন ।

মহামন্ত্রী । কেন, ছুটি কেন ? এই সঙ্কটময় অবস্থায় ছুটি কি হবে ?

প্রতিহারী । স্মার, পদোন্নতির খবরটা আমার গৃহিনীকে চট করে জানিয়ে
আসতাম । চিরকাল একই পদে বহাল আছি আর এই পদে উৎকোচ

নেওয়ার কোন সুযোগ না থাকায় আমার পারিবারিক অবস্থাও খুব
সঙ্কটপূর্ণ। তাই এমন একটা সুখবর—

মহামন্ত্রী। বাজে বকো না। ওসব ভাকামী করার অনেক সময় পাবে।

বাও, বাও—নিভের কাজে বাও। হ্যা, কি খেন—

প্রতিহারী। প্রচার অভিযান, স্তার।

মহামন্ত্রী। প্রচার—হ্যা। প্রচার মন্ত্রী, তোমার ঐ মহামতিয় দর্শন অল্পব্যয়ী
কিভাবে প্রচার ব্যবস্থা করেছে, একটা খসড়া বিবরণ দাও তো, দেখি—

প্রঃ মন্ত্রী। বিবরণ কেন স্তার? মহড়ার সাহায্যে চাক্ষুষ নমুনা প্রদর্শন
করিয়ে দিতে পারি। এখন অল্পমতি দিলেই হয়।

মহামন্ত্রী। তাই নাকি? তাহলে তো বেশ ভালই হয়। বেশ—তুমি
প্রদর্শনের ব্যবস্থা করো, আমরা সবাই দেখবো।

[প্রচার মন্ত্রী একপাশে সরে গিয়ে ঘণ্টা বাজালে তিনজন মঞ্চে প্রবেশ
করে। প্রথমজন খবর-কাগজের টুকরো সাঁটা পাক্কামা ও পাক্কাবী এবং
মাথায় খবরের কাগজের চোকা টুপি—ইনি বিলম্বাদবাবু। দ্বিতীয়জন
হাওরাই শার্ট ও প্যান্ট গলায় একটা পীচবোর্ডের ব্যানার ঝোলান তাতে
রেডিওর ছবি এবং তাতে ‘পাংগুবানী’ লেখা—ইনি হলেন বেতার ভূষণ।
তৃতীয়জন কোট প্যান্ট এবং টাই পরা গলায় ঝোলানো ব্যানারে TV
Set-এর ছবি এবং তাতে TB কথা কেটে TV লেখা—ইনি হলেন
Mr. TV। এরা মঞ্চের পিছনে সারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়]

মহামন্ত্রী। এরা আবার কারা?

প্রঃ মন্ত্রী। এরাই আমার প্রধান হাতিয়ার। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, স্তার—
ইনি হচ্ছেন বিলম্বাদবাবু, রাজ্যের সংবাদ সংস্থার সভাপতি এবং
তিনটি প্রধান সংবাদ পত্রের মালিক। ইনি হলেন বেতারভূষণ বাবু,
রাজ্যের বেতার করপোরেশনের চেয়ারম্যান। আর ইনি আমাদের
রাজ্য নবাগত অর্থাৎ দূরদর্শন সংস্থার ডিরেক্টর Mr. TB না, না,
Mr. TV.

মহামন্ত্রী। পরিচয় পেয়ে খুশী হলাম। কিন্তু এঁরা এখানে কি করবেন?

প্রঃ মন্ত্রী। (হেসে) একটু ধৈর্য ধরুন স্তার। সবই সচক্রে দেখতে পাবেন।

চাকের বাড়ি

এঁরাই বুঝিয়ে দেবে আমার পরিকল্পনার চং। নিন্, বিসংবাদবাবু, আপনাই স্বক্ক করন...

[বিসংবাদ লাইন থেকে এক পা এগিয়ে এসে গলা ঝেড়ে বিহি এবং মেয়েলী কণ্ঠে বলতে শুরু করেন...]

বিসংবাদ ॥ রাজার নামে, মহাআইনের নির্দেশ অহুযারী রাজ্যের সমস্ত সংবাদ প্রচার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মহামন্ত্রী কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মিথ্যাচার নামক এক কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠিত হয়েছে। সংবাদ ব্যবসায়ীদের কাছে মহামন্ত্রীর গোপন নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সম্পাদকদের ডেকে এনে নরমে গরমে কড়কে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বলা হয়েছে যে তাঁরা যেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে বলে সোচ্চার হন। এদিকে সংবাদপত্রের এবং সাংবাদিকতার স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কাগজে কাগজে মহামন্ত্রীর এবং তাঁর কর্মসূচীর গুণগান করা ছাড়া অন্য কথা প্রচারিত হবে না। মহা আইনের ফলে রাজ্যময় অকৃতপূর্ব উন্নতি হচ্ছে—এটা বিশেষ ভাবে প্রচার করতে হবে। অবশ্য ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বিক্রয়মাত্রা বজায় রাখতে এবং রাজ্য-বাসীগণের মানসিকতা ভিন্ন পথে চালিত করার জন্তে কিছু সস্তা, বানানো এবং মুখোরোচক অথচ বিভ্রান্তিকর খবর প্রচারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কিছু ছুঁর্বিনয়ী সাংবাদিক, বাদ্যের বিদেশী চর বলে মনে করা হচ্ছে, তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। বিরোধী পক্ষের ব্যর্থতার অভিরঞ্জিত গালগল্প কৌশলে প্রচার হবে। এ-ছাড়া—

মহামন্ত্রী ॥ বাঃ! বাঃ! বেশ, বেশ। অতি উত্তম ব্যবস্থা। এতেই চলবে। কিন্তু একটা কথা—প্রচার মন্ত্রী, তুমি সব ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে।

[বিসংবাদ আবার লাইনে দাঁড়ায়]

প্রঃ মন্ত্রী ॥ তা আর বলতে। রাজ্যের সবচেয়ে ধুরন্ধর এবং সেরা গুপ্তচর শ্রীকামকে একটা আমদানীকৃত টেলিস্কোপিক বায়নাকুলার দিয়ে নজর রাখতে বলেছি। তাছাড়া, আমার দপ্তরের ছাদের মাথায় একটা শক্তি-শালী র‍্যাডার বসাবো ভাবছি।

মহামন্ত্রী ॥ ওটাতে কি হবে?

প্রঃ মন্ত্রী । সব বড়বড় ধরা পড়ে যাবে ।

মহামন্ত্রী । তাহলে ওটা এক্সুনি বলিয়ে ফেল । হেরি কোর না ।

প্রঃ মন্ত্রী । না ভ্রাতা । হু' একদিনের মধ্যেই বলে যাবে । আমার ভালকের কোম্পানীকে লাইসেন্স দিয়েছি ।

মহামন্ত্রী । বেশ করেছে । এখন আর কি কি দেখাবে, দেখাও—

প্রঃ মন্ত্রী । ই্যা, এই যে । এবার বেতারভূষণ বাবু, আপনি আস্থন । পাণ্ডুবাবীকে কিভাবে কাজে লাগানো হবে তার বর্ণনা দিন ।

[বেতারভূষণ এগিয়ে এসে রেডিওতে সংবাদ পাঠ করার ভঙ্গীতে হুহু করে বলতে থাকেন...]

বেতারভূষণ ॥ রাজ্যময় এক সঙ্কটময় অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার মহামন্ত্রী মহাআইন জারি করে দেশরক্ষা করেছেন । রাজ্যের বেতার সংস্থা, পাণ্ডুবাবীর সব অল্পটান সৃষ্টি বাতিল করে দিয়ে মহামন্ত্রীর মহান কর্মসূচী এবং তাঁর অমোঘবাণী সমর্থনায় প্রচার করা হবে । রাজ্যের উন্নতির কথা এমন ভাবে প্রজাদের কানে তুলে দেওয়া হবে যেন তারা ঘুমালেও ঐ স্বর শুদ্ধিত হয় । খ্যাত, অখ্যাত এবং কুখ্যাত নাট্যকার, শিল্পী এবং ভাষ্যকারদের দিয়ে ফরমাসেসী কথিকা, নাটক সঙ্গীত ইত্যাদির সাহায্যে রাজ্যের উন্নতির কল্পচিত্র তুলে ধরা হবে । মহামন্ত্রী এবং তাঁর কর্মসূচীর গুণগান প্রচারের জন্য ভাল ভাল গায়ক-গায়িকাকে দিয়ে জোর করে বন্দনা গান প্রচারিত হবে । এক কথায় পাণ্ডুবাবীকে মহামন্ত্রীর মহান বাণী প্রচার কেন্দ্রে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ।

মহামন্ত্রী । বাঃ ! এতো তারিফ করার মত ব্যবস্থা ! সাবাস্—

বেতারভূষণ ॥ এ ছাড়াও কিছু সাজানো লোকের সাহায্যে কিছু সাজানো অল্পটান ফারক প্রচার করা হবে যে রাজ্যবাসী পরম সুখে ও শান্তিতে আছে এবং রাজ্যের চরম উন্নতি হচ্ছে ।

মহামন্ত্রী । চমৎকার ! চমৎকার ! কি বল হে অমাত্যগণ ?

অমাত্যগণ ॥ সত্যিই চমৎকার ! সুন্দর এবং প্রশংসনীয় !

মহামন্ত্রী । তাহলে এবার Mr. TB না TV—ওঁর কার্কাখঁটা শোনা যাক ।

[বেতারভূষণ নিজের জায়গায় যায়]

প্রঃ মন্ত্রী ॥ আনুন্ন মিঃ টি. ভি.—আপনি এলে বলুন, দূর দর্শন সংস্থার আমরা
কী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে।

[মিঃ টি. ভি. সাহেবী কার্যদায় এগিয়ে স্ট্রালুট কোরে বলে]

মিঃ টি. ভি. ॥ এ রাজ্যে দূরদর্শন ব্যবস্থা হবে মাত্র সংগঠিত করা হয়েছে।
যদিও এটা খুবই আনকোরা এবং costly but জনগণ এ ব্যাপারে বেশ
উৎসাহী। তাই বেশ কিছু set sell হয়ে গেছে এবং জোর চাহিদা
রয়েছে। সাধারণ প্রজাতির জন্য সরকারী খরচার স্কুল, কলেজ, ক্লাব
এবং সমবায় সমিতি প্রভৃতিকে বেশ কিছু set allot করা হয়েছে।
প্রজাগণ দূরদর্শনে programme দেখার জন্য খুব ভিড় করেছে। এই
সুযোগে নানা Trick Shot এর সাহায্যে রাজ্যের progress এর চিত্র
কৌশলে প্রচার করা হচ্ছে। মহামন্ত্রীর মহান কর্মসূচী illustration
এর সাহায্যে তুলে ধরা হবে যাতে প্রজারা এর জয়গান করতে বাধ্য হয়।

মহামন্ত্রী ॥ বাঃ বাঃ! প্রশংসনীয় প্রচার ব্যবস্থা। আমি তৃপ্ত হয়েছি।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ বলিনি স্যার, আমি একেবারে নিটোল ব্যবস্থা নিয়ে ফেলেছি।

এ ছাড়াও আমি আরও পাঁচ রকম ব্যবস্থা নেব বলে ভেবেছি। দেশের
চলচ্চিত্র শিল্পকে এই প্রচারের ব্যাপারে কাজে লাগাব ঠিক করেছে।

মহামন্ত্রী ॥ তোমার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। তুমি নির্ভয়ে এগিয়ে
যেতে পার। তোমার কাজে আমি 'এতই তৃপ্ত যে আমার যদি মনিহার
খাকতো তবে একনিই তা তোমার গলায় পরিয়ে দিতাম। যাকগে,
আগামী খেতাব-দান উৎসবে তোমাকে একটা বিশেষ খেতাব দেব বলে
মনে করছি।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ তার কোন দরকার নেই, স্যার। আপনার প্রশংসাই আমার পরম
পুরস্কার আর আপনার আস্থাই আমার চরম ঈর্ষিত বস্তু।

মহামন্ত্রী ॥ আচ্ছা, এবার তোমার হাতিয়ারদের আমার সন্তোষ জানিয়ে
প্রদান করতে বল। অস্ত্র গুড় কথা আছে।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ (ওদের ইঙ্গিত করে) মহামন্ত্রী আপনাদের কাজে তৃপ্ত হয়েছেন।
আপনারা প্রদান করে পরিকল্পনা অহুধারী দেশসেবা করুন।

[ওরা তিনজন অভিবাধন করে চলে যায়]

মহামন্ত্রী ॥ 'নাঃ তোমাকে পূর্ণমন্ত্রী না করলে আর চলছে না। তোমরা কি বল—অমাত্যগণ ?

অমাত্যগণ ॥ তাতো বটেই, তা তো বটেই।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ আপনার আশীর্বাদ পেয়ে আমি ধন্য ! এয়ার অহুমতি পেলে আমি আমার দপ্তরে ফিরে বাই—

মহামন্ত্রী ॥ আরে বলোই না—একটু কথাবার্তা, গল্পো-সল্পো করা থাক।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ আজ্ঞে দপ্তরে প্রচুর জরুরী কাজ পড়ে রয়েছে।

মহামন্ত্রী ॥ কি এমন জরুরী কাজ !

প্রঃ মন্ত্রী ॥ এখনই একটা ফ্যাশান শো-এর উদ্বোধন করতে যেতে হবে। আমার শ্রালিকা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে।

মহামন্ত্রী ॥ ফ্যাশান শো ! তোমার শ্রালিকা অপেক্ষা করবে ? ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না তো !

প্রঃ মন্ত্রী ॥ আমার শ্রালিকা ঐ ফ্যাশান শো এর উদ্বোধক আর ঐ ফ্যাশান শোয়ে রাজ্যের শ্রেষ্ঠা সূন্দরীগণ অংশ নেবেন। তাই পূর্ববেক্ষণ করতে যাব ভেবেছি।

মহামন্ত্রী ॥ ফ্যাশান শো পূর্ববেক্ষণ !! এটা কোন জরুরী কাজে লাগাবে ?

প্রঃ মন্ত্রী ॥ আমার দপ্তরে কোন জিনিষ, কখন, কিভাবে কাজে লাগবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। প্রচার এমনি একটা বিষয় যে এখানে জরু থেকে গুরু সবই কাজে লাগতে পারে। তাছাড়া উদ্বোধনী ভাষণে মহামন্ত্রীর নির্দেশ দেশের ফ্যাশান-ব্যবস্থার মধ্যে যে বিপ্লব আনবে সে কথা সমবেত সূন্দরীদের এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক শিল্পপতিদের তুলে ধরব।

মহামন্ত্রী ॥ বাঃ বাঃ ! তবে তো তোমাকে একুনি ছেড়ে দিতে হয়। আমার কাজ নিয়ে কথা। তা তুমি জরুরি লাগাও আর গুরুই লাগাও আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়ে গেল—

প্রঃ মন্ত্রী ॥ কি স্মার ! কি কথা ?

অমাত্যগণ ॥ বলুন স্মার, আমরা শোনার জন্য অধীর।

মহামন্ত্রী ॥ শোন—এই কথটা আমাদের করার দ্বারাখতেই হবে আর তার জন্তে বাস্তবিক্য পরিবর্তন বা আমাদের তত্ত্ব বাহিনীকে সব সময় সামান্য

দিয়ে রাখতে হবে। বহিঃ এদেরকে শিরদাঁড়া বিহীন এবং মগজ বিহীন করে রাখার জন্যে ঢালাও নেশার উপকরণ আর অপসংস্কৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছে তবু এদের বিশ্বাস নেই। কাঁচা মাথা তো—কখন যে কোন দিকে মুখ ফেরাবে তার ঠিক নেই।

১ম অমাত্য ॥ আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছি, স্তার। মুখ ফেরালেই খেংলে দেব।

২য় অমাত্য ॥ আমরা সজাগ আছি, স্তার। ওদের পেছনে আমরা চর ছেড়ে রেখেছি। তাছাড়া ওদের টিকি আমাদের হাতে বাঁধা।

প্রঃ মন্ত্রী ॥ তার মানে !

২য় অমাত্য ॥ মহাবৈজ্ঞানিক প্রেসক্রিপশন মত দাঁওয়াই দিয়ে ওদের আমরা পোষা কুকুরের মত করে রাখব।

১ম অমাত্য ॥ অর্থাৎ ‘ঘেউ’ করতে বললে তবে করবে নৈলে নয়।

মহামন্ত্রী ॥ বা-বা! এ তো দেখছি মোক্ষম দাঁওয়াই।

২য় অমাত্য ॥ না স্তার, বিদেশ থেকে চোরাপথে আমদানী করা হচ্ছে।

মহামন্ত্রী ॥ তা যে পথেই আহুক না কেন কাজ হলেই হোল। তা ওমুখটার নাম কি ?

২য় অমাত্য ॥ এল. এল. ডি, ম্যানডেল, ম্যারিভুয়ানা আরও যেন কি সব। খুব কাজের ওমুখ। খেলে নাকি চোখের সামনে জাল নীল হলদে ছোট ছোট ফুলকি ফুলকি দেখতে পাওয়া যায়। ও নেশা ধরলে আর ছাড়া যায় না। দেবলোক নরলোক সব একাকার হয়ে যায়।

মহামন্ত্রী ॥ তাই না কি! করেকটা এনে দিও তো, পরখ করে দেখব।

১ম অমাত্য ॥ খবরদার স্তার। এখন খাবেন না, মন্ত্রী চলে গেলে মনের দুঃখে না হয় খেয়ে দেখবেন। এখন নয়, স্তার।

মহামন্ত্রী ॥ তা হলে আর হল না পরখ করা। আমার মন্ত্রীও বাবে না
আর—

২য় ॥ অমাত্য ॥ না স্তার, ও ওমুখ পরখ করে কাজ নেই। এসব ঐ ছেলে ছোকরাদেরই ভাল। তবে একটা কুকল আছে এই ওমুখ খেলে।

মহামন্ত্রী ॥ কুকল! কুকল কেন ?

১ম অমাত্য ॥ বেশীদিন এই ওমুখ খেলে দেহ মনের শক্তি একদম কমে যায়।

মহামন্ত্রী । তাহলে বন্ধ করে দাও ওষুধটা । কারণ ওদের শক্তি কমে গেলে
আমরাও নিভে যাব । ওদের জোরেরেই আমাদের জোর—বুঝলে ?

প্রঃ মন্ত্রী । তাহলে ডোজ কমিয়ে দেবেন আর মাঝে মাঝে গাঁজা, চরস,
কোকেন এইসব দৈনন্দিন ভেষজ ব্যবহার করে দেখবেন । এতে কুটির শিল্পের
প্রসার হবে ।

মহামন্ত্রী । হ্যাঁ তাই করো । তা ছাড়া আর হুঁটো উপায় বলি, শুনে রাখ ।
শিক্ষা ব্যবস্থার স্বকোশলে আনতে হবে চরম নৈরাজ্য আর বিশৃঙ্খলা অর্থাৎ
ছাত্ররা লেখাপড়া ছাড়া অন্য সব কিছুই স্বযোগ পাবে । যুবক ও
ছাত্রদের প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত করার নামে অশিক্ষিত করে তুলতে হবে ।
যুব সমাজকে আশা আকাঙ্ক্ষার পিছনে সততই ঘোড়-দৌড়ে রত রাখতে
হবে । সারা বছর উৎসব, মেলা, জলসা ইত্যাদি অল্পটানে ওদের প্রচণ্ড-
ভাবে মাতিয়ে রাখতে হবে ।

১ম অমাত্য । অর্থাৎ তারা তাদের প্রকৃত অস্তিত্ব তুলে ধার—এই তো ?

মহামন্ত্রী । ঠিক ধরেছে । এবার দ্বিতীয় উপায় বলি—এটা হল বিভেদপন্থা
প্রয়োগ অর্থাৎ যুব সমাজকে নানা গোষ্ঠীতে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে
রেখে এক দলকে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে রাখতে হবে । ওদের সদা
সর্বদা বিবদমান রাখতে পারলেই আমাদের কাজ হাসিল হবে । তবে
হ্যাঁ—এই অদৃশ্য হাতের খেলা কোনমতেই বুঝতে দিলে চলবে না ।

২য় অমাত্য । সত্যি সত্যি, এ যা একখানা মতলব বার করেছেন, সত্যিই
জবাব নেই । রাজবৈদ্যের ওষুধের চেয়েও কড়া ।

প্রঃ মন্ত্রী । আপনি সত্যি, বুদ্ধিতে বৃহস্পতিকের ছাড়িয়ে গেলেন দেখছি ।

১ম অমাত্য । সত্যি সত্যি, আপনার তুলনা আপনি নিজে ।

মহামন্ত্রী । (বিগলিত হয়ে) হেঁ-হেঁ-হেঁ—এত প্রশংসা কোর না, গলে যাব ।

১ম অমাত্য । কি যে বলেন, স্যার । প্রশংসা কোথায় ? এতো নিছক
সত্যি কথা ।

২য় অমাত্য । গুণীর গুণগান করার স্বযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না স্যার ।
জীবনে তো আর কিছুই করতে পারলাম না ।

মহামন্ত্রী । ঠিক আছে, ঠিক আছে । (পদচারণা করে) আজ্ঞা, প্রচারমন্ত্রী,

চাকর বাকি

তুমি এখন তোমার শোয়ে যেতে পার। (আবার পদচারণা করতে থাকেন। প্রচার মন্ত্রী চলে যায়। একটু পরে) আজকের মন্ত্রণামতা এখানেই শেষ। অমাত্যগণ তোমরা নিজ নিজ অঞ্চলে চলে যেতে পার। আমি এখন বিদ্রাম করতে যাব। রাজনটী বোধ হয় এতক্ষণে আমার বিদ্রামকুঞ্জে.....

সকলে ॥ মহামন্ত্রীর জর হোক !

[অমাত্যগণ একদিকে এবং মহামন্ত্রী অন্তরিকে চলে যেতে উত্তত হলে আচরকা পাগলা ঘন্টি বেজে ওঠে। সকলে অজানা আশঙ্কায় মধ্যমঞ্চে এসে জড়ো হয়]

মহামন্ত্রী ॥ একি !! মহাঘণ্টা বাজে কেন ! কি হল ! কি হল ! তবে কি আবার....! প্রতিহারী দেখে এসো, শিগগীর দেখে এসো কি অবটন ঘটলো। [প্রতিহারী সবগে চলে যায়]

১ম অমাত্য ॥ ব্যাপার কি ! ঘণ্টা বাজে কেন ! আবার কি কোন... ?

২য় অমাত্য ॥ সেনা বাহিনী বিজ্রাহ ঘোষণা করল না তো !

১ম অমাত্য ॥ তাহলে তো মহাবিশ্ব ! এখনই অস্ত্র রাজ্যে পালাবার পথ খুঁজতে হবে, নতুবা নিস্তার নেই।

২য় অমাত্য ॥ মহামন্ত্রী অবশ্ত আগেভাগেই এসব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছেন। বেনামে অস্ত্র রাজ্যের ব্যাংকে প্রচুর টাকা জমা রাখা আছে। ভাবনার কি আছে ?

১ম অমাত্য ॥ বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। ব্যাপারটা না জানলে কিছুই করা যাচ্ছে না। আমার ভীষণ ভয় করছে, যদি কিছু হয়।

মহামন্ত্রী ॥ আঃ ! চুপ্ করো তোমরা। যত সব মূর্খ, ভীক, অপদার্থের দল ! আজ বাজে চিন্তা না করে লেজ তুলে দেখ এঁড়ে না বক্না ? যত সব মগজ-বিহীন চাটুকায়ের দল।

১ম অমাত্য ॥ রাগ করবেন না, স্যার—কমতা এমনি জিনিস যে ওটা চিরকাল একই হাতে থাকে না। হাত পালটায়। তাই সব সময় আমরা ভয়ে ভয়ে থাকি। মানে, এই গেল, এই গেল মনে হয়, আর ভয়ে মরি।

মহামন্ত্রী । তা এতই যদি ভয় তো বোয়ের আঁচল ধরে বলে থাকলেই পান্ডুতে
এখানে আসা কেন ?

২য় অমাত্য । আজ্ঞে একরকম আঁচল ধরেই তো আছি । সাহসের অভাব
বলেই তো আপনার ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়াই ।

মহামন্ত্রী । (খিঁচিয়ে) তা বেশ করো । এখন চুপ করে থাকো । ব্যাপারটা
আমাকে জানতে দাও । তোমরাই আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছ—কে ?

[প্রতিহারীর সঙ্গে প্রধান গুপ্তচর শ্রীকাকম্ ঢোকে । বিচিত্র পোশাক—
পরনে ধুতি, গায়ে ছাপা ছিটের ফুলশাট, মাথায় বাতুকরের কালো লম্বা
টুপি, চোখে গগলস্, কাঁধে-ঝোলা ব্যাগ, হাতে লম্বা বাইনোকুলার ।
বাবরি চুল ও একমুখ গৌর দাড়ি শ্রীকাকম্ অভিবাদন করে]

শ্রীকাকম্ । মহামন্ত্রীর জয়ম্ হোক !

মহামন্ত্রী । তা হোক । কিন্তু ব্যাপারটা কি ? মহাশয়টা বেজে উঠল কেন ?
সব খুলে বল, শ্রীকাক—

শ্রীকাকম্ । ওটা আমার বাবার নামম্ । ঠাকুরদার নাম ছিল—শ্রী আর
আমার হল অম্ । তাহলেম্ এক ছই আর তিনম্ মিলে আমার সরকারী
নাম দাঁড়াল—শ্রীকাকম্ । আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে এটাই রীতিম্ ।

মহামন্ত্রী । চুলোয় থাক তোমার রীতি ! এখন ব্যাপারটা বল ।

শ্রীকাকম্ । ব্যাপারম্, স্যার বড়ই গুরুতরম্ !!

মহামন্ত্রী । অ্যা ! গুরুতর ! সে কি !!

প্রতিহারী । পেটে আটকে না রেখে, তাড়াতাড়ি সব খুলে বল । দেখছো না
মহামন্ত্রী কত উদ্ভিগ্ন ।

শ্রীকাকম্ । বলছি স্যার, বলছি । (দম নিয়ে) সে এক নিদারুণম্ ব্যাপারম্ !
রাজ্যের পূর্বক্ষেত্রে এক বেরাদপম্ ব্যক্তি মহামন্ত্রীর কর্মযজ্ঞম্ তথা
কর্মকাণ্ডের অপব্যাখ্যায় প্রবৃত্তম্ হয়েছে । কোনমতেই নিবৃত্তম্ করা
যাচ্ছে না । তার এই অপব্যাখ্যায় প্রজারা আকুণ্ঠম্ হচ্ছে আর—

মহামন্ত্রী । সে কি ! নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না কেন ? কোথায় সেই বেরাদপ
ব্যক্তি ? তাকে ধরা হয় নি ?

শ্রীকাকম্ । সে আর বলতে । তাকে কি ছেড়ে রাখা যায় ? সঙ্গে সঙ্গেই

চাকের বাড়ি

গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্দেশ পেলেনই মহামন্ত্রী সারনে হাজির করা হবে।

১ম অমাত্য ॥ তা ঐ ব্যক্তি কি অপব্যাখ্যা করেছে ?

২য় অমাত্য ॥ ব্যক্তিটি বিদেশী চরটির নয় তো ?

শ্রীকাকম্ ॥ নাঃ! ভাল করে ধোঁজ করা হয়েছে। বিদেশী কিংবা বিদেশী কারুর চর নয়। তবে চরচরচমে এরকম উৎপটান ব্যক্তি হয় না।

মহামন্ত্রী ॥ তা সে কি করে বেড়াচ্ছিল ?

শ্রীকাকম্ ॥ প্রজাগণকে বলছে যে মহামন্ত্রীর সব কিছুই তাঁওতাম্। মহামন্ত্রী যা কিছু করছেন বা বলছেন তা সবই মিথ্যাম্। কর্মহুচীম্—তাঁওতাম্, মহামাইন তাঁওতাম্। রাজ্যের উন্নতিম্—তাঁওতাম্। আসলে প্রজারা অষ্টরুডাম্ পাবে, আর কিছুই নয়। এইসব শুনে বেশ কিছু প্রজাম্ অলরেডীম্ তাঁওতা, তাঁওতা বলে চিংকারম্ শুরু করেছে। তাহলেই বুঝুন, কি সাংঘাতিকম্ ব্যাপারম্।

১ম অমাত্য ॥ সর্বনাশম্ বলে সর্বনাশম্! এ এক মহাছোঁয়াচে রোগম্। চুলকানির মত দ্রুতম্ ছড়িয়ে পড়ে। তাই তো ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু—

মহামন্ত্রী ॥ তা ওকে বিশেষ বিশেষ দাঁওরাই দেওয়া হয়েছে কি ?

শ্রীকাকম্ ॥ সব চেটাই ব্যর্থম্ হয়েছে, স্যার।

১ম অমাত্য ॥ সে কি! ব্যর্থ হল কেন ?

শ্রীকাকম্ ॥ যানে ঔষধম্ কাজে লাগছে না। মারন, উচাটন, উৎপাটন ইত্যাদি তাজিক দাঁওরাই এবং বৈকব মতে ধোলাই প্রভৃতি করা হয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তার সেই একই কথাম্—‘সব তাঁওতাম্’। খামানো যাচ্ছে না, দাঁওরাই দিলে বরং বেড়েই যাচ্ছে।

মহামন্ত্রী ॥ মহাক্যালার দেখছি। ব্যক্তিটি তো সাধারণ প্রজা নয়। অমাত্যগণ! তোমরাও চিন্তা কর। সবাই মিলে একটা মতলব বার করতেই হবে, নতুবা সমূহ বিপদ!

১ম অমাত্য ॥ ওকে মেরে কেলেই তো ল্যাঠা চুকে যায় ?

প্রতিহারী ॥ তা কি করে হবে? মহামন্ত্রী প্রজাতন্ত্রের মহিমা যে কালিমালিপ্ত হবে।

মহামন্ত্রী ॥ ঠিক বলেছো। মারা চলবে না। না যেহেতু অন্য ভাবে ওর মুখ বন্ধ করতেই হবে।

শ্রীকাকম্ ॥ এ ব্যাপারে কঠোরম্ হওয়া একটু মুশ্কিল আছে। কারণ ব্যক্তিটির দেশে ও বিদেশে বখেঠম্ খ্যাতি আছে। তাই ওর উপর অত্যাচারম্ হলে প্রতিক্রিয়াম্ হতে পারে।

মহামন্ত্রী ॥ হুম্—এটাও ভাববার কথা। এমন কিছু করতে হবে যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে।

শ্রীকাকম্ ॥ হ্যা, স্যার। লোকটিকে পূর্বক্ষেত্রের প্রজাগণম্ এক বিশেষ চোখে দেখে। তাই খুব সাবধানে অগ্রসরম্ হতে হবে। লোক জানাজানি হলে বিজ্রোহের আশঙ্কাম্ রয়েছে।

২য় অমাত্য ॥ ওকে পাগল বলে পাগলা-গারদে পুরে রাখলেই হয়।

শ্রীকাকম্ ॥ তা কি করে হয়। হুম্ লোককে হঠাৎ পাগলম্ বললেই লোকে বিশ্বাসম্ করবে কেন?

১য় অমাত্য ॥ তা হলে এক কাজ করা হোক—খানিকটা সিমেন্ট গুলে ওকে খাইয়ে দেওয়া হোক। খানিক পরে কংক্রীট হয়ে গেলে বাছাধনের মুখ দিয়ে আর কথা বেরোবে না। ব্যস্, মহামন্ত্রীর নির্দেশে করাও শেষ হবে।

মহামন্ত্রী ॥ বাঃ! খাসা বুদ্ধি! চমৎকার লীডম্। প্রস্তাব কার্বে পরিণত করা হোক। প্রতিহারী এক বালতি সিমেন্ট গুলে নিয়ে এসো আর শ্রীকাক, তুমি গেই বেয়াদপ লোকটিকে এখানে এনে হাজির করো।

শ্রীকাকম্ ॥ কিছু স্যার, একটা কথাম্...

মহামন্ত্রী ॥ কোন কথা নয়। হাজার বার তোমাদের বলেছি না, এই লক্ষটকালে কথা কম কাজ বেশী। যাও, আদেশ পালন করো।

শ্রীকাকম্ ॥ তব আজ্ঞাম্ শিরোধার্যম্, স্যার।

[শ্রীকাকম্ ও প্রতিহারী চলে যায়। মহামন্ত্রী পদচারণা করতে থাকেন]

২য় অমাত্য ॥ সিমেন্ট খাওয়ালে হবে তো? যদি হজম করে ফেলে কিংবা
বমি করে বার করে দেয়?

১য় অমাত্য ॥ তা কেন হবে? মুখ চেপে ধরে রাখতে হবে।

২য় অমাত্য ॥ এক কাজ করলে হয় না? ওকে তুতাক করে বোবা করে
দিলেও তো হয়।

১য় অমাত্য ॥ তাও হয়। সিমেন্টে কাজ না হলে তখন না হয় ওবা ডেকে
তুতাকের ব্যবস্থা করা যাবে। চূপ—ঐ তো আসছে—

[প্রতিহারী এবং ক্রীকাকমের সঙ্গে প্রবেশ করে সোম্য
দর্শন এক আগন্তুক। পরনে ধুতি পাঞ্জাবী, গায়ে
পাটকরা চাদর। সুন্দর পাকা গৌফদাড়ি, চোখে
সোনার ফ্রেমের চশমা। চোখে মুখে দৃঢ়তার ছাপ
অথচ মুখে হাসিটি লেগে আছে। আগন্তুক ধীর
পদক্ষেপে মধ্য মঞ্চে সামনের দিকে এসে দাঁড়ায়]

মহামন্ত্রী ॥ (আগন্তুককে দেখে চমকে ওঠেন) একি! তোমাকে যেন
কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। অথচ...

আগন্তুক ॥ অথচ চিনতে পারছো না, কেমন? তাহলে শোন আমার
পরিচয়। আমাকে তুমি সব সময়ই দেখতে পাচ্ছ তোমার অন্তরায়।
কিন্তু তাঁওতার কুয়াশা সৃষ্টি করে নিজেরই তার জালে দৃষ্টি হারিয়ে
ফেলেছো। তাই দেখেও দেখ না।

মহামন্ত্রী ॥ (ক্রীকাকম্কে) ওরে বাবা! এতো মহাসংঘাতিক লোক! কি
সব উদ্ভট আর বিচ্ছিন্ন কথাবার্তা বলেছে। প্রতিহারী! যাও তাড়াতাড়ি
সিমেন্ট গোল নিয়ে এসো। আর এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না।
হয়তো আরও কি সব বলে ফেলবে। প্রতিহারী—শিগ্গীর যাও।

ক্রীকাকম্ ॥ কিন্তু আমার মনে হয়, ও সিমেন্টও হজম করে ফেলবে।

মহামন্ত্রী ॥ কি বাজে বকছো?

ক্রীকাকম্ ॥ বাজে নয়, স্তার। একদম খাটি কথা। আপনি হয়তো
জানেন না কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী জানেন।

মহামন্ত্রী ॥ ভাকামি রেখে কি জানে তাই বলে?

শ্রীকাকম্ ॥ গত কয়েক বছরম্ রাজ্যবাণীকে কাকর মিশ্রিত খাদ্যম্ বন্টন করা হচ্ছে। প্রজাগণম্ সেই খাদ্যম্ হজম করতে পারছে না বটে কিন্তু কাকর হজম করতে অভ্যস্থম্ হয়ে গেছে। তাই এর পক্ষে সিমেন্ট হজম করা মোটেই অসাধ্যম্ নয়। তাই স্তার...

মহামন্ত্রী ॥ তাই তো বটে! যে কাকর হজম করে ফেলে তাকে সিমেন্ট গোলা খাইয়ে কি হবে। দূর! বাজে মতলব। এখন কি করা যায়!

শ্রীকাকম্ ॥ আমার মনে হয়, লোকটিকে বুঝিয়ে স্বাক্ষিয়ে, লোভ দেখিয়ে কিংবা আদর-আপ্যায়নের দ্বারা বশীভূতম্ করতে হবে। আমরা তো অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সবই ব্যর্থম্। ও একেবারেই বাঁকা বিহারীম্, অর্থাৎ বাঁকা পথে বিহারম্ করে। এখন আপনি যদি—

মহামন্ত্রী ॥ আমি আদর করলে হবে?

১ম অমাত্য ॥ কেন হবে না, স্যার। আপনার আদরে বরফ গলে যায়, ও ছার!

মহামন্ত্রী ॥ তাহলে তোমরা বলছো? তাহলে আদর করি, এঁা?

২য় অমাত্য ॥ হ্যাঁ, স্যার করুন। আপনি আদর করলেই আমরা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেব।

মহামন্ত্রী ॥ বেশ তবে তাই করি। (এক গাল হেসে আপ্যায়ন করেন) হেঁ, হেঁ, হেঁ...এই শোন...

আগন্তক ॥ আবার কোন নতুন ভাঁওতা মাথায় এসেছে বুঝি? কিন্তু সাবধান, যতই তুমি ভাঁওতা দেবে, ঐ ভাঁওতাগুলো ততই তোমাকে পেঁচিয়ে ধরবে আর একদিন ঐ ভাঁওতাগুলোই তোমাকে শেষ করবে।

মহামন্ত্রী ॥ আচ্ছা, তুমি এত অবুঝ আর বেথাগ্না কেন? আমি তোমাকে আদর করছি বুঝতে পারছো না?

আগন্তক ॥ না। কারণ ওটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মহামন্ত্রী ॥ সেকি! কিন্তু আমি যে তোমাদের অন্তে এবং দেশের অন্তে যে প্রাণপাত করছি?

আগন্তক ॥ ওটা ভাঁওতা। আসলে কমতা দখলে রাখার অন্তেই তুমি প্রাণপাত করেছে।

মহামন্ত্রী ॥ তুল ধারণ। যদি হতো তবে রাজ্যের উন্নতি হতো না।

আগন্তক ॥ ধাধো। রাজ্যের উন্নতি? ওটা তো তোমার প্রচণ্ড ভাঁওতা।

মহামন্ত্রী ॥ বাচ্চলে। তাহলে প্রজাদের দুঃখ মোচন?

আগন্তক ॥ ওটাও ভাঁওতা।

মহামন্ত্রী ॥ শিল্প বাণিজ্যের চরম উন্নতি?

আগন্তক ॥ চরম ভাঁওতা।

মহামন্ত্রী ॥ অব্যমূল্য হ্রাস?

আগন্তক ॥ হ্রাসের ভাঁওতা।

মহামন্ত্রী ॥ আরে! বলছো কি! তাহলে আমি কিছুই করিনি?

আগন্তক ॥ অনেক করেছে। ক্ষমতা দখলে রাখতে বা বা করণীয় তা সব করেছে। বাকস্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে আর বিচার ব্যবস্থাকে বানচাল করে মহাআইন জারী করেছে। সারা দেশটাকে কয়েকখানায় পরিণত করেছে। সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের টুঁটি চেপে ধরেছে যাতে সত্য ঘটনা না প্রকাশ পায়।

মহামন্ত্রী ॥ কিন্তু এ সবই দেশের স্বার্থে। বড়বলকারীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতেই হবে।

আগন্তক ॥ আহা-হা দেশের জন্তে তোমার নিজস্ব বড়ই ব্যাঘাত ঘটছে। তাই বুঝি দেশেব অবনতিকে ঢাকতে অবিরাম উন্নতি উন্নতি বলে চিৎকার করে যাচ্ছে? তবে হ্যাঁ, তোমার ভাগ্য ভাল। রাজ্যের বেশির ভাগ মাহুষ সরল আর অশিক্ষিত তাই তোমার ভাঁওতা ধরে ফেলতে দেরি হচ্ছে। তাই বলে ভেবে না কোনদিন ধরা পড়বে না। দিন আসছে.....

মহামন্ত্রী ॥ যাক্গে, তা সে বাঁ হবার হয়েছে। রাগ কোর না, সোনা মানিক! এবার আমি সত্যি সত্যিই উন্নতির ব্যবস্থা করবো। এক কাজ করো না—তুমি আমায় মন্ত্রীসভায় এলো। আমাকে সহায়তা করো—দেখবে একদিন এই দেশ সোনার দেশ হয়ে যাবে।

আগন্তক ॥ তুমি আমাকে লোভ দেখিয়ে বশ করতে চাও? কিন্তু তোমার এই ভাঁওতাতে আমি তুলব না। তুমি আমাকে রাজা করে দিলেও

সহায়তাপাবে না। আমি সহায়তা করব মাহুবেয়—সাধারণ মাহুবেয়, বকিত মাহুবেয়—যাদের ঠকিরে তুমি কবতার চুড়োর বসে আছো।
মহামন্ত্রী ৮. আরে! এ তো সাংঘাতিক লোক! অমাত্যগণ, আদরে বাজ হচ্ছে না যে—কি করা যায়?

১ম অমাত্য ॥ অনাদর করুন, স্যার। চরম অনাদর।

মহামন্ত্রী ॥ হ্যাঁ, চরম অনাদরই করতে হবে। তার মানে, সোজা কথায়, একে খতম করে দেওয়াই বিধেয়। কি বল হে অমাত্যগণ?

অমাত্যগণ ॥ সঠিক সিদ্ধান্ত! অভাবনীয় সমাধান!

আগন্তুক ॥ আমাকে খতম করে কোন ফল হবে না। সত্যকে খতম করা যায় না। সত্য চিরকাল সত্যই থাকে।

অমাত্যগণ ॥ ওহে বাপু! কেন ঝামেলা করছো? মহামন্ত্রীর কথা শোন, ঠেকে সহায়তা কর—মজল হবে।

আগন্তুক ॥ থামো। চাটুকায়, ক্রীবেয় দল! তোমাদের মজল অমজল ঐ শঠ, মহামন্ত্রীর রূপায় হয়। আমার মজল আমি নিজেই তৈরী করতে জানি। স্তত্রাং উপদেশ দিতে যেও না। তোমরা যতই কৌশল কর না কেন, মিথ্যাকে আমি মিথ্যাই বলব। শুধু আমি কেন, সবাই বলবে। সেদিন আর বেশি দূরে নয়।

প্রতিহারী ॥ স্যার, আর দেয়ি নয়। খাঁড়া দিয়ে একে ছুঁকরো করে ফেলি। আমার খাঁড়ায় দারুণ ধার আর হাতটাও নিস্পিস্ করছে। আদেশ করুন স্যার, এক কোপে কেটে ফেলি। এই সুযোগে একবার রণযুঁতি ধরি।

আগন্তুক ॥ বীরত্বটা একটু বেশি দেখিয়ে ফেললে যে প্রতিহারী মশাই। সারা জীবন গোলামী করে করে মাথাটা নীচু করতেই শিখেছো। মাথা উঁচু করে রণযুঁতি ধরবে কি করে? তাছাড়া তোমাদের মাথার উপর কালের অমোঘ খাঁড়া ঝুলছে, তা কি দেখতে পাচ্ছ? কখন যে নেমে আসবে তা যে জানতেও পারবে না।

[এই লম্বা মঞ্চের নেপথ্যে বিভিন্ন কোণ থেকে চাপা ক্রুদ্ধ গুঞ্জন শোনা যায়। সবাই লচকিত হয়। আবার পাগলা বটা বেজে ওঠে]

মহামন্ত্রী । একি ! কোলাহল কিম্বদন্তি । প্রতিহারী—

[প্রতিহারী দ্রুত চলে যায় এবং পরক্ষণেই ফিরে আসে ।]

প্রতিহারী । উত্তর ক্ষেত্রের প্রভাগণ বিস্ময় হয়েছেন । প্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসছেন । তারা চিৎকার করে বলছেন—সব ভাঙতা । ভাঙতাবাদী চলবে না । ওরা খুবই উত্তেজিত ।

মহামন্ত্রী । সেনাবাহিনীকে খবর দাও । ওদের মোকাবিলা করুক ।

প্রতিহারী । খবর তো দেব, কিন্তু যাব কি করে ? প্রাসাদের সিংহদ্বার পর্যন্ত ওরা এসে গেছে যে..... ।

মহামন্ত্রী । তাহলে হট-লাইনে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করো ।

প্রতিহারী । সেখানে যেতে গেলেও তো ওদের মুখোমুখি পড়তে হবে । সে কি করে হবে স্যার ? তার চেয়ে আপনিই চলুন, আমরা না হয় আপনার পিছন পিছন.....

মহামন্ত্রী । (প্রচণ্ড ধমক দিয়ে) আহাশ্বক কোথাকার ! ওদের সামলানোর দায়িত্ব কি আমার ? রাজকার্য সামলাবে তাহলে কে ? তুমি না সেনাধ্যক্ষ ?

অমাত্যগণ ॥ তাহলে এখন কি করা যায়, স্যার ?

আগন্তুক ॥ করার কিছুই নেই । একমাত্র জবাবদিহি করা ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই ।

মহামন্ত্রী ॥ অ্যা—কিছুই করার নেই ? তবে কি ওরা সবাই বিজ্রোহ করেছে ?

আগন্তুক ॥ না । ওরা ওদের ক্ষমতা বুঝতে পেরেছে । তাই তোমাদের হুটিছাড়া ভাঙতার মোহজাল ছিন্ন করে ওদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে ওরা এগিয়ে আসছে । এখন দিন বদলের পালা ।

১ম অমাত্য ॥ তার মানে, আমাদের পালাতে হবে, স্যার ।

২য় অমাত্য ॥ আর দেরি করবেন না, স্যার ।

[আর এক কোণে ত্রুটু গুঞ্জন শোনা যায় । ঘণ্টা বাজে ।

ত্রীকাক্ষী ছুটে বেরিয়ে যায় এবং পরক্ষণেই ফিরে আসে ।]

শ্রীকাকম্ । (উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে) দক্ষিণ ক্ষেত্রের প্রজারাও ঐ একইভাবে
আগুয়ান । ওরা কাঁধে কাঁধে রেখে একতালে এগিয়ে আসছে ।
ব্যাপারম্ হুবিধের নর, স্যার ।

মহামন্ত্রী ॥ বঃ পলায়তি সঃ জীবতি । পালানোই ভাল । চলো সবাই
পালিয়ে বাই ।

[মকের মাঝে পালাবার জন্য সবাই পাগলের মত
ছোটাছুটি শুরু করে দেয় । আগন্তুক কেবল স্মিতহাস্যে
মধ্যমণ্ডে দাঁড়িয়ে ওদের লকৌতুকে লক্ষ্য করেন ।
নেপথ্যে বিস্ফোরণের শব্দ হয় । প্রতিহারী ছুটে যায় এবং
ফিরে এসে খবর দেয় ।]

প্রতিহারী ॥ পশ্চিম ক্ষেত্র, মধ্য ক্ষেত্র সব ক্ষেত্রের অগণিত প্রজারা এগিয়ে
আসছে, স্যার । আর নিস্তার নেই স্যার । দূর থেকে মনে হ'ল
সেনাবাহিনীও ওদের সাথে যোগ দিয়েছে । তাই প্রাসাদের বাইরে
বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ।

[এই সময় ঘন ঘন বিস্ফোরণের আওয়াজ এবং সেই সাথে
জনগণের ক্রুদ্ধ কোলাহল শোনা যায় । মহামন্ত্রী ও
অত্যাচারী পালাবার জন্য মরিয়া হয়ে ছোটাছুটি করতে
থাকে ।]

১ম অমাত্য ॥ মহামন্ত্রী—আমাদের বাঁচান !

২য় অমাত্য ॥ আমাদের রক্ষা করুন !

প্রতিহারী ॥ যা হোক কিছু একটা করুন—নতুবা এবার যারা পড়বে
যে ।

মহামন্ত্রী ॥ আপনি বাঁচলে বাপের নাম । যে যার নিজের ভাবনা ভাব ।
আমি আগে নিজেকে বাঁচাই তারপর তোমাদের । তাইতো কি করি ?
কি করি ? বাই ঐ দিক দিয়ে পালাই—

[একদিকে পালাতে যায় কিন্তু একজন প্রজা প্রবেশ করে
বাধা দেয় ।]

১ম প্রজা ॥ পাপের শাস্তি নেবে না ? পালাবে কোথায় ?

চাকের বাড়ি

মহামন্ত্রী । ওরে বাবা ! এ তো দেখছি একেবারে ঢুকেই পড়েছে । তাহলে
ঐ দিক দিয়ে পালাই—

[অল্প দিকে যায় । সেখানেও একজন ঢুকে বাধা দেয়]

২য় প্রজা । জুলুমের কৈফিয়ৎ হবে না ? যাবে কোথায় ?

মহামন্ত্রী । মরছে ! এদিকেও এসে গেছে । তবে ওদিকে যাই—

[অল্পদিকে গেলে সেখানেও একজন বাধা দেয় ।]

৩য় প্রজা । এখানেও আছি । পালাবার সব পথ বন্ধ ।

মহামন্ত্রী । নাঃ । পালানো গেল না । বুজির সব খেলাই শেষ । কিন্তু
খেলার কি আর শেষ আছে !

[ইতিমধ্যে আরও ২।৪ জন প্রজা এসে ঢোকে এবং হাত
ধরাধরি করে ওদের চারপাশে বৃত্ত রচনা করে । এবার
ঐ বৃত্ত সঙ্কুচিত হতে থাকে । মহামন্ত্রী এবার আজগুবি
ভঙ্গীতে নাচের ছন্দে ছোটদের ‘হাত কাটাকাটি’ বা
‘কুরো কুরো’ খেলা শুরু করে দেন ।]

মহামন্ত্রী । (ছড়ার স্বরে) এই হাতটা কাটলাম...

১ম প্রজা । লাঠি দিয়ে মারলাম ।

মহামন্ত্রী । এই হাতটা কাটলাম.....

২য় প্রজা । ছুরি দিয়ে মারলাম ।

মহামন্ত্রী । এই হাতটা কাটলাম.....

৩য় প্রজা । গলা টিপে মারলাম ।

মহামন্ত্রী । এই হাতটা কাটলাম.....

৪র্থ প্রজা । আগুনে পুড়িয়ে মারলাম ।

মহামন্ত্রী । তাহলে তো সব শেষ । আর কোন আশা নেই । পালাবার
সব চেষ্টাই ব্যর্থ ! হায়রে !

আগন্তক । হ্যাঁ । তোমাদের দিন শেষ । দেখতে পাচ্ছ না তোমাদের বৃত্ত
ছোট হয়ে আসছে । দিন বদলের খেলায় এইবার ধীরে ধীরে তোমরা
বিন্দুতে পরিণত হবে । তারপর একদিন মুছে যাবে নিজেদের
অস্তিত্ব ।

[প্রজাগণের বৃত্ত সংকুচিত হয়ে মহামন্ত্রী ও অমাত্যগণকে জাপ্টে ধরে। সমস্ত মঞ্চের আলো এলোমেলোভাবে ঘুরতে শুরু করে। উত্থান-পতনের ইঙ্গিতসূচক সঙ্গীত শোনা যায়। এর মাঝে আগন্তুক বাদে আর সকলে চলে যায়। আলো স্তব্ধ হয়। আগন্তুক চারিদিকে কাকে বেন খুঁজতে থাকে।]

আগন্তুক। কিন্তু রাজা কোথায়? মহারাজ! মহারাজ! (কি বেন চিন্তা করে) তবে কি আমাদের আশঙ্কাই সত্যি! রাজাকে কি তবে...! (চীৎকার করে ডাকে) মহারাজ! মহারাজ!

[প্রজাগণ ফিরে আসে। ওরাও খুব উদ্বেজিত।]

১ম প্রজা॥ আমাদের রাজা কোথায়? তাঁকে খুঁজে বার করতেই হবে।
চল আমরা খুঁজে বার করি।

২য় প্রজা॥ রাজাকে খুঁজে বার করে শুধাবো তিনি থাকতে কেন এই দুর্দশা?

৩য় প্রজা॥ আমাদের উপর যে অত্যাচার অবিচার হয়েছে তার প্রতিকার চাই।

৪র্থ প্রজা॥ রাজাকে নিশ্চয়ই ঐ শয়তান মহামন্ত্রী বন্দী করে রেখেছে কিংবা.....

১ম প্রজা॥ কালক্ষেপ না করে চলো আমরা তরতর করে খুঁজে দেখি।
প্রাসাদের কোথায় রাজাকে লুকিয়ে রেখেছে। চলো, আর দেরি নয়—

[ওরা সরাই বিভিন্ন দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। একটু পরে একজন ভৃত্য ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে মঞ্চে প্রবেশ করে কিন্তু আগন্তুককে দেখে হঠাৎ পালাতে গেলে আগন্তুক ওকে ধরে ফেলে।]

আগন্তুক। এ কি! পালাচ্ছ কেন? ভয় কি—তুমিও তো সাধারণ মানুষ।
তোমার ভয় কি? তুমিই রাজার প্রধান ভৃত্য—না? তোমাকেই খুঁজছি।
তুমিই বলতে পার, রাজা কোথায়। বলো, রাজা কোথায়? বলো, কোন ভয় নেই তোমার।

ভৃত্য। (সভয়ে চারিদিক দেখে) কিন্তু ওঁরা যদি জানতে পারেন, তাহলে

ছাকের বাজি

১৭৩

আমাকে শেষ করে ফেলবেন ! আমি কিছু জানি না । আমাকে ছেড়ে
দাও ।

আগন্তক ॥ কাদের কথা বলছো ? কাদের ভয়ে তুমি এত ভীত ?

ভৃত্য । ঐ যে আমাদের মহামন্ত্রী, অমাত্যগণ, প্রতiharী...এই সব
রাজপুরুষরা...

আগন্তক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! তুমি দিন বহলের আভাব জানতে পার নি ?
অগণিত অভ্যাচারিত মানুষের জাগরণের গান শুনতে পাও নি ? মহামন্ত্রী,
অমাত্যগণ, প্রতiharী এরা সব তারাদের মত সূর্যের উজ্জ্বল আলোয়
বিলীন হয়ে গেছে । ওদের দিন শেষ । ওরা বিদায় নিয়েছে । আর
আসবে না । তুমি নির্ভয়ে বলো ।

ভৃত্য ॥ তাহলে ওরা আর আসবে না ? আঃ ! বাঁচলাম ! এতদিন পরে
আজ প্রাণ খুলে সব কথা বলতে পারব ! আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে !
আনন্দে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে ! আঃ ! আমি আজ সব বলব, সব
বলব—

আগন্তক ॥ হ্যাঁ, সব বলবে ! বল, রাজার সব কথা বল ।

ভৃত্য ॥ কিন্তু—কিন্তু বলব কি করে ? কান্নায় আমার চোখ ফেটে-জল
আসছে । বুক ফেটে যাচ্ছে । আমাদের রাজাকে—(কান্নায় ভেঙে পড়ে)

আগন্তক ॥ একি ! তুমি কাঁদছো কেন ? কেঁনো না, বল রাজার কথা ।
কি হয়েছে রাজার ?

ভৃত্য ॥ আমাদের রাজাকে ঐ শয়তান মহামন্ত্রী আর তার দলবল ক্ষমতার
আলার পর থেকে ধীরে ধীরে ঘেরে ফেলেছে । চোখের সামনে রাজাকে
মরতে দেখছি । ওদের ভয়ে আমরা মুখ খুলতে পারি নি । লুকিয়ে
চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি নি ।

[এই সময় প্রজাগণ আবার ফিরে আসে ।]

১ম প্রজা ॥ নাঃ ! কোথাও পাওয়া গেল না । আমাদের রাজা নেই ।

২য় প্রজা ॥ সমস্ত প্রাসাদ তর তর করে খুঁজে দেখলাম কিন্তু কোথাও নেই
আমাদের রাজা ।

৩য় প্রজা ॥ রাজা বোধ হয় কোথাও চলে গেছেন ।

আগন্তক । মিথ্যেই তোমরা রাজাকে খুঁজে কিরছো—রাজা নেই ।

১ম প্রজা । রাজা নেই ? কি হয়েছে তাঁর ?

২য় প্রজা । আমরা জানতে চাই রাজার খবর ।

আগন্তক । রাজাকে হত্যা করা হয়েছে । রাজা মৃত ।

৩য় প্রজা । এ্যা ! রাজা মৃত ! হত্যা করা হয়েছে !

ভৃত্য । ঐ শয়তান মহামন্ত্রীর কাজ । ওদের ভয়ে এ সব খবর কেউ প্রকাশ করতে পারে নি ।

২য় প্রজা । কিন্তু আমরা যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে রাজার খবর পেতাম । ছবি ছাপা হ'ত—রাজার বাণী প্রকাশিত হত ?

১ম প্রজা । পাণ্ডুবাগীতে রাজার কণ্ঠস্বর শুনতে পেতাম ?

আগন্তক । বলি নি ? ও সবই ভাঁওতা । মিথ্যে প্রচার । কৌশল মাত্র ।

ভৃত্য । ই্যা । সবই সাজানো । সবাইকে বোকা বানানোর জন্তে ওরা ঐ সব মতলব বার করেছিল । যারা জানতো, তারা ভয়ে বোকা হয়েছিল ।

আজ তোমরা এলে, ওদের দিন শেষ হ'ল । তাই আজ সব জানা গেল ।

অনেক দিন পরে যা এতদিন মনের মধ্যে লুকানো ছিল, বলতে পেরে বুকটা হালকা হলো ।... (কঁাদ কঁাদ করে) জান গো ! ওরা যখন রাজাকে তিল তিল করে মেরে ফেলল, আজীবন তখন খেয়েও তখন আমরা সেই ত্বনের দেনা শোধ করতে পারিনি । ঐ আকস্মিক মরলেও যাবে না গো...ত্বনের দেনা যে শোধ হ'ল না...ত্বনের দেনা...

[কঁাদতে কঁাদতে ভৃত্য চলে যায় । প্রজারা আগন্তকের চারপাশে এসে দাঁড়ায় । ওরা বিমূঢ় ।]

১ম প্রজা । আমাদের রাজা নেই ! তাহলে এই রাজত্ব চলবে কি করে ?

২য় প্রজা । আমরা কার নির্দেশ মেনে চলব ?

৩য় প্রজা । বিধিনিয়ম কার আদেশে নিয়ন্ত্রিত হবে ?

৪র্থ প্রজা । দেশের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল কে বিধান করবে ?

আগন্তক । আচ্ছা—যদি রাজা নাই থাকে তো কি হয় ?

সকলে । তা কি করে হবে ?

১ম প্রজা । রাজা-বিনা-রাজ্য —এ আবার কেমন কথা ?

২য় প্রজা। রাজা বিনা সব রসাতলে যাবে।

আগন্তক। এতদিন তো রাজা ছিল কিন্তু কি হুখে ছিলে তোমরা?

সকলে। সত্যিই তো! আমরা হুখে ছিলাম না।

আগন্তক। তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে এসো আমরা রাজা ছাড়াই রাজ্য চালাই।

সকলে। কিন্তু রাজা ছাড়া রাজত্ব...!

[ওরা পরস্পরে মুখ চাওরাচাওয়ি করতে থাকে।]

আগন্তক। (হেসে) না হে না—রাজা থাকবে। এখন থেকে তুমি, আমি সবাই রাজা। প্রজা আর কেউ থাকবে না। আমাদের শাসন আমরাই করব। আমাদের মঙ্গল আমরাই ভাবব। হুথের দিনে একসাথে হাসব, আর দুঃখে একসাথে কাঁদব। এখন থেকে আমরাই আমাদের রাজা—কেমন?

১ম প্রজা। (হেসে ওঠে) হিঃ হিঃ হিঃ! আমরা সবাই রাজা। এ তো দ্বারক মজার ব্যাপার।

আগন্তক। হ্যাঁ, এখন থেকে আমরা আমাদের এই রাজ্যকে মজার রাজত্বে পরিণত করবো। এখানে রাজা-প্রজা, উচু-নীচু, ধনী-গরীব কেউ থাকবে না। সবাই আমরা সমান। আমরা সবাই রাজা।

সকলে। (আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে ওঠে) কী মজা! কী মজা! আমাদের রাজত্বে এখন থেকে আমরা সবাই রাজা!

[ওরা আগন্তকের পিছন পিছন নাচতে নাচতে চলে যেতে উত্তত হলে মঞ্চ অভ্যকার হয়ে আসে। পর্দা নেমে আসতে শুরু করলে পূর্বোক্ত সেই ঢাকী ঢাক নিয়ে আবার ছুটে আসে পাদপ্রদীপের সামনে। পর্দা নেমে যায়।]

ঢাকী। দাঁড়ান, দাঁড়ান! বাবু মশাইরা, চলে যাবেন—আমার দু' একটা কথা ছেলো যে—(গড় করে) পেত্রাম হই বাবু মশাইরা! ঢাকের বাড়ি শেষ হয়েছে। আর আমাকে ঢাক বাজাতে হবে না। এই দেখুন, ঢাকটা একেবারে ফেঁসে গেছে। বাঁচা গেছে! তাছাড়া, আমি আর

বাজাবো কেন, বলুন? দেখলেন তো—আমিও রাজা হয়েছি।
আমাদের এই রাজ্যে আমরা যে সবাই রাজা। (গান গাইতে গাইতে
পর্দার মধ্যে ঢুকে যান)

“আমরা সবাই রাজা আমাদের এই মজার রাজ্যে।

ঢাকের বাড়ি শেষ হ’ল আর বাজবে কি করতে?

আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা...

[ঢাকী চলে গেলে পর্দা সম্পূর্ণ পড়ে এবং প্রেক্ষাগৃহের সব
আলো জলে ওঠে।]

[এ নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই। কেবল
মাত্র নীচের ঠিকানায় নাট্যকারকে আমন্ত্রণলিপি পাঠালেই চলবে।

৪৬ বেনিয়াপাড়া লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী]

পুরুষানুক্রম

অল্পপম দত্ত

‘পুরুষানুক্রম’ একটি আইডিয়ার দৃষ্টমান রূপের নাটক। চরিত্রগুলিতে কালক্রমের যে ধারা দেখান হয়েছে তা নির্ভর করেছে অভিনয়দক্ষতা ও পরিচালনার উপর।

বিনীত আকাজ্জা কোথাও কোনো গোষ্ঠী যদি এই নাটক যত্ন সহকারে করেন তাহলে নাট্যকার যেন তার সংবাদটুকু অস্তুত পায়।

‘শিক্ষাবাস’

শ্রীশ্রীসারদাবিভাগীর্ষী

হুবরাজপুর/বীরভূম

চরিত্র

হীরেন	বয়স পঁচিশ-ছাশিশ
সৌমেন	বয়স পঁচিশ-ছাশিশ—চেহারায় অতিবুদ্ধ, খণ্ড, বধির
জীবন	পঁয়তাল্লিশ অতিক্রান্ত বয়স—চেহারায় প্রোট, সৌমেনের বাবা
জনার্দন	বয়স শতাধিক—চেহারায় যুবক, সৌমেনের শিতামহ
ঈশ্বর	বয়স সহস্রাধিক—হুপুরুষ কাস্তিময় চেহারা, সৌমেনের প্রপিতামহ
জগু	চাকর
ব্রাহ্মণ	বিগত পৃথিবীর উদারহৃদয় মানুষ ...ঈশ্বরের দ্বিতীয় ভূমিকা
শিকারী	বিগত পৃথিবীর বীরহৃদয় পরের জন্ত উৎসর্গীকৃত প্রাণ।
কণ্ঠধর	

পর্দা উঠলে দেখা যাবে ছিন্ন চিত্রের
মত ক্রুশবিদ্ধ যিশু। তাঁকে একজন
ভীষণদর্শন মূর্তি বিশাল হাতুড়ির দ্বারে

বিদ্ধ করছে এমন ভঙ্গী। পায়ের তলায়
প্রার্থনার ত শিশু। আলো যুঁহু থেকে
উজ্জল। রঙ লাল। আবহনঙ্গীতে
করণ মূর্ছনা। এই স্থিরচিত্রের পট-
ভূমিকায় কণ্ঠস্বর :

—“আজ থেকে প্রায় ছ’হাজার বছর
আগে যে মহান পুরুষ জন্মগ্রহণ করে-
ছিলেন—যিনি মানুষকে ভালবাসতে
গিয়ে মানুষের কু-সংস্কারে, হিংসায়,
লোভ-লালসায় হয়েছিলেন ক্রুশবিদ্ধ—
সেই মহান পুরুষ যিশুখ্রীস্টের উদ্দেশ্যে
নাটক পুরুষানুক্রম নিবেদিত।

আমরা আমাদের সংপ্রবৃত্তিগুলিকে
প্রত্যেকদিন মুহূর্তে মুহূর্তে ক্রুশবিদ্ধ করে
কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি নাটকটি সেই
দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে দেখাচ্ছে।

ঐপিতামহ, পিতামহ, পিতা, পুত্রদের
মানসিক চেহায়ার যুগ পটভূমিকায় যে
পরিবর্তন তারই দৃশ্যমান রূপের ঘাত-
প্রতিঘাতের এই নাটক পুরুষানুক্রম।

বর্তমান যুগের জটিলতায় অল্প বয়সেই
কেন আমরা পরকেশ, লোলচর্ম,
মানসিকভাবে বধির, অন্ধ, পঙ্গু, তারই
উত্তর এই নাটকের উপজীব্য বস্তু।

নাটকটি তলস্তয়ের ‘the grain that
was like an egg’ নামে আশ্চর্যম্বন্দর
গল্পটির কাছে আবিষ্টতার ঋণ স্বীকার
করছে।”

আলো নিভলে আরম্ভিক আবহনদীত
 বাজে পাশ্চাত্য সুরের চটুলতার এবং
 আলো জ্বললে দেখা যায় বেশ অবস্থাপন্ন
 মাহুকের একটি সাজানো গোছান ড্রইং-
 রুম। এই দৃশ্যপটটি এমন হ'বে যাতে
 প্রয়োজনে একটি পর্দা টানলে মুহূর্তে এই
 দৃশ্যসজ্জা আড়ালে চলে যায়।

ড্রইংরুমের দৃশ্যে সোফা, সেন্টার টেবিল
 যেমন আছে তেমনই বইভর্তি আলমারি,
 দেয়ালে আধুনিক ছবি। পাশ্চাত্য সুরের
 চটুল পটভূমিকায় চাকর জগু একটা
 টাণ্ডয়েল নিয়ে প্রবেশ করে। সকালের
 ঘুম তাড়ানর আড়িমুড়ি ভাঙে। হাই
 তোলে। চোখ কচলায়। তারপর
 টেবিল লোকা পরিষ্কারের কাজে লাগে।
 এমন সময় বাইরে কলিংবেল বেজে
 ওঠে।

জগু ॥ [মোছা থামিয়ে দরজার দিকে ভ্রুকুটি করে] এই সকাল বেলাতেই
 কে বাবা! খেয়েদেয়ে কাজকর্ম নেই, চলে এসেছো পরের বাড়ি। ডাক—
 ডাক খানিকক্ষণ, তারপর খুব। [আবার কাজে মন দিয়ে] এই সকাল
 থেকে শুরু হ'ল এখন সেই রাত বারোটা পর্যন্ত। এ আসছে তো সে, সে
 আসছে তো এ। [আলমারির কাঁচ মুছতে রত হয়। একটু পরে আবার
 কলিং বেল বাজে। কাজ থামিয়ে] এ্যাহ্ একেবারে ঘোড়ায় জিন্ চাপিয়ে
 চলে এসেছে। আরে বাবা, কলিং বেল বাজিয়ে খানিকক্ষণ থাম্, ছাখ্।
 তা নয়, এই টিপলাম তো ঐ টিপলাম। যা খুব না, কানে শুনব না।
 কি করবি কর্। [আবার কাজে মন দিতে যায়। কিন্তু আবার কলিং
 বেল বাজে। বিরক্তিতে] যাহ্ বাবা, জালিয়ে খেল দেখছি!

[বলতে বলতে জগু এগিয়ে এসে দরজা

খোলে। প্রবেশ করে একজন যুবক। হ্যাট-
কোট পরা। হাতে এ্যাটাচি। চোখে লান
গ্লাস। যুবক প্রবেশ করেই সোজা এগিয়ে
ঘরের মধ্যে আসে। এদিক-ওদিক পরিচিত
পরিবেশ দেখার মত তাকায়।]

জগু ॥ কাকে চাই আপনার ?

যুবক ॥ সৌমেন, আই মিন, সৌমেনবাবু আছেন ?

জগু ॥ [যুবকের আপাদমস্তক দেখে] কি নাম বলব আপনার ?

যুবক ॥ আমার নাম ? ও—ই্যা, বলবে দাস, আই মিন হীরেন দাস।

জগু ॥ অ. হীরেন দাস। ঠিক আছে, আপনি বহন, আমি ছোটবাবুকে খবর
দিচ্ছি। [যাবার অন্তে একটু এগোয়]

যুবক ॥ ই্যা, শোনো। বলবে...আচ্ছা থাক। কিছু বলতে হবে না। নামটা
বললেই যথেষ্ট হবে। যাও।

জগু ॥ [বিস্ময়ে] নামটা বললেই যথেষ্ট হবে ? কিন্তু যদি না হয় তখন কি
বলব ?

হীরেন ॥ [একটা সোফায় বসতে বসতে] হবে হে, হবে। আমরা বহুকালের
পুরোনো বন্ধু, সেই ছোটবেলা থেকে। তুমি যাও, বলে দেখো—

জগু ॥ [দ্বিধায় এবং বিস্ময়ে] বহুকালের পুরোনো বন্ধু ! ছোটো বেলার
থেকে—কিন্তু...

হীরেন ॥ [একটা সিগারেট ধরিয়ে] ই্যা হে, ই্যা। যাও, বলে দেখ—

জগু ॥ কিন্তু...

হীরেন ॥ [বিরক্তিতে] আচ্ছা মুশকিল তো ! তোমার এত ভাববার কি
আছে ! তুমি যাও না। গিয়ে খবরটাই দাও, দ্বিগুণে দেখ—

জগু ॥ [তবু দ্বিধায়] ঠিক আছে, তাই যাই। [যেতে গিয়ে আর একবার
ঘুরে দেখে, তারপর চলে যায়। হীরেন
একটুকু সিগারেট টানায় নিঃশব্দ থাকে,
তারপর এপাশ ওপাশ তাকিয়ে ঘরটা দেখতে
থাকে আর নেপথ্যে জগুর কণ্ঠস্বর শোনা

বায়। বেন পাশের ঘর থেকে কথাগুলো
আসছে, কিন্তু জগু খুব চিংকার করে একটা
কথা বার বার বলছে। থাকে বলছে
তিনি ভীষণ বধির। কথাগুলো হীরেনের
কানে গেলে সে ভ্রূট করে নেপথ্যে তাকিয়ে
থাকে। নেপথ্যে কথা হয়—]

জগু ॥ আপনাকে ডাকছে।

সৌমেন ॥ এঁয়া?

জগু ॥ ডাকছে, আপনাকে ডাকছে।

সৌমেন ॥ ফোন বাজছে?

জগু ॥ না না, আপনাকে একজন ভদ্রলোক ডাকছে।

সৌমেন ॥ এক ডজন ভদ্রলোক! ওরে বাবা, সে কি রে, এত কেন? এঁয়া,
এত লোক!

জগু ॥ আচ্ছা মুশকিলে বাবা! এ কাল-কালকে নিম্নে প্রাণটা ঝালাপালা
ধরে গেল! [গলা চড়িয়ে] বলি, ডাকছেন—ডাকছেন—ডাকছেন।
এক—একজন ভদ্রলোক।

সৌমেন ॥ অ। একজন ডাকছেন।

জগু ॥ ইঁয়া।

সৌমেন ॥ অ। তা কে, কে তিনি?

জগু ॥ আজ্ঞে নাম বললেন হীরেন, হীরেন দাস।

সৌমেন ॥ ধীরেন! ধীরেন দা! সে আবার কে রে বাবা!

জগু ॥ বাহ্ বাবা! [চিংকার করে] ধীরেন দা নয়, ধীরেন দা নয়।
হীরেন, হীরেন, হীরেন দাস।

সৌমেন ॥ অ, হীরেন। তাই বল, ধীরেন ধীরেন করছিস কেন, এঁয়া?
ধীরেন ধীরেন করছিস কেন তখন থেকে? তা কি বলছে কি?

জগু ॥ বলছে আপনার বন্ধু—

সৌমেন ॥ বন্ধুক! বন্ধুকটনুক আমি কাউকে দিই না। বলে দে, হবে
না।

জগু । কি জালায় পড়া গেল রে বাবা ! [চিংকার করে] না না, বন্দুক নয়,
বন্দুক নয়, বন্ধু । আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়—দেখা—
সৌমেন । অ । দেখা ! তা চল...চল...

[ধীরে ধীরে প্রবেশ করেন একজন অতি বৃদ্ধ
ভদ্রলোক । তার দুই বগলে জ্বাচ । কানে
ইয়ার-ফোন । কুঁজো হয়ে এসেছেন । গেছনে
জগু তাঁকে সাহায্য করে । পোশাক তাঁর
অত্যাধুনিক । এগুতে এগুতে—]

সৌমেন । কৈ রে জগু, কৈ কোথায় ?

জগু । এই যে বাবু, চলুন, এই যে—

[হীরেন মহলা উঠে দাঁড়ায় । সৌমেন এসে
হীরেনকে দেখে । হীরেন সিগারেট জুতোর
তলায় চাপবার ভঙ্গীতে দাঁড়ায় । দুজন
দুজনের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ ফ্রিজ হয়ে
যায় । তারপর—]

সৌমেন । [একটু এগিয়ে ক্ষীণ দৃষ্টির জন্তে মুখের কাছে মুখ এনে] অ ।
আপনার কি দরকার ?

হীরেন । দরকার মানে—আমি সৌমেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি ।

সৌমেন । এঁ্যা, কি বলছেন ? আম ঠিক ভাল রকম শুনতে পাই না কি
না । এই কানের কাছে জোরে জোরে বলুন [বলতে বলতে ইয়ার-
ফোনের রেগুলেটর বের করে ভ্যালুম বাড়ায়]

হীরেন । [কানের কাছে মুখ নিয়ে] আমি সৌমেনের সঙ্গে দেখা করতে
চাই ।

সৌমেন । [বিস্ময়ে] কি বললেন, সৌমেন ?

হীরেন । ই্যা ।

সৌমেন । কিন্তু সৌমেন...সৌমেন তো আমারই নাম ।

হীরেন । [বিস্ময়ে] আপনার নাম !

জগু । ই্যা বাবু, উনিই তো সৌমেন রায় ।

হীরেন । সৌমেন রায় ! কিন্তু আমার বন্ধু সৌমেন আমারই বরলেন...

সৌমেন । [একটা সোকার বসতে বসতে] জামেন বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে
কষ্ট হয় । এই পা দুটো একদম অকাজের হয়ে গেছে । তাছাড়া [জঙ্কে]
কৈ রে জঙ্ক, ধর—

জঙ্ক । [সাহায্য করতে করতে] হ্যাঁ হ্যাঁ, বহন বাবু, বহন—

সৌমেন । [বসে] হ্যাঁ, তাছাড়া নানা ব্যাধি—এই চোখ, কান, হাত, পা—
তা যাক্কে, বলুন আপনার কি দরকার—

হীরেন । [কি বলবে ভেবে পায় না] দরকার...মানে, দরকার [লহসা
সৌমেনের কাছে এগিয়ে তার কাছাকাছি বসে জোরে] দেখুন, আমার বন্ধু
সৌমেন রায়—সে এ বাড়িতে থাকত । আমি তার সঙ্গে দেখা করতে
এসেছিলাম ।

সৌমেন । আপনার বন্ধু সৌমেন রায় !

হীরেন । [উৎসাহে] হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব ।

সৌমেন । এঁা, কি বলছেন ? [আবার যজ্ঞের ভালুম বাড়ায়]

হীরেন । ছোট...ছোটবেলার বন্ধু । তারা এখানে—এই বাড়িতেই থাকত—
এখন—

সৌমেন । ছোটবেলার বন্ধু !

হীরেন । হ্যাঁ হ্যাঁ । এইটাই ওদের বাড়ি ছিল ।

সৌমেন । ছিল ! ছিল কি, এখনো আছে । আমি...আমিই তো সৌমেন
রায় । আমার বাবা জীবন রায়, ঠাকুরদা জনার্দন রায়, ঠাকুরদার বাবা
ঈশ্বর রায়—পুরুষানুক্রমে আমরা এই বাড়িতেই আছি । কিন্তু আপনি...
আপনাকে তো—

হীরেন । [বড় বিব্রত অবস্থায়] আপনি, মানে আমার বন্ধু সৌমেন—তার
বয়স ধরুন, এই আমার.. আমারই মত পঁচিশ ছাব্বিশ...চারুণ বাহ্য ছিল
তার...ভরাট মুখ, ঝকঝকে চোখ—

সৌমেন । ছিল, আমারই তো ওসব ছিল । আর বয়স ?

হীরেন । হ্যাঁ, এই আমারই মত পঁচিশ-ছাব্বিশ—

সৌমেন । কি বললেন, পঁচিশ-ছাব্বিশ ! হ্যাঁ, ওই হবে, ছাব্বিশ বছর তিনমাস

এখন চলছে। মানে, প্রত্যেকদিন হিসেবটা খাতায় লিখে লিখে রাখি
কি না। আজকে আমার বয়স ঠিক—

হীরেন। আপনি...মানে তুমি, তুমিই সেই সৌমেন! আশ্চর্য! একি চেহারা
তোমার হয়েছে! মনে হচ্ছে বাট বছরের বুড়ো! কি করে এমন হ'ল
সৌমেন?

সৌমেন। এঁয়া? কি বলছেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।
শব্দগুলো সব কানের ভেতর জড়িয়ে গিয়ে গমগম করে বাজছে। কেটে
কেটে বলুন। স্পষ্ট করে।

হীরেন। [নিদারুণ হতাশায়] আমি হীরেন দাস। আমাকে চিনতে
পারছ?

সৌমেন। হীরেন! ও—ই্যা ই্যা, মনে পড়ছে। ঐ নামে যেন আমার এক
বন্ধু ছিল।

হীরেন। ই্যা। আমি..আমিই সেই।

সৌমেন। [বিস্মিত তাকিয়ে] আপনি! কিন্তু সে যে চীন না জাপান
কোথায়—

হীরেন। আমেরিকা—আমেরিকায় ছিলাম, চার—চার বছর। [আঙ্গুলের
ভঙ্গী করে দেখায়]

সৌমেন। ই্যা ই্যা, চার বছর।

হীরেন। সেই তো বলছি। চার বছরের মধ্যে এমন তোমার কি করে
হ'ল?

সৌমেন। [হালতে চেয়ে] চার বছর। হয়ে গেল! [কথা পাল্টে]
তাহলে তুমিই হীরেন! ভাল আছ?

হীরেন। ই্যা।

সৌমেন। কবে এলে?

হীরেন। কাল। কাল-ই ল্যাগ করেছি। তারপর পুরোন বন্ধুদের মধ্যে
তোমার কাছেই আজ প্রথম এলাম।

সৌমেন। অ। ভালই করেছে। চা-টা খাবে?

হীরেন। না, চা খেয়েই এলেছি। কেবল তোমাদের সঙ্গে দেখা-
তোমাদের খবরাখবর—

সৌমেন ॥ তা বেশ । [পা ছড়িয়ে একটু আয়েস করে বলে । তন্দ্রায় চোখ বুজে যায় । হাই তোলে ।]

হীরেন ॥ [এরপর কি বলবে ঠিক বুঝতে না পেরে] সৌমেন !

সৌমেন ॥ [তনতে পায় না । নাক ডাকায় আওয়াজ হয় । ষাড় একপাশে কাত্ হয়ে যায় ।]

হীরেন ॥ [বিস্ময়ে] সৌমেন—[জগুর দিকে তাকায়]

জগু ॥ ছোটবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন বাবু ।

হীরেন ॥ ঘুমিয়ে !

জগু ॥ হ্যা বাবু, এমনই তো হয় । বাবু ঘুমিয়ে যেতে পারেন যখন তখন ।

হীরেন ॥ কিন্তু এমন কি করে হ'ল ! আশ্চর্য ! কোনো কঠিন অস্থখ-
টস্থখ ?

জগু ॥ না বাবু । উনি এমনি । ধরুন, আজ চার বছর ধরে তো দেখছি ।
তা উনি এমনিই । বরং আমাদের কস্তাবাবু, মানে, ছোটবাবুর বাবা
ধরেন বয়েস তো কম হ'ল না । এই আপনার গিয়ে—

হীরেন ॥ মানে সৌমেনের বাবা, মানে জীবন কাকাবাবুর কথা বলছ ?

জগু ॥ হ্যা হ্যা বাবু । আপনি তো তাঁকে চেনেন দেখছি । তাঁকে ডেকে
দেব বাবু ?

হীরেন ॥ কাকাবাবুকে ডাকবে ? তিনি ভাল আছেন তাহলে ? বাক,
ভালই হ'ল । তাঁকেই ডাক । এ তো দেখছি কাজের বাইরে হয়ে
গেছে । তবু কাকাবাবুর সঙ্গে-ছ'একটা কথা বলা যাবে ।

জগু ॥ হ্যা বাবু, তাই ডাকি । আপনি বসুন [প্রস্থান]

হীরেন ॥ [ঘুমন্ত সৌমেনের দিকে একটু ক্ষণ ঈর্ষভাবে তাকিয়ে থেকে]
ফেঁদে !

[প্রবেশ করেন জীবনবাবু । মাথার চুল
কাঁচা-পাকা । স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল । এক
বগলে তাঁর একটা ক্রাচ মাজ । তবে হাঁটার
দৃঢ়তা আছে । পরনে সেই ইংরেজ সূর্য
বাহালীর পোশাক ।]

জীবন ॥ [প্রবেশ করতে করতে] আরে ! হীরেন বে !

হীরেন । [উঠে এসে প্রশ্ন করছে] ভাল আছেন কাকাবাবু ?

জীবন । ঠিক আছে, ঠিক আছে । তা তুমি কেমন আছ বাবা হীরেন ?

হীরেন । ভাল, ভাল আছি কাকাবাবু । আপনি ?

জীবন । ঐ চলে যাচ্ছে । বল বল । [ছুজনে ছ'টো লোকায় বসে । হীরেন ঘুমন্ত সোমেনের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যায় কিন্তু তার আগেই—]

জীবন । তুমি না আমেরিকা গিয়েছিলে হীরেন ?

হীরেন । হ্যাঁ কাকাবাবু ।

জীবন । বাহ্, বেশ । তা সেখান থেকে যে ফিরে এলে ?

হীরেন । একটা কোর্স ছিল ওখানে চার বছরের কাকাবাবু । এরপর ভাবছি দেশের কাজেই লাগব ।

জীবন । ভেরী গুড্, ভেরী গুড্ । এইটাই তো চাই । তোমাদের মত লোক যদি বিদেশে রয়ে যায় তাহলে দেশের কি হ'বে কল । খুব ভাল করেছে । খুব ভাল—

হীরেন । হ্যাঁ কাকাবাবু—কিন্তু সোমেন—

জীবন । [যেন এতক্ষণে ঘুমন্ত সোমেনকে দেখে] ও, সোমেন এখানে এসে ঘুমিয়ে পড়েছে ! খুব ক্লান্ত কি না । আসলে কি জান... [বলতে গিয়ে থেমে যায় । সোমেনের কাছে এসে গা ছুঁয়ে] সোম...ও সোম, মাই বয় ওঠ—

সোমেন । [সহসা ঘুম ভেঙে জীবনবাবুকে দেখে] ড্যাডি !

জীবন । হ্যাঁ মাই বয়, ডোন্ট স্লিপ্, তোমার বন্ধু হীরেন এসেছে—ওঠ, ওর সঙ্গে গল্প-টল্প কর । কদিন পর এলো—

সোমেন । [কিছু শুনতে না পেয়ে একবার জীবনবাবু ও একবার হীরেনের দিকে তাকিয়ে] ড্যাডি, তুমি কখন এলে ?

জীবন । এই তো এক্ষণি । ডোন্ট স্লিপ্ [হীরেনকে] তারপর বল হীরেন, তুমি ওখান থেকে কিসের কোর্স কমপ্লিট করে এলে ।

[সহসা 'জীবন জীবন' করে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে জনার্দন রায় । সে একজন যুবক ।

উজ্জল চোখ, চমৎকার স্বাস্থ্য। পরনে
পুরোনো দিন অর্থাৎ শতবর্ষ আগের বাতালী
পোশাক।]

জনার্দন ॥ জীবন, তুমি এখানে! আর আমি...[বলতে গিয়ে হীরেনকে
দেখে ধেমে যায়]

জীবন ॥ [উঠে দাঁড়িয়ে] আপনি আমাকে খুঁজছিলেন? আমি—এই যে
সৌমেনের বন্ধু—আচ্ছা আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন হীরেন দাস
সম্প্রতি আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। সৌমেনের ছোটবেলার বন্ধু।

জনার্দন ॥ [যুক্ত করে] ও আচ্ছা, নমস্কার।

হীরেন ॥ [উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাগুশেক করার জন্য হাত বাড়ায়, হুঁজনে হাত
ধরে]

জীবন ॥ [জনার্দনকে দেখিয়ে] আর বুঝলে হীরেন, উনি হচ্ছেন আমার
ফাদার শ্রীযুক্ত জনার্দন রায়।

হীরেন ॥ [প্রচণ্ড বিস্ময়ে হাত ছেড়ে] ফা-ফাদার! আই মিন, বাবা!

জীবন ॥ হ্যাঁ হীরেন, আমার জন্মদাতা, আমার বাবা শ্রীযুক্ত জনার্দন রায়।

হীরেন ॥ [বিস্ময়াঘাতে] স্টেঞ্চ! আশ্চর্য!

জীবন ॥ আশ্চর্যই বটে। বহু বাপি।

জনার্দন ॥ হ্যাঁ। এই যে বসি বাবা। [সোফায় বসে]

জীবন ॥ [বসতে বসতে] বুঝলে হীরেন, সেই যে তুমি শুনেছিলে আমার
বাপি বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল—হ্যাঁ, তা প্রায় বছর চল্লিশ হবে, নয়
বাপি?

জনার্দন ॥ [হেসে] হ্যাঁ বাবা, ঐ রকমই হবে।

জীবন ॥ হ্যাঁ, তা বুঝলে হীরেন, বাপি তো চলে গেলেন। আমরা তখন
আর কত বড়। সমস্ত সংসার আমার ঘাড়ে পড়ল। ধর, বাবার শোকে
পাগল প্রায় মা, তিনটি বোন—[সহসা কথা পাটে] আচ্ছা বাপি,
আপনি কেন হঠাৎ অমন বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কৈ কখনো
তো বলেন নি। কতবার জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু কথাটা আপনি বার বার
এড়িয়ে গেছেন। আজ কিন্তু আপনাকে বলতেই হবে বাপি। বিশেষ

করে সৌমেনের বন্ধু যখন আমাদের সামনে রয়েছে । [আবারের গলায়]
বলুন, বলুন না বাপি, কেন গিয়েছিলেন ?

জনার্দন । [হেসে] ধূব পাগল । কেন গিয়েছিলাম সে কি আর মনে
আছে ! গিয়েছিলাম এইটাই জানি । তারপর আবার তো ফিরে
এসেছি । কি বল হীরেন ?

হীরেন । [বিলাস গলায়] হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো বটেই, তা তো বটেই । কিন্তু...

জনার্দন । না না । এর মধ্যে আর কিছুর কিছু নেই হীরেন । এইটাই ঠিক ।
চলে গিয়েছিলাম, আবার ফিরে এসেছি । এই যেমন ধর, আমিও ফিরিয়ে
এনেছি আমার বাবাকে—

হীরেন । [বিশ্বাসঘাতক উঠে দাঁড়িয়ে] আপনার বাবা ! তাঁকে ফিরিয়ে
এনেছেন !

জনার্দন । কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? আশ্চর্য, সৌম বাবাজী তোমাকে
কিছু বলেনি ? আর বলবেই বা কি ? [সৌমেনকে একটু দেখে ।
তার নাক ডাকছে । সামান্ত হেসে] আমার নাতি সাহেব তো এখন
রিটার্ডম্যানের যাবতীয় গুণাবলীতে ভূষিত—কেবল ঘুম আর ঘুম ।
যাকগে, শোনো, আমার বাবা অর্থাৎ এই জীবনের ঠাকুরদা কিংবা বলতে
পার, সৌমের প্রপিতামহ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরভূষণ রায়—

হীরেন । [হৃর্বাধ্য অধীরতায়] কিন্তু...কিন্তু আপনারা—

জনার্দন । [খামিয়ে দিয়ে] আরে শোনো শোনো । অত অধীর হলে চলে ?
শোনোই না ব্যাপারটা । তা বুঝলে, সেই আমার পিতাঠাকুর মশায়
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরভূষণ রায়কে আমি কখনো দেখিনি ।

হীরেন । [বিলাস গলায়] দেখেননি !

জনার্দন । হ্যাঁ । দেখবো কি করে । আমার বাবা কতদিন আগের থেকে
নেই জানি না । হয়তো আমার ভূমিষ্ঠ হবার আগের থেকেই নেই ।

হীরেন । ভূমিষ্ঠ হবার আগের থেকেই নেই ! আশ্চর্য রকম সব কথা বলছেন
আপনারা ! নেই মানে কি মারা গিয়েছিলেন ?

জনার্দন । [উঠে দাঁড়িয়ে] জানি না । মারা যেতে পারেন, চলে যেতে
পারেন, কিংবা একেবারে কখনো নাও থাকতে পারেন । সেটা আমার

ভাববার বিষয় নয়, বুঝলে। বয়স সেই শৈশব ছেড়ে আমি বত বাড়ছিলাম
ততই আমার মনে হচ্ছিল আমি আমার বাবাকে ফিরিয়ে আনব, নিশ্চয়ই
একদিন ফিরিয়ে আনব।

হীরেন ॥ ফিরিয়ে আনবেন !

জনর্দন ॥ হ্যাঁ, সে ভাবনাটা মানে আইডিয়াটা, আমার কাছে এত ধ্রুৱ, এত
গভীর সত্য হয়ে উঠেছিল যে কি বলব তোমাকে হীরেন, আমার কোনো
কাজে মন লাগত না। সব সময় প্রায় একা একা বসে থাকতে চাইতাম।
কখনো চোখ বুজে, কখনো চোখ খুলে। আর তারই মধ্যোখানে বাবার
চেহারাটা আমার কাছে প্রত্যক্ষ হ'ত। কি সরল নিষ্পাণ মুখ, কি
আলোকদীপ্ত সে চেহারা। যেন, যেন—জান হীরেন, সেই বেদমন্ত্রে ষাঁয়
বর্ণনা আছে, সেই যে 'আদিত্য বর্ণঃ...'

হীরেন ॥ আদিত্য বর্ণঃ।

জনর্দন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তেমনি, ঠিক তেমনি। দুটো বিশাল ঝকঝকে চোখ,
পেশল বাহ, উদার উন্নত চেহারা। যেন সেই তপোবনের ঋষি। আমার
বাবাকে দেখলে তুমি অবশ্যই বিশ্বাস করবে হীরেন যে আমি একবিন্দু
বানিয়ে বলছি না—

হীরেন ॥ আপনারও বাবাকে আমি দেখবো !

জনর্দন ॥ নিশ্চয়ই। এসে পড়বেন যে কোনো সময়ে। সেট যে হীরেন
জান, উষ্মমন্ত্র 'ওঁ জ্বাকুস্মসঙ্কাস কান্তপেয়ম মহাদ্ব্যতিম, ধান্তারিম সর্ব
পাপহর'—সেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে ব্রাহ্মমুহুর্তে তিনি যে বেরিয়ে যান
তারপর বন-বনান্তর, কিংবা নির্জন নদীর তীরে তীরে একা, একাকী ঘুরে
বেড়ান। পাখীদের প্রভাত বন্দনায় সুর মেলান, হরিণ ময়ূর এদের সঙ্গে
ছোটেন, কখনো বা নাচতে থাকেন।

হীরেন ॥ কি বলছেন আপনি এসব ! টুনি, মানে, মাথায় ঝর—

জনর্দন ॥ [মুহূঃ হেসে] তুমি পাগল বলতে চাইছ তো? আরে না না,
পাগল নন। খুব আত্ম-তন্নয়, আত্মভোলা মানুষ। কখনো হয়তো
দেখবে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। একমনে গায়ত্রী
মন্ত্র জপ করে চলেছেন।

হীরেন । আশ্চর্য ।

জনাদর্শন ॥ ই্যা আবার কখনো বা কোনো অনাথ ছুঃখের লেবার এমন যেতে উঠেছেন যে খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে নেই । দিনরাত্তির কোনো জ্ঞান নেই । এমনি আমার বাবা এমনি । তা কি বলব তোমাকে হীরেন, এই বাবাকে আমি ফিরিয়ে আনব এমন যে বিশ্বাসের দিনগুলো—সেইসব গভীর বিশ্বাস, ই্যা, শোনো, সেই কথাটা তোমাকে বলি । [সহসা হীরেন দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল হতেই] আরে—বোসো না, বোসো । ওহো দেখতো সেই কখন থেকে তুমি এসেছো এক কাপ চা-ও দেয়নি । [জীবনকে] ছি ছি, জীবন, তোমরা যে দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছ ! ঘরে এসেছে তার যথাযোগ্য মর্যাদা—

জীবন ॥ [লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে] আমার ভুল হয়ে গেছে বাপি । আমি ভেবেছিলাম সৌম্য বন্ধু যখন—

জনাদর্শন ॥ কি জানি বাবা, তোমরা যে কি সব ভাব আজকালকার ছেলেরা ।
বাক্গে, জগু কোথায় গেল ? [গলা চড়িয়ে] জগু, অ জগু—

জগু ॥ [নেপথ্যে] আজ্ঞে বাই কর্তা । [প্রবেশ করে জনাদর্শনকে] কর্তা !

জীবন ॥ আশাদের জন্যে জলখাবার নিয়ে এসো । আর সৌম্য ওষুধের সময় হ'ল না ?

জগু ॥ [জীবনকে] ই্যা বড়বাবু ।

জনাদর্শন ॥ ই্যা রে, বাবা ফিরেছেন ?

জগু ॥ না কর্তা, বড় মালিক তো এখনো ফেরেন নি ।

জীবন ॥ আবার বড় মালিক বলে, জানিস না ঠাকুরদা ওসব শব্দগুলো একেবারে পছন্দ করেন না, বিরক্ত হন । তবু তুই—

জনাদর্শন ॥ স্বভাব, স্বভাব জীবন । তুমি আমি কি করব বল । ওর স্বভাবে দাসত্ব একদম ঘুন পোকাকর মত ঢুকে গেছে । বাবা চেষ্টা করলে আর কি হবে । [জগুকে] শোন, বাবা ফিরলেই ঠুকে আমাদের এখানে নিয়ে আসবি ।

জগু ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, কর্তা মশায় ফিরিলেই ঠুকে এখানে আনব ।

জনাদর্শন ॥ হা হা হা । ওনহ জীবন, জগু কর্তা মশায় বলছে, হা হা হা ।

বলি বাবা, আবার তো একটু পরে ভুলবি। আবার বড়মালিক বলবি,
আবার বহুনি খাবি।

জগু। [মাথা চুলকে] কি করব কর্তা, ভুলে যাই। বার বার মুখস্থ করি
আর ভুলে যাই।

জনার্দন। স্বাক্ষে, শোন, আমাদের চা-টা এখানে দিগ্নে যা। ওটা আবার
ভুলিস না, বুঝলি ?

জগু। আচ্ছা কর্তা। [প্রস্থান]

জনার্দন। বস বস হীরেন। [হীরেনকে পাশে বসিয়ে পকেট থেকে এলাচ
দানা বের করে মুখে দিগ্নে] তা বুঝলে হীরেন, আমার ঐ অবস্থা মানে
ভাবান্তর দেখে সবাই হয়তো মনে করেছিল আমি সংসারবিরাগী হয়ে-
টগ্নে যাব। তাই একটা বিগ্নে দিগ্নে দিল। কিন্তু জানই তো যে যা
সত্য বলে মানে -- অর্থাৎ বুকুর গভীরে যার যা ধ্যান তার থেকে কেউ
কখনোই কাউকে সরিগ্নে রাখতে পারে না। তেমনি আর কি, আমার
বাবাকে ফিরিয়ে আনব...ফিরিয়ে আনব...[বলতে বলতে আবেগে উঠে
দাঁড়িয়ে]...ফিরিয়ে আনব ভাবতে ভাবতে একদিন কোথায় যে চলে
গেলাম...কোথায়...

হীরেন। [অধৈর্ষ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে] ট্রাস্, সমস্ত াড়ে,
বোগাস্। হয় এরা সবাই...সবাই পাগল, নয়...নয়তো আমাে এরা
ট্রিক করেছে, একটা আবোল-তাবোল কথা-বার্তা। আমি চলে যাব--
এখুনি এখান থেকে—

সোমেন। [হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে] এঁ্যা, কি বলছ ? তুমি াক
বলছ, থেকে যাবে এখানে ? এই আমাদের ঘরে ?

হীরেন। [চিৎকার করে] না। আমি চলে যাব। তোমাদের এই ভগাম
আমি বিশ্বাস করি না। যতসব আজগুবী কথা—

সোমেন। এঁ্যা, কি বলছ ? আমি যে স্তনতে পাচ্ছি না। আরো, আরো
ভোরে বল। কথা না বুঝতে পারলে আমার ভীষণ রাগ হয়। রাগ হলে
হাত পা আরো কাঁপে। বুকুর মধ্যে কি রকম করে। আমি নিশ্বাস
নিতে পারি না। উহু...নিশ্বাস...নিশ্বাস নিতে কি কষ্ট...

জীবন । [এগিয়ে গিয়ে ধরে] মাই বয়, মাই বয় ! বি কোয়ার্টেট দ্বিভ ।
শান্ত হও । শান্ত হও মাই বয়...

[এই মুহূর্তে প্রবেশ করে ঈশ্বরকৃষ্ণ রায় ।
অত্যন্ত সুপুরুষ কান্তিময় চেহারা । বিশাল
উন্মুক্ত বক । কপালে চন্দনের ফোঁটা ।
কাঁধে উত্তরীয় । পরনে কোবের বস্ত্র ।
স্বভাব ধীর স্থির । সোমেনের অবস্থা দেখে
ধীর পায়ে এগিয়ে—]

ঈশ্বর ॥ জীবন, জনার্দন, কি ব্যাপার তোমাদের ? সোমেন অমন করছে
কেন ?

জনার্দন ॥ বাবা !

জীবন ॥ ঠাকুরদা !

ঈশ্বর ॥ হ্যাঁ । তোমরা সবাই বসবার ঘরে এমনভাবে ! সোমেন অমন
করছে, কি হয়েছে কি তোমাদের ?

জনার্দন ॥ কিছু হয়নি বাবা, আপনি বসুন । [হীরেনকে] দেখ হীরেন, আমি
বলিনি, আমার বাবাকে দেখলে তোমার আর কোন সংশয় থাকবে না ।
সব কথাগুলো এবার মিলিয়ে নাও—দেখ, কি সরল নিষ্পাপ মুখ, কি
জ্যোতির্ময়, কি আলোকদীপ্ত চেহারা—

ঈশ্বর ॥ [জনার্দনের গিঠে হাত রেখে] জনার্দন, ওসব থাক । তোমাকে
আর গিঠ প্রশংসা করতে হবে না । [হীরেনকে নির্দেশ করে] তা এ
ছেলেটি কে ?

জনার্দন ॥ এ তো সোমেনের বন্ধু বাবা, হীরেন দাস ।

ঈশ্বর ॥ অ । সোমেনের বন্ধু । তা অমন করে দাঁড়িয়ে কেন ? তোমরা
বসতে বল নি বুঝি ?

জীবন ॥ না ঠাকুরদা, ও তো বসেই ছিলো । কিন্তু বাবার—[জনার্দনকে
নির্দেশ করে] গল্পগুলোকে বিশ্বাস করতে না পেরে ও রেগে উঠেছে, আর
সেই রাগের মানে বুঝতে না পেরে সোম—

ঈশ্বর ॥ [এগিয়ে এসে হীরেনের হাত ধরে] তুমি রাগ করছে ?

হীরেন । [সহসা খিঁজিয়ে গিয়ে] না না, রাগ নয় । আসলে... আসলে
আমি কিছুই বুঝতে পারছি না । সবটাই কেমন যেন পাগলামী বলে মনে
হচ্ছে ।

ঈশ্বর । অ, বুঝতে পারছ না ! [মুছ হেসে] সব বুঝতে নাই বা চাইলে
হীরেন । আর বোঝাবার এমন কিই বা আছে ! [হাত ধরে] এস, এস,
আমরা দু'জনে পাশাপাশি ওখানে বসি । [বসতে বসতে] আচ্ছা হীরেন
তোমার বয়স এখন কত হ'ল ?

হীরেন । [একটু দ্বিধায় সোমেনকে দেখতে দেখতে] আজ্ঞে মানে ঐ পচিশ-
ছাব্বিশ আর কি ।

ঈশ্বর । [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] হ্যা, আমার সোমেন, ঐ যে একদম বুড়িয়ে গেছে,
আমার... আমার পৈ-নাতি বলতে পার, ওরও বয়স ঠিক তোমারই মত
পচিশ-ছাব্বিশ ।

হীরেন । হ্যা হ্যা, সেইটাই তো—

ঈশ্বর । শোনো, শোনো । আর আমার ঐ নাতি জীবন, ধর, ওর বয়স
পঁয়তাল্লিশ পেরুল—

হীরেন । অথচ সোমেন আর উনি, মানে বয়সের এই পার্থক্য,
তবু—

ঈশ্বর । [কথা শেষ করতে না দিয়ে] আর আমার এই ছেলে জনার্দন তার
বয়স, ধর, শতাধিক ।

হীরেন । শতাধিক । অথচ—

ঈশ্বর । [মুছ হেসে] কিছু না । মেনে নাও, জিনিসটা সহজ হয়ে যাবে ।
আর যদি না মান তাহলে মনের ভেতর প্রশ্ন, প্রশ্ন আর প্রশ্ন, প্রশ্নগুলো
কুরে কুরে থাকবে । তোমাকে জালাবে, ক্রান্ত করবে ।

হীরেন । হ্যা হ্যা । তাই করছে আমাকে । আপনার ছেলে ঐ জনার্দনবাবু,
দেখতে যিনি যুবক, তাঁর বয়স যদি শতাধিক হয়, তাহলে, তাহলে
আপনার বয়স কত ? সহস্রাধিক ?

ঈশ্বর । সহস্র, সহস্রাধিক বলতে পার । তারও বেশী ভাবতে পার । মনে
পড়ে—[আবেগে তন্নয়ন হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে]

“মনস্কে হেরি যবে ভারত-প্রাচীন—

পূরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ

মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে ।

রাজা রাজ্য-অভিমান রাধি লোকালয়ে

অশ্রুত দূরে বাধি, যায় নতশিরে

গুরু মন্ত্রনা লাগি— শ্রোতস্বিনী তীরে

মহর্ষি বসিয়া যোগাগনে, শিষ্যগণ

বিলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন

প্রশান্ত প্রভাত বায়ে, ঋষি কন্ঠাদলে

পেলব যৌবন বাধি পুরুষ বঙ্কলে

আলবালে করিতেছে সলিল সেচন ।

প্রবেশিছে বনঘারে ত্যজি সিংহাসন

মুকুটবিহীন রাজা পুরুষ জালে

ত্যাগের মহিম। জ্যোতি লয়ে শাস্ত ভালে ।”

হীরেন ॥ [চঞ্চল ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে] এতো, এতো রবীন্দ্রনাথের লেখা
সেই তপোবন কবিতা আপনি আবৃত্তি করছেন ।

ঈশ্বর ॥ রবীন্দ্রনাথ ! হবে হয়তো । যুগ-যুগান্তের চৈতন্য, ভাবানুভব কোথায়
কিভাবে অবিচ্ছিন্ন ধারায় যে বয় তাকে বলতে পারে ! কে বলতে পারে
সেই তপোবনের ঋষির গভীর অনুভবগুলি যুগ ধারায় প্রবাহিত হয়ে
তোমাদের রবীন্দ্রনাথে এসে নতুনকালের নতুন ভাষায় আবদ্ধ হয় নি ?
ছিলেন না তিনি সেই উপনিষদেব যুগের কোনো আত্মতত্ত্ব ঋষি ? আর
সেই যুগ, সেই কাল, তপোবনের সেই দিনগুলি তাঁর সদাজাগ্রত চৈতন্যে
বয় নি ? বইতে বইতে আমাদের, ইয়া, আমাদের সেই তপোবনের শাস্ত,
নিরুদ্বেগ, আত্মসমাহিত কালের কথা বাণীবদ্ধ হয়ে তোমাদের কবিতা হয়ে
উঠল না ?

হীরেন ॥ আশ্চর্য, আশ্চর্য আপনার কথাগুলি ।

ঈশ্বর ॥ কিছুই আশ্চর্য নয় । জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ধারা, প্রার্থনার ধারা,
অনুভবের ধারা কোন দিন মিথ্যে হয় না হীরেন, হয় না । হয়তো

দায়িত্ব একটা ভাঙি, কিছুকালের জন্যে ভুল পথে হাঁটা। কিন্তু একদিন যখন প্রাণ জাগবে, আত্মচেতনা জাগবে, সেদিন আমরা নিশ্চয়ই বুঝব কোথায় যেন, কোথায় যেন আবাদের সেই ক্রম উদ্ভিদ্যমান ব্যক্তিত্বে সেই স্থপ্ত স্মৃতি, সেই লুপ্ত স্বর জেগে উঠছে, বেজে উঠছে—

হীরেন। কিন্তু, কিন্তু...

ঈশ্বর। কোনো কিন্তু নেই হীরেন। কবিরা যুগাভীত, কালভীত চৈতন্যের অধিকারী, তাই অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ তাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ এবং সে কথা তাঁরা তাই সহজে বলতে পারেন। কিন্তু এসব কথা থাক হীরেন। বরং যা দেখেছো মেনে নাও। তারপর এসো খানিকটা গল্প করা যাক। গল্প না ভাল লাগে চল [হীরেনের হাত ধরে] চল তোমাতে আমাতে খানিকটা খোল' মাঠে বেড়িয়ে আসি। আকাশ দেখি, ফুল দেখি। দেখতে দেখতে সেই শ্রামলসুন্দর বনভূমি, স্নিগ্ধ প্রবাহিত নদী—

হীরেন। [আবেগে তনয় হয়ে মস্তকের মত উচ্চারণ করে] শ্রামল সুন্দর বনভূমি স্নিগ্ধ প্রবাহিত নদী...

ঈশ্বর। নদী পেরিয়ে বিদর্ভ, বিরাট, অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাশী, দেশ-দেশান্তর—
হীরেন। আশ্চর্য, আশ্চর্য সেইসব প্রাচীন ভারতের নগর! কতকাল, কতকাল আগের সে সব দেশ, সে সব স্নিগ্ধ শান্ত নিষ্কলুষ জীবনধারা—
ভুলে গেছি, ভুলে যাচ্ছি আমরা আজকের মানুষ...আপনি, আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন—

জনার্দন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমার বাবা আমাকেও সেখানে নিয়ে যাবেন বলেছেন হীরেন। কিন্তু বাবার সেই স্বপ্নের সোনালী দেশটার প্রতি আমার সংশয় আছে হীরেন। যেমনভাবে একদিন তীব্র বিশ্বাসে বাবার অস্তিত্বকে আমি মনের মধ্যে পেয়েছিলাম বাবার গল্পের দেশটাকে আমি তেমনভাবে পাই না...পেতে চাই তবুও পাই না...[গভীর হতাশায় ভেঙে পড়ে]

জীবন। [বিরক্তির চকলতায়] আরম্ভ হয়ে গেল ছেলেমানুষী। ঠাকুরদার হয়েছে এই একটা দোষ—কেবল মিথ্যা কল্পনা-বিলাস। তার সঙ্গে বাবার রোমান্টিকতা। অথচ কত বেলা হয়ে গেল। সকালের কত কাজ

এখনও বাকী। কারখানার আল ক্রাইক হবার সম্ভাবনা আছে। পুলিশের সাহায্য নিতে হবে—

সৌমেন। [সহসা আশ্চর্যভাবে চিৎকার করে ওঠে] চালাও, গুলি চালাও, গুলি—

[সহসা হপ্ করে আলো নিভে যায়। একটু ক্ষণ পর আলো জ্বললে দেখা যায় একই ভাবে সবাই বসে। কেবল সেন্টার টেবিলে এঁটো থালা, শূন্য গেলাস, চায়ের কাপ ইত্যাদি। দেখে বোকা যায় খাওয়া শেষ হয়েছে। এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণির চিহ্ন সবারই মুখে আঁকা। জুগু এঁটো থালা কাপ ডিস-গুলো গোটাচ্ছে।]

জনার্দন। তাহলে বল হীরেন, আমার বাবা এই শ্রীযুক্ত ঈশ্বরভূষণ রায়কে যে আমি ফিরিয়ে এনেছি অতীত কালের এক বিশ্বস্ত যুগথেকে সেকথা তুমি বিশ্বাস করছ?

জীবন। বিশ্বাস না করার কি আছে বাপি? উনি, মানে, ঠাকুরদা তো হীরেনের সামনেই আছেন। এতক্ষণ কথা বললেন, আলাপ হ'ল। এরপর বিশ্বাস না করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

জনার্দন। না, তা তো পারেই না বরং যেটা সত্য, চোখের সামনে প্রত্যক্ষ—জীবন। হ্যাঁ, সেটাকে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে। কি বল হীরেন?

হীরেন। [বিরত অবস্থায়] হ্যাঁ, তা তো বটেই কাকাবাবু। কিন্তু সব কথা মেনে নিতেও একটা কালানোচিত্য দোষ; আই মিন্, যাকে বলে অ্যান্ড্যাননিজন্—কাল পর্যায়ে একটা ভ্রান্তি সমগ্র ব্যাপারটার মধ্যে আমাদের পীড়িত করছে বারংবার। আর সেইটাই প্রশ্নের খোঁচা হয়ে আমাদের বিভ্রান্ত করতে চাইছে। তা কি করে হয়, কি করে হয়!

ঈশ্বর। কি, কি করে হয় হীরেন?

হীরেন। এই বয়সের এমন বিরাট ব্যবধান—চেহানার এমন পার্থক্য!

[বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়] তাই কখনো হতে পারে? আর তাই

‘যদি হয় তাহলে তো কাল সম্পর্কে আমাদের ধারণাই উন্টে-পাণ্টে যায়! যায় না কি জনার্দনবাবু? আপনিই বলুন। আপনি তো এখন প্রায় আমার সমবয়সী বলে মনে হচ্ছে। আর বাকীরা অদ্ভুতভাবে আমার সমগোত্রের বাইরে। এক আপনি ছাড়া আমি তো কাউকে কোনো সম্বন্ধে বা সম্বোধনে রাখতেই পারছি না। তাই আপনিই বলুন জনার্দনবাবু, এমন সব অসঙ্গতি এমন সব এলোমেলো ঘটনা কি ভাবে মেনে নেওয়া যায়? কি ভাবে মেনে নেব আমি?’

ঈশ্বর। [সহসা দাঁড়িয়ে প্রোজ্ঞ গলায়] হীরেন, তাহ’লে তুমি সব বুঝতে চাও, জানতে চাও?

হীরেন। হ্যাঁ চাই, নিশ্চয়ই চাই। নইলে আমি স্থির হতে পারছি না।

ঈশ্বর। ঠিক আছে হীরেন, আমি সব বলাছি। কিন্তু জেনো, সমস্ত বলতে বলতে একটা ট্রাজেডি বনিয়ে আসবে চারদিকে, একটা নিদারুণ শূন্যতা, ভীষণ একটা অসহায়তা বোধ। তখন তুমি নিজেকে কোথায় রাখবে ভেবে পাবে না, তোমার পায়ের তলার মাটি তখন সরে গেছে, দু’হাত বাড়িয়ে ধরবার কোনো সহায় নেই। সে সব সহ্য করতে পারবে হীরেন?

হীরেন। [অধীরতায়] পারব, সব পারব। কেবল—কেবল এই প্রকাণ্ড রহস্যটা আমার কাছে প্রকাশ হোক, আপনি অগ্রহ করে তাই করুন... প্লিজ...

ঈশ্বর। [একটু দূরত্ব সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে] ঠিক আছে। তবে তাই হোক। শোনো, আমি মুহূর্তে এখানে দাঁড়ান শুরু হয়ে থাকা সমস্ত কালের, সমস্ত সময়ের বাণিলটাকে [একটা অলৌকিক গলা, ভঙ্গী এবং উচ্চারণে] দু’হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবো। আর তা করতে গিয়ে প্রথমে একটা নিশ্চিত্ত অঙ্ককার এগিয়ে আসবে...ঐ এগিয়ে আসছে... এল...

[বলতে বলতে মঞ্চ সম্পূর্ণ অঙ্ককার হয়ে যাবে। আর তারই মধ্যে অলৌকিক এক গমগমে গলা বেজে উঠবে—]

কঠোর। এই অঙ্ককারে আলো জললে দেখবে হীরেন, গতকাল—বায়ু নাম
অতীত, যেখানে আমি ছিলাম, আমরা ছিলাম—সেই পৃথিবী। সে
পৃথিবীতে আমাদের জীবন সহজ সরল। সেখানে আমাদের সারাদিনের
কাজ সহযোগিতায়, সহকর্মতায়। মাঠের বুক জোড়া ফসলের সম্ভাবনাকে
বাস্তব করে তুলতে চেয়ে আমরা হাল দিই, বীজ বুনি, ফসল কাটি।
মাথার উপর বর্ষা, রৌদ্রের আড়াল দেবার জন্যে ঘর গড়ি হাতে হাত
মিলিয়ে। আর সারাদিন ক্লান্তির পর সন্ধ্যায় শান্তির ঝরে কিরি। তখন
তপোবনে উচ্চারিত হয় সেই বেদমন্ত্র...

[মঞ্চে আবছা আলো ফোটে। দেখা যায়
হীরেন একাকী স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে। দৃশ্যপটে
গুধু শূন্যতা। নেপথ্যে ধ্বনিত হয় সান্মিলিত
গলায়—

“শৃগন্ত বিখে অমৃতস্ত পুত্রাঃ।

অা যে ধামানি দিব্যানি তস্তুঃ ॥

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্

আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরন্তাং

তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি

নান্যঃ পস্থা বিজ্ঞতে অয়নায় ॥”

প্রবেশ করে এক সৌম্যমুতি। ঈশ্বরের হাতে
তার খাবার, অন্ন হাতে জল। কিন্তু বাস্তব
ক্ষেত্রে হাতে কিছু নেই। সমস্তটাই
প্রতীকি। প্রথমে সে দেবতার উদ্দেশ্যে
খান্ন পানীয় নিবেদন করে। তারপর
কোথাও কেউ ক্ষুধার্ত আছে এমন আহ্বান
জানায় সমভাগে ভাগ করে খাওয়ার জন্যে।
সব শেষে এপাশে ওপাশে যেতে গিয়ে দেখতে
পায় স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা হীরেনকে।
খাত্তের অর্ধেক ভাগ হীরেনকে দেয়। জলের

পাজ তুলে ধরে তার দিকে । তারপর যে
 মুহূর্তে নিজে খাভ গ্রহণে রত হয়ে যায় ঠিক
 তখনই দণ্ডভঙ্গীতে ছুটে আসে একজন যুব-
 পুরুষ । কাঁধে ধনুক, তুণ ভরা তীর । এরও
 প্রতীকি ভঙ্গী মাত্র থাকবে । শিকারী সে ।
 বনে বনে শিকার করে ক্লান্ত । সে ধমকে
 দাঁড়ায় মঞ্চে । তাকে দেখে সৌম্যমূর্তি
 আবার খাবারের অর্ধাংশ তুলে ধরে ।
 শিকারী করে ধনুক তুণ নামিয়ে রেখে ক্ষুধার্ত
 ভঙ্গীতে খাবার খায়, জল খায় । অবশেষে
 সৌম্যমূর্তি বাকী খাবার খেয়ে বিশ্রামের অন্তে
 অতিথিদের ডাক দেয় । হীরেন ও সৌম্য-
 মূর্তি বিশ্রামের ভঙ্গী করে । যুবা লগ্নজ
 পহরায় চলা-ফেরা করে । পটভূমিতে
 এতক্ষণ বেজে চলা সেতারের সঙ্গীত
 পরিবর্তিত হয় একটা রোমাঞ্চকর ধ্বনিতে ।
 দ্রুত লয়ের এই যন্ত্রসঙ্গীত উচ্চ পর্দায় উঠে ।
 শিকারী চঞ্চল হয় । পটভূমিতে বাঘের
 গর্জন ওঠে ভয়ংকরভাবে । শিকারী ছুটে
 বেরিয়ে যায় । সমস্ত কিন্তু মুখাভিনয়ের
 ভঙ্গীতে হয় । নেপথ্যে বেজে ওঠে বাঘের
 ভয়ংকর ডাক, শিকারীর আত্ননাদ ।
 মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আবার আলো জলে ।
 কিন্তু আলো কেমন ম্লান । দেখা যায়
 হীরেন একাকী স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে । নেপথ্যে
 অলৌকিক কণ্ঠস্বর ভাসতে থাকে, দুঃস্বপ্ন
 অথচ স্পষ্ট ধ্বনিতে প্রেক্ষাগৃহে প্রতিধ্বনিত
 হয় ।]

কষ্টবর । “এই দিবা রাত্তি আকাশ-বাতাস নহে, একা কারো নহে ।

এই ধরণীর বাহা লম্বল,

বাসে-ভরা ফুল, রসে-ভরা ফল,

স্ব-স্নিগ্ধ মাটি, স্বধা-সম-জল, পাখীর কণ্ঠে গান,—

সকলের এতে সম-অধিকার...”

আমাদের পৃথিবীতে সম অধিকার একদিন ছিল, অতিথি-অভ্যাগতদের সঙ্গে আমরা ভাগ করে খেয়েছি অন্নপান, এক ছাদের তলায় নিয়েছি বিশ্রাম । আর ছিল পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা ; মাহুঘের প্রতি মাহুঘের একান্ত ভরসা, বিশ্বাস । তাই অপরের নিরাপত্তা রক্ষার জন্তে অকাতরে দিয়েছে বীর নিজ প্রাণ—আত্মদান । হীরেন, তারপর...তারপর পান্টাল যুগ, মাহুঘের মনের ভিতর জেগে উঠল বনের হিংস্রতা । মুখটা হয়ে গেল মুখোস । দেখ, কি সাংঘাতিকভাবে আমাদের পরিবর্তিত জীবন—

[সহসা মঞ্চে প্রবেশ করে জীবন । এখন তার বগলে ক্রাচ নেই । চলার গতিতে প্রচণ্ড অহংকার । সেই অহংকারের মত্ততায় হাঁটতে হাঁটতে হীরেনকে দেখে সে থমকে দাঁড়ায় । মঞ্চে রহস্যময় আলো-অন্ধকার । তারই মধ্যে হীরেনকে—]

জীবন । এই যে এসেছো ! কি বলছে তোমার দল ?

হীরেন । [মন্ত্ৰচালিতের মত] না, ওরা মানবে না । ওরা বলছে ওদের পরিশ্রমের রসকে বোনা ফললের অর্ধেক ভাগ কেবল আপনার মালিকানা সর্ব বলে দেবে না ।

জীবন । হঁ, আর কি বলছে ?

হীরেন । ওরা বলছে ওদের শক্তিতে আপনার কারখানা চলে উৎপাদন হয় ব্রব্য, ওরাও তার মুনাকা নেবে । বাড়ীতে হবে মজুরী, দিতে হবে বোনাস ।

জীবন । হঁ, আর কি বলছে ?

হীরেন । “ওধু খেতদীপে

যোগাইবে আলো রবি-শশী-দীপে

সাদা রবে লবাকার টুঁটি টিপে এ নহে তব বিধান ।”

পুরুষানুক্রম

স. দ. এ.—১৩

জীবন । আর ?

হীরেন । “চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চশির ।

বান্ধা আজিকে বন্ধন ছেদি, ভেঙেছে কারাপ্রাচীর ”

জীবন । ও ! আর তুমি—তুমি কি বলছ নিপীড়িতের দলপতি ? [পকেট থেকে টাকার বাণ্ডিল বের করে দোলাতে থাকে]

হীরেন । [সেদিকে লোভাতুর ভঙ্গীতে তাকিয়ে] আমি—আমি প্রভু—
[বিনয়ে ভেঙে পড়ে]

জীবন । হ্যা, তোমার বউ ছেলেমেয়ে—

হীরেন । বড়, বড় দুঃখী তারা হজুর । ভাল খেতে পায় না, পরতে পায় না—

জীবন । [টাকার বাণ্ডিল নাকের সামনে দোলাতে দোলাতে] তোমার ভবিষ্যৎ—

হীরেন । অন্ধকার প্রভু, বড় অন্ধকার—একবিন্দু আলো নেই—

জীবন । যদি আলো জালিয়ে দিই তোমার ভবিষ্যতে তাহলে তুমি কি দিতে পারবে ?

হীরেন । [ব্যাকুলতায়] আমার সব, আমার সমস্ত সম্ভা । [নতজাহ্নু হয়]

জীবন । না । তোমার কিছু আমি চাই না । কেবল ওদের স্বপ্নটার আগুন জালিয়ে দিতে হবে তোমাকে । পুড়িয়ে ছাই করে দিতে হবে । পারবে ?
[দ্রুত প্রশ্নান]

হীরেন । পারব, নিশ্চয়ই পারব প্রভু । শুধু শুধু একটা বিশ্বাসঘাতকের দেশলাই কাঠি চাই—[চিংকার করে] একটা দেশলাই কাঠি, বিশ্বাসঘাতকের দেশলাই কাঠি আমাকে দয়া করে দিন প্রভু—একটা কাঠি—

[হঠাৎ থেমে যায় । চারপাশে উদ্ভাসের দৃষ্টিতে তাকায় । দেখে কেউ কোথাও নেই, মঞ্চে সে একা দাঁড়িয়ে । তার চারপাশে তীক্ষ্ণ অন্তরের মত আলোর ফলা উজ্জ্বল । সেই আলো দেখে নিদাক্ষ হতাশার কঁদে ওঠে—]

না না, এসব—এসব আমি কি বলছি! মিথ্যে, সব মিথ্যে! আমি কখনো এমন বিশ্বাসঘাতক হইনি। না, কখনো না। [উঠে দাঁড়িয়ে বিভ্রান্ত উদ্বেজনায়] এ সমস্ত একটা চক্রান্ত, একটা গভীর বড়বস্ত্র বেখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে কয়েকজন চক্রান্তকারী তাদের কোনো গোপন উদ্দেশ্যসিদ্ধি করতে চাইছে। [বাইরের দিকে এগিয়ে] আমি চলে যাব এখান থেকে। চলে যাব—

[বাবার জন্তে এগোয়, এমন সময় প্রবেশ করে সোমেন। এখন তার বগলে ক্রান্ত নেই। হীরেনের সমবস্ত্র চেহার।]

সোমেন। দাঁড়াও হীরেন।

হীরেন। [স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর মুখ ফিরিয়ে সোমেনকে একটু দেখে ধীরে তার কাছে এগিয়ে এসে বিম্বিত গলায়] কে! সোমেন!

সোমেন। হ্যাঁ। চলে যাবে বলছিলে! কোথায় যাবে তুমি?

হীরেন। এই গোলকধাঁসার বাইরে। চক্রান্তের বাইরে। এখানে, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে সোমেন। এখানকার এইসব অসঙ্গতি, এইসব এলোমেলো ঘটনা—আমাকে...আমাকে তোমরা একটা চক্রান্তের মধ্যে ফেলেছ সোমেন।

সোমেন। [ভয়ঙ্কর হেসে] চক্রান্ত! আমরা তোমাকে ফেলেছি।

হীরেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা—তোমরাই ম্যাজিক দেখিয়ে পুরুষানুক্রম দেখাচ্ছ, অতীত বর্তমানের কোন নিয়ম না মেনে একটা গুণগোল পাکیয়ে আমাকে তার মধ্যে ফেলে মিথ্যে একটা ভূমিকার অভিনয় করাচ্ছ। [সহসা গলা পাটে] অথচ—অথচ বিশ্বাস কর সোমেন, কাল বিদেশ থেকে কিরে তোমার, তোমারই জন্য সর্বপ্রথম আমার মন ছটকট করেছিল। তাই আজ সকাল না হতেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি—কেবল একবার, আমার অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু তুমি, তোমাকে দেখবো—তোমার সঙ্গে গল্প করব, হাসব—এই, এইমাত্র। [হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে] কিন্তু তুমি, তোমরা—

সোমেন। [কঠিন গলায়] না, তুমি কেবলমাত্র সেইজন্যে আসনি হীরেন।

পুরুষানুক্রম

হীরেন । [হৃবোধ্যতায়] সৌমেন !

সৌমেন । হ্যাঁ, না এসে তোমার উপায় নেই ।

হীরেন । উপায় নেই !

সৌমেন । কোনো উপায় নেই, ছিল না । কেননা, যে সমাজের থেকে তুমি পালিয়ে থাকার জন্তে আমেরিকার চার বছর কাটিয়ে এলে, সেই সমাজে ফিরে যাবার সমস্ত পথ তোমার বন্ধ হীরেন । সেখানে গেলে তোমার সমস্ত শরীর টুকরো টুকরো হয়ে পথে ছড়িয়ে যাবে । তাই আমার কাছে আসা ছাড়া তোমার কোনো গতি ছিল না ।

হীরেন । [আতঙ্কে] সৌমেন !

সৌমেন । তোমার মধ্যবিস্তৃত মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, তোমার বউ অতি সাধারণ—গ্রামের মেয়ে, অতি সাধারণ মেধা তোমার দুটি ছেলে, একটি মেয়ে, তোমার সেই গ্রামের পাড়া-প্রতিবেশী—তাদের থেকে তুমি আলাদা হতে চেয়েছিলে মনে পড়ে, হীরেন ? তুমি সেই জীবনকে স্থগা করত—

হীরেন । এখনো করি । কেননা সেখানে জীবনের কোনো সার্থকতা নেই, ঐচ্ছল্য নেই । সে জীবন পণ্ডর মত । কেবল খাওয়া, ঘুম, বংশবৃদ্ধি—

কণ্ঠস্বর । [নেপথ্যে অলৌকিক স্বরে] তারা তোমাকে ভালবেসে শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনে নিয়ে গিয়েছিল । তোমার হৃৎথে তাদের সহানুভূতি ছিল, তোমার অস্থখে তাদের সেবা, তোমার সুখে তাদের উৎসব । তারা ভেবেছিল তুমি তাদেরই একজন । তাই তারাও আশা করেছিল তাদের হৃৎথে শোকে তোমার সহানুভূতি, তাদের আনন্দে তোমার উৎসাহ । কিন্তু তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের স্থগা করেছ—আর স্থগায় সরে থাকতে থাকতে—

সৌমেন । [কণ্ঠস্বরের গলা কেড়ে নিয়ে] আমার ওষুধের ভেজালের কারখানার লাভের টাকা তোমার পকেটে কি নেই হীরেন ?

হীরেন । সৌমেন !

কণ্ঠস্বর । (নেপথ্যে) সেই তোমার জন্মভূমির গ্রামে সে-বার কলারার মহামারী লেগেছিল, তোমার মনে আছে ?

হীরেন । [কণ্ঠস্বরের উদ্দেশ্যে] সেটা ওদের অজ্ঞতার দোষ । অপথ্য
কুপথ্য খেয়ে—

কণ্ঠস্বর । ঠিক । কিন্তু তাদের আরোগ্যের ওষুধ সাপ্লাই করার জন্তে তুমিই
টেঙার নিয়েছিলে । তারপর বত ভেজাল ওষুধ সরবরাহ করেছিলে ।
তোমার মনে পড়ে হীরেন ? সে সব ওষুধে কোনো কাজ হয়নি । মরে
ছিল তোমার বউ ছেলে মেয়ে, মনে পড়ে ? মনে পড়ে ?

হীরেন । [চিংকার করে] আমি জানি না । আমি জানি না ।

সৌমেন । হীরেন !

হীরেন । [ভেঙে বাওয়া এক মাহুকের মত নিখর দাঁড়িয়ে থাকে ।]

কণ্ঠস্বর । সে-বার গ্রামের মাঠে উপচে পড়া ফসল দেখে তোমার চোখ লোভে
লালসার চক্চক্ করে উঠেছিল । রাতের অন্ধকারে অন্ধকারে টাকার
বাঙিল খুলে ছড়িয়ে দিয়েছিলে তুমি, তোমারই গাঁয়ের মাহুকের
সামনে । তারপর পথে বিপথে সমস্ত চাল দ্রুত কোথায় চলে গিয়েছিল
হীরেন ? কোথায় সেগুলো নিয়ে গিয়েছিলে ?

হীরেন । আমি জানি না । জানি না ।

সৌমেন । আমার শুদামের গোপনতায় । তার লাভের অংশ তোমার শরীরে,
রক্তে, সত্যতায়, কৃষ্টিতে মিশে আছে হীরেন । [অলক্ষ্যে প্রস্থান]

কণ্ঠস্বর । আর তোমার ভাই-বোন, তোমার মা-বাবা শহরের পথে পথে
তোমারই বিশ্বাসঘাতকতায় একটু ফ্যান চাইছে, একমুঠো ভাত চাইছে,
ঘুরে বেড়াচ্ছে...

হীরেন । [উদ্ভ্রান্তের মত] থামাও...থামাও ঐ কণ্ঠস্বর সৌমেন । আমি...
আমি আর লজ্জ করতে পারছি না । সৌমেন ..ঐ কণ্ঠস্বর ..থামাও—আমি
...আমি...

[বলতে গিয়ে থেমে যায় । দেখে কোথাও
কেউ নেই । কেবল তীক্ষ্ণ অন্তরকলকের মত
আলোর রেখাগুলি চারদিক থেকে তাকে
বিদ্ধ করছে । তারই মধ্যে নিজেকে বাঁচাবার
জন্ত ভেদেপড়া হীরেন এদিক ওদিক করে ।

পটভূমিতে চকল বাজনা বাজে ।
 যকের আলো নিভে যায় ।
 আলো জ্বললে দেখা যায় সেই আগের
 টেবিল চেয়ার সোফা সম্বিত দৃশ্য । সোফায়
 বসে অতিবৃদ্ধ সোমেন, প্রৌঢ় জীবন আর
 বুকের মতই কুঁজে হয়ে দাঁড়িয়ে বিধ্বস্ত
 হীরেন । একটু কণ স্বরভর । পটভূমিতে
 সব হারানোর করণ স্রবচ্ছিন্ন ।]

হীরেন । তাহলে এই !

সোমেন । [স্তন্যে না পেয়ে] এঁয়া, কি বলছ ?

জীবন । [আশ্চর্যভাবে] ইঁয়া, এই ।

সোমেন । কি বললে নেই ? কে ? কে নেই ? কি নেই ?

হীরেন । আমাদের সেই চেহারা, আমাদের সেই শরীর আর নেই সোমেন ।

আমাদের মন জয়াগ্রস্ত—তাই আমাদের এই শরীর ব্যাধিতে জীর্ণ,
 পক্ষাঘাতে পঙ্গু—আর তারই প্রকাশ আমাদের চেহারা । বুঝেছি,
 আমি সব বুঝতে পেরেছি ।

জীবন । [বিস্ময়ে উঠে দাঁড়িয়ে] পেরেছ ? সব বুঝতে পেরেছ ?

হীরেন । ইঁয়া ।

জীবন । [ক্রোড়ে ভর দিয়ে এগিয়ে এসে] আমার বাবার চলে গিয়ে কেন
 ফিরে আসা বুঝেছ ?

হীরেন । না ।

জীবন । আমার ঠাকুরদার ঐ ধরনের কথাবার্তা, ব্যবহারের কারণ তুমি
 বুঝেছ ?

হীরেন । না ।

জীবন । তাহলে ? তাহলে তুমি কি বুঝেছ ?

হীরেন । বুঝেছি তাঁরা কেউ ফিরবেন না এ মুগ্ধে আর ।

জীবন । এঁয়া—ফিরবেন না ! লেখি, কোথায় গেলেন তাঁরা ?

হীরেন । অতীতে । জীবনবাবু, এখন তাঁরা অতীতে ।

জীবন । অতীতে !

হীরেন । ই্যা। এখন আমাদের সামনে বর্তমান । বর্তমানের মনের চেহারা আমাদের শরীরে । আমরা বিশ্বাসঘাতক, তাই আমাদের বধিরতা—
সৌমেন । এঁ্যা, কি বলছ ? আমি, আমি যে তনতে পাছি না । আরো...
আরো জোরে বল...

হীরেন । আমরা স্বার্থপর তাই পছন্দ—

সৌমেন ॥ [হুই ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার প্রচণ্ড প্রচেষ্টায় রত হতে হতে] আমাকে, আমাকে তুলে দাও...আমি...আমি যে উঠতে পারছি না...

হীরেন । আমরা ছল, ক্রুর । তাই আমাদের অল্প বয়সেই পরকেশ, লোল চর্ম—

জীবন । তাহলে ?

সৌমেন ॥ [সহসা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ।
ক্রাচ ছুটো দূরে ছিটকে যায় । আঁত গলায়] তোলা, আমাকে তুলে
ধর...আমার ক্রাচ...ক্রাচ ছুটো এগিয়ে দাও...ক্রাচ...আমার ক্রাচ ।

জীবন । [দ্রুত এগিয়ে সৌমেনকে তুলে ধরতে ধরতে] মাই বয়...মাই বয়...

হীরেন । [জীবনকে বাধা দিয়ে গভীর গলায়] না জীবনবাবু, না । অমনি
তোলা নয় । অমনভাবে আমরা আমাদের তুলে ধরতে পারব না ।
আমরা কেউ কাউকে তুলে ধরতে পারি না অমনভাবে । বয়ঃ আত্মন
একসঙ্গে আমরা বলি আমাদের পিতামহদের উদ্দেশ্যে : [একটু এগিয়ে
হু'হাত প্রসারিত করে আবেগে] হে আমাদের পিতামহরা ! তোমরা দাও,
আমাদের ফিরিয়ে দাও সেই জীবন, আমাদের ফিরিয়ে দাও সেই মন ।
আমাদের তোমরা তুলে ধর...তুলে ধর...তুলে [জীবনকে চূপ করে
ধাকতে দেখে] কৈ, কি হল জীবনবাবু, বলুন, একসঙ্গে কোরাসের গলায়
বলুন—

জীবন । [হঠাৎ চমক ভেঙ্গে] এঁ্যা, বলব ?

হীরেন । ই্যা, নিশ্চয়ই আমরা বলব । না বললে যে আমাদের মৃত্তি নেই
এই ঝড়ের থেকে, পতন থেকে । বলুন—

সোমেন । [এই পটভূমিকায় মাটিতে উবু হয়ে খুঁজতে খুঁজতে] আমার
ক্যাচ, ক্যাচ ছুটো... আমার ক্যাচ...

জীবন ও হীরেন । [সোমেনের দুপাশে দাঁড়িয়ে, সামনের দিকে হাত প্রসারিত
করে সমবেত গলায়] হে আমাদের পিতামহরা, তোমরা কিরিয়ে দাও
আমাদের সেই জীবন, কিরিয়ে দাও সেই মন, আমাদের সেই শরীর,
সেই দিন, সেই পৃথিবী । আমাদের তোমরা তুলে ধর...তুলে ধর...তুলে
ধর...

[মন্ত্র উচ্চারণের মত এই পটভূমিকায়
সোমেনের আঁতকায়া বড় বিচিত্র করণ
ধ্বনিতে মিশে থাকে এবং 'তুলে ধর' শেষ
শব্দটা নিয়ে সোমেন শেষ মুহূর্তে আঁতকায়া
করে ওঠে—]

সোমেন । আমাকে তুলে ধর...তুলে ধর...তুলে ধ—

[সহসা দুই হাত উর্ধ্বে উৎক্লিষ্ট নতজান্ন
সোমেন রুদ্ধবাক হয়ে যায় । ফ্রিজ হয়ে
দাঁড়িয়ে থাকে তিনটি চরিত্র । আবহ-সঙ্গীত
করণ মূর্ছনায় ধ্বনিত হয় । আন্তে আন্তে
পর্দা নামে ।]

কার্জন গার্ক সাক্ষী

বোম্বায়া বিশ্বনাথম্

চরিত্র



চক্রবর্তী	১ম চাষী
জগা	২য় চাষী
ভদ্রলোক	৩য় চাষী
নিবারণ	কেশব
গোপাল	সরকার
সমর	পুলিশ



[পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভিত ধরে দ্রুত ক্রশবেন্ট
খুলতে খুলতে চিৎকার করে পুলিশ অফিসার চক্রবর্তী
ডাকে তার চাকর জগাকে ।]

চক্রবর্তী । জগা—জগা—এই জগা—

জগা । বা—ই (দ্রুত ঢুকে) এজ্ঞে ?

চক্রবর্তী । এখনো তোর চা হলো না ?

জগা । এজ্ঞে, জল গরম হ'তি সময় লাগে, এজ্ঞে—

চক্রবর্তী । (টেবিল থেকে রুলকাঠ তুলে শাসিয়ে) এটা তোর মুখে পুরে
তোর ঐ এজ্ঞে বলা হুচিয়ে দেব । এজ্ঞে ? চা চেয়ে আধ ঘণ্টা হয়ে
গেল—

জগা । মুখের কথা বার করতি না করতি ..(বলতে বলতে চলে যায় ।

নেপথ্য থেকে শোনা গেল) জল গরম হ'তি সময় লাগে ।

চক্রবর্তী । (শান্ত গলায়) কোথেকে যে ছোটো সব আয়ার কপালে—

কার্জন গার্ক সাক্ষী

(টেবিলে রাখা কলটা হঠাৎ নিচে পড়তেই চমকে ওঠে) কে?
(আপনমনে হেসে রিভলবারটা টেবিল থেকে তুলে বেখে টেবিলের
উপরের কলটা নিচে পড়ে আছে। রিভলবারটা টেবিলের উপর রেখে
হেলান দিয়ে চেয়ারে বসে হাই তুলল।)

[জগা ঘরে ঢুকে চক্রবর্তীর সাইনের টুলে চা রাখে।
চায়ে চুমুক দিয়ে আড়চোখে চক্রবর্তী জগার দিকে
তাকিয়ে তার মেজাজ বোঝার চেষ্টা করে। জগা কলটা
তুলে টেবিলের উপর রাখে।]

চক্রবর্তী। জগা—

জগা। এজ্ঞে?

চক্রবর্তী। পাশের ঘরে কে আছে?

জগা। এজ্ঞে, কেউ নেই।

চক্রবর্তী। এপাশে ওপাশে কেউ আছে?

জগা। নেই এজ্ঞে।

চক্রবর্তী। বাড়ির সাইনে পেছনে?

জগা। এজ্ঞে না।

চক্রবর্তী। না। কখন দেখেছিস?

জগা। এজ্ঞে, আপনার ঘরে ঢোকায় সময় দেখেছি।

চক্রবর্তী। রাসকেল। আমার ঘরে ঢোকায় সময় দেখেছে। বা এখন বেখে
আয়। (জগা চলে যায়) এমনভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে যেন কেউ টের
না পায়। (চমকে) কে?

জগা। (ফিরে এসে) কই কেউ নেই তো কর্তা।

চক্রবর্তী। (কলটার দিকে তাকিয়ে) কেউ নেই। (হাই তোলে) বাইরের
হাওয়া কোন্ দিকে বইছে রে জগা?

জগা। হাওয়া! এজ্ঞে, হাওয়া বইছে।

চক্রবর্তী। হাওয়া তো বইছে। কিন্তু হাওয়া কোন্ দিকে বইছে তা
বলতে পারিস? পারিস বলতে?

জগা। এজ্ঞে?

চক্রবর্তী । কই বের কর। বের কর, প্যাকেটটা বের কর তাড়াতাড়ি ।
 (টেবিলের ওপর থেকে একটা মোড়ক বের করে খুলে তার ভেতর থেকে
 ছোটো ঝাণ্ডা বের করে। তেরঙা ঝাণ্ডা ও লাল কাপড়) লাঠি কই ?
 (জগা তিনহাত লম্বা ছোটো লাঠি দেয়) হঁ । ঢোকা । (জগা একটাতে
 তেরঙা পতাকা ঢোকায় আর একটায় লাল কাপড় ঢোকাতে গিয়ে থেমে
 যায়) কিরে কি হল ?

জগা । এজ্ঞে, ঢোকানো যাবে না ।

চক্রবর্তী । ঢোকানো যাবে না মানে ? কত বড় বড় দেশজ্রোহীর ইয়েতে
 আস্ত রুল ঢুকিয়ে দিয়েছি আর এই ঝাণ্ডাতে ঢোকাতে পারব না !
 কই দে আমার হাতে । (হাতে লাল কাপড় নিয়ে) বুঝলি জগা জীবনে
 এই প্রথম হাতে লাল ঝাণ্ডা নিয়েছি । কেমন দেখাচ্ছে রে আমাকে ?
 (রুলটা আবার টেবিল থেকে পড়ে যেতেই চিৎকার করে) কে ? (লাল
 কাপড় গুটিয়ে ফেলে)

জগা । এজ্ঞে, রুলকাঠ ।

চক্রবর্তী । তুলে রাখ । কই লাঠিটা দে । (লাঠি নিয়ে লাল কাপড়
 লাঠিতে পরাতে গিয়ে তেরঙার দিকে তাকিয়ে) এক রঙার চেয়ে
 তেরঙাটাই ভাল । তবে এটাও মন্দ নয় । (পরাতে গিয়ে বার্থ হয়ে)
 কইরে লাঠি ঢোকানোর ইয়েটা কোথায় ?

জগা । (জিভ কামড়ে) এজ্ঞে, সেলাই করিয়ে আনতে হবে । (জগা রুলটা
 আবার তুলে রাখে)

চক্রবর্তী । কেন, রেডিমেড লালঝাণ্ডা পাওয়া যায় না ?

জগা । এজ্ঞে, না ।

চক্রবর্তী । পাওয়া যাবে কোথাকে ? আমাদের দেশে ছোটখাটো ব্যবসা-
 দারদের দূরদৃষ্টি আছে নাকি ? জানিস, যাহু একটাই । কঠোর পরিশ্রম,
 দূরদৃষ্টি—দূর—এ-ই আর ছোটো কিরে ? যা—বাবা, এখনই তুলতে
 বসেছি !

জগা । দিন, সেলাই করিয়ে আনি ।

চক্রবর্তী । আনিসনি কেন ? সব ব্যাধারে তোকে আর কত বলব ? এ বর

কার্জল পার্ক সাক্ষী

থেকে কোন সরিয়েছিল? (পতাকা ছোটো কাইলের তলায় চাপা দেয়)

জগা। এজ্ঞে, কাল রাড্রেই ফোন সরিয়ে ফেলেছি।

চক্রবর্তী। ঐ! কাল রাত থেকে কোন ফোন আমি পাইনি? এরকম তো হয় না। হাওয়া কোন্‌দিকে বইছে রে জগা? (কলিং বেল বেজে ওঠে) যা কোন্‌ বানচোৎ এসেছে দেখ। আর শোন, লালকাপড়টাকে তাড়াতাড়ি সেলাই করিয়ে নিয়ে আয়। আজকেই তো সব আউট হবে। কি হয় কে জানে। আর ই্যা শোন, কারও সঙ্গে কোন বাড়তি কথা বলবি না। বুঝেছিল?

জগা। এজ্ঞে, ই্যা। (লাল কাপড়টাকে কাগজে মুড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে)

চক্রবর্তী। কি হল? যা।

জগা। এজ্ঞে বাবু, এত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? (আবার কলিং বেল বাজে)

চক্রবর্তী। ঐ, আবার শালা বাজাচ্ছে। যা, দরজা খুলে দে। (জগা চলে যায়) তুই ওটা সেই সেলাই করতে চলে যাবি। (একজন বয়স্ক লোক ঢুকতেই) ও, আপনি। বহন।

ভদ্রলোক। কি ব্যাপার বাবা? এত ঘামছ কেন?

চক্রবর্তী। গরম লাগছে না? এবার শীত বেন পড়লই না। তা কি ব্যাপার আপনার মেয়ে কাল যায়নি?

ভদ্রলোক। যাবে না কেন—মেয়ের মুখে শুনলাম—

চক্রবর্তী। কি শুনেছেন?

ভদ্রলোক। দেশের হাওয়া বদলাতে পারে শুনে তুমি নাকি বাবা একটু ঘাবড়ে গেছ? তুমি তো সরকারের হুকুম তামিল করেছ। এত ঘাবড়ে যাওয়ার কি আছে?

চক্রবর্তী। ঘাবড়ে গেছি কে বলল? ঘাবড়াব কেন?

ভদ্রলোক। আমাকে আবার কে বলবে? আর ভদ্রলোকে বললেই বা আমি শুনবো কেন? মেয়ের মুখে শুনে কাল রাড্রেই আসতায়। নেহাৎ শু বারুণ করল তাই।

চক্রবর্তী । (হাই তুলে) আমি কত বারণ করেছি, ওসব Confidential ব্যাপার অস্ত্রের কানে তুলো না ।

ভদ্রলোক । দেখ বাবা, মেয়ে বাবা-মাকে বলবে না, আর কাকে বলবে বল ? আমার কথা হল, তুমি তো Order মত ডিউটি করে গেছ—

চক্রবর্তী । Order—Order—খালি Order—Order কি কেউ লিখে দেয় ? এই যে সারা দেশে সাদ্কা খেলা হয়, আমরা যে ধরি না এর কি কোন লিখিত Order আছে ? চোরাই মদ ধরি না এর কি কোন Order খাতায় লেখা আছে ? গত উনিশ মাসে ছাপ্পান্নজনকে World থেকে despatch করে দিয়েছি এর কি কোন Order খাতায় পাবেন ?

ভদ্রলোক । তাহলে কিভাবে হয় ?

চক্রবর্তী । ওসব Confidential ব্যাপার । তবে শুনে রাখুন, এসব অনেক Order ফোনে হয়, লেখা নিষেধ ।

ভদ্রলোক । ও । আচ্ছা, তাহলে সময়ের স্বত্ব্যও কি—

চক্রবর্তী । কোন্ সময় ?

ভদ্রলোক । ঐ যে কার্জন পার্কে নাটক দেখতে আসত কি শনিবার ।

চক্রবর্তী । ও হো—ই্যা ই্যা সময় দত্ত । ই্যা ওর ব্যাপারটা নিয়ে কাগজে কাগজে একটু হৈ-চৈ হয়েছে বটে । তা আপনারও কি বিশ্বাস যে ওকে আমি মেরেছি ?

ভদ্রলোক । আমার বিশ্বাস বলছ কেন বাবা । মেয়েতো আর বাপের কাছে মিথ্যা কথা বলতে যাবে না—

চক্রবর্তী । দেখুন, কয়েকটা শনিবার ওদের নাটক আমরা দেখেছি । আমার ধারণা হয়েছে, একশটা বড় বড় নেতার ভাষণ বা না করতে পারে, একটা নাটক তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করতে পারে । অথচ দেশের লোক নাটক ভালবাসে । তাই ঠিক করলাম ওদের নাটকের সমর্থকদের খতম করতে পারলে নট নাট্যকার পালাবে । প্রাণের ভয়ে আর আসবে না নাটক করতে । তাই বেছে বেছে যারা মদ্যত্ বোগায় তাদের সরানোর প্রোগ্রাম নিতে হল ।

ভদ্রলোক । সময় দত্ত মরার সঙ্গে সঙ্গে বেশ থেকে কি নাটক উঠে গেল ?

কার্জন পার্ক সাক্ষী

চক্রবর্তী। উঠে যায়নি তবে কিছুদিনের জন্যে মিইয়ে গেছে তো। আর বাংলাদেশের লোকও তেমনি। বেশ বিপন্ন হলেও নাটক দেখা চাই। কী নাটক পাগল লোকের বাবা! (জগা কাগজের মোড়ক নিয়ে ঢুকতেই) ওটা টেবিলের ওপর রাখ। (জগা রেখে বেরিয়ে যায়)

ভদ্রলোক। কি ওটা?

চক্রবর্তী। ওটা কিছু নয়। (কথাটা শেষ হতে না হতেই ভদ্রলোক সেটা খুলে লালঝাঙা দেখে ফেলে) মানে বলা যায় না তো। হাওয়া যে—

ভদ্রলোক। এ্যা! তুমি কি নিশ্চিত যে এরাই—

চক্রবর্তী। না নিশ্চিত ঠিক নই। (বলে অন্য মোড়ক ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে হাই তুলে বসে)

ভদ্রলোক। (মোড়ক খুলে তেরঙা দেখে, হেসে) এই না হলে আজ-কালকার দিনে চলে? কখন যে কাকে লাগি মারতে হবে আর কাকে বাবা বলতে হবে কেউ বলতে পারে না। বেশ করেছে। না, তুমি যে তত ঘাবড়ে যাওনি এটাই তার প্রমাণ। আর হ্যাঁ, এক কাজ কর, দু-একটা ছবি টাঙিয়ে দাও। এই রামকৃষ্ণ—শরণ—রবীন্দ্র—

চক্রবর্তী। রবীন্দ্র-টবীন্দ্র টাঙাতে পারব না। পঞ্জাবে গুলি চললে যে লোকটা এখানে প্রতিবাদ জানায় তার ছবি আর যাই হোক পুলিশ লাইনের লোক রাখতে পারে না। আমি দুটো ক্যালেন্ডার একটা ক্রেমে বাঁধাতে দিইছি। জগাটা যদি এখন বুদ্ধি করে আনে দেখতে পাবেন। আমাদের লাইনের কাছে এত ঝামেলা যে কি বলব। আমার অবস্থা বিশ্বাস, যে দল ছিল সেই দলই জিতে আসবে।

ভদ্রলোক। ছাই আসবে। তোমার ধারণা অত্যন্ত তুল। আজকের কাগজগুলো পড়েছ? সব কাগজ হুঁর পাণ্টে ফেলেছে। কাল থাকে রাজা বলেছে আজ তাকে ফকির বলছে। কাল থাকে সাধু বলেছে আজ তাকে চোর বলছে। আমাদের দেশের খবরের কাগজগুলো বরাবর বড়লোকদের পক্ষে। আর বড় লোকদের মত হাওয়া বুকে চলতে আর কেউ পারে না। ওরা বাতাসে গছ পায়। তাছাড়া ওদের নিজেদের হাতেও দল থাকে। আজ পর্যন্ত কেউ বের করতে পেরেছে কোন্

ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কোন্ দল কত টাকা পেয়েছে। কেউ জানে, কোন্ দল কোন্ জমিদারের কাছে কত নিয়েছে—এসব কেউ জানে না। তবে একদিন জানবে। সত্য চিরকাল ঢাকা থাকে না।

জগা। (ক্ষত ঢোকে। হাতে ছবির ক্রেম। ক্রেমের দুদিকে ছুটো ছবি) একে এই যে, ফেরেমটাও এনেছি। ওই ঝাণ্ডাটা সেলাই করতে করতে দর্জিটা হাসল। পরসা নিল না। বলে কিনা তোর বাবু যখন লালের দিকে টলছেন, এ তো বড় ভাল খবর। এতে পরসা নেব না।

চক্রবর্তী। হঁ। তোর দর্জি ব্যাটা দেখছি বেশি বুঝে ফেলেছে। (ভদ্রলোককে) এই যে বাবা, আপনাকে যে ক্রেমের কথা বলছিলাম, এটাই সেটা। আগের দল জিতলে এই দিকটা ঘুরিয়ে টাঙাবো। আর নতুন দল জিতলে অন্য দিকটা টাঙাবো।

ভদ্রলোক। এতে মাত্র দুটো দলের ব্যবস্থা রেখেছ। যদি তৃতীয় দল জেতে? ওদের ঝাণ্ডা তো আবার দো রঙ। ওটাও একটা রেখে দাও। কে বলতে পারে দো রঙ দলও তো জিততে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমার অবশ্য ধারণা ঐ লালরাই এবারে জিতবে।

চক্রবর্তী। এখানে আমরা দো রঙকে হিসেবে ধরিনি। আমাদের ধারণা হয় তেরঙা আর না হয় এক বগু দল জিতবে।

জগা। তাহলে ফেরেমখান টাঙিয়ে দেবো?

চক্রবর্তী। হে।

জগা। কোন্ দিকটা দেখাবো? (টুলের ওপর উঠে ক্রেম ঝুলিয়ে ধরে) দেয়ালের দিকে ফেরেমের কোন্ দিকটা রাখবো?

চক্রবর্তী। না জগাই আমাকে পাগল করে ফেলবে। আরে কোন্ দিকটা দেয়ালের দিকে রাখবি সেটা আমি কি করে বলব?

জগা। না বললে আমি কি করে টাঙাবো? সব কথার আমার উপর রাগ করলে আমার—

চক্রবর্তী। হাবাগোবার মত কথা বললে রাগ করব না?

জগা। আমি তো হাবাগোবা। হাবাগোবারা হাবাগোবার মতই কথা বলবে।

হাবাগোবা না হলে খেটে মরি আর গালমন্দ খাই? আমার বাবা পই

পই করে বলে গেছে, ওয়ে শোন্ (কাঁদো কাঁদো হয়ে) হাবাগোবাবা খেটে মরে, চালাক চতুররা গুছোয় । আমার ঠাকুরদা নাকি হাবাগোবা ছিল । স্মরণদিন খেটে মরত । ঐ খাটতে খাটতেই জমিজারগা হারাল । আমার বাবা তার বাচ্চা । হাবাগোবাব বাচ্চা হাবাগোবা—আমি আমার বাবার বাচ্চা । হাবাগোবাব বাচ্চা ।

চক্রবর্তী ॥ (চিংকার করে) তুই নাব ওখান থেকে ।

জগা ॥ ফেরেমটা তাহলে কি করব ?

চক্রবর্তী ॥ কিছু করতে হবে না । নাব । বুঝু কোথাকার !

জগা ॥ (টুল থেকে নামতে নামতে) ঐ যাকে বলে বুঝু তাকেই বলে হাবাগোবা । ষার বাপ হাবা—

চক্রবর্তী ॥ (হাই তোলে) ফ্রেম বাঁধাতে কত নিয়েছে ?

জগা ॥ এই বা ! ফ্রেম বাঁধানোর টাকাটাতো দিইনি ।

চক্রবর্তী ॥ টাকাটা দে । আমি ওকে দিয়ে দেব ।

জগা ॥ হেঁ । আপনার কাছে ও টাকা নেবে ? আপনার ফ্রেম বাঁধাই করে ও টাকা নিতে পারে ? (পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে এতবড় জিত বের করে দাঁড়িয়ে থাকে)

চক্রবর্তী ॥ কি হল মা কালী হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? টাকাটা কি হাওয়ায় উড়ে গেল না পকেটমার হয়ে গেল !

জগা ॥ এজ্ঞে ।

চক্রবর্তী ॥ এজ্ঞে, কি এজ্ঞে ? আজ্ঞে বলতে পারিস না ? (বলতে বলতে তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলে) বল আজ্ঞে ।

জগা ॥ আ-আ-জ্ঞে ।

চক্রবর্তী ॥ (নাক কুঁচকে) উঃ । সন্ধ্যাবেলা খেয়ে এগেছিস্ । তোকে আমি চাবকে শেষ করে ফেলবো । উঃ কি দুর্গন্ধ !

ভক্তলোক ॥ থাক ওকে ছেড়ে দাও । এখন ওকে বত ভাল কথাই বল না কেন ওয় মাথায় ঢুকবে না ।

চক্রবর্তী ॥ আপনি জানেন না, এ ব্যাটা কত হুন্দর ছেলে ছিল । খাটি ছিল । বছর দুয়েক বেতে না বেতেই দেখুন এর কি অবস্থা হয়েছে ।

ভদ্রলোক ॥ হাঃ পয়সেশের দাস ।

চক্রবর্তী ॥ সাত সকালে খেনো মদ গিলে আসবে !

ভদ্রলোক ॥ সত্যি, ইহানিং যেন প্রত্যেক পাড়ায় খেনো মদের আড়ং বসে গেছে ।

চক্রবর্তী ॥ হ্যা, তা যা বলছেন । (জগাকে) তুই হাঁ করে এখানে হাঁড়িয়ে কি শুনছিল ? বাবাকে দেখতে পাচ্ছিল না ? জলযোগের ব্যবস্থা কর ।

জগা ॥ (ফ্রেম দেখিয়ে) তাহলে এটা কি করব ?

চক্রবর্তী ॥ কিছু করতে হবে না । রাখ এখানে । যা ।

জগা ॥ যাচ্ছি । (ফ্রেম লেখানৈই রেখে দিবে) হঁ । খেটেও মরব, কথাও শুনব । সাথে কি আর আমি হাবাগোবা ।

চক্রবর্তী ॥ তুই আজকে বড্ড বকছিল তো । দাঁড়া তোর—(জগা চলে যায়)

ভদ্রলোক ॥ থাক এখন ওকে কিছু না-বলাই ভাল ।

চক্রবর্তী ॥ খেনো মদ খেয়ে এত লোক মারা যাচ্ছে তবু এরা খাবে ।

ভদ্রলোক ॥ অল্প পরসায় এত নেশা পাবে কোথায় ? তোমরা এর বিরুদ্ধে স্টেপ নাও না কেন ?

চক্রবর্তী ॥ নিতে বললে নিই ।

ভদ্রলোক ॥ নিতে বলেনি ?

চক্রবর্তী ॥ তা বলছে । তবে বলার মধ্যে একটা হেরফের আছে তো ।

লিখে বলে একটা, কোনে বলে অন্যটা । (হঠাৎ) তাহলে এই ছবিটা মানে কোন্ ছবিটা দেওয়ালের দিকে রাখা যায় ?

ভদ্রলোক ॥ যে দল পেছোতে পেছোতে দেয়ালে ঠেকে যাবে—ওদের নেতাকে দেয়ালের দিকে রাখ ।

চক্রবর্তী ॥ বা, বেশ বলছেন । কিন্তু কে যে দেওয়ালে ঠেকবে ?

ভদ্রলোক ॥ এক কাজ কর, যারা ইলেকশনে লড়েছে তারা প্রত্যেকেই হিংসার বিরুদ্ধে বলছে । হিংসার বিরুদ্ধে মানেই তো অহিংসা ? আর অহিংসা মানেই বুদ্ধ অথবা গান্ধী । তবে বুদ্ধের প্রভাব এখন এখানে নেই । অতএব তাকে রাখার দরকারও নেই । তুমি গান্ধীকে রাখতে পার । যেই জিতুক গান্ধী চলে যাবে ।

কার্জন পার্ক সাক্ষী

২১৭

চক্রবর্তী ॥ যাক। একটা সমস্যার সমাধান হল। কিন্তু এ ছুটোর মধ্যে কোনটাই তো গাছী নয়। তাহলে তো আর একটা বাঁধাতে হবে।

ভক্তলোক ॥ হ্যা, তাই বাঁধাও। ঐ দো-রঙা দলের নেতার একটা, আর গাছীর। এই ছুটো ছবি এভাবে বাঁধিয়ে নিতে পার।

চক্রবর্তী ॥ তাহলে দো-রঙা ঝাণ্ডাও একটা লাগবে।

ভক্তলোক ॥ হ্যা, তা অবশ্য লাগবে। তবে তুমি যদি বাবা 'গোল্ডেন রুল' মেনে চল, তাহলে তোমাকে কোনদিন কোন ঝামেলার পড়তে হবে না।

চক্রবর্তী ॥ গোল্ডেন রুল আবার কি ?

ভক্তলোক ॥ এই তোমাদের—মানে পুলিশ ইন্সপেক্টরদের কিভাবে চলা উচিত সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ভাইপোকে সাতটা উপদেশ লিখে দিয়েছিলেন। সেই উপদেশগুলোকে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র 'গোল্ডেন রুল' বলেছেন। এটা ১৩৫৮ সালের প্রাচীন মাসে প্রকাশীতে বেরিয়েছিল। এই—এই যে—আমি পড়ছি। তুমি শোন—এই এক নম্বর (শুনতে শুনতে চক্রবর্তী মাঝে মাঝে হাই তোলে) এক—প্রথম প্রয়োজনীয় কথা। সত্য ভিন্ন কখনও মিথ্যা পথে বাইবে না। কলমের মুখে কখনও মিথ্যা নির্গত না হয়, তাহা হইলে চাকরি থাকে না। নিতান্ত পক্ষে কর্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মে। অবিশ্বাস জন্মিলে আর উন্নতি হয় না।

চক্রবর্তী ॥ বঙ্কিমচন্দ্র ? মানে 'আনন্দমঠ, বন্দে মাতরমের' ইয়ে ?

ভক্তলোক ॥ হ্যা। দুই—দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কথা। পরিশ্রম। বিনা পরিশ্রমে কখনও উন্নতি হয় না। কখনও কোন কাজ পড়িয়া না থাকে। তিন—উপরওয়ালাদের আজ্ঞাকারী তাঁহাদের নিকট বিনীত ভাব। চাকরি রাখার পক্ষে এবং উন্নতির পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তর্ক করিও না। চার—আপনার কাজের রুলস্ অ্যাণ্ড লজ বিশেষরূপে অবগত হইবে। কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পুলিশের লোক আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের বিশ্বাস যে তা না হইলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্ত। না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখনও করিবে না, বা অধীনস্থ কাহাকেও করিতে দিবে না। ইহার কারাও আছে। (হঠাৎ মাথা তুলে জামাই

বা চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে দেখেন যে সে চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ গলা ঝেড়ে জোরে জোরে পড়তে থাকেন) ছয়—সকলের সঙ্গে সম্ব্যবহার করিবে। অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গকে ব্যবহারের দ্বারা বশীভূত করিবে। কেহ শত্রু না হয়। কর্তব্যকর্মের অহুরোধে অনেকের অনিষ্ট করিতে হয়, তাহার উপায় নাই। দোষীর অবস্থা দণ্ড হওয়া চাই। সাত—নিষ্কারণে ভীত হইবে না। (ভীত শুনেই চক্রবর্তী চোখ খোলে)

চক্রবর্তী ॥ (কলিং বেলের শব্দ) জগা? কে এসেছে দেখ। জগা?

জগা ॥ (নেপথ্য থেকে) এজ্ঞে যাই।

চক্রবর্তী ॥ আসতে হবে না। কে এসেছে দেখ।

জগা ॥ (দ্রুত ঢুকে) নিবারণবাবু এসেছেন।

চক্রবর্তী ॥ ও-ঘরে বসতে বল।

জগা ॥ জরুরী দরকার বলছেন।

চক্রবর্তী—বল না বসতে। আমি বাবার সঙ্গে কথা সেয়ে যাচ্ছি।

ভদ্রলোক ॥ জরুরী যখন, ওর সঙ্গেই আগে সেয়ে নাও।

জগা ॥ (ভদ্রলোককে) বাবু আপনি চা-টা খাবেন আস্থন।

ভদ্রলোক ॥ বা, জগা তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে। কে বলে জগা হাবাগোবা।

জগা ॥ আবার কে? যে চেনে সেই বলে।

চক্রবর্তী ॥ (চিৎকার করে) তুই যাবি?

জগা ॥ (ঝট করে চলে গিয়ে বলে) নিবারণবাবু আসছেন।

নিবারণ ॥ (দ্রুত ঢুকে) নমস্কার, শ্রাম।

চক্রবর্তী ॥ নমস্কার। কি ব্যাপার?

নিবারণ ॥ বড়কর্তা ডেকেছেন।

চক্রবর্তী ॥ কি ব্যাপার? এই তো ভোররাত্রে ফিরলাম, বাবা। চাকরি

নয়তো, একেবারে গোলামী। এত ইাকপাকানি কিসের? কিছু হয়েছে?

নিবারণ ॥ (চারদিক দেখে নিয়ে) হাওয়া বোধ হয় উন্টোদিকে বইবে,

শ্রাম। তাই বড়কর্তা ডকুমেন্টগুলো সরিয়ে রাখতে চান।

চক্রবর্তী ॥ এসব কথা তোমার সামনে আলোচনা হয়েছে?

নিবারণ ॥ আমার সামনে হয়নি । তবে অহুমান । গতবারে দেখেছি তো—

চক্রবর্তী ॥ ঢের হয়েছে, চূপ কর । গতবারের সঙ্গে এবারের অনেক তফাৎ ।

গতবারে ছিল ফিকে লাল, গাঢ় লাল সব মিলে—আর এবারে ফিকে লাল নেই । অনেক তফাৎ । ওসব তুমি বুঝবে না । যাও, যাচ্ছি ।

নিবারণ ॥ আপনার কি খুব দেরি হবে ?

চক্রবর্তী ॥ (বিরক্ত হয়ে) কেন বলত ? আজ তুমি এত প্রশ্ন করছ কেন ?

তোমাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করতে কেউ বলেছে ?

নিবারণ ॥ না । মানে একুশি গেলে আপনার গাড়িতে চলে যেতাম ।

চক্রবর্তী ॥ আমার গাড়ি । আমার গাড়ি কোথায় ?

নিবারণ ॥ আজ্ঞে, আপনি যে গাড়িতে বাতায়াত—

চক্রবর্তী ॥ ওটা আমার গাড়ি নয় ।

নিবারণ ॥ নয় ।

চক্রবর্তী ॥ না, নয় । (ভদ্রলোককে দেখিয়ে) এঁর ।

নিবারণ ॥ আমি জানতাম—

চক্রবর্তী ॥ ভুল জানতে । ওরকম অনেক ভুল ধারণা অনেকের থাকে ।

নিবারণ ॥ তাহলে আসি ।

চক্রবর্তী ॥ হ্যাঁ এসো । আর শোন, বলবে আধ ঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি ।

নিবারণ ॥ আজ্ঞে বলব । (নমস্কার করে চলে যায় । ওর যাওয়ার দিকে

বিরক্তির সঙ্গে চক্রবর্তী তাকিয়ে থাকে) ।

ভদ্রলোক ॥ বিশেষ কিছু ঘটেছে নাকি ?

চক্রবর্তী ॥ বুঝতে পারছি না । তবে একুশি বেয়োতে হবে ।

ভদ্রলোক ॥ লোকটা এলো কেন ?

চক্রবর্তী ॥ বড়কর্তা ডাকছেন, জানাতে ।

ভদ্রলোক ॥ কোনে কি ওরা বলতে পারে না ? আমাদের দেশের লোক

এখনও ফোন ব্যবহার করতে পারে না ।

চক্রবর্তী ॥ ফোন যে ডেড হয়ে আছে । আচ্ছা, আপনি তাহলে বিশ্রাম

করুন । আমি বাই, দেখি কি অবস্থা !

ভদ্রলোক ॥ আমিও তাহলে উঠি ।

চক্রবর্তী ॥ আপনি কি যেন বলছিলেন ?

ভদ্রলোক ॥ বলা মানে, ঐ সাবধানে বুঝে শুনে থাকো। হাওয়া যে কোন দিকে কখন গড়ায়—তবে খুব বেশি ওলট-পালট হবে বলে আমার মনে হয় না। ও! তোমার দেরি হয়ে যাবে। এসো।

চক্রবর্তী ॥ আমি তাহলে আসি। জগা—এই জগা—

জগা ॥ (চা নিয়ে দ্রুত ঢুকে) এজে।

চক্রবর্তী ॥ উনি আছেন, দেখিস কোন অসুবিধা যেন না হয়।

জগা ॥ এজে কী যে ব-লে-ন। (ভদ্রলোকের সামনে চা রাখে)।—

চক্রবর্তী ॥ কিছুই বলছি না। বলার আগেই তো তুমি বুঝতে পেরেছ। আর তোমার যে এখন কি অবস্থা তাও আমি বুঝতে পারছি।

ভদ্রলোক ॥ আ। ওর ওপর আর চটাচটি করো না, আমার কোন অসুবিধা হবে না। তুমি এসো। ও আমার যথেষ্ট স্বত্ব করে। (বলে হাসিমুখে জগার দিকে তাকাম। চক্রবর্তী ভেতরের ঘরে ক্রশবেন্ট নিয়ে চলে যায়। ভদ্রলোক জগার কাছে গিয়ে বলে) ইয়ারে জগা, তোর বাবু এত ঘন ঘন হাই তুলছে কেন? কাল রাত্রে গাঙ্গা গাঙ্গা পত্র পত্রিকা ঘেঁটে ‘প্রবাসী’ বের করে ‘গোল্ডেন কল’ এনে পড়লাম। আর তোর বাবু হাই তুলতে তুলতে কি যে শুনলো মা গাঙ্গাই জানেন। অত ভাল ভাল উপদেশ পড়ে পড়ে শোনলাম—

জগা ॥ এজে ঐ তো বাবুর দোষ। ওসব ধর্ম কথা একেবারেই কানে তোলেন না। আজ তোর থেকেই বাবুর মেজাজ ট’ হয়ে আছে।

ভদ্রলোক ॥ কেন? সকালের চা-টা কি বেশ কড়া করে করিস্ নি?

জগা ॥ এজে, সকাল কি বলছেন? সারারাত্ শেব করি ভোররাত্রে এসেই চা—চা করে একেবারে দক্ষযজ্ঞ—

চক্রবর্তী ॥ (ইউনিফর্মের উপরে বেন্ট আঁটতে আঁটতে ঘরে ঢুকে কড়া মেজাজে জগাকে বলে) ভোরে এসেছি তো কি হয়েছে, উ? সারারাত্ কি আমি ফুটি করে বেড়িয়েছি নাকি? এঁয়া? কিরে? তোর মা আমাকে বলে ব’লে তুইও আমাকে বলবি। তোর পেরেছিল কি? এঁয়া? শোন জগা, এই শেষবারের মত তোকে বলে দিচ্ছি, এই বাড়িতে থাকতে হলে

আমার কাজের পর্যালোচনা করে থাকা চলবে না। আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে শুনতে হবে। না বহি শুনি দূর করে দেবো। মনে রাখিল, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। (বেন্ট কবে বেঁধে বেন্টের কেসে রিভলবার পুরে হাতে রুল নিয়ে দ্রুত চলে যায়)

জগা ॥ (কিছুক্ষণ পরে ভব্রলোককে) দেখলেন তো বাবু, আপনার জামাইয়ের কাণ্ড, নিজের চোখে দেখলেন তো? না! আর আমি এ বাড়িতে থাকব না। মা আজ আহুক—

ভব্রলোক ॥ রাগ করছিল কেন? সারারাত ডিউটি করলে কি মেজাজ ঠিক থাকে। ইয়ারে জগা, সকাল সকাল তুই মদ খাস কেন? কি, বলবি না? তুই না বললে আমি জানব কি করে? তোর কিসের দুঃখ রে? কোন্ দুঃখ ভুলতে চাস তুই? নিশ্চয় আছে কোন দুঃখ। তা না হলে তুই এসব খেতিস না। কিরে, চুপ করে আছিস কেন? আমি তোকে এত কথা বলেছি, কেন বলেছি? কারণ আমি তোকে বিশ্বাস করি। অথচ তুই আমাকে বিশ্বাস করিস না তাই না? কিরে, আমি ঠিক বলছি কিনা বল?

জগা ॥ এজ্ঞে, আপনাকে বিশ্বাস করি বাবু। আমার বড় দুঃখ বাবু। আপনি লেখাপড়া জানা লোক, অনেক খবর জানেন। কি বলব বাবু, না খেতে পেয়ে ধান তোলার আগে আমার পেথম বাচ্চাটা পেটে নিয়ে বউ মরে গেল। আর আমার কেউ নেই। এখানে আসি, আপনার নাতিরে নিয়ে ভুলে ছিলাম। তা কত্তাবাবু ওরেও নকশাল বলে গুলি করে মারল। তারপর থেকে আমার বাঁচতি ইচ্ছা করে না বাবু। বাঁচতি ইচ্ছা করে না। (কঁদে ভেঙ্গে পড়ে) ?

ভব্রলোক ॥ (কিছুক্ষণ পরে) ইয়ারে জগা, সময় দত্তকে আমার জামাই মেয়েছে কিনা জানিস? নিজের ছেলেকে মেয়ে যে নিজেকে বীর ভাবে, সে যে অস্ত্রের ছেলেকে মেয়ে এত ভেঙ্গে পড়ে কি করে তাই ভাবি। তুই এর হদিস পেয়েছিল? জামাই নাকি যখন তখন চমকে ওঠে তুই লক্ষ্য করেছিল? দেখেছিল?

জগা ॥ কেন দেখব না এজ্ঞে। সর্বক্ষণ বাড়িতে থাকি বাবু। কত কিছু তো

দেখি। আমরা চাকরবাকর মাহুব। সব আমাদের চোখে পড়ে। মুখ
বুজে থাকি। বলি না। বললে সংসার ছারখার হয়ে যায়। আপনার
নাতি মারা বাওয়ার পর থেকে এ সংসারে আর কোন বাঁধন নেই, এজ্ঞে।
ঐ সময়ের মরার পর থেকে বাবুরও মেজাজ খারাপ থাকে। বাবু আর সে
বাবু নেই, এজ্ঞে।

ভদ্রলোক ॥ (সিগারেট ধরিয়ে) জগা, মেয়ের মুখে শুনলাম, সময় দত্তকে
মারার দিনে তুই কার্জন পার্কে ছিলি, কি হয়েছিল রে ?

জগা ॥ কি হয়েছিল ? (মঞ্চ অঙ্ককার হয়। পরক্ষণেই গাছপালার ছায়া
পড়ে মঞ্চে। মাভাল অবস্থায় জগা ও তার বন্ধু গোপালকে দেখা যায়)

জগা ॥ কে যায় ?

গোপাল ॥ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ রাধেশ্বাম চৌধুরী।

জগা ॥ ইলেকশানে জিতল কে ?

গোপাল ॥ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ রাধেশ্বাম চৌধুরী।

জগা ॥ জমিদারের পৌ হয়ে কে ?

গোপাল ॥ ডুগ্ ডুগা ডুগ্ রা—ধেশ্বাম চৌ—ধুরী।

জগা ॥ জমিদারের টাকার ইলেকশানে লড়ে কে ?

গোপাল ॥ ডুগ্ ডুগ্ রাধেশ্বাম চৌধুরী।

জগা ॥ জমিদারকে বিপদ থেকে বাঁচায় কে ?

গোপাল ॥ ডুগ্ ডুগ্ রা—ধেশ্বাম চৌ—ধুরী।

জগা ॥ খানার পুলিশ আনে কে ?

গোপাল ॥ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ রাধেশ্বাম চৌধুরী।

জগা ॥ লেঠেল জোগাড় করে কে ?

গোপাল ॥ ঢাক ডুগ্ ডুগ্ রা—ধেশ্বাম চৌ—ধুরী।

জগা ॥ দালালি করে বেড়ায় কে ?

গোপাল ॥ ডুগ্ ডুগা ডুগ্ রাধেশ্বাম চৌধুরী।

জগা ॥ পরের ঘনে পোকারি করে কে ?

গোপাল ॥ ডু-উ-গ্ ডু-উ-গ্ রা—ধেশ্বাম চৌ—ধুরী।

জগা ॥ কোর্ট-কাছারি করে কে ?

কার্জন পার্ক সাক্ষী

গোপাল ॥ চ্যাম্ চ্যাম্ চ্যাম্ রাধে—জাম চৌধু—রী ।

জগা ॥ তোরে পেরার থেকে তাড়াল কে ?

গোপাল ॥ (কেঁদে ভেদে পড়ার ঢং করে) র'—ধে'—জা—ব' চৌ—
ধু—র'ী ।

জগা ॥ তোর বাপকে ভিটেবাটি ছাড়া করল কে ?

গোপাল ॥ (রেগে গিয়ে) রাধেজাম চৌধুরী ।

জগা ॥ রাধেজাম চৌধুরী মাইকী ?

গোপাল ॥ (জগাকে কোলে তুলে নিয়ে) জয় ! জয় ! জয় !

জগা ॥ তাহলে তুই আমার কথা মানলি ?

গোপাল ॥ মানলাম ।

জগা ॥ সত্যি মানলি ?

গোপাল ॥ বলছি তো সত্যি মানলাম ।

জগা ॥ মা কালীর দিব্যি মানলি ?

গোপাল ॥ মা কালীর দিব্যি মানলাম ।

জগা ॥ তাহলে তুই আর আমি হাবাগোবা । হ্যা, তুই তোর কটায় উঠিস ?

গোপাল ॥ চারটে । তুই ?

জগা ॥ (চিৎকার করে) এই হাবা আগে জানবি তো ক-টায় ঘুমোতে যাই ।

আমার কর্তার রাতদিন জ্ঞান নেই । একবার দরজার বেল বাজলেই উঠে
যেতে হবে । বউ বাবে না । ওটা ওর ডিউটি নয় । (গোপালের পাছার
লাথি মেরে) এ্যাই শালা—তুই ওরকম করছিস কেন ? শুনছিল আমার
কথা ? এ্যাই—

গোপাল ॥ ধ্যাৎ—এই করেছে নেশাটা ছুটিয়ে দেবে । পরশা খরচ করে
নেশা করব আর এই জগা কান্চৎ লাথি মেরে নেশা ছুটিয়ে দেবে ।

জগা ॥ আমি তো শালা তোকে মেরেছি, নেশাকে মেরেছি যে ছুটে বাবে ?

গোপাল ॥ ঐ আমাকে মারল আর—আচ্ছা, তুই তো বললি তোর বাবা
ছিল হাবাগোবার বাচ্চা । আর তুই হলি তোর বাবার বাচ্চা ।

জগা ॥ তাহলে তুই মনে রেখেছিস । সত্যি কথা কিনা বল ?

গোপাল ॥ সত্যি কথা মানে ! লাথি কথার এক কথা ।

জগা ॥ তাহলে তুইও হাবাগোবা ।

গোপাল ॥ হঁ । হাবাগোবার বাচ্চা যদি হাবাগোবা হয়, তাহলে হাবাগোবার
বন্ধুও হাবাগোবা । তুই আমার বন্ধু । তুইও হাবাগোবা !

জগা ॥ হাবাগোবা, খেটে মরে মাতব্বরে খায় ।

গোপাল ॥ হঁ লাখ কথার এক কথা । হাবাগোবা খেটে মরে মাতব্বরে
খায় ।

জগা ॥ আমি হাবাগোবা, রাত জেগে বসে থাকি । তুই হাবাগোবা, ভোর
থেকে খেটে মরিস । আমার কর্তার গাড়ি আছে, গরনা আছে । তোর
কর্তার বাড়ি আছে, দুটো ছুঁড়ি আছে আর একটা গাড়িও আছে ।
তোর কর্তা আমার কর্তা দুজনাই চালাক চতুর ।

গোপাল ॥ ঠিক বলেছিস । লাখ কথার এক কথা । হাবাগোবা খেটে মরে
মাতব্বরে খায় ।

জগা ॥ তাহলে তুই হাবাগোবা, তোর বাবা হাবাগোবা—তার বাবা—

গোপাল ॥ তুই আমার বাপ মারে হাবাগোবা বললি ? তবে বা । তোকে
আমার কস্তাগিন্নীর একটা গোপন কথা বলব না ।

জগা ॥ (তার কাছে এগিয়ে এসে) কি কথা রে ?

গোপাল ॥ আছে ।

জগা ॥ বল ।

গোপাল ॥ কারটা শুনবি ? কস্তার না গিন্নীর ?

জগা ॥ গিন্নীর ।

গোপাল ॥ না । আগে কস্তার বলব ?

জগা ॥ তাই বল ।

গোপাল ॥ বলব ?

জগা ॥ (অর্ধেক-হয়ে) ব-ল ।

গোপাল ॥ কানে কানে বলব ।

জগা ॥ (কানটা তার মুখের কাছে রেখে) তাই বল । (কিছুক্ষণ পরে
অর্ধেক হয়ে) ব-ল ।

গোপাল ॥ বলছি, বলছি । না, কস্তারটা বলব না, গিন্নীরটা বলব ।

কার্জন পার্ক সাক্ষী

জগা ॥ (উৎসাহিত হয়ে) তোরে তো আসেই বললাম । গিরীশটা বল ।

ব-ল ॥ এ-ই বল ।

গোপাল ॥ বলব ? কাউরে বলবি না তো ?

জগা ॥ না বলব না । বল ।

গোপাল ॥ কানে কানে বলব ।

জগা ॥ চু করিল না, বল ।

গোপাল ॥ সত্যি বলছি, বলব । কানে কানে বলব ।

জগা ॥ ঠিক বলবি তো ?

গোপাল ॥ ঠিক ।

জগা ॥ ঠিক ? (তার মুখের কাছে কান রেখে) বল । ব-ল ।

গোপাল ॥ বলতেছি । কতাবাবুর আপিল খাওয়ার পর না—

জগা ॥ (অর্ধৈষ্য হয়ে) বল ।

গোপাল ॥ না । লজ্জা করে ।

জগা ॥ খ্যাং শালা, বল না । আমিও তোরে মজার কথা বলব ।

গোপাল ॥ তোরে একটা কথা বলি জগা...

জগা ॥ তুই শালা মাল খেয়েছিল । মাল খেয়ে কেউ একটা কথা বলে না ।

তুই হশটা বল । না, একশটা বল ।

গোপাল ॥ ভগবান মাইনবের হাত দিয়েছেন, কেন ? কাজের জন্মি । তোর এতবড় গত্তরখান আছে, কেন ? কাজের জন্মি । আর সেই গত্তরটারে তুই পার্কে পার্কে রাখিস । এই তোর জন্মি আমার পার্কে ঘোরার অভ্যাস হল । তুই আমারে মাল খাওয়া শেখালি ।

জগা ॥ ওরে শালা, আমি শেখালাম ? তুই না বলেছিলি তোর বাবা—

গোপাল ॥ (রেগে গিয়ে) ছাথ বাপ তুলবি না বলে দিলাম ! বাপ তুললি আমার মেজাজ গরম হয়ে যায় ।

জগা ॥ আচ্ছা বেশ । বাপ তুলব না । তোর পেরাণ না চায় আসবি না ।

গোপাল ॥ আসব না তো কি করব । বসি বসি ওদের খাওয়া দেখব ।

শালার কস্তাগিরী কি খাওয়ান খেতে পারে !

জগা ॥ অত হিংসে করিল কেন । তোরে ধের না ?

গোপাল ॥ বাবুরা আজকাল কিপ্‌টেবি শিখেছে। বেথায় প্রাণভরে দেয় না।
চণ্ডীবাবু বলে, এই মাছ দিয়ে বা, রাখালবাবু বলে, কইরে হইয়ের নতুন
হাঁড়ি নিয়ে আয়। কিন্তু চেয়ে দেখ, ধারে কাছে কেউ নেই। শালারা
ক্রিয়াকর্মে খরচ করে না, এরা কি মাহুষ!

জগা ॥ তুই খাম, বাবুরা আবার মাহুষ ছিল কবে? কানা ছেলের নাম
পদ্মলোচন কেন রাখে জানিস?

গোপাল ॥ না।

জগা ॥ যাতে পেখম চোটেই সে বে কানা তা যাতে ধরতে না পারে। ঐ
ছোটলোকগুলোতে ভক্তলোক নাম রেখেছে। শহরে আইলেই সব বাবু।
গাঁয়ে থাকলি চাষা। বুঝলি?

গোপাল ॥ গেরামের জমিদারগুলোও কিপ্‌টের হৃদ। আগে পূজাপাক্ষণে
যাত্রা তাত্রা করাত। এখন ওলব বন্ধ। বাড়িতে কাজকর্ম হয়—খরচ
করবে না। শালা, খরচ করবি না, চাষাগুলোতে লুটেপুটে খাবি। অত
টাকা রাখবি কোথায়? জানোয়ার—একেবারে জানোয়ার।

জগা ॥ জানোয়ারগুলোতে তাড়াতি লাগে। ফিস্ ফিস্ করি বললি হয় না।

গোপাল ॥ চিল্লাতি হয়?

জগা ॥ হঁ চিল্লাতি হয়। লাঠিসোটা নে চিল্লাতি হয়!

গোপাল ॥ ওরে বাবা, লাঠিসোটা নিলে জমিদার বন্দুক নেবে।

জগা ॥ বন্দুক নেলে আম্মো বন্দুক নেব। আমার বাবুর বন্দুক আছে। তুই
আমারে বলবি, আমি তোয়ে বন্দুক দেব।

গোপাল ॥ অত বন্দুক তুই পাবি কোথায়? জমিদার বন্দুক ধরবে। তারে
আগলাতি পুলিশ বন্দুক ধরবে। পুলিশয়ে আগলাতি মিলিটারি বন্দুক
ধরবে। মিলিটারি বন্দুক ধরলি সেবারে আমার বাবা মরেছিল। সারা
গেরামে জানোয়ারদের সে কি দাপাদাপি।

জগা ॥ তোরা শালা ভেড়ুয়া ছিলি। বাবা বলেছিল, জানোয়ার তাড়াতি
জানোয়ার হওয়া লাগে।

গোপাল ॥ ই্যা ঠিক বলেছিল। জানোয়ার তাড়াতি জানোয়ার হওয়া
লাগে। জানোয়ার হতি পারলে জানোয়ারের সঙ্গে লড়া যায়।

জগা ॥ হ্যা। জানোয়ার তাড়াতি জানোয়ার হওয়া লাগে। (মুখটা হাঁ করে গোপালের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে) হাঁ—আ—হাঁ—আ।

গোপাল ॥ (একইভাবে) আম্মো জানোয়ার। হাঁ—আ!

জগা ॥ (হেসে উঠে) এই গোপাল, তুই খাটি হাবাগোবা। তোয় মথি ভেজাল নেই। আমার শালা বাবা হাবাগোবা ছিল, মা ভাল ছিল। আমার মা সাক্ষাৎ দেবী ছিল। একদিনের জরে মরে গেল। স্বর্গে গেল। (জোড়হাত করে ওপরের দিকে তাকায় এবং পরমুহূর্তে চিৎকার করে বলে) কিন্তু তুই শালা বোলআনা—মানে তোয় বাবা মা জুজনেই হাবাগোবা ছিল।

গোপাল ॥ আবার? এবার তোয় মাথা কাটিয়ে দেবো শালা।

জগা ॥ তোয় বাবাও পারবে নায়ে শালা। জানিস আমি কার বাড়িতে চাকরি করি! আমার কর্তার ছেলে নকশাল ছিল বলে নিজের ছেলেকে গুলি করেছে? (বুক ঠুকে) আর আমি তার বাড়ির চাকর। ইচ্ছে করলে তোয় ইয়েতে কল ঢুকিয়ে দিতে পারি। জানিস, আমি কে? (হঠাৎ একদল যুবক ঢুকে ওদের পিঠে হাত দিয়ে বলে)

সমর ॥ দাদা, আপনারা একটু ওদিকে যান।

জগা ॥ কেন? এটা কা-র বাপের জমি? সরবো কে—ন?

সমর ॥ আমরা এখানে একটা নাটক করব।

জগা ॥ অ্যাঁই বাপ্। ওরে গোপাল, দেখছিস এই শালারাও মাল খেয়েছে।

গোপাল ॥ কি হয়েছে?

জগা ॥ দেখছিস ইস্টেজ নেই, রাত হয়নি, লাইট নেই। বলে কিনা নাটক করব। নেচ্খাৎ ব্যাটারা মাল খেয়েছে।

সমর ॥ না দাদা, আমরা মালটাল খাইনি। আমরা এখানে একটা নাটক করব। আপনারা দয়া করে সরুন।

জগা ॥ ধ্যৎ। মাল খায়নি! মাল না খেলে এরকম নেশা ধরে? আর নেশা না ধরলে মাঠে কেউ নাটক করে?

সমর ॥ হ্যাঁ দাদা, ঠিক ধরেছেন। আমাদের নেশা ধরেছে। তবে সেটা মদের নেশা নয়। নাটকের নেশা। জনগণের স্বার্থে নাটক করার নেশা।

জগা ॥ (চিংকার করে) এ্যাই গোপাল ! এরা আমার কথা মেনে নিয়েছে
রে । এদের নেশা ধরেছে । তুইও এবার মেনে নে ।

গোপাল ॥ নেবো । বেশ, আমি একটা হাবাগোবা । এই জগা, এদের নেশাটা
কেমন দেখি না ।

জগা ॥ বেশ দেখ ।

গোপাল ॥ তুইও দেখ ।

জগা ॥ না, তুই দেখ ।

গোপাল ॥ না তুই—(বলে জগাকে বসাতে গিয়ে নিজের ধপাস করে বলে
পড়ে । মঞ্চের মাঝখানে সময় দাঁড়িয়ে বলে) ।

সময় ॥ বন্ধুগণ, আপনারা জানেন, আমরা এখানে যে নাটক করি তা ধনিক-
শ্রেণীর স্বার্থে নয়, জনগণের স্বার্থে । আমরা মনে করি, নাটক জনগণেরই
শিল্প । পৃথিবীর যে কোন শিল্প যেমন জনগণের স্বার্থেই হওয়া উচিত
তেমনি নাট্যশিল্পও জনগণের জন্যই নিবেদিত । আপনারা আমাদের
নাটক দেখুন । আপনারা আমাদের নাটকের বিচার করুন । আপনারা
আমাদের সমালোচনা করুন, আমাদের সংশোধন করুন । আমাদের
আজকের নাটকের নাম ‘প্রতিরোধ’ । বন্ধুগণ, যে চাষীর গভর খাটানো
ফসল আমরা সারা বছর খাই তার ঘরে বুট্টির জল ভরে যায় । তার ঘর
ছাওয়ার খড় সে পায় না । (আলো নিভে জলে ওঠে)

সরকার ॥ এই তো, এই তো সব খড় পড়ে রয়েছে । এবার কান্দা করে
আড়ালে রাখা হয়েছে ।

কেশব ॥ এজ্ঞে এটুকু খড় দে আপনার কিস্তি হবে না বাবু । এটুকু দে
ঘরটা ছাউলি পোয়াতি বউটা পেয়াণে বাঁচবে ।

সরকার ॥ হঁ, ব্যাটার শখ কত । নিজের শেট চালানোর ম্যুরোদ নেই
আবার বে করে । শালা ক্ষেতটারে একেবারে জ্বাংটো করে ছাড়লো ।
তোম সাহস তো কম নয় ! তুই ব্যাটা আমাদের ক্ষেতের খড় চুরি
করিস । এঁ্যা । জলে বাস করি কুমীরের গায়ে খোঁচা মারিস !

কেশব ॥ সরকার বাবু, কমা করেন সরকারবাবু । এবারকার মত মাপ
করেন...সরকারবাবু, এগুলো নেবেন না । আপনার পায়ে ধরতেছি,

এ খড়গলা ছেড়ে দেন। যা দাম হয় খেটে শোধ করে দেব। ডবল শোধ করে দেব। জ্ঞান ছেড়ে। জ্ঞান বাবু, টান দেবেন না। (সরকার খড়গ ধরে নিয়ে বাগার অভিনয় করে) বাবু, বাবু মায়ের নামে কিরা কাড়তেছি। ওগুলো নেবেন না মজুর।

সরকার। (চিংকার করে) চোপ্, হারামজাদা। শুয়োরের বাচ্চা। কেন কথা বলবি তো পুলিশে দেব। (লাকিয়ে উঠে চিংকার করে) গা ছাড়া করে দেব। তোরে কেটে গাড়ে ভাসিয়ে দেব। তোরে আমি—তোরে আমি—(কেশব ঝট করে তার পা জড়িয়ে ধরে। ছাড় শালা। ছাড়! (লাথি মেরে খড় নিয়ে চলে যায়)।

সময়। (কিছুক্ষণ অন্ধকারের পর আলো জ্বলে) কয়েকজন চাষীর সঙ্গে ধানকাটার ব্যাপার নিয়ে জমিদারের সরকার দরকষাকষি করছে।

সরকার। অত কথা শোনার আমার সময় নেই। ফসল তুলতে হবে লোকের দরকার, তোরা রাজী? কিরে তোরা রাজী?

১ম চাষী। প্রায় আধা-রোজ বলতেছেন যে!

সরকার। আধা-পুরা বুঝি না। যে দরে আমার মজুর মুনিস মিলতেছে সে দর দিয়েছি। মন চায়, করো, নাতো ছেড়ে দাও।

১ম চাষী। কি? কি করব?

২য় চাষী। মাহুম প্যাটের টানে ধুকতেছে। পাঁচ পরসার কাষ পাষ তো এক পরসায় করে। তার দস্ত ভাষ্য মজুরিটা আধা হয়ে যাবে? এটা বিচার হলো।

১ম চাষী। চিরকাল যা হয়ে এসেছে—এখন যদি একথা বলেন তো—

সরকার। চিরকাল যা ছেল এখন তা নেই।

৩য় চাষী। কি হেরকের হয়েছে? ফলন কম হয়েছে?

সরকার। কিন্তু কাজের লোক ছুনা হয়েছে।

৩য় চাষী। বাইরে থেকে লোক আনা করাবেন, ছুনা হবেনা।

১ম চাষী। বস্তা হয়েছে সেখানে, ফলন মন্দা—সে আমাদের দোষ।

৩য় চাষী। তারা প্যাটে মরছে অমনি খাঙ্কা বুকে আধা রোজে টেনে

আনলেন। আবার ওদের হাতে পেরে আমাদের মারছেন! গ্যাড়াকল
ভাল পেতেছেন কৰ্তা।

সরকার ॥ এঁ্যা—চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি ঝাড়ছে! বাইরে থেকে যখন মুনিস
আনা করাবো, সব তো উপোসে মরবি।

১ম চাষী ॥ আমরা নিজ হাতে কাম করেছি। জমিতে যা কাজকম
আমরাই করেছি। ফসল তোলায় সময় বাইরের লোক!

সরকার ॥ ভালো কথা। আনা করাবো না বাইরের লোক—তালে এবার
তোরা কামে লেগে যা।

৩য় চাষী ॥ এভাবে প্যাটে মারলি, সরকারবাবু?

২য় চাষী ॥ প্যাটে তো চিরকাল মারতেছেন।

১ম চাষী ॥ খেটে মরতেছি আমরা, প্যাটে মারতেছেন আপনারা।

সরকার ॥ মারতেছি? তবে মর। (চলে যায়)

১ম চাষী ॥ তাহলে কি করা লাগে? কি? বল? কামে যাবে?

২য় চাষী ॥ বুখন রে কি করা এখন?

৩য় চাষী ॥ যেতি মন চায় যাও। একবার আধা মজুরী মেনে নিলে আর
পুরা হবে না কোনকালে—একথা জানা নাই?

২য় চাষী ॥ এমন কাম আমি করি না। না! না!

সময় ॥ চাষীদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে জমিদাররা একদিন তাদের
জমি থেকে উৎখাত করেছে। ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত করেছে। আর
এখন চায় অর্ধেক মজুরিতে খাটাতে। কিন্তু চাষীরা আজ আর এতবড়
অন্তায় মেনে নিতে রাজী নয়। যদিও তাদের হাঁড়িতে ভাত নেই, পরনে
কাপড় নেই। (সরে যায়)

গোপাল ॥ (এককোণে বসে থেকেই বলে) এই জগা, গুঠ। সন্ধ্যা হয়ে
গেছে। যেতে হবে না?

জগা ॥ তুই থাম্‌ দেখি। এ যে সাক্ষাৎ আমাদের গেরামের কথা বলতেছে রে।
কোলকাতার হোঁড়াগুলো চাষীর পাঁচ ভাল করছে তো। (এমন সময়
টলতে টলতে ২য় চাষী ঢোকে)

২য় চাষী ॥ (কুকুর তড়াবার ঢং করে) ভাগ্‌ ভাগ্‌ এখান থেকে। যেউ

কার্জন পাক সাকী

ঘেউ করার কমতা নেই, এঁটো খেতে এয়েছে, এঁটো। বা না জমিহায়ের
 বাড়ি বা না। ওদের হেঁসেলে ঢোক। মহাজনদের বাড়ির স্নানঘরের
 পালাটা ঠেলতে পারিস না। রাখাল মুহুর হোকানে ঢোক না। বা,
 ঢোক। এখানে কেন?... সব নিঝুম মেয়ে গেছে। এ্যাই কেশব.....
 রাত কত হল? সব ঘুমিয়ে পড়েছে। এ্যাই কেশব। ঘরে আলো
 জলেনি। (আবার কুকুর ডাড়াবার ঢং করে) এ্যাইজ শাল তোরে
 আমি নাগালে পেলি...তোরে আমি শেষ করি কেশব।.....এক আধদিন
 হাঁড়ি চড়েছে কি অমনি হারামজাদার হোকহোকানি দেখ!.....আলো
 জলেনি কেন? এ্যাই কেশব—

কেশব। কি?

২য় চাষী। বলি কানে ঢুকিয়েছিল কি? শুনে পাচ্ছিল না, ডাকছি।

কালো না বোবা? ...তেল নেই?

কেশব। না।

২য় চাষী। হাঁড়ি চড়েনি?

কেশব। না।

২য় চাষী। বউমা নেই?

কেশব। না।

২য় চাষী। না?

কেশব। না।

২য় চাষী। শালা হল কি আজকে তোর? না—না—না—না ছাড়া
 কথা নেই।

কেশব। না, নেই।

২য় চাষী। নিজের বউ কোথায় আছে, জানিস না?

কেশব। জানব না কেন? ঘরের কোণে পড়ি পেটের বস্ত্রনার ছটকট করছে।

২য় চাষী। কি হয়েছে? ...কিরে বলবি তো? কি হয়েছে?

কেশব। আমি কি বলব? কত জনকে বলব?...এক এক করি গায়ের
 লোক আসে আর বলতি হয়। এ তোমারে বলি রাখলাম, আমি এসব
 বুটকায়েলা লামাল দিতে পারব না।

২য় চাষী । কিসের ঝুটখামেলা ?

কেশব । বলেছিলম বিয়া আমি করব না । বউরে খাওয়াতি পারব না ।

তখন তো শখ হইছিল আমারি বিয়া দিতে । এখন লামাল দাও ।

২য় চাষী । অত দেমাক দেখাবি না—দেমাক আমি সহ করতি পারি না ।

কেশব । তুমি তো কিছুই সহ করতি পার না । অত যখন সহ করতি পার না, মাকে না খাইয়ে মারলে কেন ?

২য় চাষী । (চিৎকার করে) কেশব ! তোর মা গব্ভযন্ত্রণায় মরলি আমি কি করব । দুদিন খাওয়াচ্ছে বলে দেমাক দেখানো । তোরে যে এতবড় করলাম তার বেলা । তোর বউ কাতরাচ্ছে তো আমি কি করব । (কিছুক্ষণ পরে) বুঝলি কেশব, তোর মাও ঠিক এমনি করেই চিল্লাত । আর আমি উঠোনে বসি বসি তার চিল্লানি শুনতাম । এর তো একটা হচ্ছে । তোর মার একটা নয়, দুটা নয়, সাত সাতটা দলা দলা মাংসের পুঁটলি হয়েছিল । কোনটা মরে বেরুত, কোনটা বেঁচে । কিছুদিন পরে ঝম আসত । পেরাণটাকে টেনে বার করি নিয়ে যেত । পুঁটলিটা আর নড়ত না । অসাড় পুঁটলিটাকে হাতে করে নিয়ে যেতাম ঝশানে । ছ ছটা পুঁটলি ঝশানে নিয়ে গেছি । তুই হলি সাত নম্বর পুঁটলি । তোরে এতবড় করলাম । দুদিন খাওয়াচ্ছিল তাই এত দেমাক । তোর দেমাকের মাথায় লাথি মারি । তোর বউ কাতরাচ্ছে তো আমি কি করব ?

কেশব । (চিৎকার করে) আমি কি করব ? কথাটা গলা ফাটিয়ে বলতে লজ্জা করে না ? পোয়াতী বউ কাঠ কুড়িয়ে, লোকের বাড়ি কাজ করে, চাল কিনে রাখে আর তুমি বসে বসে গেলো । লজ্জাও করে না ? আবার বুক চিতিয়ে কথা বল ?

২য় চাষী । (চিৎকার করে) লজ্জা আমার করবে না, তোর করবে যে স্তরেরের বাচ্চা ! আমার খাওয়াটাই তো দেখিস । তোর বউটা যে স্নো-গেরালে গেলে সেটা দেখতে পাস না ? যত চোখ এই বুড়া লোকটার উপর । একেবারে হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে দে রাক্ষসীর মত খায় । তখন কি তোর চোখে ইয়ে ঢুকে থাকে ? তোর বউ খেতি পারে আর তোর

কার্জন পাক সাকী

২৩৩

বাগ খেতি পারে না? বাগরে খেতে না দে বউরে খেতে ভাল, ভোর
লজ্জা করে না?

কেশব। তার খেতি হয়। পোয়াতী মেয়েমাছের খাওয়া লাগে।

২য় চাষী। (মুখ ভেঙে) ও—ও তার খাওয়া লাগে! হুদিন আগে যে
বউ হয়েছে তার খাওয়া লাগে! আর আমি বুড়া বাগ, আমার খাওয়া
লাগে না? বেজমার পুত কোথাকার।

কেশব। (চিৎকার করে) হ্যা—হ্যা, তার খাওয়া লাগে। তার নিজের
জন্মি না। পেটের ভেতরে বেটা আছে সেটার জন্মি খাওয়া
লাগে।

২য় চাষী। ঈস, মরে যাই। শালার ছুঁখু দেখ। পেটেরটার জন্মি ছুঁখু
হচ্ছে। পেটেরটারে বাঁচাতি হবে! বাগের বাঁচাতি হবে না।

কেশব। হ্যা, পেটেরটারে বাঁচাতি হবে। এই তুমি মায়ে খেতে দাওনি।
সেইজন্ম ছয় ছয়টা মাংসের পুঁটলি আশানে নিয়ে গেছ। লজ্জা করে না,
আবার আমারে বল? আমি হলাম বেজমার পুত? আমি যদি
বেজমার পুত হই তো তুমি কি?

২য় চাষী। (ধমকে) এ্যাই চুপ কর! তোরা হলি হাবাতের জাত। এই
তুই, তোর মা সব হাবাতের জাত। এক একটা রাক্স। কেন? তুই
এতবড় জোয়ান মরছ, তোর ভাগেরটা তোর বউকে পেলা। আমার
পেটে টান মারিস কেন?

কেশব। জালাটারে ভরতি হলে খাটতি হয়!

২য় চাষী। তো যা খাট। তোকে খাটতি কে বারণ করে?

কেশব। তুমি-ই তো বারণ কর। বাচ্চা বয়স থেকে তোমার মুখে শুনে
আসছি হাবাগোবায় খেটে মরে, চালাকচতুরে খায়।

২য় চাষী। খায় তো! না খেলি তোর ঠাকুরদার জমি গেল কোথায়!
তোর বাগের ঘরবাড়ি নাই কেন? তোর বউ লোকেয় বাড়ি কাম
করতি যান কেন? আমি আবার বলব। একশোবার বলব। হাজারবার
বলব। হাবাগোবায় খেটে মরে, চালাকচতুরে খায়।

কেশব। আর খেটে মরবে না। সে আর নাই।

২য় চাবী । কোথায় গেছে ?

কেশব । জানি না ।

২য় চাবী । তোর বউ কোথায় গেছে তুই জানিস না ? (আলো কমে যায়)

সমর । (মঞ্চের সামনে এসে) না কেশব জানে না, কেশবের গর্ভবতী বউ

খিদের জালা সহ্য করতে না পেরে—না আত্মহত্যা করেনি—রাতদিন খেটেছে, পেটেরটাকে বাঁচাতে । কিন্তু পেটেরটা যখন কোলে আসার অন্তে ছটফট করছিল তখনই চাবী বউ মারা গেছে । চাবী বউয়ের এভাবে মরতে হয় । সব গাঁয়ে পঞ্চায়ত আছে কিন্তু হাসপাতাল নেই । (জগা ও গোপাল নড়েচড়ে বসে হাঁ করে তাকিয়ে অভিনয় দেখে আলো নিভে কিছুক্ষণ পরে জলে ওঠে)

২য় চাবী । (কেশবের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে) কেশব । ওঠ । বাসি মড়া ফেলে রাখতি নেই । একটা সজ্জা করা লাগে । কাঠ লাগে, কাপড় লাগে, ষাটখরচা লাগে । বেঁচে থাকতে যার কিছু জুটল না মরে গেলে দেখ তারি পোড়াতে কত পরসাদা পেরেছি । এই দেখ । (একমুঠো পরসাদা দেখায়) সংসার বড় বিচিত্র ঠাইরে । ওরে কেশব, যতক্ষণ বেঁচে আছি কেউ কিছু দেবে না । মরে গেলে দয়া জাপে ! কেশব ! চেপে ধর ! আমার হাতদুটো চেপে ধর ! ...ধরেছিল ? কেমন সুখ হচ্ছেরে কেশব ? রোজ যদি এমন মুঠো ভর্তি পরসাদা নড়েচড়ে ! আশ্চর্য জিনিস—এর কাছে যা চাইবি তাই পাবি । আমার হাতদুটো ভাল করে চেপে ধর ! বল—হু মস্তুর (চিৎকার করে)—আমায় দু... চাল এনে দাও...আমার নেঙটিখানা পান্টে দাও...আমার ... ঘরখানা মেরামত করে দাও...এই মড়া বউটার ধড়ে জেবন এনে দাও...

[হঠাৎ পুলিশ অফিসার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুলিশ এসে সমর, ২য় চাবী ও কেশবকে মারতে থাকে । সমরের চুল ধরে তার মাথাটাকে মাটিতে ঠুকতে থাকে । জগা ও গোপাল পা টিপে টিপে সরে দাঁড়ায়]

চক্রবর্তী । তোমার নাম সমর দত্ত ? সমর ? তোমার সমরগিরি দেখাচ্ছি ।

কার্জন পার্ক সাক্ষী

[সময়ের মাথা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে] কি ? এবার কল, যেখানে অত্যাচার দেখানে প্রতিরোধ ! (চুলের মুঠি ধরে সময়কে দাঁড় করিয়ে,) ক্লাবে তুমি বলেছিলে না, সম্ভরের দশক মুক্তির দশক ? বলেছিলে না, নার্টাসংস্রাকে হতে হবে গেরিলা কোয়াড । হঁ ? গেরিলা কোয়াড ? (প্রচণ্ড জোরে ঘূষি মেয়ে) কিরে, বলেছিলি না, তা না হলে সংস্কৃতিকে বাঁচানো যাবে না । বান্‌চোত্‌ সংস্কৃতি মারাচ্ছে ? শালা শুয়োরের বাচ্চা, লম্বা লম্বা কথা (কবে এক লাথি মারে সময়ের পেটে । সময় নিচে পড়ে যায়) । কইরে তোদের সেই নল কোথায় ? বন্দুকের নল ? (পা দিয়ে বুক মাড়াতে মাড়াতে) বলেছিলি না, বন্দুকের নল থেকেই ক্ষমতা বেরিয়ে আসে । বলেছিলি না, যেখানে অত্যাচার দেখানেই প্রতিরোধ ? আই চ্যালেক্স ইয়োর প্রতিরোধ ! (চুলের মুঠি ধরে সময়কে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হাসতে থাকে)

সময় ॥ আর একবার রক্ত দিয়ে শিখলাম—বন্দুকের নল থেকেই ক্ষমতা বেরিয়ে আসে । নার্টকের দলকে হতে হবে সংস্কৃতি রক্ষার বাহিনী । এই বাহিনীকে হতে হবে প্রতিরোধের ক্ষমতাসম্পন্ন । আমাদের সংস্কৃতি জিন্দাবাদ । বুর্জোয়াদের সংস্কৃতি মর্দাবাদ । (আন্তে আন্তে মঞ্চে আলো কমে যায় । পরক্ষণেই আলো জলে ওঠে । আগের মত ভদ্রলোক ও জগা মুখোমুখি বসে থাকে । চোখ মোছে জগা । ভদ্রলোক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে)

জগা ॥ ছেলেটার কচি বয়স এজ্ঞে । বাবুর জন্মি রাত জাগি । মাঝি মাঝি মনে হয় যেন্‌ ছেলেটা এই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমারে কি যেন্‌— (দ্রুত চক্রবর্তী ঘরে ঢুকতেই জগা থেমে যায় । চক্রবর্তী টুলের উপর উঠে যে দিকে ইন্দিয়ার ছবি ছিল সেই দিকটা দর্শকদের দিকে রেখে টুল থেকে নেমে ছবিটা দেখে জিত কামড়ে আবার টুলে উঠে ইন্দিয়ার ছবি দেওয়ালের দিকে ঘুরিয়ে রাখার সময় বাইরে থেকে ভ্রোগান ভেসে আসে : “বিশ্ববন্ধু বসাক, জিন্দাবাদ, ইন্‌ক্লাব—জিন্দাবাদ” । চক্রবর্তী কন্‌মাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে থাকে । ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে)

নাট্যকারের ঠিকানা : ০০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০০২

যে হাওয়া বয়ে গেছে

পাঁচু স্বর্ণকার

চরিত্র

রাম

বড় দারোগা

ছোট দারোগা

বিশু

শশী

কাশী

মধু



[পদা উঠলে দেখা যাবে আলো-আধারীর মাঝে
জ্বলের তিতর অল্প পরিষ্কার স্থান। সময়—রাত্রি।
চারজন বন্দুকধারী পুলিশের মাঝে ছাণ্ডকাপ বাঁধা এক
যুবক। নাম রাম। ছোট দারোগা এদের আগে এবং
বড় দারোগা এদের পিছনে। উভয়ের হাতে রিভলবার।
দর্শকদের মাঝখান দিয়ে সবাই এসে মঞ্চে দাঁড়াবে]

ব: দা: ॥ (মঞ্চের নিচে থেকে) মিত্তির, এখানেই—এই উপযুক্ত স্থান।

ছো: দা: ॥ কিন্তু স্ত্রার, এস. পি. সাহেব যে বলেছিলেন জ্বলটা পেরিয়ে
গিয়ে কাজ করতে।

ব: দা: ॥ (মঞ্চে উঠতে উঠতে) না। তুমি দেখছি মিছেই আমার
সহকারী। ষটে একটুও বুদ্ধি নেই। এস. পি. সাহেবের কথা কে
অমান্য করছে? কাজটা আমরা এখানেই করবো। তারপর লাস্ট
টেনে নিয়ে জ্বলের ওধারে ফেলে আসবো।

ছোঃ দাঃ । তাতে একটু অসুবিধা হবে স্ত্রীর । রক্তের দাগ যেখাে লোকে ধরে
ফেলবে, এখানে মেরে লাস ওখানে ফেলা হয়েছে ।

বঃ দাঃ । ভুলে যাচ্ছে আমরা লোকের চাকর নই—সরকারের চাকর ।

ছোঃ দাঃ । তা জানি স্ত্রীর । তবে এস. পি. সাহেব বললেন তো, এ
ছেলোটা বয়সে ছোট হলো কি হবে, একেবারে কাঁকড়া বিছে । নিচের
ডলার লোকের কাছে নাকি ধোঁতা । খুব সাবধানে নিয়ে যাবে এবং
কাঁচ করে আমার খবর দেবে ।

বঃ দাঃ । সে কথা তো আমিও শুনেছি । সব কাঁচ কি ওপরওয়ার
কথায়ত করা যায় ? পরিস্থিতি অসুবিধা করতে হয় । আমি বুঝতে
পারছি না, কেন তুমি আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছ !

ছোঃ দাঃ । ভুল বুঝবেন না স্ত্রীর । যাতে আপনার পদোন্নতি হয় সে দিকে
লক্ষ্য রেখেই এত কথা বলছি । আসার সময় দেখলেন তো স্ত্রীর,
রাস্তার দুধারে জায়গায় জায়গায় ভীড় । আমাদের জীপে ওকে দেখতে
পেরেই চিংকার উঠেছিল—“রায়বাবু জিম্মাবাদ ।” তাই বলছিলাম
এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে কেউ কোন কথা বলার সুযোগ
পায় ।

বঃ দাঃ । তা ঠিক । জীপটা যদি না বেগুড়াত তাহলে তো স্ত্রীর
কথায়তই কাঁচ হতো ।

ছোঃ দাঃ । আমি বলি কি, আর কিছুটা এগোলেই জঙ্গলটা শেষ হবে ।
আমাদের এখানে না দাঁড়িয়ে এগোনই ভাল স্ত্রীর ।

বঃ দাঃ । তুমি একটা আন্তর্যর্থ । তুমি জান না, ওদের দলের লোকের
গা ঢাকা দিয়ে থাকার স্থান—এই ধরনের জঙ্গল । আমরা এগোবো আর
সেই স্থযোগে যদি ওদের লোক এসে জীপে আঙুন ধরিয়ে দেয় তাহলে
স্ত্রীরকে কি কৈফিয়ত দেব বলতে পার ?.....তুমি আমার পদোন্নতি চাও
বললে না ! এখানেই তো তার প্রমাণ দিয়ে দিলে ।

ছোঃ দাঃ । আমি অতটা তলিয়ে ভাবিনি স্ত্রীর ।

বঃ দাঃ । ঐ জন্তাই তো তুমি ছোটবাবু আর আমি বড়বাবু । যাক, তুমি
এখের নিয়ে এখানে একটু অপেক্ষা কর । আমি দেখি যদি গাড়ীটাকে

চালু করতে পারি। খুব সাবধানে থাকবে। এমন কি পাতানড়ার
আওয়াজ পেলেনই ভুলি চালাবে। খুব সাবধান, শালা যেন না ভাগে।
রাম। শালাই বলুন আর বোনাই-ই বলুন স্তার, আপনার কোন ভয় নেই।
আমি পালাব না।

বঃ দাঃ। চোপ্, শুয়োরের বাচ্চা, তোমার কে কথা বলতে বলেছে? আমি:
কিছু বুঝিনা ভেবেছো? মরতে কোন্ শালা চায় রে?

রাম। শালা চায় না সত্যি, কিন্তু বোনাইরা চায়। জগেছি বখন একদিন
মরতেই হবে। তবে কেন মরতে ভয় করবো? হাসিমুখে তাকে গ্রহণ
করবো।

বঃ দাঃ। খুব ঘে বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছি। বলি, পেটে কি কিছু আছে,
না সবই শেখানো ছাড়ছি।

রাম। তা আছে। আপনাদের পুঁজিবাদী সরকারের বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া
একটা বি. এ. ডিগ্রীর সার্টিফিকেট আছে।

বঃ দাঃ। ওহ্, তবে তো বেশ কিছু আছে। (মিজের কাছে গিয়ে চাপাখরে)
মিস্ত্রি, খুব সাবধান। ওকে একটাও কথা বলতে দিওনা। তাহলে
ঐ শালা আমাদের পুলিশ বাহিনীকে বশ করে ফেলতে পারে।

ছোঃ দাঃ। আপনি নিশ্চিন্তে যেতে পারেন স্তার। ও তো ছেলেমানুষ, তাও
আবার একা, ও আমাদের কি করবে?

বঃ দাঃ। তুল মিস্ত্রি, সম্পূর্ণ তুল। শত্রুকে কখনও একা বা ছোট বলে
ভাববে না। আমাদের যারা শত্রু হয় তাদের বয়স আমরা দেখিনা।
মিস্ত্রি, শত্রুকে সবসময় শত্রু হিসাবে দেখবে।

ছোঃ দাঃ। বুঝেছি স্তার, আপনার কথামতই কাজ হবে।

বঃ দাঃ। হাঁ, তাই করবে! পুলিশ বেটনীর মধ্যে ওকে রাখবে। আর
তুমি চারদিকে কড়া নজর রাখবে। আমি চললাম। [প্রস্থান

ছোঃ দাঃ। ২৪ নম্বর মধু এবং ১৬ নম্বর কালী, তোমরা ওর পিছনে, আর ২১
নম্বর শলী ও ১৮ নম্বর বিষ্ণু তোমরা ওর সামনে। যেভাবে এসেছে
ঠিক সেইভাবে ওকে পাহারা দাও। আমি ঘুরে ঘুরে সমস্ত লক্ষ্য
রাখছি।

(সকলে ভাই করল)

রাম ॥ আপনিক বড়বাবুর মত ভয় খাচ্ছেন তার ? আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না ?

ছোঃ দাঃ ॥ বিশ্বাস আমি করেছি ।

রাম ॥ তবে এত ঘুরছেন কেন ?

ছোঃ দাঃ ॥ আমি আমার ভিউটি দিচ্ছি ।

রাম ॥ সামান্য কটা টাকার বিনিময়ে শাসক গোষ্ঠির কাছে নিজেকে একেবারে বিক্রিয়ে দিয়েছেন, তার !

ছোঃ দাঃ ॥ রামবাবু, আপনি বললে ছোট হলেও আপনাকে আমি ভক্তি করি । আপনার শিক্ষার জন্ত, জনগণের ভালবাসার জন্ত । দয়া করে আমার মন থেকে সেটা নষ্ট করে দেবেন না ।

রাম ॥ আমায় কমা কোরবেন । আমি মাত্র চিনতে ভুল করেছি, তার ।
...একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

ছোঃ দাঃ ॥ একটা কেন, হাজারটা জিজ্ঞাসা করতে পারেন ।

রাম ॥ আপনারা বড়বাবুকে খুব ভয় খান, না ?

ছোঃ দাঃ ॥ চাকরি করবো অথচ উপরওয়ালাকে মানবো না, সে তো হয় না ।
বাক, কি বলতে চান চটপট বলে শেষ করুন । কথা বলা আপনার বারণ,
সেটা ভুলবেন না ।

রাম ॥ না, ভুলিনি । শুধু জানতে চাইছিলাম, পুলিশরা কি সবাই গরিব ?

ছোঃ দাঃ ॥ কেন ! এ কথা কেন ?

রাম ॥ এই তো এদের চেহারা । যেন কতদিন খায়নি । চোখগুলো কে
যেন ভেতর থেকে টানছে । মনে হচ্ছে যেন কত কাল এরা ঘুমায়নি ।

ছোঃ দাঃ ॥ ঘুম এদের হয় না ভাবনা-চিন্তায় ।

রাম ॥ তা-হলে আমাদের অপরাধটা কোথায় ? আমরা তো এদের মুখে
হাসি ফোটাতেই চেষ্টা করছি ।

ছোঃ দাঃ ॥ সেটা উপরওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমায় নয় ।

রাম ॥ বেশ, তাই করবো । বড়বাবু আসুক ।

শশী ॥ বিত্তদা, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো ?

বিশ্ব : কি ?

শশী : ছেলোটোর চাউনি যেন বর্শার কলা ।

মধু : ছেলোটোর চোখে বক্বকে তারা আছে ।

বিশ্ব : হাঁ, অবিকল আমার ছেলের মত ।

কাশী : এই বয়সে ও দলে কি করে ?

ছো : দা : : সেটা বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলতে পারবে ।

কাশী : ওরে বাবা ! যার মুখে মিছরি অন্তরে ছুরি, তাকে জিজ্ঞাসা করতে বলছেন ! তার চেয়ে আপনার হাতের রিভলবারটা দিয়ে বুকটা কাঁজরা করে দিন । ঐ শয়তানের হাতে মরার চেয়ে আপনার হাতে মরা ভাল ।

ছো : দা : : কেন, আমার হাতে মলে কি অর্গে যাবে ?

কাশী : তা জানি না । তবে শাস্তিতে মরবো এটা বলতে পারি ।

মধু : তুই কি আরকে গ্যাস্ দিচ্ছিস ?

শশী : ছোটবাবুকে গ্যাস্ দিয়ে কোন লাভ হবে না রে । উনি বড়বাবুর মত গ্যাস্ খান না ।

কাশী : তুই বোধ হয় চেষ্টা করে দেখেছিস ।

ছো : দা : : কি হচ্ছে তোমাদের ! ডিউটি দিতে এসেছ না আড্ডা দিতে ?

বিশ্ব : ডিউটিতে তো আমরা অবহেলা করিনি আর ।

রায় : না আর । ডিউটিতে ওদের অবহেলা নেই । দেখুন না, বন্দুকের নলগুলো ঠিক আমাদের তাক্ করে আছে ।

ছো : দা : : (মিষ্টি ধমক) এই রায়বাবু ! কি হচ্ছে ?

রায় : ধমকাবেন না আর । চূপচাপ একদম ভাল লাগছে না । একটু পরে বাকি বন্দুকের গুলিতে মরতে হবে, তার সঙ্গে কি একটুও প্রাণখুলে কথা কইবেন না ! আপনাদের সুখ-দুঃখের কথা, আপনাদের ভাল মন্দের কথা ? [বড় দারোগার প্রবেশ]

ব : দা : : এই কেউটের বাচ্চা । কি বলছিল রে ?

রায় : এমন কিছু নয়, আর । বলছিলাম—

ছো : দা : : গাড়ীটা ঠিক হয়েছে আর ?

যে হাওয়া বয়ে গেছে

ব: দা: ॥ না-মিডির। ড্রাইভার গাড়ীটার হোষ এখনও ধরতে পারেনি।
ভাবছি আর একবার চেষ্টা করে দেখবো।

ছো: দা: ॥ তা হলে একটু তাড়াতাড়ি করুন স্যার। রাত বেড়ে যাচ্ছে,
শেষে কি রাতভোর এই জঙ্গলে কাটাতে হবে!

ব: দা: ॥ ও-হো-হো-হো। আমি একেবারে ভুলে গেছিলাম। তোমার
ঘরে নতুন জোয়ান বোটা একা আছে, তার জন্ত তোমার মন কেমন
করছে। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। তোমরা খুব সাবধানে থেকো, ওর
কমুনিষ্ট বন্ধুরা এসে বেন ওকে ছিনিয়ে নিয়ে না যাব্ব!

রাম ॥ কোন্ কমুনিষ্ট স্যার?

ব: দা: ॥ কমুনিষ্টয়ের আবার রকম ফের আছে নাকি?

রাম ॥ আছে বৈ কি স্যার। সাদা কমুনিষ্ট আর কালো কমুনিষ্ট। সাদার
বলে, শাসক-শোষকদের সঙ্গে থেকে ওদের মন বদলাতে হবে। এবং
এইভাবেই ওরা হয় শেষ পর্যন্ত শাসকদেরই বিপদের বন্ধু। আর কালো
বলে, সাদারা ভুল করছে। অঙ্ককারে যারা পড়ে আছে তারাই হল
সাদা মানুষ, গরিবের বন্ধু, শাসকদের ভ্রাস। আমরা ওদের জন্ত লড়বো—

ব: দা: ॥ থাম্‌ ওয়োরের বাচ্চা। সুযোগ পেলেই লেকচার। এই লেকচার
দিস বলেই তো আজ তোরা দেশদ্রোহী।

রাম ॥ সে কি স্যার! আমার বয়স আঠারো! এই আঠারো বছর বয়সে
আমি দেশদ্রোহী!!

ব: দা: ॥ হ্যা, তুমি দেশদ্রোহী।

রাম ॥ বলেন কি স্যার! আমি যে জমিতে জন্মেছি সেটা আমার জন্মভূমি
নয়? সেখানে আমার কোন অধিকার নেই?

ব: দা: ॥ না, নেই। তবে, এখনও আমি তোমার জন্ত শেষ চেষ্টা করে
দেখতে পারি। যদি তুমি মুচলেখা লিখে দাও। আমার অন্তায় হয়েছে।
আমি ভুল করেছি। আমাকে দয়া করে ক্ষমা করুন। জীবনে আর
কখনও লোক খ্যাপাবো না,—সরকারের বিপক্ষে যাবো না—

রাম ॥ থাক, থাক স্যার। আমি বুঝে গেছি। শুধু এটাই বুঝলাম না,
আমার উপর আপনার এত দয়া হলো কেন?

বঃ দাঃ । কি বা তোমার বয়েস, কি বা তুমি দেখলে, কি বা তুমি জানলে—
রাম । আমরা যা পড়ি সেগুলো বিজ্ঞানভিত্তিক । তাই, জানার ক্ষমতা
বয়সের প্রয়োজন হয় না । যদি কিছু শিখতে চান, জানতে চান, তাহলে
আমাদের কাছেই তা শিখতে হবে । আপনাদের কাছে আমাদের শেখার
কিছুই নেই ।

বঃ দাঃ । তাই নাকি ?

রাম । হ্যাঁ,—তাই । আপনারা এক একজন শাসকদের এক একটা বিবেক-
হীন, মনুষ্যত্বহীন নাট-বন্টু । আর আমরা, আমরা হচ্ছি গরিবদের পক্ষে,
খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের পক্ষে ।

বঃ দাঃ । ঐ দু'খ অঙ্গগুণ্ডলোর পক্ষ নিয়েই কি তোমরা জিতবে ভেবেছো ?

রাম । জিতব কি হারব ইতিহাস তার বিচার করবে । একটা প্রশ্ন করি ;
আপনারা যা করছেন সব কি বিবেকের স্বীকৃতিতে করছেন ! যে শাসন-
ব্যবস্থা রক্ষা করতে আপনারা জীবন দিচ্ছেন, আপনাদের সে কি কম ক্ষতি
করছে ! এই শত্রু পক্ষের কাজ, দম দেওয়া কলের পুতুলের মত, আর
কত দিন করবেন ? আপনারা কি এক বারও আপনাদের পরিবারের
কথা, আপনাদের সম্মান-সম্মতিদের কথা—

বঃ দাঃ । চোপ্—সুয়োরের বাচ্ছ । আবার লেকচার ! আর একটা কথা
বলেছিস তো কুকুরের মত গুলি করে মারবো ।

রাম । আর, কথা যদি না বলি শ্রাব তাহলে কি ছেড়ে দেবেন ?

ছোঃ দাঃ । শ্রাব, কথার জালবুনে ও আপনাকে আটকে রাখছে । গাড়ী
রিপায়ার করানোর সুযোগ দিচ্ছে না, এ দিকে অথবা রাত বাড়ছে ।

বঃ দাঃ । ঠিকই বলেছো মিস্ত্রি । রাত বাড়লে ক্ষতি হবে । তোমার
জোয়ান বৌটা আবার একা আছে । এতক্ষণ তোমা বিহনে হয়তো হা-
হতাস করছে । তবে কি জান, এ কথা তুমি ভাবলেও আসলে তা হয়তো
নাও হতে পারে । পরকিয়া বলে একটা কথা আছে, জানতো ! যাক
ওসব কথা, তোমরা খুব সাবধানে থেকো । আমি চললাম । [প্রস্থান]

বিশু । ছোটবাবু, বড়বাবুর ইংগিতটা কিন্তু ভাল না ।

ছোঃ দাঃ । উনি একটু ঠাট্টা করলেন ।

যে ছাওয়া বসে গেছে

বিশ্ব ॥ জেইখ-মুখের ভাবে তা তো মনে হোলো না।

ছোটো দাঃ ॥ কি বলতে চাও তুমি ?

বিশ্ব ॥ বলতে চাই, আপনি একটু সারথানে থাকবেন।

ছোটো দাঃ ॥ আমি তোমাদের ভালবাসি বলে কি তার প্রতিদান এভাবে দেবে ! আমার স্ত্রী সখ্যে এ রকম একটা নোংরা উক্তি করবে !

বিশ্ব ॥ ভুল করবেন না, ছোটোবাবু। আপনি ভালবাসেন বলেই আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। প্রায় একমাস হলো আপনি এখানে বদলি হয়ে এসেছেন। আপনি কতটুকু জানেন ঐ শরতান সখ্যে ? জানেন কি, ও আমার বৌকে ন্যাংটো করেছিল ?

ছোটো দাঃ ॥ সে কি ! একটা মানুষের পক্ষে এও কি সম্ভব !

মধু ॥ সম্ভব ছোটোবাবু, ওর পক্ষে সবই সম্ভব।

বিশ্ব ॥ বলতে আমি চাইনি ছোটোবাবু, হঠাৎ মুখ কঁকে বেরিয়ে গেছে। আজ অবধি কাউকে বলিনি কেবল স্ত্রীসখ্যে খুঁজেছি,—প্রতিশোধের স্ত্রীসখ্যে।

ছোটো দাঃ ॥ বেরিয়ে যখন গেছে তখন তাকে আর লুকিও না। ঘটনাটা বলা, আমার শোনা দরকার।

বিশ্ব ॥ শুনুন তবে। ...ষে দিন থেকে আমি এখানে বদলি হয়ে এসেছি সেই দিন থেকেই নাইট্‌ডিউটি করছি। একদিনও দিনে কাজ পাই নি। রোজই সকালে বাড়ী এসে বৌয়ের কাছে শুতে হতো,—ওগো। তুমি দিনে কাজ নাও, আমার একদম ভাল লাগে না। ও ভাবতো, কাজ নেওয়াটা যেন আমার হাত।

শশী ॥ কেন, বড়বাবুকে বলে বদলি হতে তো পারতে।

বিশ্ব ॥ বলেছিলাময়ে, বলেছিলাম। একদিন নয়, প্রায় প্রতি দিনই বলেছি। আর প্রতিবারই শুনেছি, হবে না। শেষ দিকে বলতে লাগল, নাইট্‌ডিউটি করতে যদি না পার চাকরি ছেড়ে দাও। ...মাঝেমাঝে মনে হত দি শালা চাকরিটা ছেড়ে। কিন্তু পারিনি ছেলেটার মুখ চেয়ে। ও তখন চার বছরের বাচ্চা। চাকরি ছেড়ে দিলে কি করে ওকে মানুষ করবো। কোথা থেকে ওর মুখে দুধ যোগাবো, দুবেলা দুমুঠো ভাতের সংস্থান করবো।

কাশী ॥ ঠিকই বলেছ বিম্বদা। পুলিশের চাকরি করি বলে আমাদের ঘেন্না
সমাজ নেই, সংসার নেই। হুখ-হুখ কিছুই নেই। শালা এখনই
ছুটি চাইতে গেছি, তখনই শুনেছে, তোমার প্রয়োজনের চেয়ে
সরকারের প্রয়োজন আগে। সরকারকে আগে বাঁচাও, তারপর তোমাকে
সরকার দেখবে।

বিম্ব ॥ মাঝে মাঝে বোঁটা অদ্ভুত ধরনের কথা বলতো। পুলিশের চাকরি
রাকস আর শয়তানের তৈরী। তুমি পুলিশের চাকরি ছেড়ে দাও। এর
চেয়ে তোমার রিক্সা চালানো অনেক ভাল। রোজ রাজে ভয়ে ভয়ে
বাচ্ছাটাকে বুকে জড়িয়ে আর রাত কাটাতে পারি না গো। তোমার
পায়ে পড়ি তুমি একটা ব্যবস্থা করো।

মধু ॥ তখন বোঁদার কথা শুনে তোমার ভাল হতো বিম্বদা।

বিম্ব ॥ হয় তো হতো। কিন্তু তখন যে আমার রিক্সা চালাতে মন কিছুতেই
নায় দিত না। কেবল মনে হতো কত বড় বংশের ছেলে আমি। আমি
রিক্সা চালাবো! এখন ভাবি, সে অনেক শাস্তির কাজ ছিল। বিবেকের
দংশনে জলে-পুড়ে মরতে হতো না।...ঐ রামবাবুদের কথাই ঠিক,
আমরা ছেলেপুলেদের কাছে একটা খুনী ছাড়া আর কিছুই নই।

ছোঃ দাঃ ॥ ও কথা ভাবছ কেন! তোমরা উপরওয়ালার হুকুম তামিল
করছো তার বিনিময়ে মজুরি নিচ্ছ।

বিম্ব ॥ মিলের শ্রমিকগুলো পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য মজুরির দাবিতে
সভা করেছিল, কেন আমরা সেই নিরীহ নিরস্ত্র মানুষগুলোকে কুকুরের
মত গুলি করে মারলাম?

রায় ॥ এর উত্তর তোমায় কে দেবে বিম্বদা! ছোটবাবু পারবেন না, এমন-
কি যে শোষকরা আমাদের হাতে বন্দুক তুলে দিয়েছে, তারাও পারবে
না।

কাশী ॥ ঠিকই বলেছেন রামবাবু। ছাত্র আন্দোলনের সময় নিরীহ নিরস্ত্র
ছাত্রদের শোভাযাত্রায় গুলি চালানো। কি তাদের অপরাধ ছিল,
আজ অবধি তা জানলাম না? অথচ বিশ্বাস করুন—সে দিন আমার
মন কিছুতেই গুলি করতে চায়নি।

যে হাওয়া বয়ে গেছে

রাম । কেন ? শাসক ও শোষকদের দালাল কাগজগুলো তো ফলাও করেছে, পুলিশের উপর ইন্ট্রা পাথর ও বোমা হোড়ার বহু পুলিশ আহত হয় । তাই, পুলিশগুলি চালাতে বাধ্য হয় ।

শশী । ভুল-ভুল, সব ভুল । সব মিথ্যে । সব সাজানো ।

বিশ্ব । আসলে বন্দুকগুলো হাতে এলেই আমরা বেন পত্ত হয়ে বাই । জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি সব হারিয়ে ফেলি ।

রাম । সে তো হবেই, ওগুলো যে শোষকদের দেওয়া ।

ছোঃ দাঃ । বিশ্বদা— ।

বিশ্ব । আপনি আমাকে দাঁদা বলেন ছোটবাবু !

ছোঃ দাঃ । বলবো না ! আমার বিরাট উপকার করেছেন । আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন, বড়বাবুকে চিনি দিয়ে দিয়েছেন ।

বিশ্ব । ওকে চিনতে এখনও অনেক বাকি, ছোটবাবু । এখনও তো আমি কিছুই বলিনি । তা হলে শুধুন, এক দিন রাতে ডিউটি দিতে সবে গেছি, এমন সময় মনে খটকা লাগলো । আসার সময় ছেলেটার জ্বর দেখে এলাম যদি জ্বরটা বাড়ে ! বৌটা তো একা । তাহলে সে কি করবে ! ছুটে বাড়ী চলে এলাম । দরজাটা বন্ধ ছিল । জানালা দিয়ে বৌকে ডাকতে গিয়ে দেখি বৌটা একেবারে ন্যাংটে ! পরনের কাপড়টার একদিক ধরে ঐ শয়তানটা দরজা আগলে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি শয়তানি হাসি হাসছে । আর, অন্য দিকটা ধরে বৌটা টেনে নেবার চেষ্টা করছে আর কঁাদতে কঁাদতে বলছে,—আপনি আমার বাপের মত । আপনি আমার দয়া করুন, আমার কাপড় ছেড়ে দিন । মেয়েকে আর লজ্জা দেবেন না ।

মধু ॥ ' আমি হলে শালাকে শেষ করে দিতাম ।

বিশ্ব । আমার মাথায় খুন চেপে গেল । ছুটে গিয়ে দরজার মারলাম এক লাথি । খিলটা ভেঙ্গে দরজাটা খুলে গেল । আমায় দেখেই বৌটা বলে—তুমি ! তারপরেই সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । আমিও তার পিছু নিলাম, কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না ! অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল ।...সকালে দেখলাম পুকুরের জলে তার শরীরটা ভাসছে ।

পশী : এত বড় অপরাধীকে তুমি কমা করলে বিত্তহা ?

বিত্ত : কমা— ! আমি কেবল সুযোগের অপেক্ষায় আছি ।

পশী : এতদিন যখন সুযোগ পাওনি, তখন কি আর কোন দিন পাবে ?

বিত্ত : পাব—পাব, নিশ্চয় পাব । শুধু ছেলেটা মাহুব হওয়ার অপেক্ষায় আছি ।

রাম : এ কথা মনে রেখো বিত্তহা, শত্রুকে ছেড়ে দেওয়া মানে তার হাত শক্ত করা ।

কাশি : তুমি আবার বিয়ে করলেই পারতে বিত্তহা ।

বিত্ত : বিয়ে করবো কি ঐ নয়তানটার সুখের জন্তে ?

ছোঃ দাঃ : ছেলেটা কি করে বিত্তহা ?

বিত্ত : ছেলেটা আমার মাহুব হল না স্তার । মা-মরা ছেলেতো, একটু আদর পেয়েছে বেশি । লেখাপড়া করে না কেবল খেলে বেড়ায় । এরচেয়ে যদি ও রামবাবুদের দলে ভরতি হতো তা হলে আমি খুশী হতাম ।

রাম : তাহলে তো তাকে আমার মত অকালে মরতে হতো বিত্তহা ।

বিত্ত : তাতেও শাস্তি ছিল তাই । দেশের জনগণ তাকে ভালবাসত ।

মধু : আচ্ছা রামবাবু ! কমিউনিষ্ট কি ?

রাম : পৃথিবীর যে কোন দেশে অত্যাচার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে চিহ্নিত হতে হয় । কোথাও তাদের নাম হয় কমিউনিষ্ট পন্থী, কোথাও নকশাল পন্থী, আবার কোথাও শ্রীকাকুলাম পন্থী । অবশ্য এ সব হওয়ার মূলে সে দেশের অবস্থাই দায়ী । আমি দেখেছি, দিনের পর দিন কি ভাবে গরিব আরো গরিব হয়ে যাচ্ছে, আর ধনী হচ্ছে আরো ধনী । ক্ষেতে যারা ফসল ফলায় তারা এক বেলাও খেতে পায় না । যারা কাপড় বোনে তাদের পরিবারের সকলের লজ্জা ঢাকার কাপড় জোটে না । ধনীরা যখন বোতলের পর বোতল মদ খায়, গরিব তখন শীতের রাতে শিশিরে ভেজে । মাহুকের পেটে যে আগুন জলে সেই আগুনেই সৃষ্টি হয় সত্য-সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি । কমিউনিজমের জন্ম এভাবেই হয়েছে ।

পশী : আপনার কথায় তো মনে হচ্ছে আপনারাই সত্যকারের জননেতা ।

যে হাওয়া বয়ে গেছে

কাশি । আপনি কি বলতে চান, আজকের দ্বারা জননেতা তারা দেশের অন্ত কিছুই করেনি ?

রায় । না, কিছু করেনি । এদের সবটাই ভড়ং । এদের ক'জন জনগণের জন্ত জীবন উৎসর্গ করেছে ? ক'জন জনগণের জন্ত সব কিছু খুইয়েছে, তিলে তিলে জেল খেটে নিজেকে নিঃশেষ করেছে ?...কেউ না । সবাই নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করেছে । সে কালে দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রাম করে শহীদ হয়েছে তাদের নাম ভাঁড়িয়ে থাকে ।

ছোঃ দাঃ ॥ বিম্বদা, আপনার ছেলেটাকে আমার দিন । চেষ্টা করে দেখি না, যদি লেখাপড়া শেখাতে পারি । মাহুষ করতে পারি ।

বিম্ব ॥ শ্রাব ! আপনি !!

ছোঃ দাঃ ॥ হ্যাঁ,—বিম্বদা । দ্বারা মা নিজের লজ্জা পরপুরুষের হাত থেকে রক্ষা করতে পারলো না বলে স্বামীর কাছেও মুখ দেখাতে চাইল না, অকালে মৃত্যু বরণ করলো, তাঁর ছেলে দেখাশোনার অভাবে বয়ে যাবে, অমাহুষ হবে ! এ আমি কি করে সহ্য করি ।

বিম্ব ॥ আ— । আজ আমার আপনি মুক্তি দিলেন শ্রাব । সত্যই আজ আমি মুক্ত । রোজ রাজ্যে পয়ের বাড়ীতে ওকে রেখে আসতে হবে না । কত যে লজ্জা হয়, বোঝাতে পারব না শ্রাব । সত্যই আপনি মহৎ ।

ছোঃ দাঃ ॥ উপকারীর উপকার করছি । মহৎ কাজ তো কিছু করছি না ।

বিম্ব ॥ কিন্তু আমি তো আপনার কোন উপকার করিনি !

ছোঃ দাঃ ॥ মাহুষ কখন কি ভাবে কার উপকার করে সে নিজে না জানলেও বে উপকার পায় সে ঠিকই জানে ।...জানেন, ঐ শয়তানটা কয়েকদিন আগে রাত দশটা নাগাদ আমার বাসায় গেস্‌লো । আমার বললে, মিত্তির শরীরটা আজ যুত বুঝি না । আমি তোমার এখানে বলি । তুমি একবার বাজার এলাকাটা টহল দিয়ে এসো । আমি বজায়, একদিন না গেলে কিছু হবে না । আপনি বহন, আপনার সঙ্গে গল্প করি সব ঠিক হয়ে যাবে । উনি বলেন, তা হয় না মিত্তির । ডিউটি কার্ট ।

বিম্ব ॥ আপনিও ওর কথায় টহল দিতে বেয়িঁয়ে পড়লেন ?

ছোঃ দাঃ ॥ না-না, আমি বাইনি। শোনই না সব কথা। আমি যাওয়ার জন্য ডেস পরছি এমন সময় আমার স্ত্রী তেলে-বেগুনে জলে উঠে বলে, এই খাবার সময় তুমি কোথাও যাবে না। যার ডিউটি সে দেবে কি না দেবে সে বুঝুক। তোমার অত মাথা ব্যথা কেন? তবুও, আমার কথা না শুনে সত্যিই যদি তুমি যাও, তাহলে যাওয়ার আগে একটা গাড়ী ভেঁকে দিয়ে যাও। আমার বৈদিকে ছুঁচোখ যায় সেদিকে চলে যাবো, এখানে এক মুহূর্তও থাকব না। বলেই সোজা রাস্তা ঘরে চলে গেল।

মধু ॥ আর শয়তানটা?

শশী ॥ এর পর আর থাকতে পারে!

ছোঃ দাঃ ॥ ই্যা, ঠিকই বলেছো। সে বলে, থাক মিস্ত্রি, তোমাকে আর যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি। বলেই বেরিয়ে গেল।

বিশু ॥ মা আমার বুদ্ধিমতী। আমার বোয়ের মত বোকা তো নয়।...এখন থেকে আমি আর ঐ শয়তানের হুকুম মানব না—মানছি না।

ছোঃ দাঃ ॥ আমি সে কথা ভাবছি না বিশুদা। আমার স্ত্রী হঠাৎ কেন এত চটে গেলো আজ তা বুঝতে পারছি। ঐ শয়তানটা নিশ্চয় আমার অল্পপস্থিতির স্বযোগ নিয়ে আমার বাসায় গেলো এবং তাকে এমন কিছু বলে ছিল যাতে সে চটে ছিল।

রায় ॥ সেটাই ঠিক স্ত্রীর। একে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

ছোঃ দাঃ ॥ না, বাড়তে আমি দেব না। পরিকার ভাবে জানিয়ে দেব—আপনি আর আমার বাসায় যাবেন না।

কাশি ॥ যদি আপনার কথা না শোনে?

শশী ॥ যদি আপনার অল্পপস্থিতির স্বযোগ নিয়ে আবার যায়?

ছোঃ দাঃ ॥ তা হলে যেখানে গুকে দেখবো সেখানেই (পিজলটা দেখিয়ে) এটা ব্যবহার করবো।

রায় ॥ লেকি স্ত্রীর! তা হলে যে আপনাকে কাঁপিতে ঝুলতে হবে!!

ছোঃ দাঃ ॥ ঝুলতে হয় ঝুলবো। তবু তো কোর্টে বিচার হবে। দেশের লোক জানবে কেন আমি মেরেছি। আপনার মত বিনা বিচারে মরতে হবে না।

যে ছাওয়া বস্ত্রে গেছে

২৪৯

রাম ॥ কোর্টের বিচার ? ও আমি মানিনা তার। কোর্টতো শোষকের
বস্ত্র। যেমন তাদের আর এক বস্ত্রের নাম পুলিশ। পথে বাটে পুলিশ বত
গুলি করে মেয়েছে কোর্ট কি তার বিচার করেছে ? কোর্ট বত হুতুদও
দিয়েছে সবগুলোই কি নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছে ? এমন কোর্টের
বিচারে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

[বড় দারোগার প্রবেশ]

ব: দা: ॥ এই স্ত্রোরের বাচ্ছ। কি বলছিস ?

ছো: দা: ॥ কি হলো স্যার ? গাড়ীটা ঠিক হয়েছে ?

ব: দা: ॥ ই্যা—হয়েছে। তুমি নিশ্চিত হতে পারো। (রামকে) কি
হ'লো ? উত্তর দিচ্ছ না যে ?

রাম ॥ বলছিলাম তো স্যার অনেক কথা। দেশের পরিস্থিতি, রাজনৈতিক
দলের কর্তব্য, তাদের পথ ও মনের মিল এবং গরমিল। বিশ্বের দিকে
দিকে বিপ্লবীদের কার্ণাবলী, শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শাসকের হাতে
কোর্ট-কাছারি—

ব: দা: ॥ ই্যা। কোর্ট কথাটা আমার কানে গেছে। মিত্তির, এত কথা
তুমি ওকে বলতে দিয়েছ কেন ?

ছো: দা: ॥ কি হবে স্যার ওকে বাধা দিয়ে। মেয়ে তো ফেলবোই। যতক্ষণ
বেঁচে আছে একটু বক্বক করে যদি মনটা হাল্কা করে করুক না।

ব: দা: ॥ এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি পুলিশে চাকরি করতে এসেছ ! আমাদের
সঙ্গে কটা পুলিশ রয়েছে তাদের কথা ভাবলে না ?

ছো: দা: ॥ ভেবেছি স্যার। ওরা চাকরি করেছে। পরসী নেবে হুকুম
তামিল করবে, নইলে ডিসচার্জ হবে।

ব: দা: ॥ তাই বলে ও বুড়ি বুড়ি মিথ্যে বলে যাবে আর তুমি তাই
স্বনবে !

রাম ॥ মিথ্যে আমরা বলিনা স্যার। যা বলি সব সত্যি।

ব: দা: ॥ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেও মিথ্যে বলতে হয়েছিল তা নিশ্চয় জান ?

রাম ॥ জানি বৈকি স্যার। তিনি যে প্রয়োজনে বলেছিলেন আমার জীবনে
সে প্রয়োজন এখনও আসেনি।

ব: দা: ॥ তাই না কি ! আচ্ছা যুধিষ্ঠির ঠাকুর, কেমন তুমি সত্যবাহি একবার পরীক্ষা করি। বলতো, তোমাদের আস্তানাটা কোথায় ?

রাম ॥ আস্তানা জেনে কি করবেন স্যার ? আপনাদের বৃকে কি এত সাহস আছে যে সেখানে যেতে পারবেন ?

ব: দা: ॥ যেতে পারি কি না পারি সে আমরা বুঝবো। তুমি কেমন সত্য-বাহী সেটা দেখাও ? আস্তানার খবরটা দাও ?

রাম ॥ আমাদের আস্তানা প্রত্যেকটি গ্রামে। প্রত্যেকটি মায়ের বৃকে। প্রতিটি ক্ষুধার্ত পেটে। সমস্যার জর্জরিত প্রতিটি মানুষের মনে। কমতা থাকে তো বান সেই আস্তানায় ?

ব: দা: ॥ অত্যন্ত বাজে কথা। সব কিছুর একটা সীমা থাকা দরকার !

রাম ॥ আমাদের কোন সীমা নেই স্যার। আমাদের সাহসের, আমাদের ভালবাসার, আমাদের স্নেহের কোন সীমা নেই। এই সীমা নেই বলেই আমাদের প্রাণেও কোন ভয় নেই।

ব: দা: ॥ মূর্খ। প্রাণের ভয় সবাই করে। তোমরা জোর করে তা অস্বীকার কর।

রাম ॥ ভুল স্যার—সম্পূর্ণ ভুল। যার নীতি আছে সে প্রাণের ভয় করেনা। নীতিকে আগলায়। প্রাণ দিয়ে তা রক্ষা করে। অনেকটা আমার মতই কথা বলে। পৃথিবীর যে কোনও দেশের সত্যবাদীকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমারই কথা স্বীকার করবে।

ব: দা: ॥ জিজ্ঞেস করতে যাবো আমি ! কোন প্রয়োজনে ? যতক্ষণ হাতে কমতা আছে ততক্ষণ আমি কারোর ধার ধারিনা।

রাম ॥ সত্যিকারের কমতা তো আপনাদের হাতে নেই স্যার। ঐ বন্দুক-গুলো দ্বারা আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছে কমতা তাদের হাতে। আচ্ছা বলুন তো, আপনাদের এই শরীরটা কি শুধু ধনীদেয় রক্ষা করার জন্ত ? ওদের বাঁচানোর জন্ত আপনারা কি সারাটা জীবন ওদের দেওয়া জামাকাপড় পরে যাবেন ? শোষকরা আমাদের সম্পর্কে আপনাদের মনে ভয় চুকিয়ে দিয়েছে, তাই আপনারা, ওরা যা বলে তাই করেন।

ব: দা: ॥ ওরা টাকা দেয়, আর সেই টাকায় আমাদের সংসার চলে, ছেলে

যে ছাওয়া বসে গেছে

মেয়েদের মুখে হাসি কোটে। ওদের কথা শুনবো না তো কি তোমাদের কথা শুনবো ?

রাম ॥ তাই বলে নিজেদের বিবেক বুদ্ধি সব জলাঞ্জলি দেবেন ? আচ্ছা—
বলুন তো। আপনারা যে বাড়ীতে জন্মেছেন, যে বাড়ীতে থাকেন,
সেটা কি সরকারের ? আপনাদের নিখাসে-প্রশ্বাসে যে বাতাস সেটা কি
শোষকের ? আপনারা যে জল খান সেটা কি ধনীর ? বারো হাজার
হাজার একর জমির মালিক তারা যে কত ক্ষতি করে দেশের তা
আপনাদের নজরে পড়ে না ? আপনারা আমার দাদার বয়সী।
আপনারা ভাবুন, চিন্তা করুন। এই সব বন্দুকগুলো গরীব মানুষের পক্ষে
ব্যবহার করুন।

বঃ দাঃ ॥ ষ্টপ্ ইট—ষ্টপ্ ইট। আই সে ষ্টপ্ ইট। একেবারে অসহ্য। একে
আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।...এটেনশান্—(পুলিশেরা এটেনশান্
হইল। বড় দারোগা রামের দিকে পিছন ফিরে)

ফায়ার—।...ফায়ার হিষ্ (গুলির আওয়াজ না পাওয়ার বিষয়ে পুলিশদের
দেখতে লাগল)

রাম ॥ সত্যিই আমাকে মেরে ফেলবেন স্যার ?

বঃ দাঃ ॥ সেই রকমই উপরওয়ালার নির্দেশ।

রাম ॥ দেশের জনগণকে কি বলবেন ? কি আমার অপরাধ জানাবেন ?

বঃ দাঃ ॥ মুর্থ, কিছুই বোঝো না। তোমার অপরাধ নেই বলেই তো আমরা
তোমায় মারছি না। মারছে—নকশাল। কাল সকালের কাগজে বড়
বড় টাইপে লেখা থাকবে নকশাল কর্তৃক জনদরদী নেতা রামচন্দ্র
নিহত।

রাম ॥ কিন্তু আমাদের সবাইকে তো মারতে পারবেন না স্যার। আমাদের
চিন্তা-ভাবনা তো গুলিতে শেষ হয়ে যাবে না। তবু এখন আমাকে
মারবেন তখন নিন আপনাদের কাজ সেয়ে নিন।...

আনন্দের মাঝে করবো মৃত্যু বরণ

আগামী দিনের জন্ত।

বঃ দাঃ ॥ নাথার এইটিন। ফায়ার হিষ্।

বিশ্ব ॥ (বন্দুক নামিয়ে) নো স্যার ।

বঃ দাঃ ॥ হোয়াট্— ! তোর এত বড় সাহস বিশ্ব !! জানিস তোকে আমি
কুকুরের মত গুলি করে মারতে পারি ?

বিশ্ব ॥ জানি ।

বঃ দাঃ ॥ তবুও না ?

বিশ্ব ॥ নাহ— । তবুও না ।

[রাম আনন্দে গান গাইবে । গান
চলার মাঝেই পুলিশ ও দারোগার কথা
চলবে । লক্ষ্য রাখতে হবে ওদের কথা
যেন গানে চাপা না পড়ে । দারোগা গুলি
না করা পর্যন্ত গান চলবে । গুলির
আওয়াজ হলেই চিৎকার করে মাটিতে
লুটিয়ে পড়বে ।]

রাম ॥ আমরা কমিউনিষ্ট আমরা কমিউনিষ্ট

যারা খেটে খায় আমরা তাদেরই

আমরা কমিউনিষ্ট ।

আমাদের কথা মান বা না মানো

আমরা রবো সেই ইষ্ট্

আমরা কমিউনিষ্ট ।

বঃ দাঃ ॥ অলরাইট্ । তোর ব্যবস্থা পরে হবে । (রামের দিকে আঙ্গুল
দেখিয়ে) নাশ্বার টোয়েন্টি ফোর । ফায়ার হিম ।

মধু ॥ (বন্দুক নামিয়ে) নো স্যার ।

বঃ দাঃ ॥ ওহ্ ! আচ্ছা !!...নাশ্বার সিক্সটিন ?

কাশি ॥ (বন্দুক নামিয়ে) নো স্যার ।

বঃ দাঃ ॥ নাশ্বার টোয়েন্টি ওয়ান ?

শলী ॥ (বন্দুক নামিয়ে) নো স্যার । আই কান্ট্ ।

বঃ দাঃ ॥ ওহ্ সবাই মিলে জোট বেঁধেছো । তোমাদের জোট বাঁধা আমি
স্বুচিয়ে দেব । সব কটাকে ফাঁসিতে লট্কাবো ।

যে হাওয়া বসে গেছে

[বড় দারোগা হুঁবার দ্রুত পাশ্চাৎ করেই
 হঠাৎ পিস্তল দিয়ে রামকে গুলি করলো।
 রামের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লে
 পিস্তলটাকে চুমু খেয়ে জয়ের উল্লাসে
 হাসতে হাসতে পিস্তলটা খাপে ভরে রাখল।
 সেই স্থযোগে বিষ্ণু, মধু, কাশি ও শশী
 নিমেষে বন্দুক উঁচিয়ে বড় দারোগাকে গুলি
 করলো। বড়দারোগা আতঁনাদ করতে করতে
 মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। পুলিশরা সবাই
 এক এক করে ছোট দারোগার পায়ের কাছে
 বন্দুক নামিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে—]

বিষ্ণু ॥ আমি খুনী। আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি।

মধু, কাশি ও শশী ॥ আমরা সবাই খুনী। আমরা সবাই বড়বাবুকে খুন
 করেছি। আপনি সবাইকে এ্যারেষ্ট করুন।

ছোঃ দাঃ ॥ তোমরা সবাই ওঠো।...বন্দুক তোলো।...আমার বিচারে তোমরা
 কেউ অপরাধী নও। ঐ শয়তানটা বেঁচে থাকলে আরো অনেকের ঘর
 ভাঙতো। অনেক শিশুকে মাতৃহারা করতো। অনেক মায়ের বুক
 শূন্য করতো।...এখন আমাদের যা করতে হবে মন দিয়ে শোন। বড়বাবুর
 মত বহু মুখোশধারী শয়তান এই পুলিশ বিভাগে লুকিয়ে আছে। তাদের
 আমরা খুঁজে বের করবো। তাদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলবো।

বিষ্ণু ॥ ঠিক বলেছেন ছোটবাবু। তার জন্য যদি আমাদেরও চরম শাস্তি
 গ্রহণ করতে হয় আমরা তা হাসিমুখে গ্রহণ করবো।

ছোঃ দাঃ ॥ আজ থেকে আমাদের শপথ—

সকলে ॥ আমরা পুলিশ বিভাগকে কলুষমুক্ত করবো।

[প্রথমে ছোটদারোগা মাথা থেকে টুপি খুলে
 রামকে অভিবাদন জানালো। সকলে তাকে
 অত্মসমর্পণ করলো। রামের হাওকাপ্ খুলে দিল।]

ছোঃ দাঃ ॥ রুমবাবু, তোমার সামনে আজ আমরা শপথ নিলাম ! আ-বৃত্ত্য
এগিয়ে যাবো অভ্যুদয়ের পথে—তোমরা আমাদের পথ দেখিও ।

[সকলে গাইতে গাইতে দর্শকদের দিকে গেল ।]

জ্বালের পতাকা তুলেছি আমরা / জ্বালের যম,

বাধার পাহাড় ভিঙিয়ে লক্ষ্যে / চলবো জোর কদম ।

[গানের শেষে আলো জলে উঠবে । দেখা যাবে

এরা সকলে দর্শকদের মাঝে হারিয়ে গেছে ।

পর্দা ।]

নাট্যকারের ঠিকানাঃ

৪০ শান্তী রোড, নৈহাটী, ২৪ পরগণা ।

বিত্ত শতাব্দী

গৌতম রায়

চরিত্র

আনন্দ

পলাশ

বিলাস



[এখন রাত প্রায় ছ'টো বাজে। দূরের পেটা ঘড়িতে তারই ইঙ্গিত পাওয়া গেল। মঞ্চ আলো আর আধো অন্ধকারে স্বল্প দৃশ্যমান। বাইরে বৃষ্টির আওয়াজ। ঝড়ের সংকেত। এক বৃদ্ধ গৃহস্বত্বকে মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখা যায়। সে ধীরে ধীরে মঞ্চের পিছন দিকে যেখানে একটি খোলা জানলা দৃশ্যগ্রাহ্য সেটি বন্ধ করে দেয়। কেননা বৃষ্টির ছাঁট ঘরে ঢুকছিল। তারপর সে মঞ্চের বাম দিকে চলে যায়। সেখানে একটি আরাম কেদারায় এক যুবক বিশ্রাম রত। যুবকটির কাছে গিয়ে সে একটি চাদর যুবকটির গায়ে চাপা দিয়ে বাইরে চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। নিদ্রিত যুবকের ঘুম ভেঙ্গে যায়।]

যুবক ॥ বিলাসদা, এখনও ঘুমোওনি ?

বিলাস ॥ তুমি জেগে আছো ?

যুবক ॥ হ্যাঁ, ঘুম আসছে না। রাত কটা হল ?

বিলাস ॥ তুলে না একটু আগেই ত গীর্জার ঘড়িতে ছোটো বাজল।

যুবক ॥ হঁ! একটু জল খাওয়াবে?

[বিলাস ঘরের কোণ থেকে জল এনে দেয়।]

বিলাস ॥ শরীরটাকে আর কত কষ্ট দেবে?

যুবক ॥ কেন বিলাস দা?

বিলাস ॥ এত রাত অন্ধি কেউ জেগে জেগে কাজ করে?

যুবক ॥ এমন কি রাত হয়েছে বল। পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় লোকের ইতিহাস ত তুমি জানোনা?

বিলাস ॥ আর জেনে কাজ নেই! এবার বড়বাবু এলে ছুটি নোষ।

যুবক ॥ সে তুমি পারবে না বিলাস দা! এখন শুয়ে পড় গিয়ে। আমারও কাজ শেষ। কাল একটু সকাল সকাল ডেকে দিও—কুলীদের সব খবর দেওয়া আছে ত?

বিলাস ॥ হ্যাঁ, ওরা আটটার মধ্যেই থাকবে।

যুবক ॥ ঠিক আছে! তুমি দেখে নিও বিলাসদা, আমার এই কাজটা এবার একজিবিশনে ক্যান্টার করবে—করবে না?

[বিলাস কিছু বলে না! একবার ওর দিকে তাকায়, তারপর ধীরে ধীরে মঞ্চ ত্যাগ করে! যুবকটির নাম আনন্দ! সে ওর গমন পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ইজিচেরার ছেড়ে উঠে! একটা সিগারেট ধরায়। আলোটা একটু বাড়িয়ে দেয়। মঞ্চ আলোকিত হলে দেখা যায়, সেটি একটি স্থাপত্য শিল্পীর ছুঁড়িও রুম! এলোমেলো অগোছাল! ইতঃস্তত ছড়ানো কিছু ছবি! কিছু অর্ধসমাপ্ত ভাস্কর্য! কিছু পেন্টিংস। মঞ্চের ঠিক মধ্যস্থলে একটি মণ্ডসমাপ্ত ভাস্কর্য! এক ভিক্ষকের প্রতিমূর্তি! পরনে লম্বা কালো আলখাল্লা! একটি প্রসারিত হাতে একটি ভিক্ষা ভাণ্ড! আনন্দ অপলক নেত্র

যুঁতির দিকে তাকিয়ে থাকে—হঠাৎ যুঁতি কথা
বলতে শুরু করে ।]

যুঁতি । তখন থেকে এত কি দেখছ আমাকে ?

আনন্দ । কে ?

যুঁতি । আমি, আমার চিনতে পারছ না ?

আনন্দ । তুমি ?

যুঁতি । হ্যাঁ আমি । তোমার হাতের তৈরী । তোমার স্ট্র যুঁতি ।

আনন্দ । কি ? তুমি, কথা বলছ ? ভারি আশ্চর্য !

যুঁতি । কেন, তোমার কি মনে হয় তুমি এতাবৎ কাল কেবল স্বত আর বোকা
সৃষ্টি করে গেছ ?

আনন্দ । না ঠিক তা নয়, মানে তুমি একটা যুঁতি, ছেনি বাটালীর সাহায্যে
ব্রোঞ্জ আর বুদ্ধি দিয়ে তৈরী, তুমি কথা বলছ, এটা আমি, মানে এটা
কেমন করে সম্ভবপর তা আমি বুঝতে পারছি না ।

যুঁতি । তুমি বুঝতে পারবে না—কারণ তোমাদের যুঁতি, যতই তাদের জীবন্ত
করে তোল না কেন—সে যদি মানুষের মত কথা বলতে শুরু করে, সে যদি
নড়তে আরম্ভ করে, সে যদি তোমাদের মত চলতে ফিরতে বেড়াতে পারে
তাহলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে, তাই না ?

আনন্দ । মানে—

যুঁতি । হ্যাঁ, মানেটা তাই । কেননা তোমরা সৃষ্টি কর নিজের স্বার্থে, নিজের
আনন্দে, নিজের স্বখে, নিজের কলনায়, নিজের অস্তিত্বের সংগ্রামে । কিন্তু
তোমরা চাও না সে কথা বলুক, তোমরা বুঝতে চাও না যে তারও দুঃখ
আছে, ব্যথা আছে, কেননা সেখানেই তোমাদের বড় দুর্বলতা ।

আনন্দ । দুর্বলতা ?

যুঁতি । হ্যাঁ দুর্বলতা । নিম্প্রাণ যুঁতি যদি কথা বলতে শুরু করে সে হবে স্বাধীন ।
তোমরা চাও না সে স্বাধীন হোক, সে যদি হাঁটতে পারে তোমাদের নাগাল
ছাড়াবে—তোমরা তাই চাও, তাকে বেঁধে রাখতে, কংক্রীটের পেরেক
আটকে—

আনন্দ । আমি কি বল দেখছি ?

যুতি । না । বিশ্বয় তোমাকে বস্ত্রবিমুখ করেছে ।

আনন্দ । তার অর্থ তুমি সত্য ।

যুতি । আগামী কালের স্বর্ঘ্যোদয়ের মত ।

আনন্দ । তাহলে তুমি ত আমার শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম ।

যুতি । অমনি চোখদুটো লোভে চকচক করে উঠল ?

আনন্দ । লোভ ? কিসের লোভ ?

যুতি । ষণের । অর্থের ।

আনন্দ । ষণের লোভ প্রত্যেক শিল্পীর আছে—থাকা উচিতও—কিন্তু অর্থের লোভ আমার নেই ।

যুতি । বেশ মানলুম । তোমার অর্থের লোভ নেই, কিন্তু আমাকে দেখিয়ে ষণ পাবার মত কি কাজ তুমি করেছ ?

আনন্দ । আজবৎ । আমার যুতি কথা বলছে । পৃথিবীর একটি পরম বিশ্বয় ।

যুতি । তোমার যুতি বধির নয় । বোবা নয়—শুধু এই জ্ঞান—

আনন্দ । নিশ্চয় !

যুতি । কিন্তু তোমার যুতি যখন বলতে শুরু করবে তুমি শিব গড়তে বাঁদর গড়েছ । তোমার সৃষ্টি যখন বলতে শুরু করবে আমি যা নই আমাকে তুমি তাই করেছে—সেটা কি স্তন্যে মধুর হবে ?

আনন্দ । কি বলছ তুমি—আমি তোমাকে যা করেছি, যেভাবে তোমাকে ধরে রেখেছি, তুমি তা নও ?

যুতি । না, কখনোই নই ! বল আমি কি ? কি আমার পরিচয় ?

আনন্দ । তুমি একটা ভাস্কর্য । একটা যুগের প্রাতিধ্বনি । তোমার পরিচয়, তুমি আমার সৃষ্টি ।

যুতি । আমার কি নাম রেখেছ ?

আনন্দ । নাম ? নাম, বেগার, বেগার অব অ্যান এজ !

যুতি । একটা যুগের ভিথিরী—এইখানেই আমার সব চেয়ে বড় আপত্তি ।

আনন্দ । কেন ? বিংশশতকে কি ভিথিরী নেই ? রাস্তায় দাঁড়ালে কাতারে কাতারে ভিথিরী দেখা যাবে ।

যুতি । হ্যাঁ, লক্ষ লক্ষ ভিথিরী আছে—কিন্তু আর থাকতে দেওয়া হবে না ।

আনন্দ ॥ কিন্তু তুমি একটা ঘটনার স্মৃতি হয়ে আমার কল্পনার এসেছ—আর আমি শিল্পী হয়ে মাত্র সেই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিয়েছি ।

স্মৃতি ॥ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পা ব্যথা হয়ে গেছে—অনেক দিন থেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছ—হাতে একটা ভিক্ষা ভাণ্ড ধরিয়ে দিয়েছ—এটা ধরে থাকতে থাকতে আমার হাত টনটন করছে ।

আনন্দ ॥ তুমি কি করতে চাও ?

স্মৃতি ॥ আমি একটু বসব ।

আনন্দ ॥ বসতে পারবে ?

স্মৃতি ॥ বললুম ত' আমি জড়দগব নই । ইচ্ছে করলেই আমি এখন সমস্ত পৃথিবীটা তছনছ করে আবার নতুন করে গড়তে পারি ।

আনন্দ ॥ উত্তেজিত হোয়ো না—বসো ।

[স্মৃতি উঁচু পাটাতন থেকে নীচে নেমে আসে ।
হাত পারের খিল ছাড়ায় ।]

স্মৃতি ॥ উঃ একটা বছর এমনি করে দাঁড় করিয়ে রেখেছ । তোমরা কি দারুন নৃশংস ! তাছাড়া তোমার টেবিল-এরও খুব প্রশংসা করতে পারছি না ।

আনন্দ ॥ কেন ?

স্মৃতি ॥ এটা একটা কি জামা পরিয়েছ । তেল চিটচিটে ময়লা একটা আলখাল্লা ।

আনন্দ ॥ আমাদের দেশের ভিথিরীরা ওর থেকে ভাল জামা পায় না ।

স্মৃতি ॥ ননসেন্স ! ভিথিরী আর ভিথিরী । এছাড়া যেন আর আমার কোন পরিচয় থাকতে নেই ।

আনন্দ ॥ তোমার অল্প পরিচয় আমার জানা নেই ।

স্মৃতি ॥ যার সব কিছু জানো না, তার রূপ দেবার চেষ্টা কি তোমার স্পর্ধা নয় ?

আনন্দ ॥ না স্পর্ধা নয়—সৃষ্টির পেছনে কিছু কল্পনার প্রয়োজন ।

স্মৃতি ॥ অভিজ্ঞতাহীন কষ্ট কল্পনার মহৎ কিছু সৃষ্টি করা যায় ?

আনন্দ ॥ কষ্ট কল্পনা ?

স্মৃতি ॥ ই্যা, তুমি ; আমার কিছুই জানো না । আমি কে, আমি কি, কোথা থেকে এসেছি—

আনন্দ । আমি যতদূর জানি, তুমি শেয়ালদার ঘোড়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে ।

যুতি । আর জান ভিক্ষে করতে করতে একদিন কেমন সটান বাসের তলার
চলে গেলুম ।

আনন্দ । সেই যুতিই আমাকে তোমার রূপ দেখার অল্পপ্রেরণা দিয়েছিল ।

যুতি । কিন্তু সেটা ত পরিণতি ! উৎসের সন্ধান না রেখেই পরিণতির রূপ
দিতে চাইছ ? বলিহারী তোমার কল্পনার পাখনা—

আনন্দ । আমি কি কিছু ভুল করেছি ?

যুতি । আগা গোড়া ভুল করেছ ।

আনন্দ । যেমন ?

যুতি । তাহলে একটা গল্প বলি—

আনন্দ । গল্প ?

যুতি । কেন, শুনতে ভাল লাগবে না ?

আনন্দ । না । আমার ভালোই লাগছে, তুমি বল,

যুতি । খাবার টাবার কিছু আছে ? কতদিন যে পেটে কিছু পড়েনি ।

আনন্দ । খাবার ? এত রাত্রে ? আচ্ছা দেখছি । তুমি বসো !

[আনন্দ চলে যায়—চায়ের জল চড়িয়ে দেয়
ঘরের একপাশ থেকে বিস্কুট আনে—]

আনন্দ । এত রাত্রে আর কিছু নেই—বিস্কুট খাও ! চায়ের জল বসিয়ে
দিয়েছি !

যুতি । (বিস্কুট খেতে খেতে) ছাপ্পান্নর শেষের দিকে ।

আনন্দ । ছাপ্পান্নো ?

যুতি । ১৯৫৬ ! ভারতটা তার অনেক আগেই ছুঁ টুকরো হয়ে গেছে । বাংলাও
বাদ যায় নি ! ছু বাংলায় তখন খেয়োখেয়ি আর পরস্পর দাপাদাপিতে
ব্যস্ত ! ইংরেজ জাতটা ছিল তুখোড় শয়তান । হুশো বছরের ছোবড়া-
টুকু পাশাপাশি ফেলে গেল দুটো ভাগ করে—যাতে তারা এক না হতে
পারে, যাতে তারা সুখে না থাকতে পারে—সে ষাক, ধলেশ্বরীর নাম
শুনেছ ?

আনন্দ । ধলেশ্বরী নদীতীরে গিসিদের গ্রাম—তার দেওরের মেয়ে ।

যুতি ॥ ব্যাস ব্যাস—এই তোমাদের আর এক রোগ। কবিতা পেলে আর কিছু চাওনা। সেই ধলেশ্বরীর বুকে আমি ছিলাম এক দামাল ছেলে।

আনন্দ ॥ তোমার নাম কি ছিল?

যুতি ॥ নাম? নাম একটা হয়ত ছিল। এখন মনে নেই! আচ্ছা একটা কিছু ধরে নাও। ধর আমার নাম ছিল শ্রামল।

আনন্দ ॥ শ্রামল?

যুতি ॥ পছন্দ হল না! তাহলে কমল। নয়ত তমাল! মানে এমন একটা নাম বার পায়ে পূব বাংলার সোঁদা মাটির গন্ধ লেগে থাকত। ও ইয়া মনে পড়েছে—পলাশ।

আনন্দ ॥ বাঃ সুন্দর নাম!

পলাশ ॥ নবাবপুরের বাঁশবনে একসঙ্গে হাজার ঘুঘু ডাকত নির্জন দুপুরে।

পলাশ ছুঁত আমবাগানের ডলা দিয়ে, বংশীতলার চন্দ্র ছুঁয়ে, ধলেশ্বরীর তীর ধরে। মা বকলে শুনত না। দ্বিধির কানমলা সয়ে গিয়েছিল।

আনন্দ ॥ তুমি বুঝি খুব দুষ্ট ছিলে পলাশ?

পলাশ ॥ দারুণ। কেউ আমায় রুখতে পারত না! পূববাংলার আকাশ কালো করা যেত তুমি দেখনি। নদীর বুকে বাঁপান বুটি তুমি কল্লনা করতে পার না। পদ্মার বুকে বান দেখলে তোমার শরীর হিম হয়ে যাবে।

আনন্দ ॥ তুমি সব দেখেছ?

পলাশ ॥ আঃ, তুমি কি বোকা? পূববাংলার আমার নাড়ীর বাঁধন। আঠে-পৃষ্ঠে বাঁধা আছে আমার মনের সারা চন্দ্র। ভাটিয়ালী শুনেছ?

আনন্দ ॥ ইয়া।

পলাশ ॥ ছাই শুনেছ? জ্যোৎস্না রাতে মায়ের কোলের কাছে ঘেঁষে ঘেঁষে শুয়ে টিমটিমে কেরোসিনের ঠাণ্ডা আলোর কান পাতলে রোজ শুনতে পেতুম ধলেশ্বরীর তীরে বসে ভাটিয়ালি ধরেছে বদরআলি। সে তুমি শোননি।

আনন্দ ॥ তোমার গল্প শুনতে শুনতে আমার কেমন নেশা লাগছে।

পলাশ ॥ গল্পেই এই! সেখানে থাকলে কি করতে?

আনন্দ ॥ মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতুম।

পলাশ ॥ আমিও চেয়েছিলুম। পারি নি। সব কিছু ভাল করে বোঝার
আগেই দেখি আমার সব হারিয়ে গেছে! আমার হৃথ হারিয়ে গেছে,
আনন্দ হারিয়ে গেছে—আমার চন্দনা হারিয়ে গেছে—

আনন্দ ॥ চন্দনা? সে কে?

পলাশ ॥ চন্দনা—

[পলাশ খেয়ে পড়ে! নেপথ্যে চন্দনার ডাক
শোনা যাবে যেন কোন্ এক দূর মাঠে দাঁড়িয়ে
পলাশের নাম ধরে ডাকছে, প...লা...শ... ,
প...লা...শ...আন্তে আন্তে ডাকটা মিলিয়ে
যাবে—]

পলাশ ॥ আমার প্রাণের পাখি চন্দনা

আনন্দ ॥ তুমি বুঝি পাখি পুষতে?

পলাশ ॥ হাঁদা গজারাম। চন্দনা আমার মনের মেয়ে!

আনন্দ ॥ ও! বিয়ে হয়েছিল?

পলাশ ॥ সময় পেলুম না! তার আগে সব পালাই পালাই করছে! সাম্প্র-
দায়িকতার হিড়িকে সবাই দেখলুম ছুটছে। পালিয়ে বাঁচছে! সংখ্যালঘু
হাঁক দিয়েছে চলো হিন্দুস্থান। এখানে থাকলে কেউ বাঁচবে না! খেতে
না পাই ভিক্ষা করব—কিন্তু প্রাণে ত বাঁচব।

আনন্দ ॥ সবাইকে নিয়ে চলে এলে?

পলাশ ॥ সেই পালানোর হিড়িকে কে কোথায় সব ছিটকে পড়ল। কয়েকটা
নৃশংস পশু আমার দ্বিধিকে খেয়ে ফেলেছিল! মাকে নিয়ে কোনরকমে
বঁড়ার পার হয়েছিলুম অনেক টাকা খেসারত দিয়ে।

আনন্দ ॥ তোমার বাবা?

পলাশ ॥ আমার সাত বছর বয়সে—

আনন্দ ॥ ও! কিন্তু চন্দনা?

পলাশ ॥ সে এখন কতমা বিবি—

আনন্দ ॥ তারপর?

পলাশ ॥ এসে দেখলুম এ বাংলা আরো ভয়াবহ লোক আছে অনেক, কিন্তু

নিহত শতাব্দী

খাত নেই। খিদে আছে প্রচুর কিন্তু চাকরী কই? আশা আছে
বিরাট, কিন্তু ভবিষ্যৎ ফকা। হাতের পুঁজি সব শেষ হয়ে গেল।
চাকরী নেই। কে দেবে? যাও বা আছে তা আমাদের জন্ত
নয়।

আনন্দ ॥ থাক আর সুনতে ভাল লাগছে না।

পলাশ ॥ শেষটা সুনবে না?

আনন্দ ॥ আর কি সুনব। সেই সব একই কাহিনী।

পলাশ ॥ এটা বোধ হয় শোন নি। বোল বছরের ছেলেকে কেউ চাকরী
দেয় নি কিন্তু জিশ বছরের মাকে অনেকে চাকরি দিতে চেয়েছিল।
খিদে জালায় ছটফট করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তুম। একদিন মাঝ
রাতে ঘুম থেকে উঠে দেখলুম মা নেই! অনেক পরে মা ফিরে এল!
কৌচড়ে ভরা খাবার। সেদিন অতশত বুঝি নি—আজ বুঝতে পারি—
মা শেষ পর্যন্ত বেড়া হয়েছিল।

আনন্দ ॥ পলাশ!

পলাশ ॥ হ্যাঁ অনেক যত্নপার বোঝা নিয়ে মা শেষ পর্যন্ত সিকিলিসে-মরেছিল।

আনন্দ ॥ দয়া করে তুমি থাম পলাশ।

পলাশ ॥ সহজ রাস্তা ছেড়ে তুল রাস্তায় চলেছিলুম। চোখের সামনে দেখতুম
আমারই মত ছেলেরা চুরি করছে, ছিনতাই করছে, গুয়াগন ভাজছে আর
আমি বোকায় মত লোকের কাছে হাত পেতে দয়া চাইতুম—

আনন্দ ॥ জায়ের পথে বাঁচতেই ত আনন্দ।

পলাশ ॥ জায়, বিবেক, সততা, ধর্ম, জগতের এই সমস্ত মুখরোচক শব্দগুলোকে
অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বিদায় করা দরকার।

আনন্দ ॥ কি বলছ তুমি? এগুলো চলে গেলে থাকবে কি?

পলাশ ॥ থাকবে মৃত্যু, ঘেঁষ, ঘৃণা, হিংসা, লোভ।

আনন্দ ॥ তাহলে ত পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

পলাশ ॥ সেদিন যদি গাড়ী চাপা না পড়তুম তাহলে এই পুরনো পৃথিবীটাকে
একেবারে গুঁড়িয়ে ধ্বংস করে একটা নতুন পৃথিবী তৈরী করতুম যে
পৃথিবীতে লোকে ভিক্ষে করবে না, কেড়ে খাবে। যে টাকার পাহাড়

করছে তাকে সেই টাকার নীচে কবর দিয়ে সেই টাকা লুঠ করবে—হতা।

রক্ত আর বিধ্বংসলতার পৃথিবী অরাজক হয়ে উঠবে।

আনন্দ । কষ্ট পেয়ে পেয়ে তোমার মনটা মট হয়ে গেছে পলাশ ।

পলাশ । তুমি চুপ কর—তোমার চা হল ?

আনন্দ । ই্যা দেখছি—

[আনন্দ চা তৈরী করে আনতে যায়]

পলাশ । কবে আর কখন যেন সব হারিয়ে গেছে !

কবে আর কখন যেন সব হারিয়ে ফেলেছি ।

অথচ কত কিছু করার ছিল, কত কিছু হওয়ার ।

উদাসীন অবহেলায় টুকরো করেছি নিজেদের,

অসংখ্য করেছি—আনন্দ পেয়েছি আশ্চর্য

এক হিংসায় নিজেদের খুন করে ।

অথচ একদিন ঘাসে আর পাতায় বেঁচেছি ।

সবুজ নিংড়ে শিশিরের গন্ধ গায়ে মেখেছি ।

দাঁওয়ায় চলকে পড়া সূর্যকে দুহাতে লোফালুফি করে

প্রিয়র শান্ত কোলে আবার মাথা রেখেছি

চাঁদের আলোয় ।

যেহেতু অনেক কিছু হওয়ার ছিল, তবু

উদাসীন, অবহেলায় টুকরো করেছি নিজেদের,

অসংখ্য করেছি—আনন্দ পেয়েছি আশ্চর্য

এক হিংসায় নিজেদের খুন করে ।

প্রেমের আকাশে নক্ষত্রের মাল্য গেঁথে

সুখী হতে পারতাম—অথচ ক্ষমাহীন শাপিত কৃপাণে

বলি দিয়েছি গর্ভবতী সময়কে ।

এখন কেবল হেঁটে চলা প্রেতের মত ।

সময়ের নির্ধারিত হাতে সঁপে দেব আমরা আমাদের—

[আনন্দ চা নিয়ে আসে]

আনন্দ । বাঃ বেশ সুন্দর কবিতা ।

নিহত শতাব্দী

স. দ. এ.—১৭

পলাশ ॥ অত্যন্ত বাজে কবিতা । নির্ধারিত সময়ের হাতে সঁশে দেব আমরা
আমাদের । সাবমিশান টু চাইম । জঘন্ত ! সাবমিশান মানেই ত
শেষ ! হাল ছেড়ে বসে থাকা গাঁজা খাওয়া বাবাজীর মত ! বাঃ চা-টা
বেশ করেছ । মনে হচ্ছে কতদিন কতকাল যে তৃষ্ণা নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে
আছি ।

আনন্দ ॥ আর একটু চা নাও ।

পলাশ ॥ দাঁও । কে জানে আবার কতকাল খাওয়া হবে না ! পথ আমি
পান্টেছি শিল্পী ! একটা জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছি চেয়ে কিছু পাওয়া
যায় না । 'কেড়ে নিতে হয় । প্রেম, ভালবাসা, প্রেহ এই সব দুর্বলতা-
গুলো এবার কোঁটয়ে বিদেয় করব পৃথিবী থেকে । আমার পৃথিবীতে
একটাই সত্য— । স্বত্ব, ঘৃণা, ঘেব, হিংসা । এতদিনের পৃথিবীতে যা
ছিল ভালোর দলে আজ তারা অচল ! ঘুন ধরা পুরনো পৃথিবীর মত
এরা সবাই একেজো ।

আনন্দ ॥ তোমার জন্ত আমার দুঃখ হচ্ছে ।

পলাশ ॥ তোমার সহানুভূতির মুখে আমি পেছাব করি । ওসব আমার কথা-
খালায় নেই ।

আনন্দ ॥ নিজেকে তুমি হারিয়ে দিওনা পলাশ ! আমি যে তোমার নবজন্ম
দিয়েছি । আবার নতুন করে তুমি বাঁচ ।

পলাশ ॥ তোমার নবজন্ম মানেই ত হাতে ভিক্ষাভাণ্ড । ও ভাবে আর আমি
জন্মাতে চাই না । সিফিলিসে তিল তিল করে আর আমি আমার মাকে
মরতে দিতে রাজী নই । একটা পয়সা দাঁও বলতে বলতে বাস্তব তলায়
থেংলে যেতে আর আমার ইচ্ছে নেই ! আচ্ছা শিল্পী—

আনন্দ ॥ বল ।

পলাশ ॥ তুমি কি এখনও বিশ্বাস কর তোমার পরিচিত রাস্তায় পৃথিবীর সব
স্বথ আর সমৃদ্ধি ফিরে আসবে ? তুমি কি মনে কর জগতের স্রষ্টাবৃত্তিগুলো
নিজেদের গোঁড়ামী নিয়ে চিরকাল যক্ষের মত পৃথিবীকে আগলে রাখবে ?

আনন্দ ॥ আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি সত্য শিব আর সূন্দরের জয়
অনিবার্য ।

পলাশ । তুমি একটা গোঁয়ার হুম্মান । রামের পদলেহন ছাড়া কিছুই জান না । আরে, এটা কি ? একটা দাবার ছক মনে হচ্ছে ।

আনন্দ । ই্যা, দাবা ।

পলাশ । সাজানো ছক ! মনে হচ্ছে কারো প্রতীকার ছিলে ?

আনন্দ । ওটা সাজানোই থাকে । কেউ এলে তার সঙ্গে খেলি । দাবা আমার প্রিয় খেলা ।

পলাশ । তুমি কি রকম খেলতে জান ?

আনন্দ । আমাকে হারানো শক্ত ব্যাপার ।

পলাশ । গর্ব ।

আনন্দ । আত্মপ্রসাদও বলতে পার ।

পলাশ । তাহলে এস একহাত হয়ে যাক ।

আনন্দ । তুমি পার নাকি খেলতে ?

পলাশ । দেখাই যাক ।

আনন্দ । তাহলে বসে পড় । বাইরে বেশ মেজাজে বুষ্টিও পড়ছে ।

পলাশ । কিন্তু এ'ত সেই মাদ্ধাতার আমলের বস্তাপচা একঘেঁয়ে ঘুঁটি ।

আনন্দ । এই ত দাবার আমল ঘুঁটি ।

পলাশ । রাজা মন্ত্রী সৈন্য সামন্ত, এলাহী ব্যাপার । সত্যতার স্বক থেকে তোমরা ধরেই নিয়েছ একদল রাজা থাকবে সে শাসন করবে । মন্ত্রী থাকবে তাকে উপদেশ দেবার জন্ত । আর লক্ষ লক্ষ প্রজারা সেই রাজাকে সেলাম ঠুকবে । তারপর রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে মরবে সেই নিরীহ মায়াবীগুলো তাই না শিল্পী ?

আনন্দ । কিন্তু এতো নিছকই খেলা ।

পলাশ । ই্যা, এমনি সব খেলার পুতুল চোখের সামনে সাজিয়ে তোমরা নেশায় বুঁদ হয়ে আছ । দিন পান্টাচ্ছে শিল্পী । আমিরী ওমরাহীর আমল চলে গেছে । সলতের শেষ আলো জমিদারীটুকুও আজ গতায়ু । আর এখনও তোমরা রাজা মন্ত্রী নিয়ে শতরঞ্জের ছকে ঘুরপাক খাচ্ছ ।

আনন্দ । কিন্তু দাবা খেলতে হলে ত' তোমাকে এই সব ঘুঁটি দিয়েই খেলতে হবে ।

পলাশ । না, আমার ঘুঁটি দিয়ে তোমার খেলতে হবে ।

আনন্দ । তোমার ঘুঁটি ?

পলাশ । হ্যাঁ (আলখাল্লার পকেট থেকে একটা কালো থলে বার করে । এই আমার ঘুঁটি ! এ সম্পূর্ণ আমার নিজের ঘুঁটি ।

আনন্দ । দেখি (অভূত দর্শন সব ঘুঁটি বার করে) বাঃ অভূত দেখতে ত এটা কি ?

পলাশ । ওটা—ওর নাম লোভ ।

আনন্দ । লোভ ?

পলাশ । হ্যাঁ । তোমরা বার নাম দিয়েছ বোড়া ! বোড়ার গতি বিচিত্র আর দ্রুত ! লোভের গতিও বিচিত্র আর দ্রুত ! এটা কালো ঘরের ঘুঁটি ! অন্ধকারের প্রতীক ! লোভ মনের অন্ধকারে চলাফেরা করে ! তাই লোভ আমার ঘুঁটি ! আমি কালো ছাড়া খেলি না ।

আনন্দ । তুমি সর্বদাই কালো ঘুঁটিতে খেল ।

পলাশ । আমার জীবনে সাধার কোন স্থান নেই । আমি যাদের নিয়ে খেলি তারা তোমাদের মতে মানুষের অন্ধকারের প্রবৃত্তি ।

আনন্দ । ইনটারেস্টিং ! এটা কি ?

পলাশ । ওটা তোমার ঘুঁটি ! ওর নাম প্রেম ! আমার লোভের রাইড্যাল । প্রেমের গতি বিচিত্র আর এলোমেলো ! প্রেম জটিল, তাই ও বোড়ার ঘরেই বসবে । [ওরা ছক সাজাতে থাকে ।]

আনন্দ । চমৎকার ব্যাখ্যা ।

পলাশ । এই হ'ল তোমার রাজা ।

আনন্দ । কি নাম দিয়েছ ?

পলাশ । আনন্দ ! আনন্দই জীবন । জীবনই তোমার রাজা ।

আনন্দ । আনন্দ ? যারে, ওটা ত আমারই নাম ?

পলাশ । তাই নাকি ? তাহলে তুমিই তোমার রাজা ।

আনন্দ । আর তোমার ?

পলাশ । স্বত্ব ! মরণ । জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী ।

আনন্দ । বাঃ, এটা কি ?

পলাশ ॥ এর নাম সত্য। বা বিবেক! যাকে তোমরা বল সেল্ফ। এ তোমার মন্ত্রী!

আনন্দ ॥ তুমি ঠিকই বলেছ! বিবেকই ত মন্ত্রী হবার উপযুক্ত! বিবেকের পরামর্শ ছাড়া আমরা ত চলতে পারি না! সত্যের দেখানো রাস্তা ছাড়া আর ত সব অন্ধকার।

পলাশ ॥ আমার মন্ত্রীর নাম ক্রোধ! জলে ওঠার ক্ষমতা! দুর্বীর গতিতে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবার মত একটা প্রবৃত্তি। ক্রোধের আর এক প্রকাশ প্রতিহিংসা! ক্রোধের পরামর্শেই মৃত্যু আজ প্রকাশ করে।

আনন্দ ॥ তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা বাড়ছে। এটা কোথায় রাখব?

পলাশ ॥ ওটা তোমার! ওপর নাম দয়া! স্নিগ্ধ স্বচ্ছ আর মন্থর গতিতে যে এগিয়ে যায়। ওটা তোমার নৌকোর কাজ করবে! আর এটা তোমার রাইড্রাল। কুটিলতা! কালো রঙের ঘুঁটি! নৌকোর মত ঢিলে মেজাজ! চালে নিশ্চুপের মত তোমার মধ্যে মিশে তোমাকে শেষ করে দেবে! আর এই এটা—এটা তোমার ঘুঁটি। যার নাম জ্ঞান। কৌণিক আত্মরক্ষার বর্ম! আর এটা ঘুণা। আমার কৌণিক বৃহ!

আনন্দ ॥ এদের কি নাম দিয়েছ? এই সব বোড়ের দল! সৈন্য সামন্ত যত।

পলাশ ॥ এরা সব ছোট ছোট স্বথ আর দুঃখ!

আনন্দ ॥ তাহলে খেলা শুরু হোক।

পলাশ ॥ হোক! কিন্তু নিষ্পৃহ শিশুর খেলার আমি রাজী নই।

আনন্দ ॥ তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না।

পলাশ ॥ বাজীর খেলা হোক।

আনন্দ ॥ বাজী?

পলাশ ॥ ইং বাজী না থাকলে খেলায় নেশা থাকে না। উত্তেজনা শরীরে হিল্লোল আনে।

আনন্দ ॥ বাজীটা কি রকম?

পলাশ ॥ বলছি। এ খেলার মানে জান?

আনন্দ ॥ তুমিই বল। আমার জানা আর তোমার জানা ত' এক নয়।

পলাশ ॥ হঁ। তাহলে শোন—এতদিন অনেক যুদ্ধ হয়েছে। রাজা বাদশাহ

খেয়ালীপনায় অনেক নিহত প্রজার আত্মা নিদাক্ষণ প্রলাপে পলাশীর
 প্রান্তে কেঁদেছে। অনিবার্য আক্ষেপে অভিশপ্ত করেছে ট্রয় আর
 কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন। হিরোঁসিমা আর কোরিয়ার বুকে মা আর ছেলে এক
 সঙ্গে রক্তবমন করেছে। কম্বোডিয়ার ক্ষেতে, টিউনিসিয়ার বন্দরে আর
 ভিয়েতনামের পথে প্রান্তে চিরকালের মত স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে দেশপ্রেমিক
 সৈনিকের শেষ নিঃশ্বাস। তাই আর এ রাজ্যের রাজ্যে যুদ্ধ নয়!
 শোষক আর শোষিতের বিদ্রোহ নয়।

আনন্দ ॥ তবে এ যুদ্ধ কিসের ?

পলাশ ॥ কয়েকটা প্রবৃত্তির যুদ্ধ! আগামী পৃথিবীতে কে থাকবে তার যুদ্ধ!

আনন্দ ॥ তোমার আমার খেলায় যেই জিতুক তাতে পৃথিবীর কার কি এসে
 যায় ?

পলাশ ॥ তুমি আমার প্রথম শত্রু! তুমি আমার শত্রু! শত্রুর বিরুদ্ধে সৃষ্টির
 কলহই প্রথম যুদ্ধের ঘোষণা। দেখনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রাণের কি আকুল
 আক্রোশ। খেতে না পেলে ঈশ্বরকে গাল দিই! স্বার্থে আঘাত লাগলে
 নস্যাত্ত করি ঈশ্বরকে! নিষ্ফল মৃত্যুর মুখে ঈশ্বরের নিদান কামনা করি!
 তাই তোমার বিরুদ্ধে আমার প্রথম যুদ্ধ! এ যুদ্ধে বাজী একটাই।

আনন্দ ॥ কি ?

পলাশ ॥ মৃত্যু!

আনন্দ ॥ মানে ?

পলাশ ॥ আমি যদি জিতি তাহলে আমার হাতে হবে তোমার মৃত্যু! ই্যা আমি
 তোমাকে খুন করব! খুন করব কারণ তুমি বিকৃত রূপ দিয়েছ। আমার
 গত জীবনের অস্তিত্বে শপথ নিয়েছিলুম ভিক্ষা পাত্র হাতে আর এই
 পৃথিবীতে আসব না। আমার এক হাতে থাকবে কুপাণ। অন্য হাতে
 মৃত্যু! জীবন আমাকে যা দেয়নি মৃত্যু আমাকে তাই দেবে। অন্ততঃ
 খেতে না পেয়ে আমি মরব না! কিন্তু তুমি আমাকে তা হতে দাওনি।
 নে শপথ আমার মনে আছে। জন্ম আমার বাই হোক—হিসেব নিকেশ
 ঠিক থাকবে।

আনন্দ ॥ কি পাগলের মত যা তা বকছ ?

পলাশ ॥ সত্য কখনো কখনো ছলনার আশ্রয় নিয়েছে! যুধিষ্ঠিরও রণক্ষেত্রে
অশ্বখামা হত ইতি গজ দ্বিগে শেষ করেছিলেন—তোমাদের শ্রীকৃষ্ণও কম
বান নি মিথ্যা ভাবনে—কিন্তু মৃত্যু কখনও মিথ্যার আশ্রয় নেয় নি। সে
অমোঘ, সেন-নির্মম, সে অপরাধেয়—

আনন্দ ॥ কথা থামাও। শুরু কর তোমার খেলা! আমি রাজী। জীবনে
আমি কখনও হারিনি। এবারও তুমি হারবে! কিন্তু তুমি হারলে?

পলাশ ॥ তোমার গোলাম হয়ে থাকব। মেনে নেব আমার স্রষ্টাকে।

আনন্দ ॥ নাও খেল।

[ওরা দাবা খেলতে শুরু করে! মঞ্চের
আলো কিছু কমে যায়! বাইরে বৃষ্টির
আওয়াজ! Music থাকবে। টেবিলে
একটা চিমনির আলো জ্বলছে।]

পলাশ ॥ তোমার একটি ছোট্ট সুখের মৃত্যু হল—দেখেছ শিল্পী—

আনন্দ ॥ তোমারও একটি ছোট্ট দুঃখের মৃত্যু হল।

পলাশ ॥ হ্যাঁ, এমনি করেই আমাদের জীবন থেকে একটা একটা করে ছোট
ছোট দুঃখ আর সুখ অন্তর্হিত হয়।

আনন্দ ॥ ছোট ছোট দুঃখে আমরা ভেঙ্গে পড়ি। একটু ক্লান্তি অথবা একটু
খানি হতাশা আমাদের স্নান করে। মাছের চোখের মত বিবর্ণ হয়ে পড়ি।

পলাশ ॥ কি লাভ এই সব ছোট ছোট সুখে জীবনের হতাশা বাড়ানো?

আনন্দ ॥ সুখ থেকে হতাশা?

পলাশ ॥ তাও জানো না। একটু পাওয়া অনেক না পাওয়ার বেদনা বাড়িয়ে
দেয়। তার চেয়ে উটোটা ধর—একটু একটু পাওয়া দুঃখ তোমার
দুঃখ সম্বন্ধে শক্তিকে পরিণত করবে।

আনন্দ ॥ তোমার আর একটি দুঃখের পতন হল।

পলাশ ॥ ওকি করলে শিল্পী? আমার একটি দুঃখকে সরিয়ে দিয়ে ঘণার
পথ প্রশস্ত করলে?

আনন্দ ॥ করলুম, কেননা ওখানে আমার শাস্তি মজুত। তোমার ঘণা
এগুতেই পারবে না।

পলাশ ॥ হাঃ, তুমি স্বপ্নার পথ কথবে ? এই দেখ আমার স্বপ্না অস্ত পথে
তোমার আর একটি স্বপ্ন সরিয়ে নিল— [আনন্দ বিব্রত]

আনন্দ ॥ এটা ত আমি দেখিনি ।

পলাশ ॥ চাল ফেরৎ নেবে ?

আনন্দ ॥ না, এটা বাস্তবী থেলা ।

পলাশ ॥ তুমি হারবে নির্ঘাৎ । তোমার আনন্দকে ছকে বাঁধ ।

আনন্দ ॥ চূপ্ কর । খেলার সময় আমি অন্তের উপদেশ নিই না ।

চেয়ে দেখ আমার স্বপ্নেরা কেমন তরতরিয়ে সামনের দিকে পাখনা
মেলেছে—

পলাশ ॥ যেমন পতঙ্গ ছন্দে ছন্দে আঙনের বুকে কাঁপ দেয় ।

আনন্দ ॥ তুমি ত' বড় অহংকারী !

পলাশ ॥ ওটা আমার গুণ ।

আনন্দ ॥ কিন্তু অহংকার আনে পতন ।

পলাশ ॥ এবং মৃত্যুর পর নবজন্ম—তাই না ?

আনন্দ ॥ নাও, যুদ্ধ শুরু কর—তোমার একটি ক্ষুদ্র দুঃখ, প্রাণি যার নাম,
কেড়ে নিলুম ।

পলাশ ॥ তাহলে তোমার একটি স্বপ্ন, কি নাম ওর, সাহসনা—আমি হরণ
করলুম ।

আনন্দ ॥ তোমার অপরাধবোধ শেষ হল ।

পলাশ ॥ তাহলে তোমার স্বাধীনতার মৃত্যু হোক ।

আনন্দ ॥ তোমার সন্দেহ গেল ।

পলাশ ॥ এই তোমার স্নেহ আমি তুলে নিলুম ।

আনন্দ ॥ এই বার ?

পলাশ ॥ কি হ'ল এত উল্লাস কেন ?

আনন্দ ॥ আমার প্রেম—

পলাশ ॥ কি হোল তার ?

আনন্দ ॥ তোমার স্বপ্না আর কুটিলতাকে এক সাথে বেঁধেছে—বল কাকে
রাখবে, কাকে ছাড়বে ?

পলাশ । চালটা বড় জ্বর দিয়েছ শিল্পী—একটু ভাবতে যাও—দেখি একটা
সিগারেট । [আবহ চলছে]

আনন্দ । নাও বুঝিটা হাঙ্কা কর ।

পলাশ । তোমার প্রেম ভালবাসা আমার ঘৃণা আর কুটিলতাকে আচ্ছন্ন
করেছে! কিন্তু প্রেমের জয় হতে পারে না । প্রেম বলে কিছু নেই—
মমতা জগতে অল্পপস্থিত । মায়াহীন পৃথিবীতে ঘৃণাই একমাত্র স্বভাব ।
অথবা কৌটিল্য । না প্রেমের জয় হতে পারে না । তাহলে চন্দনা আজ
কতিমা বিবি হত না—

আনন্দ । পলাশ তুমি ভুল করছ । আসলে তোমার ক্রোধ আর ঘৃণা,
বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে তোমাকে ! তাই তোমার
বিচার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে ! তুমি চন্দনাকে ভুল বুঝেছ । বিচার
করতে পারছ না, কেন চন্দনা আজ কতিমা ।

পলাশ । কল্পনার ফাটুসে চড়ে এক ভিথিরীর স্বভূত দৃশ্য নিয়ে একটা মূর্তি
গড়তে তুমি হারত পার । কিন্তু কল্পনার আকাশে ভেসে ভেসে পলাশের
দুঃখের কাছে যেতে পার না—নাও সামলাও তোমার নির্বীৰ্য দয়াকে ।
আমার ক্রোধ তোমার দয়ার অস্তিত্ব পরোয়ানা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—
আজ তোমার মুক্তি নেই ।

[খেলা চলে—দুজনই অধীর, উত্তেজিত]

আনন্দ । না হতে পারে না—পৃথিবী কখনো দয়ালীন হ'তে পারে না ।

পলাশ । একটা পুরনো মূল্যবোধ থেকে তোমার ধারণাগুলোকে তুমি
সাজিয়েছ । তাই দয়া নিয়ে অত মহত্ত্ব দেখাচ্ছ । পৃথিবীটা নিংড়ে যদি
একফোটা দয়া বের হত তাহলে আমার মাকে সিফিলিসের যন্ত্রণায় বোবা
কাংরানিতে মরতে হ'ত না—

আনন্দ । কিন্তু—

পলাশ । কোন কিন্তু নয় খেল ।

আনন্দ । তাহলে তোমার ঘৃণাটা বাদ যাক ।

পলাশ । (পরম উল্লাসে ফেটে পড়ে) হাঃ হাঃ আমার ক্রোধে তোমার দয়ার
স্বভূত হল । আর সেই সংগে তোমার শাস্তি আমার কজায় ! ওখান

থেকে শাস্তিকে সরাতে গেলে মারা যাচ্ছে কে—তোমার সত্য—তোমার
বিবেক—তোমার মন্ত্রী হাঃ হাঃ ।

আনন্দ ॥ (বিব্রত) আশ্চর্য, এমন অপদৃষ্টির মত আমি কোনদিন পরাজিত
হইনি ।

পলাশ ॥ মনে রেখো এটা বাজীর খেলা । এটাই তোমার শেষ খেলা ।

আনন্দ ॥ না- না ।

পলাশ ॥ তুলে গেলে নাকি বাজীর কথা ?

আনন্দ ॥ সত্যিই তুমি আমাকে ?

পলাশ ॥ (টেবিলের ওপর একটা ছুরি গুঁথে রাখে) এটা কি মিথ্যে ?

আনন্দ ॥ তবে কি জীবনের কাছে, সত্যের কাছে, আনন্দের কাছে মৃত্যু আর
অধর্মের জয় হবে ?

পলাশ ॥ চূপ কর । মৃত্যুর মত ধার্মিক আর কেউ নেই । তোমার সত্যের
চেয়ে অনেক বেশী ধার্মিক সে । তোমার সত্য স্ফটিকের মত ক্ষণভঙ্গুর,
তোমার আনন্দ শিশিরের মত ক্ষণস্থায়ী, তোমার শাস্তি কর্পূরের মত ক্লান্ত ।
তোমার প্রেম লতার মত ক্ষীণাঙ্গী । একটু ঝড়ের দোলায় তার পুচ্ছ ভেঙ্গে
যায় । কাণ্ড উপড়ে মুখ খুঁড়ে মাটিতে লুটিয়ে যায়—ছোঃ । কই চাল
দাঁও । (আনন্দ একটা চাল দিল ।) নাথালোকের মত খেলছ । এক
ঘর ওপরে তুলে আনলে তোমার সত্যকে । তার মানে এক ষাপ তোমার
সত্যকে জীবন বিমুখ করলে ! ভাবলে এতেই পাবে রেহাই । না । এই
দেখ—এই কোণে দেখ, আমার অতি প্রিয় ঘৃণা আড়াই চালে তোমার
অস্ত্র প্রান্ত্র আক্রমণ করেছে । ভেবেছ বাঁচবে—পার যদি বাঁচাও তোমার
আর এক পাণের শাস্তিকে । তোমার হৃদিকের শাস্তিই আজ বিপন্ন—

আনন্দ ॥ ওঃ ভগবান !

পলাশ ॥ শয়তানকে ডাক ! ঈশ্বরের মৃত্যু অনেক আগেই ঘটছে । সে
ভজলোক এখন দাহহীন অবস্থায় শবুনের খাত হয়ে পড়ে আছে ।

আনন্দ ॥ তুমি বোধহয় যাছ জান । নিমেষে খান খান করে দিলে আমার
চক্রবাহ আশ্চর্য ! তোমার মত শক্তিশালী খেলোয়াড় আমি কমই দেখেছি ।

পলাশ ॥ ও সব বুজুকী কথায় আমি ভুলছি না চাঁহ । আমি খেলতে জানি !

প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুহ করে হারাতে জানি।

আনন্দ ॥ তাহলে তুমি কুকুরের মত মরেছিলে কেন?

পলাশ ॥ তখন তোমার মত বুড়বাক ছিলুম—তাই। তখন আমার মধ্যে ছিল প্রেম-ভালবাসা। আনন্দের জন্য অবৈধ! স্বপ্নের নিমিত্তে পরিশ্রম—সত্যের আশ্বাদনে তন্ময়তা—ইত্যাদি ইত্যাদি মহত্তর বাক্যে নিজেকে বুদ্ধ করে রেখেছিলুম—তাই।

আনন্দ ॥ বাজী খেলায় আমি হয়ত হারব।

পলাশ ॥ আলবৎ হারবে।

আনন্দ ॥ কিন্তু তুমি কি বিশ্বাস কর সারা পৃথিবীকে তুমি এই ভাবে হারাতে পারবে?

পলাশ ॥ দেখতে পাবে। কেননা আমি তখন তোমার মূর্তি গড়ব। তোমার প্রাণি দোব অহুত্বুতি দোব, চোখ দোব কিন্তু কণ্ঠে ভাষা দোব না! কি হল হাত যে তোমার নড়ছে না?

[আনন্দ ক্রমশ বিবর্ণ, মৃতপ্রায়। পলাশ উদ্বেজিত, নৃশংস। হঠাৎ সমস্ত Music বন্ধ হয়ে যায়—এক অথগু নীরবতা। আর সেই নিস্তরঙ্গতা খান খান করে ভেঙ্গে দিয়ে চরম উল্লাসে চৈচিয়ে ওঠে পলাশ—মাৎ।]

পলাশ ॥ চেয়ে দেখ শিল্পী, তোমার রূপাক্ষরের আঁজ কি পরিণতি। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে আছে শাস্তি সেনার দল। ছোট ছোট স্বপ্ন সব অন্তর্মিত। বিপন্ন বিশ্বয়ে শাস্তি হতবাক। ভয়ে আর নিদারুণ ক্লেশে প্রেম অবহেলিত শিবিরে! সত্য তার বিশাল স্বচ্ছ হৃদয়ে দাঁড়িয়ে আছে নির্বাক উদাসীন্যে দয়া? কোথায় তোমার দয়া? আমার লোভের চক্রে নিজের ঐতিহ্য দিয়েছে বিসর্জন! আর রাজা আনন্দ—বিষন্ন চিত্তে গালে হাত রেখে বিশাল স্বচ্ছ সত্যের পিছনে লুকিয়ে আছে আমার ক্রোধের হাত থেকে বাঁচার আশায়। চেয়ে দেখ শিল্পী—তুমি পরাজিত। এ পাশে দুই সশস্ত্র প্রহরী স্থগা আর লোভ—একজন আড়াই চালের প্যাচে অল্পজন কৌণিক লীমানার গণ্ডিতে আটকেছে তোমার শাস্তি আর শক্তিকে—ওপাশে...

আনন্দ ॥ আমি পরাজিত ।

পলাশ ॥ তাহলে প্রস্তুত হও ।

আনন্দ ॥ কিসের ?

পলাশ ॥ ভুলে যাবার মত মিথ্যাবাদী তুমি নিশ্চয় নও ।

আনন্দ ॥ কিন্তু আমি মরে গেলে এ পৃথিবীর যে ক্ষতি—

পলাশ ॥ কিসের ক্ষতি ?

আনন্দ ॥ আমি এ পৃথিবীর সৌন্দর্য আর আনন্দের স্রষ্টি আর সাক্ষ্যের প্রতীক ।

পলাশ ॥ কিন্তু নিজের হাতেই ত এদের মৃত্যু ঘটালে—তাহলে আর নির্লজ্জের মত বাঁচার প্রত্যাশা কেন ?

আনন্দ ॥ আমার যে বাঁচার দরকার ।

পলাশ ॥ তোমার সত্ত্ব মৃত্যু পৃথিবীর আগাম পাওনা ।

আনন্দ ॥ না, আমি মরে গেলে পৃথিবীর গান থেমে যাবে । শিল্পীর তুলি বন্ধ হবে । কবির ছন্দ বেতাল হবে ।

পলাশ ॥ তুমি মরে গেলে—পৃথিবী স্থূল আবেগে থরথর হবে না । কল্পনার খাটে কোমল বিছানায় শুয়ে কথার ফুলঝুরী ছুটবে না—তুমি মরে গেলে পৃথিবী থেকে বাজে শব্দের জন্ম বন্ধ হবে । পৃথিবী কঠিন হবে । কাব্য ছেড়ে গভীর রাস্তায় পৃথিবী কঠোর হবে । নবম তুলতুলে হাতে তুলি ধরার বদলে ধরবে হাতুড়ী আর শাবল । তুমি মরে গেলে শ্রমেয় গান বন্ধ হয়ে নতুন বাঁচার সংগ্রামের দামামা বাজবে—

আনন্দ ॥ তাহলে তুমি বলতে চাও ফুল, পাখি, নদীর গান, ঝরপার ঝিরঝির এসবের কোন প্রয়োজন নেই ?

পলাশ ॥ সে সব অনেক পরে, তারও আগে দরকার হাতুড়ী আর বয়লারের শব্দ, বন্দরে শেকল আর মাঠে ধান ঝাড়ার ধ্বনি । ধলেশ্বরী নদীর ধারে জ্যোৎস্না রাতে আর ভাটিয়ালী নয় তার বদলে জাল ফেলার ছপাৎ শব্দ অনেক মধুর ।

আনন্দ ॥ শুধু কাজ, কাজ আর কাজ, কঠিন কাজের শব্দ ?

পলাশ ॥ হ্যাঁ, খেতে না পাওয়া কান্নার শব্দ নয়—পাথর ভাঙার শব্দ চাই ।

আনন্দ । কিন্তু কাজের শেষে দিন ফুরোলে ঘরে ফেরার রাতে সংসীতের প্রয়োজন নেই ? অজস্র কাজের পরে ঘাম ডেজা শরীর নিয়ে নদীর ধারে শীতল হাওয়ায় প্রিয় সান্নিধ্যের কোন প্রয়োজন নেই ? তাহলে ত' মাছুষ যন্ত্র দানবে পরিণত হবে—

পলাশ । হোক । তাই হওয়ারই প্রয়োজন আজ । অনেক গান গাওয়া হয়েছে—অনেক পাখির কাকলী শোনা গেছে—অনেক শিল্প দেখে চোখ হেজে গেছে—ওসব আর ভালো লাগে না—তুমি প্রস্তুত হও—

আনন্দ । তুমি এখনও ভেবে দেখ ।

পলাশ । (ছুরিটা তুলে নেয়) আর ভাবার কিছু নেই । ভাবনা শেষ হয়েছে অনেক দিন ! সিদ্ধান্তে আর আমার কোন দ্বিধা নেই । প্রতিজ্ঞা আমার একটাই, পৃথিবী থেকে আদিকালের জঞ্জাল আমি সরাবোই— (সে ক্রমাগত আনন্দের দিকে এগিয়ে আসে আনন্দ পেছোতে থাকে) তোমার রক্তে হাত ভিজিয়ে নতুন করে শপথ নোব—প্রেম, ভালবাসা আনন্দ, শাস্তি, স্নেহ এই সব বস্তুশচা বুজুকীকে আর বেঁচে থাকতে দেওয়া যায় না—উচিতও নয় । আর সেই সব শয়তান বুজুকদের গোঁড়া সমর্থক তুমি । তাই তোমার স্বৃত্য থেকে শুরু হোক এক একটি তথাকথিত শাস্তি সমর্থকদের পতন । তুমি আমার স্রষ্টা—এই হোক স্রষ্টার বিরুদ্ধে সৃষ্টির সোচ্চার প্রতিবাদ ।

আনন্দ । না—না— (সে Back stage-এ পেছোতে থাকে) ।

পলাশ । এমনি করে পৃথিবী থেকে একটি অর্থহীন জীবনের স্বৃত্য হোক, জন্ম হোক আর এক নতুন পৃথিবীর আর এক নতুন অভিজ্ঞতার—

[পেছোতে গিয়ে আনন্দ একটি টেবিলের উপর পড়ে যায় আর ঠিক যেমন করে এক বিশাল শকুন তার ডানা ছড়িয়ে স্বৃত পশুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি করেই পলাশ তার লম্বা হাতাওয়ালা আলখাল্লা সমেত আনন্দের উপর বুঁকে পড়ে, ছুরি সমেত হাতটা তোলে—এবং আশ্চর্যের, সেই মুহূর্তে বহ

দূরাগত সেই ডাক, সেই বিস্তীর্ণ মাঠের পরে
 দাঁড়িয়ে পাগল করা একটি ডাক স্পষ্ট হতে
 স্পষ্টতর হয়ে উঠে—প...জা...শ। প...জা
 ...শ। পলাশের ছুরি খেমে যায়। পারে
 না আঘাত করতে। সেই অবস্থার সমস্ত
 দৃশ্যটি নিশ্চল হয়ে যায়—! কেবল প্রতি-
 ধ্বনির মত চন্দনার কণ্ঠ পলাশের নাম ধরে
 ডেকে যায় প...জা...শ, প. জা...শ।

একাংক নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারে পুরস্কৃত।

নাট্যকারের ঠিকানা : ২বি, হরলাল দাস স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০১৪

ক্রান্তি গদযাত্রা

শ্যামলতরু দাশগুপ্ত

চরিত্র

গোপাল

অটল

কাদের

যতীন

বিদ্রোহ

মেজবাবু

বিখ্যাত সর্দার

মহা

নীলকর সাহেব ও লাঠিয়ালবৃন্দ

। 'একটি গ্রাম্য প্রান্তর ।

[গোপালের ছুটে প্রবেশ]

গোপাল । আমি চিন্তে পেরেছি—ওকে আমি চিন্তে পেরেছি ।

[অটলের ছুটে প্রবেশ]

অটল । ও মুখ খুবড়ে পড়ে আছে । ওর মুখটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না ।

[কাদেরের প্রবেশ]

কাদের । রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আছে ও কি ভীষণ, কি ভয়ঙ্কর—

[যতীনের প্রবেশ]

যতীন । কে লোকটা ? কেন এমন ভাবে খুন হলো ? কারা এমন ভাবে
খুন করলে ?

ক্রান্তি গদযাত্রা

২৭৩

গোপাল । আমি লোকটাকে চিন্তে পেরেছি ? আমি লোকটাকে চিন্তে পেরেছি ?

সমবেত । কে ? কে এই লোকটা ?

গোপাল । কাকাল হরিদাস ।

সমবেত । কাকাল হরিদাস ? [বিজ্ঞেয়র সামন্তর প্রবেশ]

বিজ্ঞেয় । না ।

সমবেত । না ।

বিজ্ঞেয় । না, লোকটা— [সকলের দিকে তাকিয়ে] কাহারো পরিচিত নহে । পূর্বে এমনত বেক্ষিকে আমরা কখন কালে দর্শন করি নাই ।

গোপাল । না, আমি শুকে চিনেছি ।

বিজ্ঞেয় । চিনেছিস্ !

অটল । হ্যাঁ, আমাদেরও মনে হচ্ছে লোকটা কাকাল হরিদাস ।

যতীন । যে এক এক পরস্পর করে একটা কাগজ বার করতো ।

কাদের । আমাদের চাষাভুষোর স্ত্রু ছুঃখের কথা লেখা থাকতো ।

গোপাল । জমিদার বাবুর আর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কত কথা লেখা থাকতো—

যতীন । সেই কাকাল হরিদাসকে কারা বেন খুন করে ঐ পচা ডোবায় ফেলে গেছে ।

বিজ্ঞেয় । কাল কাছারি বসছে ।

গোপাল । থানায় খবর দিতে হবে না ?

বিজ্ঞেয় । কাল কাছারি বসছে, বড়বাবু আসছেন—

যতীন । এই তো গতমাসে মেজবাবু এসেছিলেন ? এক মাস না পোয়াতেই আবার বড়বাবু—

বিজ্ঞেয় । মেজবাবু তো এসেছিলেন ক্ষুতি করতে, বড়বাবু আসছেন খাজনা নিতে ।

কাদের । ঘরের যা কিছু ছিল সবতো পোয়াদা দিয়ে মেজবাবু তুলে নিয়ে গেলেন । আমার চারটে মুরগী—

অটল । আমার প্যাটাটা—

যতীন ॥ বলাই-এর চৌদ্দ বছরের মেয়েটাকে—

অটল ॥ শিবুর জোয়ান বৌটাকে—

কাদের ॥ সব তুলে নে গেলেন—

বিজ্ঞেধর ॥ সে তো মেজবাবুর স্মৃতি করার জন্ত এবার বড়বাবু আসছেন

বৎসরের খাজনা নিতে—

গোপাল ॥ কিন্তু হরিদাসের কি হবে ?

বিজ্ঞেধর ॥ যেখানে আছে ওখানেই পড়ে থাকবে ।

গোপাল ॥ সংকার হবে না !

বিজ্ঞেধর ॥ না ।

যতীন ॥ থানায় খবর দেওয়া হবে না ?

বিজ্ঞেধর ॥ না ।

কাদের ॥ পচা গন্ধ বেরবে ।

বিজ্ঞেধর ॥ না ।

অটল ॥ লাশ পঁচলে গন্ধ বেরবে না ?

বিজ্ঞেধর ॥ দেশে এখনও শেয়াল শকুনের আকাল পড়েনি ।

সমবেত ॥ সেকি !

বিজ্ঞেধর ॥ ওরাই দু' একদিনের মধ্যে লাশটিকে চেটেপুটে খেয়ে নেবে ।

তোরা ছোটলোক । ছোটলোকের মতই থাক । আগ বাড়িয়ে গাছের

মগডালে উঠতে চাননি । তবে বিপদ হতে পারে—

গোপাল ॥ একি কাণ্ড !

বিজ্ঞেধর ॥ হ্যাঁ, এই সব কাণ্ডই ঘটবে ? কলকাতার অমিয়ারবাবু'রা বড়

সাংস্হাতিক লোক । ওরা অনেক রকম কাণ্ড ঘটাতে পারে । তোরা

এখনও কিছু দেখেনি নি—

সমবেত ॥ দেখিনি !

বিজ্ঞেধর ॥ কিছু শুনিস নি ।

সমবেত ॥ শুনি নি ।

বিজ্ঞেধর ॥ কিছু বুঝিস নি ।

সমবেত ॥ বুঝিনি !

জ্ঞান্ধি পদযাত্রা

বিশ্বেশ্বর ॥ কাউকে চিনিস নি ।

সমবেত ॥ চিনি নি !

বিশ্বেশ্বর ॥ কাল বড়বাবু কাছারীতে আসছেন । মনে রাখিস কাল বড়বাবু
কাছারীতে আসছেন । মনে রাখিস, কাল বড়বাবু কাছারীতে আসছেন ।

[প্রস্থান]

সমবেত ॥ একি, অন্তায় কাণ্ড !

ষতীন ॥ বড়বাবু আসছেন ।

কাদেয় ॥ কাছারীতে আসছেন ।

গোপাল ॥ বড়বাবু কাছারীতে আসছেন ।

কাদেয় ॥ এটা আমাদের ভয় দেখাবার জন্য হঠাৎ কাছারীতে বড়বাবু
আসছেন ।

গোপাল ॥ আমরা সব বুঝি কিছু —

অটল ॥ করার কিছু নেই ।

ষতীন ॥ ঐভাবে একজন মানুষের দেহটা উপুড় হয়ে পড়ে থাকবে ?

কাদেয় ॥ শিয়াল শকুন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে নিসাড় লাশটাকে ?

গোপাল ॥ যে আমাদের দুঃখে কাঁদতো ।

অটল ॥ যে জমিদারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা কইরে আমাদের লড়াই করতি
বলতো ।

ষতীন ॥ যে বলতো জমি'দান আমাদের ।

কাদেয় ॥ জমিদারের নয় ।

অটল ॥ ও ছিল আমাদের বন্ধু—

ষতীন ॥ আমাদের আত্মীয় ।

কাদেয় ॥ আমাদের স্বজন ।

গোপাল ॥ আমাদের বন্ধু, আমাদের আত্মীয়, আমাদের স্বজন—

অটল ॥ আর তার দেহ সংকার না-হয়ে ঐখানে পচা ডোবায় পড়ে থাকবে ?

সমবেত ॥ না । (বিশ্বেশ্বরের প্রবেশ)

বিশ্বেশ্বর ॥ একটা কথা তোদের স্মরণ করিয়ে দিতে এলাম ।

অটল ॥ কি কথা !

বিশ্বেশ্বর ॥ ঐ মৃতদেহের সম্বন্ধে আর কাউকে কোন কথা বলবি না। তোরা কিছু দেখিস নি, তোরা কিছু জানিস না। যদি এই কথা পাঁচ কান হয় তবে তোদেরও মৃতদেহগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে।

গোপাল ॥ আপনি কেন আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন? একজন মানুষ নৃশংসভাবে খুন হয়েছে আর আপনারা সমস্ত ঘটনা লুকোতে চাইছেন কিন্তু কেন—কেন—কেন?

সমবেত ॥ কেন—কেন—কেন?

বিশ্বেশ্বর ॥ (প্রচণ্ড হাসতে থাকে) হা:-হা:-হা:-

অটল ॥ এতে হাসির কি আছে?

যতীন ॥ আমরা ঐ দেহ তুলে নিয়ে আসবো।

কাদের ॥ ওকে আমরা সম্মান দিয়ে সংস্কার করবো।

গোপাল ॥ মরার সংস্কার না-করা পাপ।

বিশ্বেশ্বর ॥ লাঠিয়াল—

সমবেত ॥ লাঠিয়াল! (বাতুলধ্বনি)

বিশ্বেশ্বর ॥ মেজবাবু লাঠিয়াল নিয়ে এখানে পাহারা দিচ্ছে। যে ঐ মৃতের কাছে যাবে কিংবা ওর কোন সংস্কার করবার চেষ্টা করবে তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হবে।

গোপাল ॥ কারণ?

বিশ্বেশ্বর ॥ জানি না।

যতীন ॥ মৃতের সংস্কার না করা হিন্দুধর্মে পাপ।

বিশ্বেশ্বর ॥ কি করে জানলি?

যতীন ॥ আপনিই তো আমাদের এই বিধানই এতদিন দিয়ে এসেছেন। আপনিই তো সম্রাটের শিরোমণি।

অটল ॥ বাবুর কাছারী নায়েব।

বিশ্বেশ্বর ॥ নায়েব নয় রে মুখ্য এস্টেটের ম্যানেজার।

অটল ॥ ওসব ইংজিরি আমাদের আসে না।

বিশ্বেশ্বর ॥ সম্মান-বেশি নেই—আমি চলি—তোদের সাবধান করে গেলাম।

যদি নিজের জীবনের প্রতি সামান্য করুণা থাকে তবে ঐ ভয়ংকর কাজ

করতে বাস নি। বৃত্তদেহ যেখানে আছে এখানেই থাক। (বাক্তবানি)
 ঐ লাঠিয়ালদের হুন্দুভিনাদ শোনা যাচ্ছে। ওয়া মাহুব মায়ার সিদ্ধ-
 হস্ত—যেমন কসাই প্যাটা খাসি নিষিদ্ধায় গলা চোপায় ঠিক ওয়াও মাহুবের
 গলা কাটতে পারে। ওদের বাবুরা কাশী থেকে আমদানী করেছে।
 অভএব তোরা সাবধানে থাকিস।

কাদের ॥ একটা মড়াকে এত ভয় কিসের ?

বিত্তেধর ॥ ভয় নয়।

অটল ॥ ভয় নয় তবে এত লাঠিয়াল দিয়ে পাহারা দেবার দরকার কি ?

বিত্তেধর ॥ তোরা কি কৈফিয়েত চাস নাকি ?

গোপাল ॥ কৈফিয়েত নয়। আমরা বুঝতে পারছি না।

বিত্তেধর ॥ বুঝে কি হবে। তোদের কি মাঠের ধান গোলায় উঠবে। যা,
 যেমন আছিস তেমন থাক নইলে ঘরবাড়ি জলে যাবে। মাঠের ধান
 কেটে নেওয়া হবে—অন্ধকূপের অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হবে।

অটল ॥ কেন ?

বিত্তেধর ॥ এটা আমার নয় বাবুদের হুকুম। একবার যদি বাবু তোদের
 এইসব কথা জানতে পারে তবে সমস্ত গ্রাম আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেবে।
 শ্রামচাঁদের ঘায়ে পিঠের চামড়া খুলে নেবে। যা, নিজের গ্রামে, নিজের
 ঘরে, বোঁ ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে যা। আমি চলি, মনে থাকে যেন
 কাল কাছারী বসছে। (প্রস্থান)

যতীন ॥ চল, আমরা ফিরেই যাই। কি দরকার বল আমাদের।

গোপাল ॥ না।

কাদের ॥ না—তুই কি করতে চাস ?

গোপাল ॥ আমি এ মড়াটাকে ভুলে সৎকার করবো।

কাদের ॥ অ্যাঃ, কি ভয়ঙ্কর কাজ তুমি করতে চাও।

অটল ॥ তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শুনলি না, যদি ঐ মড়াকে কেউ
 ছোঁয় তবে তাকে মরতে হবে।

গোপাল ॥ মরতে হয় মরবো। কিন্তু আজ্ঞার মড়া দাহ না করে শেয়াল
 শকুন দিয়ে খাওয়াতে পারবো না।

যতীন ॥ আমি পারবো না। আমি পারবো না। কয়েক দিন আগে
মেজবাবু এসেছিলেন এখনও গাঁয়ের লোকের চোখের জল শুকায় নি।

আমি চলি, আমি তোমাদের সঙ্গে নেই। [প্রস্থান উত্তত]

গোপাল ॥ দাঁড়াও—

যতীন ॥ না, আমার ডেকোনা।

গোপাল ॥ আমি যদি একা এই কাজ করি তোমরা তাহলেও বাঁচবে না।

ওদের আক্রোশ সমস্ত গাঁয়ের লোকের উপর এনে পড়বে।

কাদের ॥ তুমি আমাদের এক সঙ্গে সকলকে বিপদে ফেলতে চাও।

গোপাল ॥ কাউকে বিপদে ফেলা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি চাই ঐ দেহটাকে
সংকার করতে, যে আমাদের জন্য এত করেছে তার জন্য আমরা এইটুকু
করতে পারবো না।

অটল ॥ এই কাজের জন্য মরতে হবে।

গোপাল ॥ মরবো। আমাদের জন্যইতো কাদাল হরিদাস জীবন দিয়েছে। আর
আমি তার দেহটাকে ঠিকমত সম্মান দিয়ে সংকার করতে পারবো না।

কাদের ॥ একটি লাশের জন্য বাঁচা লোক জীবন দেবে!

গোপাল ॥ হ্যাঁ দেবে, যদি তার মড়া আকাশের চেয়ে বড় হয়। এ কথা
তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছো। কারা তাকে খুন করেছে? কেন খুন
করেছে?

যতীন ॥ বুঝে আমরা কি করতে পারি? শুধু শুধু বিপদ ডেকে এনে কোন
লাভ আছে?

গোপাল ॥ তোমরা হয়তো পারো না, আমি পারি এবং আমি যা ভেবেছি
তাই করবো।

অটল ॥ ওরা লাঠি বর্শা নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। তুমি ওদের চোখের সামনে
থেকে দেহটাকে তুলে আনতে পারবে?

গোপাল ॥ পারবো।

অটল ॥ কেমন করে।

গোপাল ॥ যেমন করে শূগাল অঙ্কুরে মড়া টেনে নিয়ে যায় ঠিক তেমন করে
আমি রাতের অঙ্কুরে ওকে টেনে নিয়ে আসবো।

যতীন ॥ তোমার এই কাজের ফল ভোগ করবে সমস্ত গ্রাম । আমাদের
বৌ ছেলে মেয়েরা পর্বন্ত তোমার এই কাজের জন্ত বিশেষ পড়বে ।
তাদেরও ওরা আঙনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে বলসে মেরে ফেলবে ।

গোপাল ॥ আমারও বৌ ছেলে মেয়ে আছে ।

কাদের ॥ দোহাই, তুমি এ কাজ করো না । ঐ নিরাপরাধ অসহায়
মানুষগুলোকে তুমি এমন ভাবে মেরে ফেলো না । আল্লার কলম, তুমি
এ কাজ করো না । ওরা মরবার আগে তোমাকে অভিশাপ দিয়ে মরবে ।

অটল ॥ ভগবানের নামে তোমার বলছি তুমি থামো । আচ্ছা, তুমি কি
বুঝতে পারছো না কতবড় সর্বনাশ করতে চাইছো ।

গোপাল ॥ তোমরা হাজার কিছু বললেও আমি যা করতে চাইছি তাই
করবো । যদি ভয় পাও তোমরা জ্বলে পালিয়ে যাও । মনে রেখ,
জ্বলে তাত্তিক লাধকরা আছে তারা তোমাদের পেলে নরবলির জোয়ার
বইয়ে দেবে ।

যতীন ॥ তুমি আমাদের কথা শুনবে না ?

গোপাল ॥ না ।

যতীন ॥ তোমার মাথায় ভূত চেপেছে ।

অটল ॥ বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোমার ভূত আমি ছাড়িয়ে দেবো ।

গোপাল ॥ কি করবে ?

অটল ॥ একটা গোটা গাঁ বাঁচাতে আমরা তোমায় মেরে ফেলবো ।

গোপাল ॥ কাউকে মারতে গেলে সাহস লাগে ।

যতীন ॥ চলো, আমাদের সঙ্গে গাঁয়ে ফিরে চলো ।

গোপাল ॥ না ; আমি যাবো না ।

কাদের ॥ জোর করে আমরা গাঁয়ে নিয়ে যাবো । আমাদের এত বড়
সর্বনাশ তোমাকে কিছুতেই করতে দেবো না ।

যতীন ॥ যদি বেগরবাই করো তবে তোমাকে খুন করে এখানে কেলে রেখে
যাবো ।

গোপাল ॥ এতই যদি তোমাদের সাহস থাকে তবে আমাকে খুন না করে,
স্বজন, বন্ধু খুন না করে শত্রুকে বধ করো না ।

কাদের ॥ কে শত্রু ?

গোপাল ॥ বড়বাবু, মেজবাবু।

অটল ॥ সর্বনাশ। কি সব বল্ছো তুমি আজ ?

যতীন ॥ তোমার নিশ্চয়ই ঐ হরিদাসের ভূত ভয় করেছে। তোমায় ভূতে পেয়েছে।

অটল ॥ হ্যা, তুমি ঠিকই বলেছ। চলো ওকে আমরা ওঝার কাছে নিয়ে যাই।

যতীন ॥ ভূতে ধরলে মাহুঘের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ওঝা ঝেড়ে দিলে ওর ঘাড় থেকে ভূত নামবে।

কাদের ॥ চলো, আমরা গাঁয়ে যাই।

গোপাল ॥ তোমরা গাঁয়ে ফিরে যাও। আমি যাবো না।

অটল ॥ তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে।

যতীন ॥ তুমি এখানে থাকলে হঠাৎ কি করে ফেলবে ঠিক নেই।

গোপাল ॥ আমি ঐ একটা কাজই করবো।

কাদের ॥ তোমাকে কোন কাজই করতে দেবো না।

গোপাল ॥ আমায় আজ কেউ বাধা দিতে পারবে না।

অটল ॥ তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে কিনা ?

গোপাল ॥ আমি যেতে পারি না।

অটল ॥ তোমায় যেতেই হবে।

যতীন ॥ আমরা জোর করে তোমাকে নিয়ে যাবো।

[দূরে লাঠিয়ালদের চিৎকার—ও-ও-ও-হাঃ।]

কাদের ॥ ঐ যে লাঠিয়ালদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

অটল ॥ চলো, আমরা যাই। দেরি করা ঠিক হবে না।

যতীন ॥ হ্যা, আমার বুকটা ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

গোপাল ॥ তাদের বুক কাঁপে তারা ফিরে যাক। আমি যাচ্ছি না।

অটল ॥ যতীন।

যতীন ॥ বলো ?

অটল ॥ কাদের।

ক্রান্তি পদযাত্রা

কাদের । বলো ?

অটল ॥ ধরো ওকে—

[ওরা এক সঙ্গে এগিয়ে যায় । ওদের সঙ্গে গোপালের টানা-হেঁচড়া আরামারি লেগে যায় । এক সময় গোপাল ওদের হাত থেকে পালিয়ে যায় । ওরা এক সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে ওর পেছনে ছুটে যায় । মাদল ডুম ডুম বেজে উঠে । লাঠিয়ালদের প্রবেশ । মাদলের তালে ভয়ঙ্কর লাঠিনৃত্য । লাঠিনৃত্যের শেষে ওদের প্রহরান মেজবাবু'র প্রবেশ ।

মেজবাবু ॥ বোঁ বন্ বন্ সোঁ সন্ সন্ ভোঁপ্পো ভোঁপ্পো ভোঁ
ছোটে ছটাছট্ লে ঝটাপট্ মারতে হবে ছোঁ
বোঁ বন্ বন্ সোঁ সন্ সন্ ভোঁপ্পো ভোঁপ্পো ভোঁ
ছোটে ছটাছট্ লে ঝটাপট্ মারতে হবে ছোঁ
(বিজ্ঞেধরের প্রবেশ)

বিজ্ঞেধর ॥ মেজোবাবু,

মেজবাবু ॥ কে বাবা তুমি মৈনাক ।

বিজ্ঞেধর ॥ না, আমি বিজ্ঞেধর ।

মেজবাবু ॥ রামধন নায়েব ।

বিজ্ঞেধর ॥ রামধন নয়, বিজ্ঞেধর ।

মেজবাবু ॥ ও বিজ্ঞেধর । তা কি খবর ?

বিজ্ঞেধর ॥ সর্বনাশ হয়ে গেছে । গাঁয়ের চারজন লোক হরিদাসের লাশ দেখতে পেয়েছে । তারা মনস্থ করেছে, হরিদাসের দেহ তুলে নিয়ে ঘটা করে সৎকার করবে ?

মেজবাবু ॥ কি, সৎকার করবে ?

বিজ্ঞেধর ॥ তারা আরও বলছে যে থানায় যেয়ে খবর দেবে ।

মেজবাবু ॥ থানায় যেয়ে কোন লাভ নেই । হরিদাসের ব্যাপার আমরা আগেই থানায় জানিয়ে রেখেছি । বাবাঃ, এর পেছনে তামাম বড় বড়

লোক আছে। তারা গনিয়ার রামনারায়ণ নাগ। নব্বুপুয়ের গুৰু
প্রসাদ রায়, খোড় বড়িয়ার কৃষ্ণদেব রায়, গোবরডাঙ্গার কালীপ্রসন্ন মুখো-
পাধ্যায়। হেঃ, হেঃ ইয়াকি নয়।

বিজ্ঞেধর ॥ কিন্তু কথা ওটা নয়।

মেজবাবু ॥ তবে আর কি কথা আছে বাবা।

বিজ্ঞেধর ॥ কথা হচ্ছে হরিদাসের লাশ পাওয়া গেলে সব জানাজানি হয়ে
যাবে না।

মেজবাবু ॥ হঁ, সেটা একটা ভয়ের কথা বটে। তবে লাশ তুলবে কে ?
আমাদের সেরা লাঠিয়ালরা লাশ আড়াল থেকে পাহারা দিচ্ছে। যে
লাশের দিকে এগুবে ওকে এখানেই জমি নিতে হবে। তোমার কোন
ভয় নেই রামধন—

বিজ্ঞেধর ॥ রামধন নয় বিজ্ঞেধর।

মেজবাবু ॥ ও বিজ্ঞেধর—তোমার কোন ভয় নেই বাবা। ও লাশ যমে এমেও
নিতে পারবে না।

বিজ্ঞেধর ॥ ওরা অনেক চোরা পথ জানে। এই বুনা জায়গায় যদি কোন
উপায়ে ওরা লাশ নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে তবে কারো বাপের ক্ষমতা
নেই ওদের ধরতে পারে।

মেজবাবু ॥ বাঃ বাঃ তুমি তো বেশ ভাবতে পারো, রামধন—

বিজ্ঞেধর ॥ তারপর ধরুন, ঐ লাশ নিয়ে যদি সদরে বেয়ে পৌঁছয় তবে বিপদ
হতে পারে।

মেজবাবু ॥ কেন, বিপদ হবে কেন ? হেঃ, হেঃ ওরা কাউকে বিশ্বাস করাতে
পারবে মহতী, ছাত্তুবাবু, নবীনবাবু এরা সকলে মিলে যাহুয় খুন
করেছে ?

বিজ্ঞেধর ॥ অত নিশ্চিন্তে থাকা কি ঠিক হবে ,মেজবাবু ?

মেজবাবু ॥ কেন, আমাদের তবে কি করতে হবে ?

বিজ্ঞেধর ॥ ঐ চারজনকে ধরে কাছারী বাড়ির অঙ্কুশে বন্দী করে রেখে দিলে
বাইরের কাকপক্ষী পর্বস্ত জানতে পারবে না। কাজাল হরিদাস চিরদিনের
জঙ্গ হারিয়ে যাবে।

মেজবাবু । ঐ চারজন কেন, সমস্ত গ্রামটাই কয়েকদিনের মধ্যে হারিয়ে যাবে,
বাবাঃ ।

বিজ্ঞেধর । সমস্ত গ্রাম হারিয়ে যাবে ! আপনার কথার অর্থ কি ?

মেজবাবু । আছে, আছে একটা অর্থ আছে ।

বিজ্ঞেধর । আমি কিছু কিছু বুঝিনি ।

মেজবাবু । কিছু বোঝনি ?

বিজ্ঞেধর । আজ্ঞে না ।

মেজবাবু । বড়বাবু আসছেন কেন জানেন ?

বিজ্ঞেধর । খাজনা নিতে ।

মেজবাবু । কি খাজনা ?

বিজ্ঞেধর । সালতামামির খাজনা ॥

মেজবাবু । না ।

বিজ্ঞেধর । তহরি খাজনা ।

মেজবাবু । না ।

বিজ্ঞেধর । বরদরী খাজনা ।

মেজবাবু । না ।

বিজ্ঞেধর । (এক নিঃশ্বাসে) তাঁত কর, বাই কর, মাথুর কর, সস্তন কর,
অঞ্ঝেরা কর, বাকশী কর—

মেজবাবু । থাম-থাম । বাবা রামধন, তুমি কিহু জানোনা ।

বিজ্ঞেধর । তবে !

মেজবাবু । বড়বাবু আসছেন নীলকর সাহেবদের জমি পত্তন দিতে ।

বিজ্ঞেধর । নীলকর সাহেবদের জমি পত্তন দেবেন ।

মেজবাবু । হ্যাঁ, এ অঞ্চলে এখন থেকে নীল চাষ হবে—নীলকর সাহেবরা
আসবেন—নীলকুঠি তৈরী হবে—অঙ্কুপ—হত্যা—হাহাকার—কারা আর
মৃত্যু—হাঃ-হাঃ-হাঃ ।

[নেপথ্যে গান—দামামা ধনিসহ—“নীল বানরে
সোনার বাজলা করল এবার ছারখার / অসময়ে
হরিশ মলো লঙের হলো কারাগার ।”]

মেজবাবু ॥ এবার বোঝ রামধন নায়েব কি দাকন ঘটনাটা জমবে ।

বিজ্ঞেধর ॥ আমার নাম রামধন নয় হজুর, আমার নাম বিজ্ঞেধর ।

মেজবাবু ॥ চলি—(গান গাইতে গাইতে গ্রন্থানোন্তত) চলি, আমার আবার অনেক কাজ—

“যত সব ছুঁড়িগুলো তুড়ী মেয়ে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে

এ বি শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে !”

[বন্ধ উল্লাস বলাই সামনে এসে দাঁড়ায়

বিকট ভাবে হাসতে থাকে । মেজবাবু ভয়ে

ষ্টেজের এপাশে চলে আসে]

মেজবাবু ॥ একে ? একে, বিজ্ঞেধর ?

বলাই ॥ আমার চিন্তে পারছো না, বাবাজীবন ?

মেজবাবু ॥ বাবাজীবন !

বলাই ॥ হ্যাঁ গো—তুমিতো আমার আদরের জামাই ।

মেজবাবু ॥ জামাই ! এই ভিখারিটা আমার খন্তর ! বিজ্ঞেধর এ পাগলটা বলে কি ?

বিজ্ঞেধর ॥ (আতঙ্কে) এ বলাই মণ্ডল হজুর—এ বলাই—

মেজবাবু ॥ কোন বলাই ?

বিজ্ঞেধর ॥ গেল মাসে যার চৌদ্দ বছরের ছুঁড়িটাকে তুলে এনেছিলেন ।

মেজবাবু ॥ সর্বনাশ ! এর এরকম হলো কেন ?

বিজ্ঞেধর ॥ বোধহয় মেয়ের শোকে পাগল হয়ে গেছে ।

মেজবাবু ॥ হঁ, কিন্তু বিপদ হলো পাগলদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না ।

বলাই ॥ বাবাজীবন, আমি যে মেয়েকে নিতে এয়েছি । অনেকদিন বাপের বাড়ি যায়নি । মেয়ের মা বড় মন কটে আছে । অনেক দিন তার বড় আদরের মেয়েকে চোখে দেখিনি । আমি এক্ষুনি তাকে নিয়ে যাবো ।

মেজবাবু ॥ সেতো এখন সোনাগাছিতে আছে—না মানে আমি তোমার জামাই নই তুমি ভুল করছো—

বলাই ॥ ভুল—ভুল—ভুল—না, না, আমার ভুল হয়নি । পাকি বেয়ারা

নিরে গেল—মশাল জালিয়ে চারদিকে আলো করি আমার মেয়েকে
বিয়ে করে নিরে এলে ।

মেজবাবু ॥ বিত্তেধর—ও বিত্তেধর ।

বিত্তেধর ॥ এজ্জে, হুজুর—

মেজবাবু ॥ একে একটু বোঝাও ।

বিত্তেধর ॥ কি বোঝাবো হুজুর ?

মেজবাবু ॥ যা হয় কিছু বোঝাও ?

বলাই ॥ আমি কিন্তু মেয়েকে না নিরে আজ কিছুতেই যাবো না ।

বিত্তেধর ॥ (এগিয়ে আসে) কাকে নিরে যাবে বলাই, কাকে নিরে যাবে ?

বলাই ॥ আমার মেয়েকে গো—আমার মেয়েকে—

বিত্তেধর ॥ তোমার মেয়ে এখানে তো নেই ।

বলাই ॥ ই্যা আছে—ঐ তো আমার জামাই ।

বিত্তেধর ॥ ও তোমার জামাই হতে যাবে কেন ? ইনি হচ্ছেন আমাদের
মেজবাবু ।

বলাই ॥ তোমাদের মেজবাবুই তো আমার জামাই ।

বিত্তেধর ॥ চুপ কর । মেজবাবু তোর জামাই ।

বলাই ॥ ধমকাচ্ছো কেন ? আচ্ছা তোমার কথাই মেনে নিলাম । তোমাদের
মেজবাবু আমার জামাই নয় ।

বিত্তেধর ॥ তবে তো কথা ফুরিয়েই গেল । এখন পথ থেকে সরে দাঁড়া
আমাদের ঘেতে দে ।

বলাই ॥ কথা ফুরোবে কেন ? জামাই ফুরিয়ে গেল—

বিত্তেধর ॥ আবার কি কথা রইলো—

বলাই ॥ রইলো—

বিত্তেধর ॥ কি কথা রইলো ।

বলাই ॥ আমার মেয়ে কেক্রমণির কথা । তাকে তোমরা ফেরৎ দিয়ে দাও ।

বিত্তেধর ॥ সে এখানে নেই ।

আছে । যদি ফিরে আজ না পাই তবে তোমাদের যাওয়ার সব
পথ আমি বন্ধ করে দেবো । দাও-দাও—

বিভেদর । পাগলামী করিস না বলাই ।

বলাই ॥ আমি খুকির মা'কে আজ কথা দিয়ে এসেছি তার মেয়েকে ঘরে
ফিরিয়ে আনবো । মেয়ে না পেলে আমি তোমাদের ছাড়বো না । এই
তাপ, আমি একটা ছোরা নিয়ে এসেছি ।

[কোমর থেকে ছোরা বার করে ।]

মেজবাবু ॥ সর্বনাশ—বিভেদর—ওকি খুন করবে নাকি ! তুমি শীঘ্র লাঠিয়াল
ডাক ।

বলাই ॥ দিন আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিন । দিন—

[একটু করে এগিয়ে আসে ওরা একটু একটু
পিছিয়ে যায় ।]

বিভেদর ॥ বলাই বাবা এসব করতে নেই বাবা তুই থাম—

মেজবাবু ॥ এক বিপদে পড়লাম—

বলাই ॥ আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিন । আমার বড় আত্মরে মেয়ে বাবু ।
আমার বড় আত্মরে মেয়ে ।

বিভেদর ॥ ছিঃ ছিঃ বলাই এসব করতে নেই ।

বলাই ॥ আমি একটা কথাই শুনতে চাই । আমার মেয়েকে ফিরিয়ে
দিন ।

মেজবাবু ॥ পৈতৃক প্রাণটা আজ বেঘোরে গেল ।

বলাই ॥ দিন-দিন-দিন । কি, দেবেন না তবে—

[কাছে এগিয়ে এসে ছোরা উ'চিয়ে ধরে ।
মেজবাবু চিংকার করে উঠে ।]

মেজবাবু ॥ বাঁচাও—[তিন জনে ফ্রিজ ।]

বিভেদর ॥ দেবো ফিরিয়ে দেবো ।

বলাই ॥ দেবো ?

বিভেদর ॥ নিশ্চয় ফিরিয়ে দেবে স্বত্তর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি যাবে এতে
আর কি আছে ।

বলাই ॥ ই্যা-ই্যা ঠিক বলেছো স্বত্তর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি যাবে !

বিভেদর ॥ আজই নিয়ে যেও ।

ক্রান্তি পদযাত্রা

বলাই ॥ আজই যাবে ?

বিত্তেধর ॥ এফুনি যাবে ।

বলাই ॥ এফুনি যাবে ?

বিত্তেধর ॥ অবশ্যই ।

বলাই ॥ আমার সোনার সংসার মেয়ে বিনা জলে পুড়ে থাক হয়ে গেছে, বাবু ।

মেয়ে ফিরে গেলে আবার সংসার গড়ে উঠবে । আমি ধান বাড়বো, মেয়ে

গাই দুইবে, বৌ ঢেঁকি কুটবে । আমার সংসার আবার সুখে ভরে উঠবে ।

ফিরিয়ে দিন বাবু—ফিরিয়ে দিন—

বিত্তেধর ॥ শোন এদিকে আস—

বলাই ॥ আজ আমার কি আনন্দ, আজ আমার কি সুখ, আজ আমার কত
খুশী ।

বিত্তেধর ॥ এদিকে আস শোন—

বলাই ॥ বল কি বলছো । (এগিয়ে যায়)

বিত্তেধর ॥ তোর মেয়ে সোনার প্রতিমার মত না রে ?

বলাই ॥ এজ্ঞে বাবু সোনার লক্ষ্মীর মত ।

বিত্তেধর ॥ আমিও তো তাই বলি ।

[বলাই বিনয়ে হালে হঠাৎ বলাইকে ধরে
গুর ছুরি কেড়ে নেয় । মেজবাবু ওকে পেটে
এক লাথি মারে । বলাই ছিটকে পড়ে ।]

মেজবাবু ॥ শালা, আমি তোর জামাই ! (আবার মারে)

বলাই ॥ একি, আমার মারছো কেন ? আমায় মারছো কেন ?

মেজবাবু ॥ আমার স্বস্তুর মশাট । তোর মেয়েকে যে একরাত ধরে তুলেছিলাম
এ তোর সাত জনের ভাগ্যরে ও খেকোর ব্যাটা ।

বিত্তেধর ॥ আর দেরি করবেন না, মেজবাবু তাড়াতাড়ি চলেন ।

মেজবাবু ॥ ই্যা চলো—তোমার বুদ্ধি আছে রামধন, তোমার বুদ্ধি আছে ।

বিত্তেধর ॥ আমার নাম রামধন নয় মেজবাবু আমি শ্রীবিত্তেধর ।

মেজবাবু ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে এখন চলো—

(উভয়ের প্রস্থান)

[অতি কষ্টে বলাই উঠে দাঁড়ায় । নির্বাক,
নিঃশব্দে মঞ্চের সামনে ধীরে এগিয়ে এসে
হঠাৎ চিৎকার করে উঠে ।]

বলাই ॥ খু—কি । ক্ষেত্—সোনার লক্ষ্মী প্রতিমা— [বাশির হ্রস্ব]

[নেপথ্যে নারী কণ্ঠ—বাবা, মুই যাবো না—
বাপ মুই যাবো না । কান্না]

বলাই ॥ (চরম চিৎকার করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে) ক্ষু—কি—ক্ষেত্—
সোনার লক্ষ্মী প্রতিমা— [প্রস্থান]

[ছুটিয়া কাদেরের প্রবেশ]

কাদের ॥ কোথাও পেলাম না—গোপালটা কোথায় পালালো—

[ষতীনের প্রবেশ]

ষতীন ॥ পেয়েছো—পেয়েছো ?

কাদের ॥ না ।

ষতীন ॥ আমিও খুঁজে পেলাম না । [অটলের প্রবেশ]

অটল ॥ পেয়েছো—পেয়েছো ?

ষতীন ॥ না, আমরা পাইনি ! তুমি ?

অটল ॥ আমিও খুঁজে পেলাম না ।

কাদের ॥ কিন্তু ওকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে । যদি ওকে খুঁজে
না পাই তবে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে ।

ষতীন ॥ কিন্তু কোথায় পালালো বলতে পারো ? আমাদের চোখের সামনে
থেকে লোকটা হাওয়া হয়ে গেল ।

অটল ॥ উদ্ভে তো আর যেতে পারে না । নিশ্চয় এখানেই কোথাও লুকিয়ে
পড়েছে । আর আমরা চলে গেলেই ও নিজের কাজ করতে শুরু
করবে ।

কাদের ॥ আমি ভাবতে পারছি না । ঐ দিকে বড়বাবু আবার কাছারীতে
আসছেন ঘরে যে ক'মন ধান আছে তা তুলে দিতে হবে আর এদিকে
গোপালটা কি পাগলামো শুরু করলে । আর ভালো লাগে না । ইচ্ছে
করে, নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে সব শেষ করে দিই ।

অটল ॥ আমারও ভাই ইচ্ছে করে কিন্তু ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে
পারি না—কিছুতেই পারি না।

ষতীন ॥ এখানে দাঁড়িয়ে হা-হতাশ করলে তো চলবে না আমাদের একটা
উপায় তো বার করতে হবে।

কাদের ॥ উপায় একটা আছে।

অটল ॥ উপায় আছে। বলো, কি উপায়—

কাদের ॥ শোন, আমরা দলবেঁধে বড়বাবুর কাছে যাই।

ষতীন ॥ বড়বাবুর কাছে যেয়ে কি লাভ?

কাদের ॥ কথাটা সম্পূর্ণ শোন—

অটল ॥ বল, বল কি বলতে চাও?

কাদের ॥ আমরা বড়বাবুর কাছে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলি।

ষতীন ॥ কি বৃত্তান্ত বলবে?

কাদের ॥ সব পরিষ্কার খোলাখুলি বলবো। বলবো যে, গোপাল এসব
করতে চায় আমরা এর মধ্যে নেই।

অটল ॥ তারপর—

কাদের ॥ তারপর বড়বাবু বুঝবেন যে এসব কাজের মধ্যে আমরা নেই। যদি
কোন ঘটনা ঘটে বড়বাবু আমাদের কিছু করবেন না। আমরা বেঁচে
যাবো।

অটল ॥ আর গোপালের কি হবে?

কাদের ॥ গোপালের ব্যাপার গোপাল বুঝবে। সে তো আমাদের কোন
কথা না শুনে নিজেই সব ঝুঁকি নিচ্ছে।

ষতীন ॥ আমরা না হয় বেঁচে গেলাম কিন্তু বড়বাবু গোপালকে তো ছাড়বে
না। গোপালকে পিষে মেরে ফেলবে, তখন—

কাদের ॥ তখন?

অটল ॥ তখন আমরা কি হাততালি বাজিয়ে মজা দেখবো?

কাদের ॥ না।

অটল ॥ গোপালের বোঁ ছেলে মেয়েরা যখন বুক চাপড়ে কাঁদবে আমরা
ওদের দিকে তাকাতে পারবো? ওরা আমাদের দিকে আঁজুল

দেখিয়ে বলবে এই বেইমানদের জন্ত আমার বাবা মারা গেছে।
তখন—

কাদের ॥ না, না—

অটল ॥ তবে ?

কাদের ॥ আমি ভাই এত কথা ভাবিনি। শুধু নিজের কথাই ভেবেছি—শুধু
নিজের কথাই ভেবেছি। আমার তোমরা কমা করে দাও। আমার
তোমরা কমা করে দাও।

যতীন ॥ কিন্তু এখন আমরা কি করবো ?

অটল ॥ আমরা গোপালকে এই জঙ্গলে খুঁজে বেড়াবো। চলো, খুঁজি—
নিশ্চয়ই আমরা গোপালকে খুঁজে পাবো। ও মরাদেহটার আশেপাশেই
থাকবে। চলো—

কাদের ॥ চলো—

[ওরা ডাকতে ডাকতে গ্রামান গোপাল,
গোপাল, গোপাল। পেছনে উচু জায়গায়
গোপালকে দেখা যায়। মাথায় গামছা
বাধা, হাতে লাঠি]

গোপাল ॥ চারদিকে হায়নার মত লাঠিয়ালরা দেহটাকে পাহারা দিচ্ছে।
আমার রাতের অঙ্ককারে ঐ বিরাট মাল্লবের মরাদেহটাকে তুলে আনতে
হবে। ওদের পাহারা ক্রমেই জোরদার হচ্ছে ! ওদের দেখে মনে হচ্ছে ওরা
কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠছে। ওরা কি আমার ব্যাপারটা টের পেয়ে
গেছে। কি করে জানতে পারবে ? কাদের, অটল, যতীন ওরা কি সব
বলে দিল ? যদি বলে দিলে থাকে তবে সর্বনাশ। দেহটার তো সংকার
হবেই না উন্টে আমার জীবনটা যাবে।

[হঠাৎ দুপাশ থেকে ঝাকড়া চুল, জাল
কিতে বাধা—চওড়া গৌক দুজন লোকের
প্রবেশ। ওরা গোপালের দিকে বন্দুক
উঁচিয়ে চিংকার করে উঠে। ভয়ানক
সঙ্গীত।]

প্রথম লোক ॥ খবরদার, পালাবার চেষ্টা করলে এক গুলিতে মাথার খুলি
উড়িয়ে দেবো।

গোপাল ॥ না, না, পালাবো না। দোহাই, গুলি করো না।

দ্বিতীয় লোক ॥ নীচে নেমে আয়, নেমে আয় তাড়াতাড়ি কর।

[গোপাল ভয়ে নীচে নেমে আসে]

প্রথম লোক ॥ কেঁ তুই ? জমিদারের লাঠিয়াল—

গোপাল ॥ আমি গোপাল মণ্ডল। জমিদারের লাঠিয়াল নই।

দ্বিতীয় লোক ॥ জমিদারের লাঠিয়াল না হলে ওর উপর উঠে কাকে পাহারা
দিচ্ছিলি।

প্রথম ॥ চোখ দুটো তুলে নেব—সত্যি বল ?

গোপাল ॥ বিশ্বাস করুন, আমি জমিদারের লাঠিয়াল নই।

প্রথম ॥ মেঘা, এ সত্যি কথা সহজে বলবে না। এর পেটে একটা এক গজ
ছুরি ডুকিয়ে দে।

গোপাল ॥ আমি—আমি ঐ গায়ে থাকি। জমি চাষ করি, আমি গেরহ—

দ্বিতীয় লোক ॥ গেরহ তবে ওর উপর উঠে চারদিকে কি দেখছিলি ?

গোপাল ॥ জমিদারের লাঠিয়ালদের।

প্রথম ॥ কেন ?

গোপাল ॥ ওরা ঐ ডোবাটার চারদিকে পাহারা দিচ্ছে।

দ্বিতীয় ॥ পাহারা দিচ্ছে তাতে তোর কি ?

প্রথম ॥ বড় আজ্ঞে বাজে বকছে মেঘা।

গোপাল ॥ আজ্ঞে বাজে নয়, সত্যি ঘটনা।

দ্বিতীয় ॥ বাজে কথা নয়তো তাড়াতাড়ি সত্যি কথা বল্ নইলে—

গোপাল ॥ বলছি, আগে তোমরা কে বল ?

প্রথম ॥ আমাদের পরিচয় জেনে কি হবে ?

গোপাল ॥ পরিচয় জানতে পারলে সব সত্যি বলা যায়।

প্রথম ॥ ভয় হচ্ছে ?

গোপাল ॥ হ্যা—ওখানে একটা মড়া পড়ে আছে না, তোমরা কে আগে
বলো ?

প্রথম ॥ মড়া! কার মড়া দেহ?

গোপাল ॥ আগে তোমরা কে বলো, তারপর আমি সব বলবো।

প্রথম ॥ আমাদের পরিচয় দিয়ে দে মেঘা?

দ্বিতীয় ॥ আমি মেঘা-আর এ বিশ্বনাথ সদায়।

গোপাল ॥ বিশেষ ডাকাত! ওরে বাপরে—

[ছুটে পালাতে চায়, মেঘা ধরে ফেলে।]

মেঘা ॥ কোথায় পালাচ্ছিল?

গোপাল ॥ আমায় ছেড়ে দাও। তোমাদের পায়ে পড়ি। আমি গরীব মানুষ আমার নিজেরই খাওয়া জোটে না।

বিশ্বনাথ ॥ চুপ। আমাকে তোমার ভয় কিসের? আমি তোমার কতি করবো না। আমি কখনও গাঁয়ের গরীব মানুষদের কতি করিনা। তাদের জন্তাই আমার এই লড়াই।

গোপাল ॥ লোকে বলে তুমি ভয়ঙ্কর ডাকাত।

মেঘা ॥ ওতো ঐ শাল জমিদার আর নীল কুঠি সাহেবদের রটনা।

বিশ্বনাথ ॥ ওরা বড়যন্ত্র করে আমাদের নামে এই সব গুজব রটিয়ে রেখেছে যাতে গাঁয়ের মানুষ আমাদের ভয় পেয়ে দূরে দূরে থাকে।

মেঘা ॥ ওরা বলে আমরা নাকি মানুষ পেলেই তাকে খুন করি।

গোপাল ॥ ই্যা, তোমরা নাকি মানুষের গরম-রক্ত খাও।

বিশ্বনাথ ॥ তোমার রক্ত আমরা খেয়েছি?

গোপাল ॥ না।

মেঘা ॥ ওরা এই সব আতঙ্ক ছড়িয়ে রেখেছে? এতে ওদের লাভ হয়। আমরা এক ঘরে হয়ে পড়ি।

বিশ্বনাথ ॥ কিন্তু আসলে জানো আমরা তোমাদের ভালোবাসি। তোমাদের উপর অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমরা দাঁতে দাঁত কামড়ে লড়ে যাচ্ছি। কত নীল কুঠি আমি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছি। কত জমিদারের সেরেস্তা কাছারী আগুন লাগিয়ে জালিয়ে, পুড়িয়ে দিয়েছি। শুধু ঐ অত্যাচারের আবাসগুলো আমি জ্বলন্ত করে দিতে চাই।

গোপাল ॥ আমরা তো এসব কিছু জানি না।

মেঘা ॥ ওদের প্রচার সকলকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে ।

বিশ্বনাথ ॥ যে গ্রামে যাই লোকে ভয়ে চিৎকার করে উঠে “বিশে ডাকাত—
বিশে ডাকাত ।”

মেঘা ॥ তারপর যখন আসল পরিচয় পায় তখন বুঝতে পারে আমরা ডাকাত
নই ঐ জমিদার আর নীল সাহেবদের আমরা স্বয়ং ।

বিশ্বনাথ ॥ আমাদের পরিচয় পেয়েছো এবার নিশ্চয় তোমার সত্য বলতে
ভয় করবে না ?

গোপাল ॥ না ।

বিশ্বনাথ ॥ বলো—

গোপাল ॥ এখানে একটি লোককে কারা খুন করে ফেলে দিয়ে গেছে ।
আমার মনে হচ্ছে লোকটা কাঙাল হরিদাস ।

বিশ্বনাথ ॥ কাঙাল হরিদাস ?

গোপাল ॥ হ্যাঁ ।

মেঘা ॥ কারা খুন করেছে ?

গোপাল ॥ আমরা চেয়েছিলাম ঐ মড়া তুলে এনে তার সৎকার করতে কিন্তু
নায়েব বিত্তেধর শালিয়ে গেল, ও বললে, ঐ কাজ করলে আমরা ঐ
ভাবে খুন হবো ।

বিশ্বনাথ ॥ বুঝতে পারছো না কারা খুন করেছে ?

গোপাল ॥ বুঝতে হয়তো পেরেছি কিন্তু বলতে সাহস হয় না ।

বিশ্বনাথ ॥ এখনও এখানে কাঙাল হরিদাসের স্মৃতিদেহ পড়ে আছে ?

গোপাল ॥ হ্যাঁ, জমিদারের সেরা লাঠিয়ালরা পাহারা দিচ্ছে ।

বিশ্বনাথ ॥ এবার বুঝতে পেরেছো মেঘা কারা কাঙাল হরিদাসকে খুন
করেছে ?

মেঘা ॥ হ্যাঁ, বুঝেছি । তুমি কি করতে চাও ?

গোপাল ॥ আমি ঐ দেহ তুলে এনে সৎকার করতে চাই ।

বিশ্বনাথ ॥ সেইজন্য তুমি ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলে ?

গোপাল ॥ হ্যাঁ, ওপর থেকে ওদের দেখাছিলাম ওরা কোথায় আছে এবং
কোন স্থযোগে আমি কাঙালের দেহ তুলে আনতে পারি ।

বিশ্বনাথ ॥ আমি তোমাকে সাহায্য করবো। এসো, আমার সঙ্গে এসো।

গোপাল ॥ কোথায় ?

বিশ্বনাথ ॥ কোন ভয় নেই। বিশ্বনাথ সর্দার থাকে সাহায্য করে তার কোন ক্ষতি কেউ করতে পারে না। তুমি কাড়াল হরিদাসের মৃতদেহ সংস্কার করবে আর আমি হরিদাসকে যারা খুন করেছে তাদের দেহগুলো চিতার আগুনে পুড়াবার জন্ত প্রস্তুত করে দেব।

মেঘা ॥ একটা কাজতো আমরা করতেই এসেছি সেই কাজের সাথে এই কাজটাও করে যাবো।

বিশ্বনাথ ॥ কাজ দুটোই কিন্তু এক।

মেঘা ॥ এক টিলে দুটো পাখীই মরবে, সর্দার।

বিশ্বনাথ ॥ তোমরা জানো, তোমাদের জমিদার বাবু নীলকর সাহেবদের এই অঞ্চল পতনি দিচ্ছেন ?

গোপাল ॥ না।

বিশ্বনাথ ॥ এখন থেকে তোমাদের সব চাষ আবাদ ছেড়ে নীল চাষ করতে হবে।

গোপাল ॥ একি সর্বনাশের কথা শুনাচ্ছো তুমি !

বিশ্বনাথ ॥ আজ কাছারী বাড়িতে সই সবুদ হবে। নীলকর সাহেব লেডিসার্ড আসছেন।

মেঘা ॥ শুধু সই সবুদ কেন সর্দার, খানাপিনা নাচগান—

বিশ্বনাথ ॥ আমি আজ রাতে ওদের কাছারী আক্রমণ করবো। ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবো। [বাতখনি] সময় চলে যার, চলো—চলো—

[উভয়ের প্রস্থান]

[বলাই-এর প্রবেশ]

বলাই ॥ আশনাদের একটা খবর দিতে এলাম। এই মাত্র ছ' ঘোড়ার এক গাড়ী চেপে আমাদের বড়বাবু কাছারীতে এলেন। সঙ্গে রঙচঙ পোষাক পরা এক ফিরিঙ্গি সাহেব। চারদিকে ঘাপটি মেরে বসে আছে বিশেষ লোকজন। জানি না, এখন কি কাণ্ড ঘটবে ? শুধুকে হরিদাসের লাশ এখনও পড়ে আছে।

[নেপথ্যে বাপ—বাপ, মূই বাবো না গো মূই
বাবো না ।]

আমায় কেহু—লক্ষীর প্রতিমার মত মেয়ে কাঁদছে । আমায় একটু কমা
করে দেন আমি যাই, আমি যাই । সবটা বলতে পারলাম না । আপনারা
নিজেরাই দেখে নেন—নিজেরাই দেখে নেন । আমি চলি—আমায় কমা
করেন, আমায় কমা করেন । একটু দাঁড়া খুকি আমি আসছি আমি
আসছি । [বাঁশির স্বর—প্রস্থান]

[বিদ্যেধরের প্রবেশ]

বিদ্যেধর ॥ সর্বনাশ কাণ্ড ! কাকাল হরিদাসের মৃতদেহ কে তুলে নিয়ে
গেছে । আমাদের আট দশ জন লাঠিয়ালকে পাওয়া যাচ্ছে না । কারা
যেন তাদের ‘শ্রম’ করে ফেলেছে । আর এদিকে বড়বাবু এসে গেছে ।
আমি যে কি করি ! ফিরিজি সাহেবকে নিয়ে মেজবাবু এখনি জোত
জমি দেখতে বেরুবেন । আমায় এক্সুনি এই ভয়ানক খবর কাছারীতে
পৌছে দিতে হবে । কিন্তু কি করে যে খবরটা দেবো । বড়বাবুর যা
মেজাজ যাই হোক, যেতে তো হবেই ।

[মুখে কাপড় ঢাকা দুটো লোকের প্রবেশ ।
পেছন থেকে লাবধানে বিদ্যেধরকে মুখ
চপে তুলে নিয়ে যায়]

[লাঠিয়ালদের প্রবেশ লাঠি নৃত্য]

সমবেত ॥ সময় শুণে আশু পর

খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর । (প্রস্থান)

[গোপালের আগে প্রবেশ, পেছন পেছন
অটল, যতীন ও কাদের প্রবেশ করে]

গোপাল ॥ না, না—

যতীন ॥ গাঁয়ে ফিরে চল গোপাল, গাঁয়ে ফিরে চল ।

অটল ॥ আমাদের সর্বনাশের হাত থেকে তুই বাঁচা ।

কাদের ॥ আমরা বড় গরীব—আমাদের বড় কষ্ট—আমাদের বড় দুঃখ—

গোপাল, তুই তো আমাদের লোক রে—

গোপাল ॥ আর ফিরে যাওয়া যায় না।

বতীন ॥ কেন, ফিরে যাওয়া যায় না, গোপাল ?

গোপাল ॥ আমি— (উঁচুতে উঠে দাঁড়ায়)

অটল ॥ তুই কি ?

গোপাল ॥ আমি কাঙাল হরিদাসের বৃত্তদেহ (একটু থেমে) তুলে নিয়ে এসেছি। (বাস্তবনি)

সমবেত ॥ গো—পা—ল !

গোপাল ॥ হ্যাঁ, বন থেকে ফুল তুলে এনেছি। হরিদাসকে সাজিয়েছি, এবার তাকে সৎকার করতে নিয়ে যাবো।

কাহ্নের ॥ কেন একাজ করলি গোপাল, কেন এ কাজ করলি।

গোপাল ॥ অনেক ভেবে আমি এ কাজ করেছি। আমি জানি, আমি বাঁচবো না কিন্তু তোমরাও বাঁচবে না। আমাদের সমস্ত জমি জমিদার বাবু নীলকর সাহেবকে পত্তনি করে দিয়েছেন।

অটল ॥ তুমি ঠিক বলছো ?

গোপাল ॥ হ্যাঁ, ঠিক বলছি এবার থেকে আর আমাদের খেতে ধান রোঁয়া হবে না, রাই শস্যও নয়, শুধু নীল চাষ করতে হবে। ঘরে ঘরে মড়ক লেগে যাবে—বাও, তোমরা গাঁয়ে ফিরে যাও, ঘরে ঘরে চোখের জল জমিয়ে রাখো, অনেক কান্দতে হবে, অনেক কান্দতে হবে।

অটল ॥ তোমায় এ খবর কে দিয়েছে।

বতীন ॥ কার কাছ থেকে তুমি এ সংবাদ পেলে।

গোপাল ॥ বিশ্বনাথ সর্দার।

সমবেত ॥ বিশেষ ডাকাত !

গোপাল ॥ বিশেষ ডাকাত নয়। ও আমাদের মত চাষাভূষীদের নেতা।

কাহ্নের ॥ কোথায় ? কোথায় সে ?

গোপাল ॥ জমিদারের কাছারি ভাঙতে গেছে। নীলকর সাহেবকে ধরে আনতে গেছে। বিশ্বনাথ সর্দারই আমাকে সাহায্য করে যার জন্ত ওদের পাহারা ভেঙ্গে আমি হরিদাসের বৃত্তদেহ তুলে আনতে পেরেছি। আমি চলি—
যাওয়ার সময় একটা কথা বলি যদি লাঠি টাঙ্গি ধরতে পারো তবে বাঁচতে

পক্ষ্যবে নইলে মরণ ছাড়া তোমাঙ্কের গতি নেই। যার সাহস আছে,
মরণের মতো বুকের পাটা আছে সে আমার সঙ্গে আসতে পারো নইলে
গাঁয়ে ফিরে যাও—মরণের জন্ত অপেক্ষা করো গিয়ে আমি চলি—

[বাইরে ওঃ-ওঃ-ওঃ হা, চিৎকার গোপালের প্রহান]

অটল ॥ আমি যাবো—আমি যাবো।

যতীন ॥ কোথায় যাবে ?

অটল ॥ আমি গোপালের সঙ্গে যাবো। গো-পা-ল দাঁড়া আমি তোমার সঙ্গেই
যাবো। (প্রহান)

যতীন ॥ অটল চলে গেল। আমি তবে যাই—গোপাল দাঁড়া আমিও
যাবো—আমিও যাবো। (প্রহান)

কাদেয় ॥ আমি কি করি ! ওরা যদি সকলে লাঠি টাঙ্গি ধরে বাঁচতে পারে
আমি পারবো না। নিশ্চয়ই পারবো—গোপাল দাঁড়া আমি যাবো।
আমি যাবো। (প্রহান)

[হাতে জলস্ত মশাল নিয়ে বিশ্বনাথ ও মেঘায়
প্রবেশ। ওরা মঞ্চের দুইদিকে দাঁড়ায়।
গোপাল, কাদেয়, অটল, যতীন, কাকাল
হরিদাসের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।
বলাই প্রবেশ করে। মঞ্চের মাঝখানে
দাঁড়ায়]

বলাই ॥ এগিয়ে চলেছি সময়ের শ্রোত বেয়ে। ইতিহাসের কাল থেকে
আগামী দিনের লাল সূর্য উদয়ের পথে। অস্ত্রের আঘাতে অন্ধকার ছিন্ন
করে নতুন সূর্য একদিন আকাশে আমরা তুলবোই তুলবো !

নাট্যকারের ঠিকানা—নন্দনপল্লী

নৈহাটি, ২৪ পরগণা।

অন্ধ তামস

সঞ্জয় গুহঠাকুরতা

চরিত্র

ডাক্তার	—	লাশ পরীক্ষক
হিরুয়া	—	লাশ কাটার ডোম
নিখ'র	—	মৃত যুবক
শংকর	—	মৃত সাহিত্যিক
যোগেন	—	মৃত পুলিশ
হরিহর	—	মৃত ট্যাক্সি-ড্রাইভার
মিঃ সেন	—	মৃত প্রফেসর
টুনটুন মল	—	মৃত ব্যবসায়ী



[স্থান :—লাশ কাটা ঘর। ছ'টা লাশ একটার ওপর আর একটা এলোপাথারী ভাবে পড়ে আছে। প্রত্যেকটা লাশই যে কোন কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকবে। মকের অর্থাৎ লাশকাটা ঘরের ডানদিকে একটা লম্বা টেবিল এবং ছোট একটা টুল আছে। হিরুয়া একটা ট্রেতে লাশকাটার নানারকম সরঞ্জাম নিয়ে প্রবেশ করবে। তার মধ্যে থাকবে গজ, ব্যাগুজ, তোয়ালে প্রভৃতি। নীল-গ্যাপ্রণ পরে থাকবে হিরুয়া]

হিরুয়া। (চমকে উঠে) শালা, ছে ঠো, কেয়া জানে আউর কেটা আসবে ?
হাম্ আজ রিকার্ড করবে।

[হস্তবৃত্ত, হয়ে ডাক্তার প্রবেশ করে। গায়ে একটা এ্যাপ্রন পরা। বগলে ফাইল চাপা। চোখে চশমা। বরফ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। খিটখিটে মেজাজের। অকারণে রেগে যায়।]

ডাক্তার ॥ থাক শালার বেটা। অনেক হয়েছে। আর এসে কাজ নেই।

বলি এমাসে কাটা চেরা করে কটাকে ঘাটে পাটালি ?

হিক্সা ॥ জো শালা যেমন রকম করবে সে শালা তো তেমনি করে মরবে ডাক্তারসাহাব, আপনি কি করবে ?

ডাক্তার ॥ শালার ব্যাটার বুলি শুনে পিঙ্কি জলে যায়। ব্যাটা সাথে থাকতে থাকতে তোতাপাখী হয়ে গেছে। (হঠাৎ রেগে গিয়ে) ম্যালাই কপচাস্ না। খালি ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ আর ফ্যাচ্ শালার ব্যাটা এখন লাশ-গুলো সারি সারি লাভিয়ে ফেল। সকাল থেকে গিন্নী এক কাপ চাও ছেয়নি। বলে কিনা আমার নাকি পিঙ্কি পড়বে। শরীরটা কবে যাবে। শালার ব্যাটা আমি ডাক্তার হয়েছি কি ষোড়ার ঘাস কাটতে ?

হিক্সা ॥ ইসব ঘরের কথা ডাক্তার সাহাব। মাইজী বলছিলম্ কি...

ডাক্তার ॥ ফের তুই ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করছিস ? আমি বা বলছি তুই তাই কর। ব্যাটা কেবল মুখের ওপর কথা।

হিক্সা ॥ ডাক্তার সাহেব হামি বলে কি আপ চা পিয়ে...

ডাক্তার ॥ চোপ রাও হাড়াবেতে। যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা। আমি শালার ব্যাটা তার নামে রিপোর্ট করবো। তুই আজকাল কাজে ভীষণ ফাঁকি দিচ্ছিস।

হিক্সা ॥ ডাক্তার সাহাব...

ডাক্তার ॥ ফের বড় বড় কথা, শালার ব্যাটা। বলি ডাক্তারী পাশ করেছিলাম কি এই লাশ গুলোর ওপর অপারেশন করার জন্ত ? বিশ বছর কেবল চেরাই ঘরের ডাক্তারই থেকে গেলাম। কেবল চেরাই ঘর আর পুলিশ হাসপিটাল আর কোর্ট কাছারী।

হিরুয়া ॥ আমি জানে ডাক্তার সাহাব। আপ ভগবান আছেন। লাল
হাশনাকে পেরায় করে। ভালোবাসে।

ডাক্তার ॥ চুপ কর শালা। কেবল দাঁড়া হালিমার কেস্। আর মড়াগুলো
কাটা চেরা করা। দে লাশগুলোকে সাজিয়ে দে জলদী জলদী।

[ডাক্তার ফাইল খুলে দাঁড়াল]

হিরুয়া ॥ ঠিক হয় ডাক্তার সাহাব।

[হিরুয়া চটপট লাশগুলোকে একের পর
এক টেনে সাজিয়ে দেয়।]

ডাক্তার ॥ নে এখন লাশগুলোর ঢাকা কাপড় সরিয়ে ফেল। মিলিয়ে দেখি
কাটা চেরা জায়গাগুলোর নোট ঠিক আছে কিনা।

[হিরুয়া চটপট একটা কাপড় সরায়।
ডাক্তার দেখে যায়। মিলিয়ে যায়। হিরুয়া
ক্রমান্বয়ে সবগুলো সরায়। শেষের লাশটা
দেখে দু'জনেই চমকে ওঠে।]

ডাক্তার ॥ শালার বেটারা এ বছর একেবারে কচি কচি ছেলেগুলোকে শেষ
করে দিচ্ছে। আহা। কি চেহারা ছেলেটার, কে জানে বেটা কি করে
ছিল? শোন্ হিরুয়া। আমি চা খেয়ে আসছি। তুই ততক্ষণ একটা
লাশ উঠিয়ে রাখ বুঝলি?

হিরুয়া ॥ আপ যাইয়ে ডাক্তার সাহাব। আমি সব ঠিক করিয়ে
লিবে।

ডাক্তার ॥ তাহলে আমি যাচ্ছি।

হিরুয়া ॥ ঠিক হয়। (ডাক্তার প্রস্থানোদ্যত এমন সময় হিরুয়া পিছন
থেকে ডাকে) ডাক্তার সাহাব।

ডাক্তার ॥ কিরে শালার বেটা?

হিরুয়া ॥ ডাক্তার সাহাব!

ডাক্তার ॥ (রেগে) কি?

হিরুয়া ॥ নেহী কুচ্ছ, নেহী আছে।

ডাক্তার ॥ কিছু না কিরে শালার বেটা? পেটের মধ্যে কথা আটকে রেখে

চালাকি করবি আমার সাথে ? বেজ্ঞতি । হতচ্ছাড়া ? হাড়বেতে বল
শালার বেটা কি বলছিলি ?

হিরুয়া ॥ আজ তো বহুত লোট ঘুষ লিবেন.....।

ডাক্তার ॥ নেবো । তাতে তোর বাপের কী ? একশো বার টাকা নেবো ।
কেন নেবো না ? বলি যা মাইনে পাই তা দিয়ে গিন্নীর স্বাধ আফ্লাদ
মিটিয়ে ছেলে মেয়েকে মানুষ করা যায় ?

হিরুয়া ॥ আজ সে আমার ভী বখরা চাই । আজ সে হামি ভী বখরা লিব ।

ডাক্তার ॥ কি বললি শালার বেটা ? ডাক্তারের মুখের ওপর কথা, শালার
ব্যাটা তুই টাকা নিয়ে করবি কি এ্যা ? তুই খেনো গিলে ফেলাই হয়ে
নর্দমায় পড়ে থাকবি । হাড়াবেতে ।

হিরুয়া ॥ গিরে থাকবে, তব ভী আমার পরসা চাই । একা একা আপ সব
লোট লিতে পারবে নাই । লোট না দিলে হামি সমুচ লোকের কাছে
বলে দিব কি আপ ঘুষ লেন ।

ডাক্তার ॥ [জিভ্ কেটে] চুপ কর শালার বেটা, লোকে শুনে ফেলবে যে,
বলি দেওয়ালেরও যে কান আছে । আমি কি না করেছি ? কিন্তু বাপ,
তোর চোখের ঠুলি দুটো সরালো কে ?

হিরুয়া ॥ [প্রথম লাশটা দেখিয়ে] ঐ লাশটা ।

ডাক্তার ॥ [ভয়ে ভয়ে] এ্যা ! লাশটা । বাপরে, বুঝেছি ও ব্যাটার
মুখের ছায়া দেখেই তুই তখন থেকে কপচাচ্ছিল । তাই নারে, শালার
ব্যাটা । বেশ সে হবৎকণ । কাউকে যেন বলিসনি ।

[ডাক্তারের প্রস্থান]

হিরুয়া ॥ শালা হর রোজ লাশ চিরকব্ ঘুষ কা পরসা লিবে । পরসা
লিবে আপনা ভুঁড়ি পর তাত দিবে । সো নেহি চলগা । বখরা দিবে
তো আচ্ছা । নেহিতো এক রোজ লাশের মাক্জি তুমাকে ভী খতম
করে দিবে । শালা এক চাকুতেই তুমকো সাবাড় করে দিবে । হারাম
খোরী..... । শালা বিবিটা ভী ভেগে গেলো । বোলে লাশ চিরকাড়
করা ডোমের সঙ্গে হামি ঘর করবে না । তো যো না শালা চার কিলাস
ফেল, ডোমের বেটা, পরসা ফেললে লাইন কা মহরামে বহৎ মিলে প্তি ।

শালা হিক্সা কোই রোজ ভুখানা থেকেছে, না থাকবে। পরস্য কেববে,
মাল লিবে। ডাক্তার সাব ভী চলে গেলো, হাম ভী খোড়া মাল নিয়ে
আসি।

[প্রস্থান।]

[ডোম চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভৌতিক
সঙ্গীত ধ্বনির পর লাশগুলো নড়াচড়া
করে ওঠে। আলো কমে আসে। মঞ্চের
মধ্যে থেকে লাশগুলো বলে ওঠে...“আমরা
মৃত আত্মা মহানগরীর”। ক্রমান্বয়ে বলার পর
তারা উঠে দাঁড়ায়।]

নির্ঝর ॥ আমি নির্ঝর। আমি বেকার।

হরি ॥ আমি হরিহর, ট্যান্ড্রি ড্রাইভার।

সেন ॥ আমি স্থানীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ সেন।

শংকর ॥ আমি শংকর। শংকরেন্দু সেনগুপ্ত, কয়েকটি উপত্যাসের লেখক।

যোগেন ॥ আমি যোগেন তালুকদার। আমি শাস্তি রক্ষক, আমি সময়ে
সময়ে রাতের অতঙ্গ প্রহরী।

নির্ঝর ॥ মিথ্যে কথা। [আলো মঞ্চকে উজ্জ্বল করে তোলে] সম্পূর্ণ মিথ্যে
কথা। শাস্তি রক্ষক না কচু।

শংকর ॥ আঃ নির্ঝরবাবু। কি হচ্ছে। ওকে বলতে দিন। এ ব্যাপারে
আপনার মাথা না গলালেও চলবে।

নির্ঝর ॥ ডোন্ট ইন্টারাপ্ট শংকরবাবু। এ বিষয়ে আপনাকেও মাথা
গলাতে হবে না।

টুনটুন ॥ হামার পরিচয় তো আশলোগ জরুর জানতে পারিয়েছেন হামি
বড়া বাজারের শেঠ বানোয়ারী দাস বাওড়ার বেটা শেঠ টুনটুন মল
বাওড়া। হামি মন্দির বানাইয়াছি, ভিথারীকে দান করিয়াছি। তব
পরভী লেড়কাগুলো খতম করিয়ে দিল।

নির্ঝর ॥ মিথ্যে কথা! ভীষণ মিথ্যে কথা। এর থেকে আর মিথ্যে কিছু
থাকতে পারে না।

হরি ॥ আমি কেন এ সমাজের কাছে সং বিচার পেলাম না? আমার

অপরাধ কি সত্যি মারাত্মক ছিল ? শেঠের অপরাধ আর আমার অপরাধ
কি এক ? বলুন, চুপ করে থাকবেন না ।

শংকর ॥ সে বিচার একটু পরেই হবে ।

লেন ॥ বিচার ?

শংকর ॥ হ্যাঁ বিচার, এখানে মৃত আত্মার আদালত বসবে । এই মৃত আত্মার
গণআদালতে আমাদের কৈফিয়ত দিতে হবে । সমাজকে কলুষিত করার
জন্ত আমরা কতখানি দায়ী ।

লেন ॥ কি হবে কৈফিয়ত দিয়ে ?

নির্ঝর ॥ মুখোশ খোলার এই তো সময় । এমনি এমনি আমাদের মৃত্যু হলো
বলতে চান ?

যোগেন ॥ আমি এসবের মধ্যে থাকতে চাই না । মরে মানুষ শান্তি চায় ।
আমি এখানে শান্তি পেতে এলেছি । জবাবদিহি করতে নয় ।

শংকর ॥ শান্তি চাইলেই কি শান্তি পাওয়া যায় ?

টুনটুন ॥ আপনি ঠিক বলিয়াছেন শংকরবাবু । শান্তি তো বাজারের সওদা
নেহী আছে যে, খরিদ করিয়া লিব ।

হরি ॥ এ ভাবে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই । যা করার জলদি করুন । আমি
কৈফিয়ত দিতে রাজি আছি ।

নির্ঝর ॥ নির্ঝর মিজুও আপনার পথ অনুসরণ করবে । সত্যি কথা বলতে
কি নির্ঝর একটুও ভয় পায় না ।

শংকর ॥ তাই বলে যে বলতে চাইবে না তার প্রতি জোর করার অর্থ হোল
গণতন্ত্রের অবমাননা করা । হত্যা করা ।

নির্ঝর ॥ অমন গণতন্ত্রের মুখে কাঁটা মারি । বলি গণতন্ত্র ধুয়ে ধুয়ে কি জল
খাবো ?

টুনটুন ॥ হামার কোই কালা জীবন নেহী আছে । হামি দান ধরম করিয়াছে ।
হামি কোন খারাপ কাম করে নাই ।

হরি ॥ বিচার হলেই বোঝা যাবে শেঠ । নির্ঝরবাবু আহুন সকলে মিলে
একটা প্রস্তাব গ্রহণ করি ।

যোগেন ॥ কিসের প্রস্তাব ?

হরি। আদালত বসাবার প্রস্তাব।

শংকর। আপনি বলুন আপনি কি চান?

হরি। আমি চাই মিঃ সেন বিচারক হোক। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবো আমরাই। আমরাই আমাদের defence হিসেবে cross করবো এবং প্রয়োজনে উত্তরও দেব।

সেন। আমি কোন দিন বিচার করিনি। তাছাড়া ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড সম্বন্ধে আমার কোন আইডিয়াই নেই। না জেনে শুনে বিচার করা যায় না।

নিরুৎসাহ। আপনাকে কিছু করতে হবে না। কেবল ঐ টুলটো নিয়ে ঐ টেবিলটার ওপর বসুন। আর আমরা কি বলতে যাচ্ছি বা কি করতে চাইছি তাই শুনবেন। যাতে কোন অরাজকতার সৃষ্টি না হয়।

সেন। ইট ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল্। আই কান্ট। আমি কিছুতেই পারবো না। যা জীবনে কোনদিন করিনি তা আজ কিছুতেই...

শংকর। বেশ তাহলে যোগেনবাবু বিচারক হোক।

হরি। এই ভালো ছোল। তাছাড়া এখানে আমরা সকলেই মৃত আত্মা। মৃত আত্মার আদালতে সকলেই সকলের ফেলে আসা জীবনের কালো ইতিহাসের কথা একত্রে তুলে ধরবো। কি ভয় পাচ্ছেন?

যোগেন। ভয় কেন? ভয় পেলেই ভয়-না পেলেই নয়। অমন কালো জীবন সকলেরই আছে। তাই বলে এখানে এসে বাদ্ বিবাদ্ করতে হবে তা জানা ছিল না।

হরি। নিন নিরুৎসাহ বাবু। যা হয় কিছু একটা করুন। কারণ সময় বয়ে যাচ্ছে। বাইরে আমাদের লাশ নেবার জন্ত আত্মীয়-স্বজনরা অপেক্ষা করছেন।

শংকর। নিরুৎসাহ বাবু গণআদালত যদি সত্যি বসাতে চান তাহলে এমন একজন বিচারক নির্বাচন করতে হবে যিনি হবেন সৎ। যার চরিত্র সব থেকে শুদ্ধ নির্মল। যিনি কলুষিত মন, যিনি ঠগ, চোর, প্রতারক বিশ্বাসঘাতক নন। ঠিক তেমন লোককেই বিচারক নির্বাচিত করা প্রয়োজন মনে করি।

[সকলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আবহমানীতে চিন্তায় মূৰ্ছনা ভেসে আসে। প্রত্যেকটি চরিত্র স্বগতোক্তি করতে থাকে ক্রমান্বয়ে— “আমি কি সৎ”, “আমি কি সৎ”, “আমি কি সৎ” ? প্রত্যেকেই ছুবার করে বলবে। আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। প্রতিটি চরিত্রকে ফ্যাকাসে করে দেবে। সকলে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল। তখন নেপথ্যে ভাষ্যকার বিজ্ঞপাত্মক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করবে— বলো তোমরা কে সৎ ? এতগুলো লোকের মধ্যে তোমরা কে সৎ ? বল, বল, বল, তোমরা চুপ করে থাকবে না। কি তোমরা বলবে না ? চুপ করে থাকবে ? ছিঃ ছিঃ এত নীচ তোমরা। তোমাদের মধ্যে কেউ সৎ নেই। খেন্না, খেন্না, সকলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নেপথ্যে কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা— “কে সৎ” ? তুমি ? তুমি ? তুমি ? তুমি ? বল হরিহর তুমি ? সকলে এক এক করে মাথা নীচু করে থাকে। নেপথ্য কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করে— বল “হরিহর তুমি কি সৎ ?” বল বল ? হরিহর নেপথ্য কণ্ঠের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেয়ে চিংকার করে ওঠে।]

হরি। এই সমাজ আমাকে সৎ হতে দেয়নি। কিন্তু আমি সৎ হতে চেয়েছিলাম। কোনদিন স্বপ্নও দেখিনি আমি খারাপ পথে আসবো। আমি একজন Graduate taxi driver বলুন তাহলে আমার শিক্ষার মান এবং দেশের অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানের তফাৎ কোথায় ?

নির্ব্বর। আমি শ্রেণীবিতাগ বা Classification জানি না। Graduate

বলে যে আপনি Taxi driver হবেন না এমন কথা কি আপনার ঠিকুজী কুঞ্জীতে লেখা ছিল? ওসব বাজে কথা ছাড়ুন। এসব ফ্যানিস্ট মন্তব্যকে আমরা জলাঞ্জলি দিতে পারিনি বলেই তো এই পুঁতিগন্ধময় লম্বাজ ব্যবস্থার মধ্যে বেঁচে আছি।

শংকর ॥ তাহলেই দেখা যাচ্ছে এখানে কেউ সং নয়। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি নিজেকে সং বলে দাবী করতে পারেন। এভাবে যদি লম্বাজ দেশটার ওপর বিচার করা যায়।

নির্ধার ॥ ফালতু কথা। সাহিত্যিকরা সবসময় ফালতু কথা লিখে ফ্যানায়।
Let us try to select a Judge because there is no time.
একটু পরে আমাদের কেটে চিরে Report পাঠাবে খানায়।

হরি ॥ আর যেখানে বছরের পর বছর আমাদের ফাইলগুলো লাল কিতে বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকবে, এর কোন বিচার হবে না। আর যদিও বা হয় তাহলে সেও এক প্রহসন ছাড়া আর কিছুই হবে না। বড় জোর P blic চৌচায়েচি করলে হয়তো একটা তদন্ত Commission বসাতে পারে, এই বুর্জোয়া সরকার।

নির্ধার ॥ কি হবে তদন্ত হয়ে? সেই একই রায় তো বেরোবে। সনাক্ত-করণের অভাবে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা গেল না। এটা গভীর দুঃখের বিষয়। বাস সব ধামা চাপা পড়ে গেল।

সেন ॥ বড় বেশী কথা বলতে পারে আজকের এই young generation, মশায়, আমাদের সময় ছেলেরা এত বাচাল ছিল না।

টুনটুন ॥ ঠিক বলিয়াছেন প্রফেসার সাহেব। বাঙালীরা বহুং বাত করতে পারে, কেবল কঁাই কিচির, কঁাই কিচির।

হরি ॥ জাতের জিগির তুলবেন না বলছি শেঠ।

শংকর ॥ নির্ধার বাবু। আমরা অজ্ঞাদিকে চলে যাচ্ছি। আসল উদ্দেশ্যে আসতে পারছি না কিন্তু।

ঘোগেন ॥ আমার ইচ্ছা অধ্যাপক মহাশয়ই বিচারক হোক। উনিই আমাদের মধ্যে বেশী শিক্ষিত।

নির্ধার ॥ সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ। বলুন মিঃ সেন, আপনি বিচারক হতে চান?

অক্ষ ভামস

৩১৩

সেন ॥ অগত্যা আপনাদের যা অভিকৃতি ।

যোগেন ॥ বেশ তাহলে উঠুন ঐ টেবিলের ওপর । আমি টুলটা পেতে দিচ্ছি ।

[যোগেন টুলটা টেবিলের মধ্যে পেতে দেয় ।

মিঃ সেন টুলটাকে ঠিক করে বসেন ।

যোগেন সরে দাঁড়ায় । মঞ্চ দুভাগে ভাগে

হয়ে যায় । এক ভাগ কালো অস্ত্র ভাগে

আলো । অবশ্যই আলোর দিকে বিচার

হবে । চরিত্রেরা থাকবে কালোর মধ্যে ।

বিচারকের ডাকে বা নিজেদের বক্তব্য রাখতে

ওরা সময়ে সময়ে বেরিয়ে আসবে ।]

নিরুৎসাহ ॥ এই মৃত আত্মার আদালতে আমরা আমাদের কথা বলবো ।

এখানে কোর্ট কাছারির ধারাবাহিক বিচার প্রহসন চলবে না । আমাদের

মৃত্যুর জন্ত কে কতখানি দায়ী তা প্রমাণ করে যাব ।

শংকর ॥ আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবো ।

সেন ॥ আসামী যোগেন তালুকদার । আসামী যোগেন তালুকদার ।

যোগেন ॥ আমি আসামী নই । মৃত্যুর পর এ নামের বদনাম্ব নিতে চাই না ।

এখানে সাক্ষী বা আসামীর নাম উল্লেখ করার কি খুবই প্রয়োজন
আছে ?

হরি ॥ বিচারক যা বলছেন আপনি তাই । ওই কল্লিত কাঠগড়ায় উঠে
দাঁড়ান ঠিক করে । [যোগেন ভয়ে ভয়ে কল্লিত কাঠগড়ায় উঠে
দাঁড়ায়]

সেন ॥ বলুন যাহা বলিব সত্য বলিব । সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না ।

নিরুৎসাহ ॥ I object your honour, মৃত আত্মার কাছে ওসব সত্য মিথ্যার
মারাজাল নেই । তাই মহামান্য আদালতকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই
ওসব গীতা টিটা ছুঁয়ে কজনে আদালতে সত্যি কথা বলেছে ? ক'জনে
ঐ লাল শালুতে বাঁধা বই ছুঁয়ে শপথ নিয়েছে, সত্যি কথা বলবার জন্ত ?

সেন ॥ আমি তো নিজে বিচারক হতে চাই নি । আপনারাই জোর করে
আমার বিচারক করেছেন । কোন্ কোড্ কোথায় প্রযোজ্য তা আমি

কি করে জানবো? একটা চাপরাশী পর্যন্ত নেই। পেকার নেই।
ক্লার্ক নেই। কেউ এভাবে বিচারকের কাজ করেছেন?

নির্যার ॥ বললাম তো আমাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ নেই। যে কাজ একজনকে
দিয়ে করা যায়। তার জন্য দশজনকে ডেকে এনে দেশের ভ্রমকে নষ্ট
করার অর্থ দেশজোহিতা।

শঙ্কর ॥ রাইট। আপনি একাই বিচার চালাবেন এবং প্রয়োজনে কৈফিয়ত
দেবেন আপনার কলঙ্কিত জীবনের। এখানে কোন উকিল মোক্তার
নেই। আমাদের একাই কাজ চালিয়ে নিতে হবে।

[বিচারক নড়ে চড়ে বসেন। যোগেন ছাড়া
সকলেই অঙ্ককারে চলে যায়।]

সেন ॥ বলুন যোগেনবাবু; আপনার কি বলার আছে। এই মৃত আত্মার
আদালতে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে আপনি কি জানত: কোন অন্যায়
অপরাধ করেছেন?

যোগেন ॥ আমার মনে নেই। অত মাথা থাকলে পড়াশুনা করে অন্য কাজ
করতাম। সামান্য পুলিশের কাজ করতাম না।

[নেপথ্যে হরিহর চিৎকার করে ওঠে।]

হরি ॥ মিথ্যে কথা, তাঁর সব মনে আছে। সম্মান হানির জন্য কিছু বলতে
চাইছেন না।

সেন ॥ আপনি কি কিছু বলতে চান?

হরি ॥ হ্যাঁ।

সেন ॥ তাহলে আলোর মধ্যে আনুন। কাঠগড়ায় এসে ওঠে দাঁড়ান।

[হরিহর আলোর মধ্যে প্রবেশ করে।
কল্লিত কাঠগোড়ায় উঠে দাঁড়ায়।]

যোগেন ॥ তুমিই বা কম কিসে! রেড রোডের ধারে দাঁড়িয়ে যখন
ভোমায় গাড়ী থামাতে বলছিলাম, তখন তুমি গাড়ী থামালে না
কেন?

হরি ॥ তুমি তোকারি নয়। বলুন আপনি।

যোগেন ॥ হ্যাঁ আপনি গাড়ী থামালেন না কেন?

অন্ধ ভ্রমস

হরি ॥ আমার গাড়ীতে তখন একটা মেয়ে ও একজন অফিসার জড়াঝড়ি করে চুমু খাচ্ছিল। আরও কি কি করছিল।

[অঙ্ককার থেকে শংকর বেরিয়ে আসে।]

শংকর ॥ মোট অবজেকশনেবল্। কোন ভুললোকের private life নিয়ে এখানে আমরা বিচার করতে আসিনি।

সেন ॥ অবজেকশন্ ওভার ক্লড। প্রসিড যোগেন বাবু। আপনি যেতে পারেন শংকর বাবু। [শংকর অঙ্ককারে মিশে যায়]

যোগেন ॥ আপনি তো সামনের দিকে তাকিয়ে গাড়ী চালাচ্ছিলেন—
আপনি দেখলেন কি করে ?

হরি ॥ শো উইণ্ডো মিরারে।

যোগেন ॥ সেটা দেখা আপনার অস্তায়।

হরি ॥ না কোন অস্তায় নয়। আমার রক্তে ও উত্তেজনার উষ্ণ লোহিত কণা আছে। আমিও রক্ত মাংসের মানুষ।

যোগেন ॥ তা বলে যা অস্তায় তাকে অস্তায় বলে স্বীকার করবেন না ?

হরি ॥ গুরু মধ্যে অস্তায় কিছু দেখিনি। তাছাড়া পেছনের গাড়ী দেখতে হলে তো উইণ্ডো মিরার দেখতেই হয়।

সেন ॥ অস্তায়—অস্তায়—অস্তায়। কেবল অস্তায়—অস্তায় বললেই চলবে না। আরও কিছু বলুন। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি বলুন।

যোগেন ॥ আপনি বেআইনী ভাবে গাড়ীতে বেসা তুলে সমাজের অঙ্ককার পথকে আরও নোংরা করে তুলতে সাহায্য করেছেন।

হরি ॥ ই্যা করেছি। কিন্তু এতদিন এসব বিচার ধারা কোথায় ছিল ? এতদিন মুখ খোলেন নি কেন ? জানি, উত্তর দিতে পারবেন না। কারণ প্রতিমাসের কোটা যে তাহলে বন্ধ হয়ে যেত। বলুন আপনি আমাকে বেআইনী কাজে সহায়তা করে মাসে মাসে টাকা নেননি ? বলুন চূপ করে থাকবেন না।

যোগেন ॥ ই্যা নিয়েছি। আর কেনই বা নেব না। আমার মাইনে কত জানেন। ২৩৫ টাকা। ঐ টাকাতে বারো জন প্রাণীর ঘানি চালানো যায় না। তাই অল্পপথ দেখতে হয়েছে।

হরি ॥ অথচ আপনি সরকারী বণ্ড পেশারে সব দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন।

যোগেন ॥ হ্যাঁ করেছিলাম, না করলে চাকুরী পেতাম না।

হরি ॥ সমাজের জন্য আপনার কোন সংকল্প নেই।

যোগেন ॥ আছে, কিন্তু অল্প ভাবে।

হরি ॥ সেই অল্পভাবটার কথাই ত' জানতে চাইছি। সমাজবিরোধীদের শাস্তি দেবার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে আপনাদের। অথচ আপনারাই তাদের ছেড়ে দিয়ে সমাজকে শেষ করে দিচ্ছেন।

যোগেন ॥ মুখ সামলে কথা বলুন।

হরি ॥ Shut up.

সেন ॥ সংবিধান-এর অভিমত অকারণে উত্তেজিত হওয়া আইন বিরুদ্ধ।

[অঙ্ককার থেকে আলোর মধ্যে প্রবেশ করে
নির্ব'র।]

নির্ব'র ॥ আপনি সংবিধানের কি বোঝেন? যে দেশের সংবিধান তৈরী হয় টাটা-বিড়লা, স্তরজমল, আর চান্‌চোনীর জিভের দিকে তাকিয়ে তাকে আপনারা সংবিধান বলতে পারেন, আমি তাকে বলব মূদীর দোকানের হিসাব খাতা।

যোগেন ॥ আপনি Communist?

নির্ব'র ॥ একটা বলতে যারা পাতি বুজ্জিয়া বোঝায়, তাদের আমি স্বপ্না করি। আই হেট দোজ রাড়ি লীডারস্।

[অঙ্ককার থেকে আলোর প্রবেশ করে টুনটুন]

টুনটুন ॥ তবে আপনি নকশাল আছেন। বহুত খাতরনাক আছেন।

উহার হামাকে ভোজালি দিয়ে খতম করিয়ে দিল।

নির্ব'র ॥ কোন কিছুতে জেহাদ ঘোষণা করলেই অমনি নকশাল হয়ে গেলাম তাই না শেঠ।

হরি ॥ দেখুন নির্ব'রবাবু, আপনার সঙ্গে এর আগে আমার কোন পরিচয় ছিল না। মৃত্যুর পর এমন কথা শুনে ভালো লাগছে। আপনার বলিষ্ঠ কথাগুলো শুনে আমি স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। আমার অপরাধের সাজা

কি হওয়া উচিত ছিল, জানি না। তবে এটা জানি আমাদের আরও কঠিন সাজা দিলেই হয়তো সমাজের উন্নতি হোত।

সেন ॥ আপনারা ভিড় করবেন না। ওকে বলতে দিন।

[অন্ধকারে চলে যায় নিখর ও টুনটুন]

সেন ॥ হরিহরবাবু, আপনি কি বলতে চান ?

হরি ॥ আমি যখন বহু চেষ্টা করেও একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করতে পারি নি, তখন আমার এক বন্ধু এ লাইনে ঢোকায় ব্যবস্থা করে দেয়। বাড়িতে ছ-সাতজন প্রাণী। আমি একাই উপার্জন করি। সেই অবস্থায় গোটা কতক টাকায় কি করে সংসার চালাই বলুন ? প্রায় রোজই আমি হাওড়া স্টেশনে গাড়ী নিয়ে যেতাম। কিন্তু কোন দিনই ঐ চোরটার থেকে রেহাই পাইনি।

সেন ॥ আপনার মৃত্যু হোল কেন তাই আমরা জানতে চাই।

হরি ॥ সেদিন ছিল শনিবার। সারাদিন খেটে খুটে মাত্র ৩০ টাকা রোজগার হয়েছিল। ঐ টাকায় তেল, মালিকের profit, পুলিশের ঘুষ দিয়ে আমার কাছে আর কিছুই থাকে না। তাই গাড়ী গ্যারেজ করার মুখে মেট্রোর কাছে একটা পার্টি পেয়ে গেলাম…………।

সেন ॥ খামবেন না বলুন।

হরি ॥ ওরা চারজন ছিল। দুটো মেয়ে এবং দুটো ছেলে। সে এক কুংসিত দৃশ্য। তাদের নিয়ে আমি গন্ধার ধারে এসে গাড়ী park করলাম। একটা গাছের নীচে বসে আমি সিগারেট টানছিলাম। সেদিন চাঁদনী রাত ছিল। প্রায় ষণ্টা খানেক বাদে মেয়ে দুটোর সঙ্গে ছেলে দুটোর ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। ওরা কিছুতেই কম নেবে না। আর ছেলেরা কিছুতেই বেকী দেবে না। আমি কাছে যেতেই ছেলে দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল। মেয়ে দুটো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আমি জানতাম কি হয়েছে। কিন্তু পয়সা দিয়ে আমার কণ্ঠ আগে থাকতেই রোধ করা ছিল। আমি রাতের পসারিনী কলকাতার নগরূপ দেখেও কিছু বলতে পারিনি।

সেন ॥ Interesting ! খামবেন না বলুন।

হরি । শেষে ওদের অহরোধে ওদের এলগিন রোডের ধারে নামাতে গিয়েই কে যেন আমার পিঠে পরপর কতকগুলো ছোয়ার বা বসিয়ে দিল । আমি স্বপ্নায় কোকিয়ে উঠলাম । ওদের মধ্যে একজন বলল শুয়ারের বাচ্চা আমার বোনকে গাড়ীতে তুলে ব্যবসা করছিলি । অথচ বিশ্বাস করুন মনে প্রাণে আমি এসবকে ঘৃণা করি, আমারও যে বাড়ীতে গোন আছে । তবুও আমায় এ করতে হয়েছিল ।

সেন ॥ আপনি যেতে পারেন হরিহরবাবু । টুনটুনমল দাম বাতড়া । টুনটুনমল দাম বাতড়া ।

[হরিহর অঙ্ককারে চলে যায়, অঙ্ককার থেকে টুনটুনমল বেরিয়ে এসে আলোয় কল্লিত কাঠগোড়ায় উঠে দাঁড়ায় ।]

যোগেন ॥ আমায় কেন আটকে রেখেছেন ? আমায় ছেড়ে দিন না ।

সেন ॥ ছেড়ে দেবার আমি কে ? বক্তব্য রাখবেন ও মৃত আত্মাকে শাস্তি দেবেন । বলুন আপনার কি বলার আছে ।

যোগেন ॥ প্রচুর ঘুষ নিয়েছি সত্যি কথা । কারণ এ লাইনে এই তো নিয়ম । এখানে যারা ঘুষ নেয় না, তারা দণ্ডের কাছে নির্বোধ । তাই সরকার এদের মাইনে কম করে দিচ্ছেন । সরকার জানেন এরা এক একজন গেজেটেড অফিসারের মত টাকা মাসে মাসে রোজগার করে । তাই এদের জন্ম Pay Commission বসে না, এরা Strike করে না । ধর্মঘট, ঘেরাও, বিদ্রোহ করে না । প্রমোশন পায় না, এরা তবুও অভূত এরা বেঁচে আছে, এরা বছরে একদম ছুটি নেয় না । কারণ, আত্মদানীতে ভাঁটা পড়বে, এই হোল একজন সৎ পুলিশের চরিত্র । এখন বলুন আমি যদি এদের মধ্যে একজন হয়ে থাকি আর হরিহরের রক্ত শোষণ করে থাকি তাহলে কি খুব একটা ভুল করেছি ? আমাকে এ পথে নামালো কারা ? কারা হরিহরের মেহনত করা পয়সার ভাগ নেবার জন্ম আমার হাত বাড়াবার জন্ম সাহায্য করেছে ? বলুন বলুন ।

[শংকর অঙ্ককার থেকে বেরিয়ে এসে আদালতে]

শংকর ॥ চুপ করুন, নিজের অপরাধ ঢাকতে আর বড় বড় কথা বলবেন না।

আমরা সব জানি।

যোগেন ॥ কি জানেন আপনি? কিছুই জানেন না! মাসে মাসে ডাক্তারের Bill, ঘর ভাড়া আর গোয়ালার টাক্কা দিতেই হাঁপিয়ে উঠি। তারপর ত্রিশটা দিন যে কি ভাবে চলে তা আপনি জানবেন কি করে? কারণ আপনার মত কোন দেশের টাকা গিলে অগ্নীল সাহিত্য রচনা করি না। সারাদিন মেহনত করি। পেটভরে খেতে চাই। পাই না। ক্ষুধার্ত থাকি। তাই ঘুষ নিচ্ছি। নেব, নেব ততদিন, বতদিন না এই কলঙ্কিত-মন্ন প্রশাসনের আয়ুস পরিবর্তন হচ্ছে।

শংকর ॥ প্রশাসন তৈরী করবে কারা?

যোগেন ॥ আপনারা যারা নিজেদের সমাজ-সেবক বলে ঘোষণা করেন।

সেন ॥ ওসব আইডেল টক ছাড়ুন। বলুন আপনার মৃত্যু হল কি করে?

যোগেন ॥ বোম্বার আঘাতে। আমি সকাল বেলা Dutyতে যাচ্ছিলাম। বাড়ী থেকে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় যেতেই আমার সামনে কয়েকটা ছেলে এসে বলল, আপনার ঘুষ নেওয়া বন্ধ করতে হবে।

সেন ॥ আপনি কি বললেন?

যোগেন ॥ কেন? জিজ্ঞাসা করলাম। ওরা বলল, কেন'র উত্তর দেওয়া আমাদের কমন্ডেড শেখানি। আপনার বাড়ীর লোক আগামীকাল আপনার বাড়ীর দ্বোয়ালে দেখে নেবে।

সেন ॥ তারপর?

যোগেন ॥ আমি বললাম, আপনারা জানলেন কি করে যে আমি ঘুষ নিই? ওরা বলল, পুলিশ মাছেই ঘুষ নেয়। আমি বললাম, মিথ্যে কথা। ওরা চার্জ করলো পেটো। তারপর আর আমার মনে নেই।

শংকর ॥ আপনার শেষ বক্তব্য কি?

যোগেন ॥ আমার মনে হয় ওরা ভুল করেনি। তবুও যদি আমার এ অবস্থা দেখে অন্ত লকলে ঠেকে শেখে।

[বিচারক নড়ে চড়ে বসেন।]

সেন ॥ আপনি যেতে পারেন যোগেনবাবু। শংকর বাবু আপনি ঐ কল্লিত কাঠগোড়ায় উঠে দাঁড়ান।

[যোগেন অঙ্ককারে চলে যায়। শংকর কল্লিত কাঠগোড়ায় উঠে দাঁড়ায়। শেঠ নড়ে চড়ে অত্নদিকে তাকিয়ে থাকে।]

শংকর ॥ কি শেঠ ; অহুবিধা হচ্ছে ? আরে ভয় কি ? এখন আর মাল মশলা পেলোও নতুন কিছু লিখতে পারবো না। হুতরাং বিনা দ্বিধায় বলে যান।

সেন ॥ বলুন টুনটুনমল বাবু।

টুনটুন ॥ বিসওয়াম করুন সেন সাহাব। উহাদের হামি লকারের চাবি দিয়া দিয়েছিলেন। লেকিন উলোক রূপাইয়া লিলে নাই। উ ছেলেগুলো বললে তুমার ঐ লোটে গরীবের রক্ত আছে। তোমার ঐ বেহুঙের রূপাইয়াতে আমরা আগুণ লাগাইয়া দিবো।

সেন ॥ তা হঠাৎ আপনার কাছেই বা ওয়া এল কেন ?

টুনটুন ॥ উহারা বলে কিনা হামি বেলাক মার্কেটিয়ার আছি। হামি শালিমার রেলগুদামে মাল মাইনার পর মাইনা ডেমারেজ দিয়া ছাড়াই না।

সেন ॥ এ তো সত্যি কথা।

টুনটুন ॥ পুরা সচ নেহি আছে। থোড়া থোড়া।

শংকর ॥ না সব সত্যিকথা। বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে আপনারা অবোধে আমাদের শেষ করে দিচ্ছেন।

শংকর ॥ বছরের পর বছর কাপড়, বেবীফুড, আনাফ, ওয়ুধ পত্র সব, সব আপনারা নষ্ট করে দিচ্ছেন। আপনারদের একটুও মায়া দয়া নেই। দেশের লোকের জন্ত। আপনারদের গুলি করে মেয়ে ফেলা উচিত।

টুনটুন ॥ কহুর সব হামাদের নেহী আছে শংকরবাবু। ইসব কথা মিনিষ্টারদের জিজ্ঞাসা করুন। মাল, মাল পাচারের জন্ত চান্স না দিলে গুদামে মাল রাখতে দিতো। বলুন শংকরবাবু, মাল রাখতে দিত ?

শংকর ॥ অর্থাৎ আপনি এবং আপনারা নিজেদের স্বার্থের জন্ত মিনিষ্টারদের অর্থ দিয়েছেন। হুতরাং আপনাকে মেয়ে আপনাকে ধ্বংস করে ওয়া

খুব একটা ভুল করেনি। কারণ সমাজে আপনারাই এক শ্রেণীর মানুষ গড়ে তুলেছেন যারা উৎকোচ ছাড়া বাঁচতে পারে না।

টুনটুন ॥ সমুচ্চা কহুর হামাদের নেহী আছে শংকরবাবু। সরকারের ভী বহৎ কহুর আছে। সরকার কেন ইসবের ইন্কোয়ারী করছে না?

শংকর ॥ সরকারের প্রতিনিধিদের মুখ নোট দিয়ে আপনারাই সেলাই করে রেখেছেন। আপনারা দেশের কুলাঙ্গার।

শেঠ ॥ গালি গুপ্তা করলে কি হবে শংকর বাবু। আগার দেখা যায় তো হামরা সকলেই সমাজের কুলাঙ্গার আছি। সো না হলে ছেলেগুলি বললে কেন লোট চাই না, ভোট চাই না। শুধু পেট পুরে খেতে চাই। শুধু খেয়ে পরে বাঁচতে চাই। মাতৃষের মত বাঁচতে চাই।

শংকর ॥ ঠিক তো বলেছে। কি হবে টাকা দিয়ে? টাকা তো আপনারও অনেক ছিল। টাকা আমার ছিল, ছিল মান, সম্মান, সমাজে প্রতিষ্ঠা ছিল। তবুও ওরা আমাদের ক্ষমা করেনি। রেহাই দেয়নি। আমরা মস্ত ভুল করেছি তার মাগুল তো গুণতেই হবে। টাকা তো সঙ্গে কেউ নিয়ে যাবে না। ইকনমিকস পলিনী একটা গোকারী হাতে থাকলে—এইরকম বিপ্লব হবেই।

শেঠ ॥ হামার রুপাইয়া মেহনত করা আছে।

শংকর ॥ মেহনত করা নয়। বলুন—চুরি করা পয়সা, জোচ্চুরি করা পয়সা, লোক ঠাকানোর পয়সা।

[নিরু'র অঙ্ককার থেকে আলোর মধ্যে বেরিয়ে আসে]

নিরু'র ॥ Stop, stop that bloody lectures. দু'কথায় যা শেষ হতে পারে তাকে ফ্যানাবার কোন প্রয়োজন নেই। শেঠ বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তাই ওরা ওর গদ্বিতে ঢুকে ভোজালি দিয়ে ভুঁড়ি ফালিয়ে দেয়। ওদের মতবাদ—“এরকম বদ শোষকের মত নরখাদকদের সমাজে বাঁচবার কোন অধিকার নেই।”

সেন ॥ ইউ অ্যাডমিট ইট টুনটুনবাবু?

টুন ॥ লেकिन হামি তো গজার ঘাটে মন্দির বানাইয়াছি। উহাতে কি
হামার পাপ খণ্ডন হয় নাই ?

সেন ॥ অর্থাৎ আপনি নিখরবাবুর কথা মেনে নিলেন। আপনি যেতে
পারেন। শংকরবাবু আপনি বলুন।

[টুনটুনমল অঙ্ককারে চলে যায়।]

নিখর ॥ বলুন শংকরবাবু, আপনার কীর্তি কি আমিই প্রকাশ করে দেব
না, আপনিই বলবেন ?

শংকর ॥ মৃত্যুর পর আমার আর কিছু গোপন করার ইচ্ছা নেই।

সেন ॥ আপনি কিছু বলতে চান নিখরবাবু ?

নিখর ॥ না বলতে চাইলে এখানে এলাম কেন ? অঙ্ককার থেকে আলোর
মধ্যে মানুষ আসে কেন ?

শংকর ॥ কেন ?

নিখর ॥ নতুন করে ইনস্পিরেশন পাবার জন্ত ! অঙ্ককারের ঘোর কাটাবার
জন্ত। নতুন করে বাঁচবার জন্ত।

সেন ॥ আপনি কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ান। এই মৃত আত্মার আদালতে
আপনাকে witness হিসাবে এগজামিন করছে।

নিখর ॥ তার আগে আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দিন। শুনেছি আপনাকে
নাকি কোন party-এর লোক খতম করেছে। কেন খতম করেছে বলতে
পারেন ?

সেন ॥ সে আমার জীবনের মন্ত এক কলঙ্ক। যা স্বপ্নে কোনদিন ভাবিনি তাই
হোল আমার।

শংকর ॥ কি হোল আপনার ?

সেন ॥ গত বছর আমিই প্রম্পক্স সেট করেছিলাম। সেই প্রম্পক্সের খবর
তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী জানতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তার ভাইপোকে
সঙ্গে করে নিয়ে এসে আমার বাড়ীতে হাজির। কি না আমি যে
প্রম্পক্স সেট করেছি তার এক কপি তার চাই। কারণ অন্ত লব প্রম্পক্স
তার হস্তগত। কেবল আমারটাই ছাড়া। সেটা শিক্ষামন্ত্রীর ভাইপোকে
এবছর London School of Economics-এ ভর্তি করতে হবে।

হুতরাং তাকে 85% Marks ক্যারী করতে হবে। কিন্তু সে ক্যালিভার তার নেই।

শংকরঃ আপনি প্রশ্নপত্র দিয়েছিলেন ?

সেনঃ না।

নির্ব্বারঃ তবুও পরীক্ষার আগে Economics-এর প্রশ্নপত্র Out হয়ে গিয়েছিল, এবং আপনি ফাঁকতালে বেশ কিছু কালো টাকা ঘরে তুলেছিলেন। তাই না ?

সেনঃ আপনি জানলেন কি করে ?

নির্ব্বারঃ খবরে বেরিয়েছিল অল্প প্রশ্নপত্র সেট্ করা হয়েছে। কিন্তু সত্যি তা হয়নি। মাঝখান থেকে Tutorial Home-এর কাছে প্রশ্নপত্র বিক্রি করে.....

সেনঃ আপনি জানলেন কি করে ?

নির্ব্বারঃ অথচ শিক্ষামন্ত্রীর ভাইপোকে সেদিন প্রশ্নপত্র দিয়ে দিলে আপনি প্রাণে বেঁচে যেতেন। আপনি তা করেন নি।

সেনঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। তা করিনি, করলে ভাল করতাম।

নির্ব্বারঃ না ভাল করতেন না। আপনার মত কুৎসিত চরিত্র সমস্ত শিক্ষা জগতকে কলুষিত করেছে। এমন নোংরা শিক্ষাব্যবস্থার পেছনে যদি আপনাদের মহৎ দান থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের শিক্ষার মান অনেক উন্নত হবে।

সেনঃ আমার অন্তার হয়ে গেছে—নির্ব্বারবাবু।

নির্ব্বারঃ এ অন্তারের মাপ নেই, প্রায়শ্চিত্ত নেই, এ অন্যায়ের ক্ষমা নেই। এ অন্তারের সাজা আপনি পেয়েছেন। Minister-এর ভাড়া করা গুণ্ডার গুলিতে, অথচ খবরের কাগজে বেরিয়েছিল ছেলেরা আপনাকে খতম করেছে।

শংকরঃ আমরা যেতে পারি মিঃ সেন ?

নির্ব্বারঃ না পারেন না। আরও একটু বাকী আছে। বলুন শংকরবাবু, আপনাকে হত্যা করা হলো কেন ? মৃত্যুর পর খবরের কাগজের অধেক স্থানটাই আপনি অধিকার করেছিলেন। সত্যি আপনি মহান।

সেন ॥ আপনি এত তথ্য জানলেন কি করে ?

শংকর ॥ সর্ব্বশেষে কাঁঠালি কলা জানবে না তো কি আপনি জানবেন মিঃ সেন ?

নির্ব্বার ॥ মৃত আত্মার কাছে সত্য মিথ্যার কোন মায়াজাল নেই। স্বনাম-
ধন্য সাহিত্যিকের একটুকু জানা উচিত।

শংকর ॥ ভারতবর্ষে ব্যক্তি স্বাধীনতা যেমন আছে, তেমনি বাক-স্বাধীনতাও
আছে। তাই আমি আমার প্রত্যেকটা উপন্যাসে রিয়ালিজমের ঠাইল
ধেনটেন্ করছি।

নির্ব্বার ॥ Realism না কহু, ক্যাংটো কথা, উলঙ্গ দৃষ্টের অবতারণা করাকে
তো Realism বলবেনই।

শংকর ॥ কেন “নিহত নারিক” উপন্যাস, “অধুজাক” উপন্যাস কি
Realism নয় ?

নির্ব্বার ॥ ও দুটো উপন্যাস আমি পড়েছি। সমালোচনাও পড়েছি—মৃত্যু
আমার কাছে মিথ্যা জন্মগান গেয়ে কি লাভ ?

শংকর ॥ ও আপনারা ঘরে বসে, মাঠে, ময়দামে সিনেমায়, রেস্টোরায়ে পা
হোঁয়ালুয়ি করে ঠোঁট ঘষাঘষি করে, গা ঘষাঘষি করে যা খুশী তাই
করবেন, আর তা আমরা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে অন্যায় করে
ফেলেছি !

নির্ব্বার ॥ যুক্তি যুক্তি যুক্তি। এই যুক্তি দিয়েই আপনারা আজকের সমাজকে
আবরণহীন করে তুলেছেন। দিনের পর দিন ভদ্র পাড়ায় গড়ে উঠেছে
বেশী পল্লী। যুবক-যুবতীদের নৈতিক অধঃপতন হয়েছে, সমাজ বিকল
হয়ে উঠেছে। আপনারদেরই অশ্লীল কথার মার-প্যাচে।

শংকর ॥ এখন যুগ অন্ধ স্রোতে প্রবাহমান। সেই দিকে নজর রেখে আমরা
এগোচ্ছি।

নির্ব্বার ॥ মিথ্যা কথা। তাহলে নির্ব্বার মিত্র আত্মহত্যা করত না। নির্ব্বার
মিত্র মরতো না শংকরেন্দু সেনগুপ্তকে বদনাম নিয়ে মরতে হত না।

শংকর ॥ আপনি আপনার বিবেক বুদ্ধি শিক্ষা মর্যাদার কথা একবারও চিন্তা
করেননি। আপনি আমার বিবেকের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।
তাই আপনার এই দশা।

নির্ব্বার ॥ তারজন্ত আমার একটুও দুঃখ নেই, কারণ স্বর্ণা এবং আমি এক
সঙ্গেই মরতে পেরেছি। সেজন্ত আমরা আনন্দিত। আমাদের প্রেম
ছিল স্বন্দর। দুঃখ শুধু এখনও স্বর্ণার লাশ এখানে এল না, এলে পরে
তার কথাও শুনতে পেতাম।

সেন ॥ অর্থাৎ আপনারদের জুটি বাঁধল না।

নির্ব্বার ॥ আমরা স্বীকৃতি পেরেছিলাম। আমাদের সেকলে পাটি তা মেনে
নিতে পারিনি, তাই আমরা এ পথ বেচে নিয়েছি। বৃত্তুর সময় স্বর্ণার
মুখে ছিল প্রাণবন্ত হাসি।

শংকর ॥ স্ত্রীরাং দেখা যাচ্ছে যে আপনারা নিজেদের সাধ-আহ্লাদের জন্ত
সমাজের কথা একবারও ভাবেন নি, এই ভাবেই আপনারদের খাম-খেয়ালীর
জন্ত এক একটি পার্টি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, অথচ এসব যদি আমরা
পার্ঠকগণের কাছে তুলে ধরি, প্রকাশ করি তাহলেই ভীষণ অন্যায়
করে ফেলি, তাই না?

নির্ব্বার ॥ আমাদের লিখতে বারণ করেছে কে? কিন্তু আপনারা আমাদের
কথা না লিখে আমাদের চরিত্রকে বিকৃত করেছেন আপনার অস্বভাব
উপন্যাসে মিত্রা আর প্রশান্তর যৌনদৃষ্টের সংলাপগুলো বর্জিত করলে কি
চলতো না? ওগুলো বাদ দিলে কি বাজারে কম কাঁটতি হোত আপনার
উপন্যাস খানার?

শংকর ॥ প্রকাশকদের, জিজ্ঞেস করুন, বাজারে যা demand আমরা সেই
ভাবেই চলতে বাধ্য।

নির্ব্বার ॥ অর্থাৎ আপনারা কতকগুলো খরিদ করা এস্কপিষ্ট, প্রকাশকরা
যা বলবে, যে ভাবে চালাবে আপনারাও সেই ভাবেই চলবেন। আপনারদের
কলমে প্রকাশকের পেছাব ভরা আছে। শুদ্ধ কালি নেই, যা দিয়ে
এই অঙ্ক তামস কাটতে পারে।

সেন ॥ অম্লীল, অম্লীল। নিয়মভঙ্গ হয়ে গেছে। আমি কোর্ট ডিসমিশাল
করে দিচ্ছি।

নির্ব্বার ॥ আর একটু বাকি আছে। বলুন শংকরবাবু আপনার বৃত্তুর জন্য
আপনার কোন দুঃখ নেই?

শংকর ॥ আমি এত ভাড়াভাড়ি মরতে চাইনি, তবুও মিথ্যে বদনাম নিয়ে মরতে হলো। মৃত্যু বখন হয়েছে তখন হা-হতাশ করছি না, কিন্তু জোর গলায় বলবো যে এভাবে ধ্বংসের মধ্যে সমাজের উন্নতি হয় না। হয়নি, হবে না। একটা বুলেটেই কি মানুষের চরম সাজা হয়? আমি গুলি-বিদ্ধ ছলাম। মৃত্যু কি আপনাদের কাছে এটা প্রশ্ন করলো না যে, আমার অপরাধের সাজা আমি পেয়েছি। কিন্তু ব্যাপার একটু খতিয়ে দেখতে চেষ্টা করুন যে, মৃত্যুকে জয় করে আমরা এই চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি—মৃত্যুকে জয় করে সংসারের সব অভাব অনটনকে উছ রেখে পড়ে আছি এখানে। কোন সমস্যার মধ্যে পড়লাম না। সমাজকে কিছুই দিলাম না। বলুন পারবে আপনার চার দেওয়ালের ঘেরা আত্মারা এর কৈফিয়ত দিতে? হায়রে ধ্বংস প্রায় জাতি। সম্মুখে তোমার প্রবল বাধা, তার দিকে ধাবিত হও। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নয়। সমাজ চেতনার পথে মুক্তি আসবেই। মুক্তি আসতে বাধ্য।

নির্ব্বার ॥ কাওয়াদ'। চলুন মিঃ সেন। আলোর মধ্যে এসেও আমরা থাকতে পারলাম না। অন্ধকারই আমাদের ভাল, সমাজের কলঙ্ক। আমাদের স্বীকারোক্তি দেখে আজকের মানুষেরা যেন নিষ্ঠুরদের শুধরোবার চেষ্টা করে, তা না হলে যে অন্ধ তামসের মধ্যে এই অসহায় দেশের মানুষেরা বেঁচে আছে তাদের বিকাশ হবে না। শুধু তাই জবানবন্দী দিয়ে গেলাম—নিপীড়িত মানুষের কাছে, আত্মমর্মানের কাছে তারা যেন আর আমাদের মত ভুল না করে।

সেন ॥ আপনাদের ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না।

শংকর ॥ ওরা আমাকে গুলি করেছিল। একটা নয় পর পর দুটো। দেহের লটিক জায়গাগুলোতে। ওরা বলেছিল আমি অশ্লীল; আমি বুর্জোয়া, আমি বিদেশের চর, চোরাপ্রাণের অর্থনৈতিক সাহিত্যিক আমি—

নির্ব্বার ॥ মিথ্যে নয় নিশ্চয়।

শংকর ॥ আপনার বয়স কম। কতটুকুই বা আপনি জানেন, কতটুকুই বা আপনার ষড়্ দৃষ্টি ভঙ্গি।

নির্ঝর ॥ দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু আমাকে গুলি করেনি ।

শংকর ॥ আপনি নিজেই আত্মহত্যা করেছেন । আত্মঘাতী হয়েছেন, তা

একা হলেন না কেন, ঝর্ণাকে সঙ্গে নিলেন কেন ?

নির্ঝর ॥ বিশ্বাস করতে পারিনি । মরেও মিল হয়নি । ঝর্ণাকে ছেড়ে

গেলে, ওয়া ছাড়ত না ।

শংকর ॥ কারা ?

নির্ঝর ॥ আমার পার্টির লোকেরা ।

সেন ॥ আসল ঘটনাকে বলুন ডাক্তার আসার সময় হয়ে গেল ।

নির্ঝর ॥ আমার ওপর অর্ডার ছিল, ঝর্ণাকে ছেড়ে দিতে হবে ।

শংকর ॥ আপনার কাছে পার্টি বড় ছিল না ঝর্ণা ।

নির্ঝর ॥ আপনার কাছে যা বড় না বাবা ?

শংকর ॥ ছুটোই ।

নির্ঝর ॥ আমারও তাই ।

সেন ॥ নির্ঝরবাবু তাড়াতাড়ি আপনার অধ্যায় শেষ করুন ।

নির্ঝর ॥ অধ্যায় আমার কিছু নেই । মৃত্যু পরম শান্তি, মৃত্যু ভূমি হুম্মর পার্টির কাছে আমি বিশ্বাসঘাতক । ওয়া একটি শিশুকে হত্যা করতে বলেছিল । সত্যি একটি শিশুকে হত্যা করলে পার্টির ক্ষতি কিছুই হতো না, কিন্তু লাভ অনেক হত । ঝর্ণা রাজী হয়নি, আমিও না ।

সেন ॥ কিন্তু শিশুটিকে কেন হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ?

নির্ঝর ॥ জানিনা । আথরা অর্ডার পাই, তামিল কার ।

সেন ॥ কিন্তু আপনি তো তামিল করেন নি ?

নির্ঝর ॥ না । তাই পার্টির নির্দেশে আমাদের সরিয়ে দেবার চক্রান্ত হল ।

কিন্তু সে চক্রান্ত ব্যর্থ কিংবা সফল যা ভাবুন তাই হয়েছে । আমরা দুজনে একসঙ্গে আত্মঘাতী হয়েছি ।

সেন ॥ ' শিশুটিকে মারলেন না কেন ?

নির্ঝর ॥ কারণ শিশুটিই ভবিষ্যত জীবনের কাণ্ডারী । ইতিহাস ।

সেন ॥ আঃ শিশুটির কথা বলুন ।

নির্ঝর ॥ পার্টির উদ্দেশ্য ছিল শিশুটিকে মেরে আমাদের এক কমরেডকে

ফুলটাইয়ার করে নেওয়া। কারণ ওই শিশুটিই ছিল কমরেডের। প্যান ছিল শিশুটিকে মেরে কমরেডকে মুক্ত করা। সংসার থেকে মুক্ত করা।

সেন ॥ মাহুঘের মূল্য নেই।

নিঝ'র ॥ সকল মাহুঘের নেই। কারোর আছে, আমার মৃত্যু, ঝর্ণার মৃত্যু, ওই শিশুটির চেয়ে বেশী ছিল বলে আমরা এই পথ বেচে নিয়েছিলাম।

সেন ॥ সেই শিশুটি বেঁচে আছে ?

নিঝ'র ॥ না। না। [কান্নার ভেঙ্গে পড়ে নিঝ'র।]

[মঞ্চ ক্রমে ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসে
টেবিলের ওপর টুল নেই, লাশগুলো আগের
মত পড়ে আছে। হিরুয়া মদ খেয়ে প্রবেশ
করে। মেশায় টলছে। চূপচাপ থাকে
হিরুয়া, আলো জলে, ডাক্তার প্রবেশ করে।]

ডাক্তার ॥ কিরে শালার বেটা ? আবার ধেনো গিলে এসেছিল ?

হিরুয়া ॥ খোড়া সা। মায়ের কসম, বাপের কসম বলছি।

[বাইরে জনতার চিৎকার]

ডাক্তার ॥ শালার বেটা আর কপচাতে হবে না। শালা পেটে গেলে একে-
বারে মৃত্যুমান ঈশ্বর, জ্বালা বোকা। ভাজা মাছটিও উন্টে খেতে জানে
না। নেন শালার বেটা, লাশ নেবার জন্ত বাইরে লোক চেঁচামেচি করছে।
কাঁহাতক আর মৈথ্যে কথা বলা যায় ? নে ওঠা এটাকে।

[ডাক্তার ও হিরুয়া মিলে একটা করে লাশ
ওঠায়, প্রয়োজনে অস্ত্র কোন ডোমেরও
সাহায্য নেওয়া যেতে পারে অবশ্যই হিরুয়া
তাকে চিৎকার করে ডাকবে। একটার
পর একটা লাশ কাটে আর ওঠায়। ডাক্তার
নোট করে নেয় একটার পর একটা, হিরুয়া
সব গোছাতে থাকে।]

ডাক্তার হিরুয়া।

হিরুয়া ॥ কি ?

অন্ধ তামস

স. দ. এ.—২১

ডাক্তার । আজকের লাশগুলোর পুলিশ Report তখনবি না ?

হিক্সা । না—না ।

ডাক্তার । কেনরে শালার বেটা । রোজ তো তখনতে চাস । Report না
তখনলে বলি তোর পেটের ভাত হজম হয় না । তা আজ কি হোল রে
খেনো খেয়ে ?

হিক্সা । ক্যা হোগা তখনকে ? একই তো হোবে । হিন্দু বাবে ঝাশানে ।
মুসলমান বাবে কবরিস্তানে আউর খেয়েস্তান বাবে দিবালওলা বাগিচা
মে । সো বলছে ক্যারা হোগা তখনকে ?

ডাক্তার । আজকের হিষ্ট্রীগুলো খুব মজাদার রে শালার বেটা মালখোর,
তখনবি না ?

হিক্সা । বোলিয়ে । হামার নিদ লাগছে জলদি বলিয়ে । মাল শিরে হামি
আউর ঠিক থাকতে পারে না ।

ডাক্তার । তোর লজ্জা করে না ?

হিক্সা । শরম লাগবে কাহে ? হামার সে'অত ছুপাছোবি নেহি আছে ।
দিল বেলায় শো দারু পিতে যাই ।

ডাক্তার । ইতর ফুৎসিত । তোরাই সমাজের কলঙ্ক । আবর্জনা ।

হিক্সা । হাম লোগ নেহী, আপলোগ, ঘুষ কা পরসা সে লোরসার চলে
আপলোগদের, হামার নেহী । হামি শালা ন্যাংটা । না ঘর না ছয়ার,
লেকিন বুলে রাখছি ইয়া কোই নেহী ছোড়গা । যেমন করে উলোগ
মরেছে । তেমনি কোরে আপনাকে মরতে হোবে ।

ডাক্তার । Shut up শুয়ারের বাচ্চা, শালা জাতে ডোম, কথা বলবে মন্ত এক
লাট সাহেবের মত । চুপ কর বলছি । হতচ্ছাড়া হাড়বেতে । তা—না
হলে তোর চাকুরি নষ্ট করে দেব বলে দিচ্ছি ।

হিক্সা । হামি ছোট জাত । নানা-নর্দমা সাফ করে চলে যাবে । লেকিন
আপনি আপনার চাকরি গেলে বহু বেটার ইজ্জৎ চলে যাবে ।

ডাক্তার । হিক্সা । তুই আমার এত বড় কথা বলতে পারলি ? তোকে
আমি রোজ টাকা দিই না ?

হিক্সা । ওহি রুপাইয়াতে হামি ভুবনদাসীর ঘর যাই । যেনো গিলি ।

হাপনার মতো খাবার আদমি কখনা আছে ? মরা লাশকেও ছোড়েন না ।
 রূপাইয়া দিলে মূর্দা সেলাই হোবে, নেহী এয়াইলাই লিয়ে যাব ।
 হাপনার নরকেও জগহ হোবে না । হাপনার রূপাইয়াতে হামি থুক ফেকে ।
 থু: থু: থু: ।

[হিরুয়া চলে যায়, ডাক্তার তাকে বাধা দেয় ।]

ডাক্তার ॥ শোন হিরুয়া আমাকে একা ফেলে যাস না । আমাকে একা ফেলে
 যাস না । আমি ভালো হতে চাই হিরুয়া । আমি ভালো হতে চাই ।
 আগ্ন আমরা হু'জনে মিলে ভাল হতে চেষ্টা করি । তুই বেশার বয়ে বাবি
 না তুই মদ খাবি না । আমি ঘুম নেব না । যা করে এই কলঙ্কিত মানুষগুলো
 চিরনিদ্রায় শায়িত ওদের ছায়া থেকে আমরা মুক্ত হতে চাই । তাই
 বলছি আমাকে একা ছেড়ে যাস না । আমি ভালো হতে চাই ।

হিরুয়া ॥ হাঁ, হাঁ ডাক্তার সাহাব । উলোগ জিন্দানে যো সমঝতে পারেনি
 সো উরা মার গিরে সমঝছে । উলোগ জরুর হামলোগকো আচ্চা হোতে
 বোলেছে । জরুর আচ্চা হতে বলেছে ।

[অন্ধকার নেমে আসে মুহূর্তের মধ্যে ।]

নাট্যকারের ঠিকানা : 'অনির্বাণ' মনিরামপুর গভ: কলোনী
 বারাকপুর, ২৪ পরগণা ।

ভাঁড়

স্মারজিৎ দত্ত

চরিত্র

শৈলেন কর

কৌশিক

ক্যামেরাম্যান

রূপত্রী

অমিতকুমার

বিভাস

অনন্ত

শেখর

এবং

কয়েকটি সংলাপহীন চরিত্র

[মঞ্চ : কালো পর্দা ঘেরা একটা ঘর। মঞ্চের পিছনের দিকে মাঝামাঝি অংশে একটি টেবিল ও একটি চেয়ার। তিনটি স্পট লাইট ব্যবহার করে মঞ্চকে প্রয়োজনমত তিনটি অংশ (জোন) হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।]

[মুখ্য চরিত্র শৈলেন কর মধ্যবয়স্ক। মুখে অতৃপ্তির ছাপ। পর্দা উঠতে দেখা যাচ্ছে একটি স্পট লাইট-এর আলোয় শৈলেন কি যেন লেখার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে এক একটা কাগজ ছিঁড়ে হেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে

ফেলছে। শৈলেন যখন লেখার চেষ্টা করছে তখন আবহ
সঙ্গীতের মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটা অংশ এক একটি
জোনে অভিনীত হয়ে মিলিয়ে যায়। কখনো কেবল
নেপথ্যে সংলাপ।]

[আবহ সঙ্গীতের মাঝে হঠাৎ বাধা]

নেপথ্যে (মহিলার স্বরে) ॥ (রেলের ব্রীজ পেরোনোর শব্দ) থোকা, থোকী,
তাগ, স্রাস্বারের মত তাইখ্যা ল'—সাদা ব্রীজ, সাদা ব্রীজ যায়...'
(ব্রীজ পেরোনোর শব্দ বাড়লো) থোকা তাখশস পদ্মা ক্যামন উতাল
পাখাল করে ' (ব্রীজ পেরোনোর শব্দটা আবাহ সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে যায়)

[কয়েক মুহূর্ত পরে সামনের একটি অংশে। চোখে
বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখছে কৌশিক। কৌশিক
বলে—

Silence, Light ready ?

নেপথ্যে ॥ OK !

কৌশিক ॥ Sound ?

নেপথ্যে ॥ OK !

কৌশিক ॥ Start Camera, Action ! (আবাহ অঙ্ককার। আবহসঙ্গীত)

একটি স্পটের পশ্চী ॥ স্থলেখা তো শকুনের মত হামলে পড়ে। বাচ-
বিচার নেই, কিচ্ছু নেই। আমি রিজেক্ট করলাম কি না করলাম ও accept
করে নিল রোলটা ! বলুন professional decorum তো একটা আছে,
না কি ? ও যদি না নিত আমি ঠিক বার্গেন করে script বদলাতে বাধ্য
করতাম। [আলো মিলিয়ে যায়। আবহসঙ্গীত]

[আবাহ light এ কৌশিক ব্যস্ত হয়ে বোঝাচ্ছে]

'হুজনে ধাক্কা খেলেন। উনি বলেন sorry. আপনি বলেন idiot, উনি
বলবেন sorry কইলাম তাও কন idiot—আশ্চর্য ? এইখানে হুজনের
হুটো big closeup ।

[আলো মিলিয়ে যায়। আবহসঙ্গীত]

একটি spot এ একটি ছেলে পরণে কোরাধুতি। অশৌচের পোশাক।

ইঠাৎ থমকে তাকায়। চট করে বেরিয়ে যায় শৈলেন নিজের চেয়ারে বসে অস্থির ভাবে চুলে বিলি কাটতে থাকে।

(আবহসঙ্গীত)

[একটি spot এ বিভাস]

- 'ছেড়ে আসতে পারবে তোমার সিনেমা, প্রেক্ষশালা থিয়েটারের ভাঁড়ামো, সাংবাদিকের কাছে হ্যাংল্যামো ? ছেড়ে আসতে পারবে তোমার টাকার লোভ, নাম-বশের লোভ। প্রতিপাত্তর লোভ ?...তুমি কোথাও গেলে ভাঁড় জমে যায়। লোকে তোমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে ঐ দেখ, ঐ শৈলেন কর, ঐতো ! তখন তোমার বুকের রক্ত ছলছলিয়ে ওঠে না শৈলেন দা ? বলো, সে সব তুমি ছেড়ে আসতে পারবে ?

[ঐ আলোটা মিলিয়ে যাবে। অস্ত zoneএ শৈলেন আবার একটা কাগজ ছেঁড়া কাগজের বুড়িতে কেল বিরক্ত মুখে উঠে দাঁড়ায়]

শৈলেন ॥ ধুর শালা ! হবে না, হবে না, impossible। (সিগারেট ধরায়। পায়চারী করে) এটা কখনো সম্ভব ? কি করে লিখবো ? লেখা কি আমার কাজ ? আমি তো একটা ভাঁড়, একটা জোকার। জোকারী করতে বলুন, ভাঁড়ামী করতে বলুন জমিয়ে রেখে দেব। সব হেসে কুটিকুটি হবে। অবশ্য আমাদের এমনি দেখলেই হাসে। কেন হাসে কে জানে। আমাদের হাসি দেখে হাসে, কান্না দেখে হাসে, কথা বলতে দেখলে হাসে, চুপ করে থাকতে দেখলে হাসে। পড়ে গেলে হাসে, উঠে দাঁড়ালে হাসে। কে জানে মরে যেতে দেখলেও হাসবে কিনা। কেন হাসে বলুনতো ? আমারও তো দুটো হাত, দুটো পা, একটা মাথা আর সব মাহুঘের মত ! তাহলে দেখলেই হাসি পাবে কেন ? (হঠাৎ গভীর হয়ে যায়) সবাই হাসে শুধু মিন্টু হাসে না। মিন্টু আমার ছেলে। আমি জানি ও কোনোদিনও হাসবে না। জানেন, আমাকে নিয়ে বোধহয় সবচেয়ে বেশী হেসেছে ভগবান। আমাকে সৃষ্টি করেই হেসেছে একটা প্রাণকাটা অট্টহাসি। সে হাসিটা এত তীব্র, এত ভয়ঙ্কর, যেন একটা আর্ত কান্নার চেয়েও ভীষণ। হাসি আর কান্না কখনো কখনো এক হয়ে যায়। গভীর

ভালবাসাও চোখে জল আনে। জানেন, সেই অট্টহালিটা আমি এখনও হঠাৎ হঠাৎ যেন স্তনতে পাই। আনমনে চমকে উঠি।

ইচ্ছে ছিল অমনি চমকে দেব সবাইকে। তাই শারদীয়া সিনেমা পত্রিকার এডিটর যখন লেখা চাইলেন তখন শেষ অবদি ঐ জন্মেই রাজী হয়েছিলাম। প্রথমে অবশ্য জানতাম আমার পক্ষে লেখা অসম্ভব, আমার ঘারা হবে না। আচ্ছা বলুনতো, একটা ক্লাউন, একটা জোকার, একটা তাঁড়, শুদ্ধ ভাবায় একটা হাস্যকৌতুক অভিনেতা—সে কখনো লিখতে পারে? অবশ্য বাংলা সাহিত্যের যা অবস্থা সবাই এক এক রাউণ্ড ট্রাই করে নিচ্ছে। সবাই লিখছে। এখানে চোর লেখে, পুলিশ লেখে, হিরো লেখে, জিরো লেখে, নেতা লেখে, বেস্টা লেখে—সবাই লেখে, সাহিত্য করে, নবনব মুদ্রণ নিমেষে নিঃশেষিত হয়ে যায়। সবাই লেখে—লেখেনা শুধু লেখক সাহিত্যিক। সাহিত্য যেন রাস্তার বেওয়ারিশ ঘাঁড়, ঘরে পড়ে আছে, মূচীগুলো কামড়াকামড়ি করছে কে কতটা ছাল ছাড়িয়ে দুপয়সা কামাতে পারে। তাই ভরসা করে আমিও ট্রাই করবো ভাবছিলাম।

কিন্তু কোথেকে শুরু করা যায়। শুরু করাটাই তো সমস্যা। হয়তো সবটাই কেবলই শুরু, কিংবা কিছুতেই সারাজীবন ধরে শুরুটাই করা গেল না। কে যেন বলেছিল, বিগিনীং ইস্ অফ্‌ন এ্যান এণ্ড। হয়তো তাই—শুরু আর শেষ গুলিয়ে যেতে যেতে কখন যেন এক হয়ে যায়। ঐতুড় ঘরের রক্তাক্ত অস্তিত্ব নিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আতঁচীংকার দিয়ে শুরু, নাকি ঋণানে চিতার আগুন আর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে শুরু? কে জানে? ই্যা ঋণানের কথায় মনে এলো। এই কদিন আগেই জ্বর রায় মারা গেলেন। ঋণানে প্রচুর ভীড়। আমরা এত ছুঁথের মধ্যেও খুশী, কেননা আর যাই হোক, আমাদের বিশ্বাস আবার সত্যি হলো—কোলকাতা শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাতে জানে, ভালবাসে। অস্বাভাবিক ভীড় দেখে আমরা অভিভূত। হঠাৎ চারদিকে গুঞ্জন। গুঞ্জন থেকে উচ্ছ্বাস, তার প্রকাশ প্রচণ্ড জোরে মুহূর্মুহু সিঁচি। কারা হঠাৎ চীংকার করে উঠলো—‘ঐতো ঐতো শুরু এসে গেছে’। সিঁটির সঙ্গে কোমর দোলান উদ্ধার নাচ, আর চীংকার ‘শুরু শুরু’। বুঝলেন ব্যাপারটা? উত্তমকুমার

এসেছেন। মনে হল—জহর রায় তোমার শবদেহটা কোনো শিল্পীর শবদেহ নয়, ওটা একটা বেওয়ারিশ লাশ যাকে ঘিরে আজকের এই শৈশাচিক উল্লাসের স্বেযোগ। তোমার শিল্পীজীবন অর্থহীন জহর রায়, তোমার জীবনান্ত একটা নিছক মৃত্যুসংবাদ ছাড়া কিছু নয়।

খুৎ! এভাবে শুরু হয় নাকি! তার চেয়ে বরং সেই পেটেন্ট প্রশ্নটা দিয়েই শুরু করা যাক—আপনি প্রথম কি করে সিনেমা লাইনে এলেন? কিন্তু শুরুও শুরু আছে। সিনেমায় নামার আগে আমি নাটক করতাম এখনও করি। অবশ্য এখনকার নাটকগুলোকে নাটক বলে ভুল করার কোনো কারণ নেই—প্রেশনাল স্টেজে প্রেশনাল ভাঁড়ের পাট করছি। নাটক প্রথম শুরু করেছিলাম সেই দামাল দিনের কলকাতায়। ছেঁড়া তার আর নবান্নের কলকাতা। নবজীবনের গানে কল্লোলিত কলকাতা। একদিকে প্রগতি লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ, অন্যদিকে গণনাট্য সঙ্ঘ। জর্জ বিশ্বাসের উদার কণ্ঠস্বর, বিকল মাইক্রোফোনের সামনে নিরাভরণ কণ্ঠে সৃষ্টি। মিত্রের কণ্ঠলাবণী—আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। দেশ ভাগের যন্ত্রণায় কলকাতা তখন কাৎরাচ্ছে।

আমি পদ্মাপারের লোক। আমাদের চোখের জলের সঙ্গে রক্তের কঁটাটা তফাৎ ছিল না। শুরু করলাম উদ্বাস্ত সমস্তার ওপর নাটক। আমার চরিত্রটা ছিল শেয়ালদা স্টেশানে ঘর গেরস্থালী পাতা বুড়ো বাপের, অক্ষম বুড়ো। ঝড়ে ভেঙে গেছে, কিন্তু মরেনি। এ নাটকে আমার মেয়ে না খেতে পেয়ে প্লাটফর্মের সংসার ফেলে পালিয়েছে। আমরা দুঃখ পাইনি, কেননা ভেবেছিলাম যাই হোক মেয়েটা অন্তত খেতে পাবে। কিন্তু না, মেয়েটা নিজে না খেয়ে অন্তরের আর এক কিদের শিকার হয়েছিল। দুদিন পর তার লাশ ভেসে ওঠে গঙ্গায়। তৃতীয় দিন ভোরে তখন বোধহয় সবে প্রথম ট্রেনটা সিটি দিয়ে স্টেশান ছেড়েছে—

(মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। ট্রেনের শব্দ। আলো পড়ে একটি অংশে। বুড়ো অর্থাৎ শৈলেন শুয়ে আছে। তার ছেলেটা তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকছে—)

ছেলে ॥ বাবা, বাবা, ও বাবা

বুড়ো ॥ (বুমচোখে) এঁয়া, কি কস ?

ছেলে ॥ মতির লাশ পাওয়া গ্যাছে গঙ্গার পাড়ে—

বুড়ো ॥ (খড়মড়িয়ে উঠে বসে) মতির লাশ ? কস কি তুই ?

ছেলে ॥ অর! মতিরে খুন কইর্যা ভাসায়ে দিছিল, আইজ ভাইশ্রা উঠাছে
গঙ্গায়—

বুড়ো ॥ (গভীর স্বরে) গঙ্গা! পতিতপাবনী গঙ্গা! মতিটার বড় ভাগ্যরে—

ছেলে ॥ কও কি বাবা ?

বুড়ো ॥ তর মায়ের লাশটার ত' হদিশই মিলল না। ক্যাজানে কন্থানে
পচ্ছে, শিয়াইল কুকুরে খাইসে ? মতিটার তবু ভাগ্য—গঙ্গারে ত'
পাইল !

ছেলে ॥ বাবা, তুমি কি পাগল হইস ? (বুড়ো চূপ। চোখগুলো পাথরের
চোখের মত ভাবলেশহীন) বাবা, মতির লাশ আনতে যাইবা না ?
সংকার করবা না ?

বুড়ো ॥ লাশ ? মতির লাশ ?...না ক্যান ? লাশ ক্যান ? শুধু মতির
লাশ। আভতো সারা ত্যাশটাই দুইখান হইয়া লাশের মতো পইড়্যা
আছে, আমার মতির মতো তারও সমস্ত গায়ে বীভৎস পৈশাচিক
অত্যাচারের চিহ্ন।...নানা, তবু লাশ ফিরাইয়া দে, ত'রা লাশ ফিরাইয়া
দে, আমার মতির লাশ ফিরাইয়া দে। আমি কাউরে ছাড়ুম না,
কিছুতেই না। (অপ্রকৃতিস্থের মতো দৌড়ে বেরিয়ে যায়।)

ছেলে ॥ বাবা, বাবা—

(প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ অন্ধকার। অন্ধ কোণে
আলো পড়ে)

শৈলেন ॥ আমার এই অভিনয় দেখেছিল এক সিনেমা ডাইরেক্টরের দালাল,
চাম্চা। ডাইরেক্টর ব্যস্ত লোক। সময় কম। তাই সাহিত্য-টাহিত্য
ইত্যাদি খবর রাখা সম্ভব নয়। এই চাম্চাদের কেউ কেউ খবর নেয় কোন্
গল্পোটা ফিল্মের উপযোগী, কখনও বা সিনেমার স্পেশালিস্ট গল্পলেখকের
চাম্চার থেকে খবর নেয়, কখনও বা সরাসরি লেখকের কাছে থেকেই।
কেউ কেউ আবার খবর আনে কে কোথায় কেমন অভিনয় করছে।

উঠতি অভিনেতার। এদের রূপা পাবার জন্তে উন্মুখ হয়ে থাকে—কিন্তু
 যদি একটা চান্স পাওয়া যায়। আমি একজন চান্স খোঁজ করছিল ভাল
 বাঙালি বলিয়ে অভিনেতার। হঠাৎ কেন কে জানে আমার চোখে ধরে
 গেল। শোয়ের পর সোজাহুজি জিগ্যাস করল—কি সিনেমায় অভিনয়-
 টাভিনয় করার ইচ্ছে আছে নাকি? সিনেমায় অভিনয়? সে তো
 ভাবতেই পারিনা! বন্ধুরা বলল—লেগে যা, লেগে যা, তোর ভাগ্যে
 সিকে ছিঁড়েছে। সত্যিই সিকে ছিঁড়লো। ক্রীন টেস্ট-বেস্ট হলো।
 স্মাটিং ডেট পড়ল। অনেক, অনেক আশা নিয়ে স্টুডিও ফ্লোরে এলাম।
 স্মাটিং চলছিল ‘গাধুলী বেলা’ ছবির। সিকোয়েন্সটা ছিল নায়িকা
 আমাকে অর্থাৎ বাঙালি চাকরকে একটা চিঠি দিয়েছে নায়ককে দিয়ে
 আসতে, নায়ক যেন আজ বিকেলে নায়িকার বাড়ী না আসে। কিন্তু
 আমি চিঠি দিতে যাওয়ার আগেই নায়ক এসে গেছে। সেই শটেরই টেক
 চলছে।

[মঞ্চ অঙ্ককার সামনের স্টেজে আলো পড়ে। কৌশিক
 অর্থাৎ পরিচালক ভিউকাইণ্ডার দিয়ে নায়িকাকে অর্থাৎ
 রূপশ্রীকে দেখছে]

কৌশিক ॥ (ভিউকাইণ্ডার নামিয়ে) ওকে, সাইলেন্স। লাইট রেডী?

নেগথ্যে ॥ ওকে।

কৌশিক ॥ সাউণ্ড?

নেগথ্যে ॥ ওকে।

কৌশিক ॥ স্টার্ট, ক্যামেরা।

জনৈক ॥ (ক্লিপটিক দেয়) সীন ফরটি ফোর, টেক ফোর।

কৌশিক ॥ এ্যাকশান!

রূপশ্রী ॥ (আবেগ ভরে অমিতের দিকে এগিয়ে আসে) না না আমি তোমায়
 বোঝাতে পারব না গো। তুমি বার বার ভুল বুঝছ। একটু ভেবে দেখ
 আমাদের সম্পর্ক—আমি মাষ্টার, তুমি ছাত্রী—

কৌশিক ॥ কাট কাট! এই নিয়ে চতুর্থবার কাট করতে হল। একটু
 কনসেনট্রেট করুন, প্রীজ। ডায়লগটা তুমি মাষ্টার, আমি ছাত্রী।

রূপশ্রী ॥ (বিড়বিড় করে) তুমি মাষ্টার, আমি ছাত্রী । ওকে, ওকে ।

কৌশিক ॥ রেডী, ষ্টার্ট এ্যাকশান—

রূপশ্রী ॥ না না, আমি তোমায় বোঝাতে পারবো নাগো । তুমি বার বার
ভুল বুঝছো । একটু ভেবে দেখ আমাদের সম্পর্ক—তুমি মাষ্টার, আমি
ছাত্রী—

অমিত ॥ জানি, আমি সব জানি রীতা, কিন্তু—

রূপশ্রী ॥ না, কোনো কিন্তু নেই । তুমি জানো না আমাকে নিয়ে সবাই
মেতে উঠেছে—

কৌশিক ॥ কাই কাট্! মাতামাতি কোথায় এর মধ্যে ? ডায়ালগটা হলো
আমাকে ঘিরে বিছানো এক গভীর ষড়ষন্ত্রের জাল—

রূপশ্রী ॥ ওকে, ওকে ।

কৌশিক ॥ ঠিক আছে ? রেডী, ষ্টার্ট, এ্যাকশান—

রূপশ্রী ॥ না, না, আমি তোমায় বোঝাতে পারবো নাগো । তুমি বারবার
ভুল বুঝছো । একটু ভেবে দেখ আমাদের সম্পর্ক—তুমি মাষ্টার, আমি
ছাত্রী—

অমিত ॥ জানি, আমি সব জানি রীতা, কিন্তু—

রূপশ্রী ॥ না, কোন কিন্তু নেই । তুমি জানানো আমাকে ঘিরে বিছানো
কি এক গভীর ষড়ষন্ত্রের জাল ।...এখুনি অরুণ এসে পড়বে তুমি কথা
দাও (হঠাৎ চাকরবেশী শৈলেনকে দেখে) । একি, তুমি ধ্বজের মতো
দাঁড়িয়ে ?

চাকর ॥ চিঠিটা ।

রূপশ্রী ॥ চিঠিটা ? ইউ স্টুপিড । সব শুনছিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ।

চাকর ॥ না, তুমি মাষ্টারবাবুরে পড়া দিতাছিলো, তাই—

রূপশ্রী ॥ তুমি নিশ্চয়ই শুনেছো কি বলছিলাম—

চাকর ॥ শুনছি, কিন্তু বুঝি নাই । আমরা মূখ্যমুখ্য মায়াবী । পড়াশুনার
অত শক্ত শক্ত কথা বুঝি না, বুঝি বারণ ।

রূপশ্রী ॥ ইউ বাডাল স্কাউণ্ডেল, তুমি চিঠিটা ওকে দাওনি কেন ?

চাকর ॥ দিমু ক্যামনে ? ওনার ত ত'র সময় না । আমি যাওনের আগেই

উনি আইত্তা পহুসেন। এমন মাষ্টার দেখি নাই বাবু, ঝড় নাই, জল
নাই, ছুটা ছাটা নাই পড়াশুনার কি তাগিদ—

অমিত ॥ চোপ্!

চাকর ॥ এই চোপ দিলাম—

রূপশ্রী ॥ আই সে, গেট আউট!

চাকর ॥ এঁ্যা, কি কও?

রূপশ্রী ॥ আই সে, গেট আউট!

চাকর ॥ খাইসে! কি যে কও মাথামুণ্ড, বুঝি না। যাই গিয়া।

রূপশ্রী ॥ যাও, বাঙাল কোথাকার। (শটের কম্পোজিশন ভেঙ্গে বেরিয়ে
আসে শৈলেন। অন্তরা বেরিয়ে যায়।)

শৈলেন ॥ বাঙাল কোথাকার!—গালাগাল! কোনো একটা দেশের ভাষা
বলা, সেই দেশের মানুষ হওয়াটাই এদেশে হাশ্বকর। হবে না? হাশ্বকর
হবে না? সে দেশের মানুষ যে ভাষার জন্তে প্রাণ দেয়, আমার সোনার
বাঙলা গানের সুর গলায় নিয়ে মেশিনগানের সামনে বুক পেতে দিতে
বিধা নেই তাদের। আমরা তাদের দেখে হাসবো না তো কি!
যাক্গে, মরুক্গে। কি হবে ও নিয়ে ভেবে? আমি তো অন্তত
ওরই জন্তে তরে গেলাম। গোধূলী বেলায় আমার বাঙাল কথা আমার
সাক্ষেস এনে দিল। পরপর কন্ট্রাক্ট পেতে লাগলাম। না না, অভিনয়
করার জন্তে নয়, ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে বাঙাল কথা বলার জন্তে;
ভাঁড়ামী করার জন্তে!

একটার পর একটা ছবিতে কন্ট্রাক্ট। ভীষণ ব্যস্ত। একদম
সময় পাচ্ছি না। প্রত্যেকদিন তিন চারটে ফ্লোরে শুটিং থাকে। দেরি
হয়ে যায় শুটিংএ পৌছতে। কিন্তু ওরা আমাকে ছাড়তে পারে না কেননা
আমার বক্স অফিস হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। সব রেডী করে ওরা আমার
জন্তেও আজকাল অপেক্ষা করে থাকে—(আলো দ্বান হয়ে আসে।
শৈলেনের প্রস্থান। আলো জোরাল হতে দেখা যায়, কৌশিক ব্যস্ত হয়ে
পায়চারী করছে। ক্যামেরাম্যানের হতাশভাব)

ক্যামেরাম্যান ॥ দিস ইস টু মাচ দাদা

কৌশিক ॥ ই্যা কি বলছ ?

ক্যামেরাম্যান ॥ বলছি ঐ শৈলেন কয়ের অন্তেও শুটিং পোস্টপও করে বসে থাকতে হবে ?

কৌশিক ॥ কি করবো বলো, উপায় নেই।

ক্যামেরাম্যান ॥ উপায় নেই কি ? আপনারাই তো ওকে মাথায় তুলেছেন।

কৌশিক ॥ বক্স ব্যাপারটাও তো দেখতে হবে। শৈলেন যাই করুক আজ লোকে হাসবে। ওর বক্স আছে। ওর শ্যাণ্ট খুলে গেলেও লোকে হেসে গড়িয়ে পড়ে—

ক্যামেরা ॥ আপনারাই তো এর অন্তে দায়ী।

কৌশিক ॥ আমরা ? প্রোডিউসার আগরওয়াল পয়সাটা এমনি ঢালছে না। He wants return. তার সেকটি ভাল্‌ব হিসেবে চাই রূপশ্রীকে, অমিতকুমারকে আর ঐ শৈলেন করকে।

ক্যামেরা ॥ তার মানে সেক্স, গ্যামার এ্যাণ্ড বাফনারী ! এই তো। এই নিয়েই তো বাংলা ছবি।

কৌশিক ॥ মাইথলজিটা বাদ দিলে যে ফর্মুলা থেকে ?

ক্যামেরা ॥ ঐ একই ব্যাপার। সেনসরশিপের ধাঁধায় সেক্স নিয়ে হাল্‌মা তাই মাইথলজিকাল ছবিতে উর্বশী স্ত্রীরাটো হয়ে নাচলেও সেটা মাইথল-জির পাশপোর্ট পেয়ে যাবে। এই তো ব্যাপার—

কৌশিক ॥ না ঠিক তা নয়, আসলে লোকে এখন মাইথলজিটা নিচ্ছে ভাল। দেখছে না বাজার।

ক্যামেরা ॥ তাহলে আপনারা—এইসব প্রোগ্রেন্ড পরিচালক, সাহিত্যিক, শিল্পী, নেতা সবাই মিলে এন্ট্রিন করলেনটা কি ? আশ্চর্য লাগে যখন দেখি লাল ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিলে লাইন যত বড়, ঐসব ছবির টিকিট কাউন্টারে কিংবা কালীঘাটের মন্দিরে লাইন তার চেয়ে ছোট নয়। আপনারদের ঐসব আন্দোলন ইস নাথিং বাট এ সুপার ক্লপ—

(শৈলেনের প্রবেশ)

শৈলেন ॥ কে, কে ক্লপ করলো (কৌশিক, ক্যামেরাম্যান দুজনেই শশব্যস্ত উঠে দাঁড়ায়)

কৌশিক ॥ (বিগলিত ভাব) কি, কোন স্টুডিওয় ছিল তুষ্টি ?

শৈলেন ॥ ইন্দ্রপুরী । আর বলবেন না মশাই, ইন্দ্রপুরী থেকে এখানে এইটুকু আসতেই পাকা এক ঘণ্টা ।

কৌশিক ॥ কেন ?

শৈলেন ॥ আর কেন—মিছিল । পাকা দেড় মাইল লম্বা মিছিল । গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাওয়া সেলিব্রেট করতে সভায় যাচ্ছে মিছিল করে—

কৌশিক ॥ এই গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যাপারটা যে কখন যায় আর কখন আসে সেটাই বুঝি না ।

শৈলেন ॥ যুক্তিল, বোঝা খুব যুক্তিল ।

ক্যামেরা ॥ কেন ?

শৈলেন ॥ বায়বীয় পদার্থ তো । ধরা-ছোঁয়ার বাইরে । কিংবা বলতে পারেন অনেকটা ডগবানের মতো । অদৃশ্য, কিন্তু আছে—আছে আনতি পারোনা ।

ক্যামেরা ॥ মনে হচ্ছে গণতন্ত্র সম্বন্ধে আপনার একটা স্পেশাল এ্যানালিসিস রয়েছে—

শৈলেন ॥ ঠিক এ্যানালিসিস নয়, গণতন্ত্রের প্যারালিসিসের ওপর একটা সংজ্ঞা—

কৌশিক ॥ শুনি, আপনার সংজ্ঞাটা কেমন ।

শৈলেন ॥ (ফুলে পড়া দেওয়ার স্বরে) জনগণের শবের উপর বলিয়া যে তান্ত্রিক শবসাধনা করা হয় তাহাকেই গণতন্ত্র বলে—

ক্যামেরা ॥ আপনার এইসব ব্যাপারগুলো হালকা করতে করতে এমন পর্যায়ে এনে ফেলেছেন যে—

শৈলেন ॥ যে একেবারে পল্কা হয়ে গেছে—এই তো ? বুঝলেন মশাই আপনাদের এইসব ইজমগুলো নিয়ে একটা বেশ মেডইজী উদাহরণ চুনলায়—

কৌশিক ॥ কি রকম উদাহরণ ?

শৈলেন ॥ ধরুন আপনার ছোটো ছাগল আছে—

কৌশিক ॥ ছাগল ? রাজনীতি চর্চায় ছাগল !

শৈলেন ॥ ইয়েস ছাগল আর পাগল এই নিয়েই তো এখানকার রাজনীতি ।
ছাগল হচ্ছি আমরা যারা ঐ গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যে বলি প্রদত্ত হয়েছি, আর
পাগলের কারখানা তো দেখছেনই । যে যত বেশী পাগলামী করতে পারবে
সে নির্বাচনে তত বড়ো জায়গাট কিলার ।

ক্যামেরা ॥ কিন্তু সব জায়গায় তো আর 'একই ব্যাপার চলছে না—

কৌশিক ॥ আহ্ খামুন না, ওঁর ছাগলের এ্যানালিসিসটা শুনি । ইন্টারেস্টিং !
বলুন—

শৈলেন ॥ ধরুন, আপনার ছুটো ছাগল আছে । সোস্টিজিমে ঐ ছাগল
ছুটো ভাগাভাগি হবে আপনার আর আপনার প্রতিবেশীর মধ্যে,
কমিউনিজিমে ছুটো ছাগলই স্টেট নিয়ে নেবে, এবং আপনাকে দরকার
মত দুধ দেবে । ক্যাসিজিমে ঐ ছুটো ছাগল ওরা কেড়ে নিয়ে রান্না করে
মাংস খাবে আর আপনাকে গুলি করে মেরে ফেলবে এবং গণতন্ত্রে ছুটো
ছাগলই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হয়ে যাবে । তার একটা না খেতে পেয়ে মরে যাবে,
অন্তটার দুধ হয়ে ফেলে দিয়ে রাশিয়া কিংবা আমেরিকা থেকে দুধ
ইমপোর্ট করা হবে ।

[সবাই হাসে । রূপত্মীর প্রবেশ । সঙ্গে সিনেমা পত্রিকার
সাংবাদিক নীরেন এবং একজন ফোটোগ্রাফার । ফটো-
গ্রাফার কেবলই রূপত্মীকে নিয়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত ।]

রূপত্মী ॥ (তাকামীর স্বর) আমরা নিশ্চয়ই শৈলেনবাবুর একটা আইটেম মিস
করলাম । সত্যি আপনি যা হাসাতে পারেন না শৈলেনবাবু—

শৈলেন ॥ আপনার সুন্দর মুখে হাসি ফোটানোয় যে কি আনন্দ !

রূপত্মী ॥ আপনি আবার লেগপুলিং করছেন—

শৈলেন ॥ কি যে বলেন, সে সৌভাগ্য কি আমার হবে ?

রূপত্মী ॥ দেখছেন নীরেনবাবু অসভ্যতাটা । ওহো, আপনার সঙ্গে তো
আলাপই করিয়ে দেওয়া হল না । (শৈলেনকে দেখায়) ওঁকে তো
চেনেনই—

নীরেন ॥ (নমস্কার করে) হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই—(কৌশিক ঝড়ি দেখে বারবার)

শৈলেন ॥ (প্রতিনিমস্কার) আমার সঙ্গে আলাপ নয়, প্রলাপ বকতে হবে—

ভাঁড়

রূপত্ৰী ॥ ইনি নীরেনবাবু। নীরেন...কি যেন বল্লেন পদবীটা ?

নীরেন ॥ নীরেন মুখার্জী।

রূপত্ৰী ॥ হ্যা হ্যা নীরেন মুখার্জী, চলচ্চিত্র পত্রিকার সাংবাদিক। (কৌশিককে দেখায়) ইনি কৌশিক সান্যাল, এই ছবিটা পরিচালনা করছেন।

কৌশিক ॥ (নমস্কার করে) খুব ভাল হল আপনি এসেছেন। (ঘড়ি দেখে)

রূপত্ৰী ॥ উনি আমার বাড়ী এসেছিলেন একটা স্পেশাল কাভারেজের জন্তে।

আমি ওঁকে জোর করে এখানে নিয়ে এলাম।

কৌশিক ॥ খুব ভাল, খুব ভাল করেছেন। (ঘড়ি দেখে) তা আমরা এবার শুরু করি। কৌশিকবাবুও রয়েছেন—(নীরেনকে) একটু দেখুন বইটা কেমন এগোচ্ছে—

রূপত্ৰী ॥ হ্যা, আপনারা রেডী হয়ে নিন, আমি ততক্ষণে বাকীটা সেয়ে নিই নীরেনবাবুর সঙ্গে—

কৌশিক ॥ আমরা রেডী। শুধু লাইটটা একটু—

রূপত্ৰী ॥ বেশতো, আপনারা করুন। আমরা ততক্ষণে—। আহুন নীরেনবাবু (রূপত্ৰী নীরেনকে নিয়ে একটা কোণে বসে। কৌশিক ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে মুকাভিনয়ের সাহায্যে আলোচনা করার ভাব করে। আলোর দিকে মাঝে মাঝে দেখায়। শৈলেন স্ট্রীপ্ট দেখতে থাকে একমনে)

নীরেন ॥ শুনলাম আপনি নাকি 'আধার রাত' ছবিতে শেষ অবধি সহী করলেন না ?

রূপত্ৰী ॥ কি করে করবো বলুন, স্ট্রীপ্ট এতো বাজে না, কি বলবো ?

নীরেন ॥ বাজে মানে ?

রূপত্ৰী ॥ বাজে মানে ঐ আর কি—ক্যামেরা সারাক্ষণ অমিতকেই ফলো করছে, রূপত্ৰী যেন ফাল্গনা। এমন কি আমার একটা নাচের সিকোয়েন্সেও ক্যামেরা অমিতের চোখের একটা বিগ ক্লোজ শট নিচ্ছে— আশ্চর্য !

নীরেন ॥ হয়তো, ঐসময়ে নায়কের রিএ্যাকশনটা বোঝাবার জন্তে—

রূপত্ৰী ॥ (উত্তেজিত) নাচের সিকোয়েন্সের নাচ বড়ো, না নায়কের রিএ্যাকশন বড়ো ?

নীরেন ॥ হ্যা, সেতো ঠিকই বিশেষ করে আপনি যখন নাচছেন! আচ্ছা
শুনলাম ও রোলটা নাকি শেষ অর্ধি স্থলখা পেয়েছেন?

রূপশ্রী ॥ স্থলখাতো শব্দের মত হামলে পড়ে। বাচবিচার নেই, কিছু
নেই। আমি রোলটা রিজেক্ট করলাম কি না করলাম ও অমনি
এ্যাক্সেন্ট করে নিল? বলুন প্রফেশানাল ডেকোরাম তো একটা আছে
না কি? ও যদি না নিত, দেখতেন আমি ঠিক চাপ দিয়ে ক্রীস্টটা
বদলাতে বাধ্য করতাম। (ক্যামেরাম্যানের গলা শোনা যায়। নীরেন-
রূপশ্রী যুক্তাভিনয় করতে থাকে)।

ক্যামেরা ॥ (উপরের দিকে তাকিয়ে) আট নম্বর কাটো একটু। আট নম্বর
এ্যাই আট নম্বর—

কৌশিক ॥ কিরে বাবা এ জবাব দেয় না কেন? শব্দ-ফক খেয়ে মরলো
নাকি? এ্যাই আট নম্বর—

ক্যামেরা ॥ (উপরের দিকে) সাত, দেখোতো কি হলো ওর। (সবাই উপরের
দিকে তাকিয়ে) ওখানকার ওয়্যারিংগুলো ঠিক স্থবিধের নয়, লোকগুলো
ঐভাবে বসে থাকে।

কৌশিক ॥ (উপরের দিকে) সাবধান, সাবধান। (সবাই উপরের দিকে
তাকিয়ে। কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে। হঠাৎ সবাইর মুখ হাসি হাসি হয়)
কি কি হয়েছিল কি তোমার?

নেপথ্যে ॥ লাইটের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে নিয়ে ব্যাটা ঘুমোচ্ছিল—

কৌশিক ॥ ঘুমোচ্ছিল? ইয়াকি নাকি? মারা পড়লে তখন?

নেপথ্যে ॥ পার্টটাইম করেতো, নাইট উডিউটি দিয়ে এসে কাজ করছে। তাই
ঘুমিয়ে পড়েছিল।

রূপশ্রী ॥ (স্বাকামীর ভাব) উহ্, আমার যা ভয় হচ্ছিল না—ব্যক ধড়াস
ধড়াস করছিল একেবারে। শেষে আমাদের নিয়েও থানা পুলিশ
টানাটানি হতো।

কৌশিক ॥ আহুন তাহলে সিকোয়েন্সটা দেখে নিন।

রূপশ্রী ॥ হ্যা শুরু করুন, আমারও তাড়া আছে (রূপশ্রী এগিয়ে আসে)।
সেকাপটা বোধহয় এতক্ষণে নষ্ট হয়ে গেল।

ডাঁড়

৩৪৫

কৌশিক ॥ শট নেওয়ার আগে আরেকবার টাচ করে নিলেই চলবে ।

রূপত্ৰী ॥ শট নেওয়ার আগে মানে ? এখন শট নিচ্ছেন না ?

কৌশিক ॥ (আমতা আমতা করে) না মানে একটু রিহার্সাল দরকার—
এ্যাকশান বেশী তো ।

রূপত্ৰী ॥ এ্যাকশানটা কেমন শুনি ।

কৌশিক ॥ ই্যা বলছি । শৈলেনবাবু কই, আহ্নন ।

[শৈলেন এগিয়ে আসে । বিভাসের প্রবেশ]

কৌশিক ॥ কাকে চাই ?

বিভাস ॥ শৈলেননা—

শৈলেন ॥ আরে বিভাস, তুই ?

বিভাস ॥ একটু কথা ছিল ।

শৈলেন ॥ বোস বোস, শটটা সেরে নিয়েই আসছি ।

রূপত্ৰী ॥ (নীরেনকে) আপনি বাবেন না যেন, কথা আছে ।

নীরেন ॥ না না আমি আছি । শটটাও দেখবো আর তাছাড়া শৈলেন—
বাবুয় সঙ্গেও একটু কথা আছে—

কৌশিক ॥ আহ্নন—(একটা অংশ দেখায়) এইটা ক্যামেরা জোন ।

(শৈলেনকে দেখায়) উনিও একজন নায়ক—

রূপত্ৰী ॥ (শৈলেনের দিকে আড়চোখে তাকায়) নিশ্চয়ই বাঙাল ?

শৈলেন । তা আর বলতে !

রূপত্ৰী ॥ আপনি কিন্তু বেশী হাসাবেন না আমায়—প্লীজ !

কৌশিক ॥ (রূপত্ৰীকে) আপনি কলেজ সেরে ফিরছেন । উনি ওদিক থেকে
হস্তদস্ত হয়ে এসে এখানটার বাঁক নিচ্ছেন । দুজনে ধাক্কা খেলেন । উনি
বল্লেন, সরি, বলে বই তুলে দিতে গেলেন, আপনিও নীচু হলেন, দুজনের
আবার মাথায় ঠোকর । উনি আবার বল্লেন, সরি । বুঝতে পারলেনতো
ব্যাপারটা—

শৈলেন ॥ সব বুঝছি, বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন—

রূপত্ৰী ॥ আর ডায়লগ নেই ?

কৌশিক ॥ ই্যা ই্যা, এইতো (ক্রীস্টটা দেখে) উনি বল্লেন সরি, আপনি

বলেন ইডিয়েট। উনি ভখন বলবেন—সরি কইলান, তাও কন ইডিয়েট, আশ্চর্য! এইখানে ছুজনের ছুটো বিগ ক্রোজ। তারপর মিডলঙে এসে ষ্টল হয়ে যাচ্ছে, তার ওপরই টাইটেল। নিন্...আহ্ন। (ওরা ছুজনে এগিয়ে আসে। কৌশিক ঐ অংশটা আবার দেখায়) এইখানটা এ্যাকটিং জোন। শৈলেনবাবু, আপনি এদিক দিয়ে বাক নেবেন যাতে একটা টানিং এ্যাকশান থাকে। রূপত্ৰী দেবী, আপনি এদিকটা দিয়ে আহ্ন। রেডী? (সবাই মাথা নাড়ে) দাঁড়ান (ক্যামেরার পিছনে গিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দেখতে দেখতে) হ্যাঁ নিন্, স্টার্ট। (ছুজনে ছুদিক থেকে আসে। রূপত্ৰী জোনের বাইরে চলে যায়) না না রূপত্ৰী দেবী আপনি জোনের বাইরে চলে যাচ্ছেন, আরও ডাইনে চেপে আহ্ন—

রূপত্ৰী ॥ এইখানে ঠিক আছে?

কৌশিক ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আবার শুরু করুন (ছুজনে ছুদিক দিয়ে আসে) ধাক্কা খায় (রূপত্ৰী ক্যামেরার দিকে পিছন করে আছে) রূপত্ৰী দেবী, ক্যামেরায় কম্প্রিট ব্যাক না, প্রোফাইল, প্রোফাইল (রূপত্ৰী ঘুরতে থাকে ধীরে ধীরে)। হ্যাঁ ঠিক। নিন্ শুরু করুন আবার। শৈলেনবাবু স্পীডটা একটু বাড়বে। (শৈলেন মাথা নাড়ে। যথা নির্দেশ করে। সজোরে ধাক্কা খায়। রূপত্ৰী টাল সামলাতে না পেয়ে বেসামাল হয়ে যায়। কাঁধে ধাক্কার চোটে উহ্ করে ওঠে) ওকে! বিউটিফুল!

শৈলেন ॥ সরি [রূপত্ৰী কাঁধ ধরে বসে পড়েছে]

কৌশিক ॥ এ্যাকশান, এ্যাকশান রূপত্ৰী দেবী।

রূপত্ৰী ॥ কাঁধে ভীষণ লেগেছে, উহ্। (ক্লোয়ে বসে পড়েছে)

শৈলেন ॥ সরি, সরি।

[সবাই দৌড়ে আসে। শৈলেন ওকে হাত ধরে তুলতে থাকে। নীরেনের ইঙ্গিতে ফটোগ্রাফার দৌড়ে এসে ঐ ছবিটা তুলতে থাকে]

রূপত্ৰী ॥ (কঁকাতে কঁকাতে) মুখটা যেন বেশী বিকৃত না দেখায় প্রীজ। কি এ্যাক্শেল থেকে নিচ্ছেন? ধ্যান, ও এ্যাক্শেলটা আমার ভাল আসে না।

[ফটোগ্রাফার বিভিন্ন দিক থেকে ছবি তুলতে থাকে।]

রূপশ্রী । আমি আজ আর শট দিতে পারবো না কৌশিক বাবু—

কৌশিক । আর পারবেন না ? তাহলে—?

রূপশ্রী । যা হয় করুন, আমি প্রচণ্ড ইনজিওর্ড—

কৌশিক । তাহলে তো প্যাকআপ করা ছাড়া উপায় নেই। খুব লেগেছে।

ডাক্তার ডাকবো নাকি ?

রূপশ্রী । না না আমি সোজা বাড়ী যাচ্ছি। ম্যাসেজ নিতে হবে। কদিনের

ধাকা আবার কে জানে। চলুন, নীরেনবাবু—

নীরেন ॥ এঁ্যা। ইঁ্যা ইঁ্যা। মানে এই অবস্থায় যাবেন ? একটু বরং রেঁ
নিয়ে নিলে পারতেন।

রূপশ্রী ॥ সেই ভাল। আমি মেকাপকরে বসছি। মিনিট পনেরো পর
বেরোবো।

নীরেন ॥ আমি ততক্ষণে শৈলেনবাবুর সঙ্গে কথাটা সেয়ে নিই। (রূপশ্রী
মাথা নেড়ে বেরিয়ে যায়। শৈলেন ওদিকে বিভাসের সঙ্গে যুকাভিনয়ে
কথা বলছিল। পরবর্তী সংলাপ চলাকালীন নীরেন, শৈলেন ও বিভাস
ছাড়া অন্তরা বেরিয়ে যায় ধীরে ধীরে) শৈলেনবাবু, একটু কথা ছিল।

শৈলেন ॥ ইঁ্যা বলুন না। আস্তন বসুন। বোস বিভাস বিভাস কি যেন
বলছিলি, তোদের নাটক অনন্ত ভাইরেকশান দিচ্ছে ?

বিভাস ॥ ইঁ্যা বললাম তো। আমরা সামনের মাসে প্রোডাকশান নামাবো।
প্রোডাকশনের খরচ বাবদ কিছু টাকা দরকার। তোমরা ইউনিটের
পুরোনো—

শৈলেন ॥ (হঠাৎ নীরেনকে) দেখলেন তো, শটটা বনচাল হয়ে গেল। সব
আপসেট। এইভাবে আমাদের সময়গুলো যায়—নিজেরাই দেখলেন তো।
আর আপনারা বলেন ছবি তৈরী হতে দেরি হয় কেন—

নীরেন ॥ এ তো আপনারা হাতের বাইরে। আপনারা আর কি করবেন ?

শৈলেন ॥ ঐ তো কিস্তি হাতে নেই। সব তাঁর ইচ্ছে। আমরা শুধু পুতুলের
মতো নাচছি—

বিভাস ॥ শৈলেনদা, তাহলে আমাদের—

শৈলেন ॥ ইঁ্যা, কি বলছিলি, অনন্ত ভাইরেকশান দিচ্ছে, এঁ্যা ?

বিভাস । ই্যা তাই প্রোডাকশান কন্স্টার—

শৈলেন ॥ বুঝলেন নীরেনবাবু, এই নাটক—নাটকই হচ্ছে আসল নাটকে অভিনয় করে যে একটা দারুন আনন্দ, যে স্যাটিস্ফ্যাকশান—

নীরেন ॥ যারা সত্যিকারের অভিনেতা তারা তো নাটক পছন্দ করবেনই ।

শৈলেন ॥ বুঝলেন ফিল্মের অভিনয়ে সেই কমিউনিকেশানের আনন্দটা নেই, নাটকে যে ডিরেক্ট কমিউনিকেশন ।

নীরেন ॥ আপনি এ অর্ধি কটা ফিল্মে রোল করেছেন ?

শৈলেন ॥ তাতো গুণে বলতে হবে । ধরুন গোটা পঁচিশেক হবে প্রায় ।

নীরেন ॥ পঁচিশ ? সমস্তই কমেডিয়ান রোল ?

শৈলেন ॥ ই্যা, একেবারে ব্রাণ্ডেড কমেডিয়ান—

বিভাস ॥ (বিরক্ত) শৈলেনদা, আমাদের প্রোডাকশান কন্স্টার ব্যাপারে—

শৈলেন ॥ তোরা সত্যি দেখালি ! অনন্তও ডাইরেকশান দিচ্ছে, এ্যা ! বুঝলেন নীরেনবাবু, এই ছেলেগুলো, এদের সিনসিয়্যারিটি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না । এইটুকু টুকু ছেলে ! প্রথম যখন নাটক করতে এলো কথা বলতে গলা কাঁপতো, ঠেজে দাঁড়াতে পা টোলতো । কিরে মনে আছে সব ? অথচ আজ, কি আত্মবিশ্বাস—

নীরেন ॥ ঠেজ সম্বন্ধে আপনার খুব দুর্বলতা আছে, আপনার একটা ইন্টারভিউতেও পড়েছিলাম—

শৈলেন ॥ আরে মশাই অভিনেতার তো ঠেজই সব । ওখানেই তো অভিনয়ের আসল এক্সপেরিয়েন্স, আসল চ্যালেঞ্জ । বিদেশী অ্যাক্টরদের দেখুন না, স্যার লরেন্স অলিভিয়ার থেকে শুরু করে পিটার ওটুল

নীরেন ॥ কিন্তু চার্লি—

শৈলেন ॥ চার্লি ইজ্ চার্লি ।

বিভাস ॥ শৈলেনদা, যে কথাটা বলছিলাম । আমার একটু তাড়া ছিল ।

শৈলেন ॥ বুঝলি বিভাস । তোরা সত্যি অবাক করে দিয়েছিস । অনন্ত ডাইরেকশান দিচ্ছে, এ্যা ! বুঝলেন নীরেনবাবু এ্যা এতো কষ্ট করে—

বিভাস ॥ (প্রচণ্ড বিরক্ত) তুমি ব্যস্ত আছ শৈলেনদা । আমি আজ আসি ।

শৈলেন ॥ বাচ্ছিল। আয়। দেখা করিস মাঝে মাঝে। ভোদেয় দেখলেও
ভাল লাগে।

বিভাস ॥ আমরা প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলায় রিহার্সালে বসছি। ওখানে খোঁজ
করলেই পাবে আমাদের। আসি।

শৈলেন ॥ আয়। (বিভাসের প্রস্থান)

নীরেন ॥ আচ্ছা শৈলেনবাবু; আপনি প্রফেশানাল ষ্টেজেও তো প্রচুর নাটক
করছেন?

শৈলেন ॥ হ্যাঁ, করছি; মানে করতে বাধ্য হচ্ছি আর কি?

নীরেন ॥ কেন বাধ্য কেন? আপনারা আছেন বলেই তো ওখানে চুটিয়ে
ব্যবসা চলছে। আপনাদের বাদ দিয়ে—

শৈলেন ॥ না ঠিক বাদ দেওয়ার ব্যাপার নয়—বাদ দেবেই বা কেন? আর
আমরাও তো চাই ষ্টেজে থাকতে। হাজার হোক এ্যালায়েড ব্যাপার।
আমরা জানি, আমাদের থ্র্যামারের, বক্স অক্সিসের সুযোগ ওরা নিচ্ছে।
নিক, তাতে আমার কি এসে গেল? আকটার অল ইট্‌স মাই প্রফেশান।
তাছাড়া (নীরেনের সামনে থেকে উঠে অল্প Zoneএ চল আসে)...
তাছাড়া...(ধীরে ধীরে নীরেনের উপর থেকে আলোটা মিলিয়ে যায়)।

(অল্প Zoneএ এসে স্বর বদলে যায়) তাছাড়া আমাদেরও আর্থিক
সিকিউরিটির প্রশ্ন আছে। অভিনয় জগতে আমায় বেঁচে থাকতে হবে।
প্রফেশানাল ষ্টেজে, মিনেমায় রেগুলার পয়সা, সম্মান, পাবলিসিটি।...
প্রয়োজন, এগুলো সমস্তই প্রয়োজন। এসব বাদ দিয়ে আমি অভিনয়
জগতে থাকবো কি করে? মাঝে মাঝে ভাল রোলার জন্তে মনটা কেমন
করে, কিছুই পাই না ভাঁড়ামো ছাড়া। তবু থাকতে হবে। ঐ ভালো
রোলার লোভটুকু ছাড়তে হবে। কল্ট্রোমাইজ। না না, এখানে ফেড
আউট হয়ে যাওয়া চলে না। একবার পাদপ্রদীপের আলো থেকে সরে
গেলে অনন্ত অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই।...কথাগুলো কেমন যেন
সাক্ষাই গাওয়ার মতো শোনাচ্ছে—না?...জানেন, ঐ বিভাস, অনন্ত ওদের
দেখলেই নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হয়। কিন্তু আমি তো
কোনো অপরাধ করিনি। কি করতে পারতাম আমি? ওদের সঙ্গে গিয়ে

দাঁড়াতে, ওদের সঙ্গে অভিনয় করতে ভীষণ ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে ।
আচ্ছা, একদিন ওদের রিহার্সালে গেলে কেমন হয় ?

[আলো নিভে যায় । মূহূর্তের মধ্যে আলো জ্বললে দেখা
যাবে অনন্ত ও বিভাস বসে কথা বলছে । অন্তরা
রিহার্সাল শুরুর অপেক্ষায়—মুখাভিনয় করে নিজেরদের
মধ্যে কথা বলছে]

অনন্ত ॥ তার মানে তোকে পাত্তাই দিল না ?

বিভাস ॥ তুই বিশ্বাস করবি না অনন্ত, কথাগুলোও কেমন কায়াদা করে এড়িয়ে
যাচ্ছিল—

অনন্ত ॥ তুই যাই বল্ শৈলেনদা একেবারে বদলে যাবে বিশ্বাস করা
শক্ত । এখনও তো ও ওদের শিল্পী ইউনিয়নেও লীডিং রোল নেয়
তুনেছি—

বিভাস ॥ ওসব লোক দেখানো । যদি জেয়ুইন কিছু থাকতো এভাবে
কথা এড়াবার চরিত্র তৈরী হতো না । আমি জানতাম ও এমনি একটা
কিছুই করবে, সেই জন্তেই যেতে চাইছিলাম না । তোরাই জোর করে
পাঠালি । খামুখা হেনস্থা হতে হলো ঐ রিপোর্টারের সামনে !

অনন্ত ॥ কিন্তু আমাদের দলের প্রতি ওর নিজেরও একটা দায়িত্ব আছে ।

বিভাস ॥ দায়িত্ব আছে নয়, ছিল । সব পার্ট টেল । অতীতকাল । পার্ট
ইস পার্ট ।

অনন্ত ॥ এ্যাও পার্ট ইস্ অল্‌সো গোল্ডেন—

বিভাস ॥ হ্যা, পার্ট ইস্ গোল্ডেন ঐ সব ধাপ্লাবাজদের জন্তে । ওরা বলবে
আগে আমি হেন করেছি, তেন করেছি, বিপ্লবী নাটক করেছি, কত
নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে—দেখিস্না ওদের ইণ্টারভিউ গুলো । আজ
এষ্টাব্লিস্‌ড হয়ে গিয়ে সব ভাঁড়ামো করছে—শালা !

অনন্ত ॥ (কথা বোরাবার ছলে) তুই খেপে গেছিস । ছাড় ওসব । চ' শুরু
করি ।

বিভাস ॥ হ্যা চল । (অন্তদের) নেয়ে, রেডী হ' । (অনন্তকে) কোন-
খানটা নিবি প্রথমে ?

অনন্ত ॥ পুলক তো এখনো আসেনি। তার মানে গোয়েবল্‌স বাদ দিতে হবে। তাহলে প্রথমে ঐ জায়গাটা নে যেখানে রোয়েমকে শেষবারের মতো ধরে আনছে। (ক্রীপ্ট খোলে) শেখর আয়। গোয়েরিং চুকছে, টেজে অলরেডী হিটলার রয়েছে।

বিভাস ॥ কিন্তু পুলককে তো দরকার। গোয়েবল্‌সও আছে ওখানে।

অনন্ত ॥ ও জাস্ট একটা ডায়লগ। আমি বলে দেব। নে শুরু কর।

ক্রীপ্ট ধর (একজনকে দেখ) দরকার না হলে প্রস্পট করবি না।

[সবাই জায়গা মতো চলে যায়। শেখর হিটলার ও অনন্ত গোয়েবল্‌স চরিত্রে রয়েছে]

হিটলার ॥ না না কাউকে ছাড়বো না, কাউকে না। ছেলে মেয়ে বো বাচ্চা কাউকে না। কারো ক্ষমা নেই। (প্রস্পটারের দিকে ইঙ্গিত করে)
বলনা শালা—

প্রস্পটার ॥ হিটলারের বিরুদ্ধে—

হিটলার ॥ হিটলারের বিরুদ্ধে বড়বন্দ্র করার ফলটা হাতে হাতে দেখে থাক সব। (গোয়েরিং-এর প্রবেশ। উদ্বেজিত)

গোয়েরিং ॥ রোয়েমকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। (দরজা ঠেলে শৈলেনের প্রবেশ। মুহূর্তের জন্তে সবাই চুপ। সবাই তাকায় ওর দিকে। ও ইঙ্গিতে রিহাসার্ভ চালাতে বলে) আপনি তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলতে চেয়েছিলেন।

হিটলার ॥ হ্যা, রোয়েম আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে (শৈলেন আপত্তি তুলে মাথা নাড়ে—অভিনয় যেন পছন্দ নয়) কিন্তু ও আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু...ওকে, ওকে নিয়ে আসুন গোয়েরিং (শৈলেন মাথা নাড়ে)

শৈলেন ॥ অনন্ত উইথ ইওর পারমিশান—একটা কথা (রিহাসার্ভ থেমে যায়)

অনন্ত ॥ বলো না, বলো কি বলবে—

শৈলেন ॥ বড্ড ক্ল্যাট লাগছে।

অনন্ত ॥ কি করবো, আমি কিছুতেই সেভাবে দেখাতে পারছি না, আর শেখরেরও কিছু সমস্যা রয়েছে। একটু দেখিয়ে দাও না—

বিভাস ॥ অবশ্য যদি তোমার সময় থাকে । তোমার তো আবার হুটিং,
বোর্ডের এ্যাকটিং, ইণ্টারভ্যু সব নানান—

শৈলেন ॥ (অশ্রুস্রবত হাসি) চটে আছি। এখনও, আয় আয় । (অনন্তকে)
সেই একনায়কই করছিল তাহলে—? একই কর্মে ?

অনন্ত ॥ মোটামুটি একই বলতে পারো ।

শৈলেন ॥ রোয়েমের বিচারের সীনটা নিচ্ছিল তো ?

অনন্ত ॥ হ্যাঁ, ঐ যখন রোয়েমকে শেষবারের মতো এ্যারেস্ট করে আনছে ।

শৈলেন ॥ তাখ্, এইখানটায় একটা জিনিষ মনে রাখতে হবে—সিচ্যুয়েশনটা
কিছুতেই হালকা হতে দেওয়া চলবে না । কেননা পুরো জার্মানী তটস্থ ।
রাতির বেলা সব এ্যারেস্ট করে আনছে ঘুম থেকে তুলে । হিটলার
ময়িয়া । এখানে হালকা হওয়ার কোন সুযোগই নেই । আয় থ্ ।
ক্রীপ্টটা ধর । আটকালে ধরিয়ে দিস ।

অনন্ত ॥ তোমার এখনও মুখস্থ আছে ?

শৈলেন ॥ নো কমেন্টস (হাসে বিভাসের দিকে চেয়ে) বিভাস আবার চটে যাবে ।
আয় শুরু কর । শেখর তাখ্ মন দিয়ে ।

[রিহার্সাল শুরু করে—শৈলেন হিটলার, অনন্ত
গোয়েবলস এবং বিভাস রোয়েম]

হিটলার ॥ না না, কাউকে ছাড়বো না, কাউকে না । ছেলে-মেয়ে, বাচ্চা
বুড়ো, কারো ক্ষমা নেই । হিটলারের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করার কলটা হাতে
হাতে দেখে যাক সব । (গোয়েরিং-এর প্রবেশ খুবই উত্তেজিত) ।

গোয়েরিং ॥ রোয়েমকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে । আপনি তার সঙ্গে
ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলতে চেয়েছিলেন ।

হিটলার ॥ হ্যাঁ, রোয়েম আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে । কিন্তু ও আমার
দীর্ঘদিনের বন্ধু...ওকে নিয়ে আসুন গোয়েরিং । আপনাকে প্যাপেন সম্বন্ধে
বা নির্দেশ দিলাম—

গোয়েরিং ॥ হ্যাঁ, আমি লোক পাঠিয়েছি । (প্রস্থান)

গোয়েবলস ॥ আমার মনে হয় রোয়েমের কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা আমাদের
শোনা উচিত । ওতো এভাবে—

হিটলার ॥ Secret Service থেকে সমস্ত খবর আমার কাছে এসেছে ভাই
আমি কারও কথা বিশ্বাস করি না, একমাত্র ঐ Secret Service
ছাড়া। (রোয়েমকে সঙ্গে নিয়ে গোয়েরিং-এর প্রবেশ) হিটলার ও গোয়েবলস
রোয়েমকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। হিটলার রোয়েমের দিকে একদৃষ্টে
তাকিয়ে। ধীরে ধীরে প্রচণ্ড ক্রুর দৃষ্টি নিয়ে হিটলার এগিয়ে আসে
রোয়েমের দিকে। এগিয়ে এসে রোয়েমের বুক থেকে ব্যাজটা টেনে
ছিঁড়ে নেয়।)

হিটলার ॥ আপনারা দুজন বাইরে যান। আমি আমার বন্ধু রোয়েমের সঙ্গে
একটু গোপনে কথা বলতে চাই (ভৎসনকরন। ঠাণ্ডা স্বরে হিটলার)
কেমন আছি রোয়েম? (রোয়েম নিরুত্তর) কি ব্যাপার? জবাব দিচ্ছ
না? এ্যাডলফ্ হিটলার তোমায় জিজ্ঞেস করছে—কেমন আছ—
শুনতে পাচ্ছ না?

রোয়েম ॥ এভাবে মাঝরাতে আমার বিছানা থেকে তুলে আনার কি মানে
হয়?

হিটলার ॥ তুমি কতো রাত আমার ঘুম নষ্ট করেছ জানো? আমার জন্ম একটা
রাত না হয় নাই ঘুমলে?

রোয়েম ॥ এ সব কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না!

হিটলার ॥ বুঝতে অস্ববিধে হওয়ার কথা নয়। হিটলারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত
করার বুদ্ধি তোমার আছে, অথচ এটুকু বোঝার ক্ষমতা নেই তা বললে তো
মানবো না। তোমার বুদ্ধি বিবেচনার ওপর আমার বিশ্বাস আছে
রোয়েম। চক্রান্তকারী—

রোয়েম ॥ আমি কোনও চক্রান্ত করিনি।

হিটলার ॥ (উত্তেজিত চিৎকার) মিথ্যে কথা বলো না! তুমি, Gregor
Strasser, Bruening, Schleicher সকলে মিলে চক্রান্ত করেছ।
তোমরা, এই বিশ্বাসঘাতকেরা, ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বসে বড়বন্দর করেছ
কি করে আমাকে সরাবে অথচ তার পরেও আমার সঙ্গে বসে নির্লিপ্তভাবে
আলোচনা করেছ আবহাওয়া নিয়ে, ছবি নিয়ে—আশ্চর্য! জানো—কি
তোমাদের শাস্তি?

রোয়েম ॥ এ্যাডলফ্‌ তুমি যা জানো পুরোটাই ভুল। বানানো—

হিটলার ॥ (উদ্বেজিত) বানানো? তোমাদের ছক অনুযায়ী Bruening হবে করেন মিনিষ্টার, Strasser হবে মিনিষ্টার অফ ইকনমিক এক্সয়ার্স, আর তুমি, তুমি হতে চেয়েছ ডিফেন্স মিনিষ্টার, SA-কে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে একচ্ছত্র রাজত্ব করতে চেয়েছ—

রোয়েম ॥ না! মিথ্যে কথা। এসব খবর তোমার কাছে কোথা থেকে এসেছে আমি জানি।

হিটলার ॥ কোথা থেকে এসেছে বলে তোমার অনুমান?

রোয়েম ॥ এ গোয়েরিং আর হিমলারের মাথার কাজ। ওরা ব্যক্তিগত আক্রোশবশে আমার নামে এইসব রটাচ্ছে। ওরা জানে, তোমার কানে একবার এই কথা তুলতে পারলে তুমি আমাদের ক্ষমা করবে না।

হিটলার ॥ তোমার অনুমান অনেকটা সত্য হলেও পুরোটা নয়, তোমরা বালিনে যে ক্যাবিনেট লিষ্ট নিজদের মধ্যে বিলি করেছ তার কপি আমার কাছে আছে। নিজের চোথকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না। আর তা'ছাড়া SA ও SS নিয়ে তোমরা যা শুরু করেছ তাতে লোহদুট নাজী দলের মধ্যেও বিভিন্ন রকম ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছে—

রোয়েম ॥ আমাদের কিছু করার নেই। গোয়েরিং-এর স্বৈরাচার আমাদের কাছে অসহ্য।

হিটলার ॥ তাই বলে তুমি দলে ভাঙ্গন আনবে, আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে?

রোয়েম ॥ চক্রান্ত তোমার বিরুদ্ধে নয়, আনুযায়িক হিসাবে তোমার প্রসঙ্গও এসে গিয়েছিল।

হিটলার। কিন্তু আক্রমণটা তো শেষ অঙ্গি আমার ওপরই আসছে।

রোয়েম ॥ আমাদের কিছু করার ছিলনা।

[হিটলার চুপ করে যায়। খুব ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে
আলে রোয়েমের দিকে]

হিটলার ॥ রোয়েম তোমাকে আমি অনেকবার বলেছি—এসব পাগলামি ছাড়ো। আর কেউ হলে বলতাম না, সোজা দাঁড় করিয়ে গুলি করতাম।

কিন্তু তোমাকে বন্ধু বলেই জেনে এসেছি চিরকাল। গত চৌদ্দ বছর ধরে অনেক ঝড়-ঝাপটা, বিপদে-আপদে আমরা এক সঙ্গে আছি। কোনদিন কোনও বিবাদ ছিলো না...কিন্তু আজ, আজ যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে (উত্তেজিত পদচারণা) না, না, তোমার একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু। এর ক্ষমা নেই রোয়েম...কিন্তু, কিন্তু তুমি আমার অনেক দিনের বন্ধু—তোমায়...তোমায় (পিস্তলটা বের করে এগিয়ে আসে, তুলে তাক করে রোয়েমের দিকে, হতবুদ্ধি রোয়েম দাঁড়িয়ে) নিজের হাতে গুলি করব না, রোয়েম—পিস্তলটা রেখে গেলাম। আমার হয়ে কাজটা তুমি সেয়ে নাও।

[চকিতে বেরিয়ে যায়, হতবুদ্ধি রোয়েম তখনও দাঁড়িয়ে।

ধীরে ধীরে পিস্তল তুলে নেয়।]

রোয়েম ॥ মৃত্যু! আত্মহত্যা! না, রোয়েম আত্মহত্যা করবে না। অত ভীক নয় রোয়েম। সে অনেক যুদ্ধ দেখেছে—অনেক যুদ্ধ করেছে... এ্যাডল্ফ, এ্যাডল্ফ তোমার চোখে কি ভীষণ ক্ষমতালিপ্সা...কোথা থেকে কোথায় উঠেছ তুমি? তোমার চাহিদার শেষ নেই এ্যাডল্ফ। তুমি জানানো, কি ভীষণ অঙ্ককার গহ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ তুমি নিজে। রাশি রাশি রক্ত জমাট বাঁধতে বাঁধতে কালো হয়ে তোমার জন্তু এক দুর্লভ্য কলঙ্ক সৃষ্টি করেছে, তুমি নিজেই খুঁড়ছো তোমার কবর! আজ তুমি একনায়ক হয়েছো কি অসীম কলঙ্কের ওপর দাঁড়িয়ে! তোমায় দোষ দেব না এ্যাডল্ফ—দোষী আমি, আমরা, আর এই লক্ষ লক্ষ নাগরিক, যারা বোবা পশুর মতো তোমার স্বেচ্ছাচার মাথা পেতে নিচ্ছে, প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই যাদের সেট ভীক ভেড়ার পাল ঐ মানুষগুলোই দোষী—যারা তোমায় সৃষ্টি করেছে, যারা তোমার মতো আরো এ্যাডল্ফ হিটলারের জন্ম দিচ্ছে, জন্ম দেবে পৃথিবী জুড়ে। তবু...তবু যদি মরতে হয়, আমি তোমার হাতেই মরবো। এ্যাডল্ফ, তুমি আমায় নিজে গুলি করে মারো, তোমার হাতে মরতে চাই আমি—অন্ততঃ একটাই সাঙ্ঘনা—আমি এক শৈশরাচারী একনায়কের হাতে মরেছি যার জন্ম দিয়েছি আমি নিজে! এ্যাডল্ফ—(উত্তেজিত হিটলারের প্রবেশ। সঙ্গে গোয়েলিং)।

হিটলার ॥ (উত্তেজিত। চিৎকার করে) গোয়েরিং, নিয়ে যান ওকে আমার চোখের সামনে থেকে। গুলি করে মারুন ওকে। আমার নির্দেশ—ক্ষমা নেই তোমার রোয়েম ! (গোয়েরিং রোয়েমকে ঠেলে নিয়ে যায়)

রোয়েম ॥ (চিৎকার করে) তুমি আমায় ছুঁয়ো না গোয়েরিং, মৃত্যুর আগে তোমার নোংরা স্পর্শ..., এ্যাডল্ফ, তুমি নিচ্ছে—(গোয়েরিং ইতিমধ্যে ওকে নেপথ্যে নিয়ে যায়। গুলির শব্দ। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। হিটলার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। কেবল গুর পদশব্দটাই কানে আসছে)।

হিটলার ॥ (শাস্ত কণ্ঠে) না, কারো কাছে আমি জবাবদিহি করতে বাধ্য নই। আজ আমিই চূড়ান্ত বিচারক। শেষ বিচারের আশায় তোমাদের সবাইকে তাকিয়ে থাকতে হবে আমার দিকে—সমস্ত দেশকে। শুনে রাখো—সবাই শুনে রাখো ভবিষ্যতে একনায়কের বিরুদ্ধে মাথা তোলার স্পর্ধা করো না, তার শাস্তি কি জানো—দেখছো তো ? মৃত্যু ! (দর্শকদের) কি ডেড়ার পাল, শুনে পাচ্ছে, যে নায়ককে তোমরাই জয় দিয়েছ তার হাতেই তোমাদের জীবন মরণের চাবিকাঠি !—না, না, মাথা তুলোনা, মাথা তুলোনা, মাথা তুলোনা !! (ধীরে ধীরে পিস্তলটা দর্শকদের দিকে তুলে ধরে। আলো ক্রমশঃ উদ্ভাসিত ও সমস্ত হিটলারের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়ে আসে। শৈলেন হিটলারের ভূমিকা শেষ করে শূণ্য দৃষ্টি নিয়ে দর্শকদের দিকে কয়েকমূহূর্ত চেয়ে থাকে। হতাশভাবে টেবিলটা চাপড়ায়। মাথা নীচু করে নেয়। সবাই স্তব্ধ হয়ে ওকে দেখছিল। অনন্ত এগিয়ে আসে)

অনন্ত ॥ ফ্যাণ্টাস্টিক ! সত্যিই শৈলেনদা এখনও তুমি অপূর্ব। (শৈলেন নিরুত্তর) কি হলো, শৈলেনদা ?

শৈলেন ॥ (অন্তমনস্ত) উ° ?

অনন্ত ॥ কি হোল তোমার ?

শৈলেন ॥ (ধীর স্বরে) আমি কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছি। (হঠাৎ স্বর বদলে) অনন্ত, আমাকে তোদের দলে নিবি ? আমি আবার রেগুলার শো করবো তোদের সঙ্গে ?

বিভাস ॥ অভিনয় করার একটা সীমা থাকা উচিত শৈলেনদা।

শৈলেন ॥ কি বললি ?

বিভাস ॥ তুমি ভাল অভিনেতা সে সবাই জানে । আমাদের বিশ্বাস করাবার
জন্মে তোমার এই ঠার অভিনেতা মার্কী বুলি নাই বা ছাড়লে—

শৈলেন ॥ তুই কি বলছিলি—আমি এসব এমনি বলছি ? অভিনয় করছি ?
বিশ্বাস কর, আমি সত্যিই ফিরে আসতে চাই ।

বিভাস ॥ তোমার সিনেমা, প্রফেশানাল থিয়েটারের ভাঁড়ামো, সাংবাদিকদের
কাছে হাংল্যামো সব ছেড়ে আসতে পারবে ? ছেড়ে আসতে পারবে
তোমার লোভ ?

শৈলেন ॥ লোভ ? কিসের লোভ ?

বিভাস ॥ টাকার লোভ, বশের লোভ, প্রতিপত্তির লোভ । তুমি কোথাও
গেলে ভীড় জমে যায়—লোকে তোমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে—ঐতো
ঐতো শৈলেন কর—ঐ দেখ । তখন তোমার বুকের রক্ত ছলছলিয়ে ওঠে
না শৈলেনদা ? সে সব তুমি ছেড়ে আসতে পারবে ? বলো ?

শৈলেন ॥ (চোক গিলে) যদি বলি পা-পারবো ।

বিভাস ॥ (স্মিত হাসি) পারবে না শৈলেনদা । কেউ পারে না । পারের
একটা ষ্টেপ ফেললে সে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না ।...কিধরকার
তোমার ফিরে এসে ?

শৈলেন ॥ আমি তো বুঝতে পারছি না সব ছেড়ে আসতে হবে কেন ? তোরা
শুধু আমাদের দোষ দিস । সবাই তো পেশাদারী । শিল্পী সাহিত্যিক সবাই ।
আমাদেরও তো বেঁচে থাকার একটা প্রণ আছে—খেয়ে পরে বেঁচে থাকা ?

বিভাস ॥ খেয়ে পরে বেঁচে থাকা মানে সত্ততা বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকা নয় ।
শৈলেনদা, তুমিই না একদিন বলেছিলে—উপনিষদে না কিসে যেন আছে
—আত্মানং সংস্কৃত্যে—নিজেকে, সমাজকে সংস্কার করাই শিল্পের কাজ ।
এই কি তার চেহারা ?

শৈলেন ॥ আমরাও তো তাই চাইছি । সাধ্যমত চেষ্টা করছি । কিন্তু তার
জন্মে সব ছেড়ে আসতে হবে কেন ?

বিভাস ॥ ঠাকুর ধরে চুকতে গেলেও বাসি কাপড়ে ঢোকা যায় না—সেটা
ছেড়ে আসতে হয় ।

শৈলেন ॥ না-না, ভালিয়ে দেবার চেষ্টা করিল না। লোকান্তরিত্তি জবাব দে
 একটা কথা—আজ যদি শৈলেন কর একটা ছোট্ট দলে শুধু অভিনয় করে
 বেঁচে থাকতে চায়, নাটক নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় সেকি শিল্পী ছাড়াও
 শুধু জীবনটুকু নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে? আজ যদি হাবিব মোহনবাগান
 ছেড়ে ছোট্ট দল গড়ে নিয়ে শুধু খেলা নিয়ে পরীক্ষা করে বেঁচে থাকতে চায়
 —পারবে? সাহিত্যিকরা লেখার চাকরি ছেড়ে শুধু কেরানীগিরী করে
 সাহিত্য চর্চা করতে চায়—কতটা সুযোগ তার আছে? পারবে সে
 সাহিত্য করতে? বল, জবাব দে।...আমরা সবাই এক একটা পণ্য, এক
 একটা বস্তু হয়ে গেছি, কেবল বিশেষ একটা ব্যবসায় আছে। এ বাজারে
 সেটাকেই ভালিয়ে খেয়ে বেঁচে থাকা—

বিভাস ॥ হ্যাঁ সেই ব্যবসায় ভালিয়ে খেতে গিয়েই তো অলীলতার গাভড়ায়।
 তোমাদের সৃষ্টির কথা নাই বললাম—তোমাদের পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটাই অলীল
 হয়ে গেছে। সেখানে মানুষের মনের কোনো দাম নেই—

শৈলেন ॥ কি বলতে চাস কি তুই?

বিভাস ॥ তুমি নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ শৈলেনদা—

শৈলেন ॥ কি দেখবো কি?

বিভাস ॥ মনে পড়ে বৌদির মৃত্যুশয্যায় সেই টেলিগ্রামটার কথা? মলে
 করতে পারো কেন তোমার নিজের ছেলে তোমার অভিনয় দেখা বন্ধ
 করেছে? এই তো মানুষের দাম—

অনন্ত ॥ বিভাস—

শৈলেন ॥ (চিংকার) বিভাস, প্রীজ ডোন্ট ব্রিক্‌ গ্যাট ওয়ার্ল্ড (আলো বৃহত্তের জন্ত
 নিভে যায়। আলো ম্লান থেকে তীব্রতর হতে থাকে সঙ্গে সঙ্গেই। শৈলেন
 ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। ধীর স্বরে) প্রীজ ডোন্ট ব্রিক্‌ গ্যাট ওয়ার্ল্ড।
 প্রীজ। আমার কিছু করার ছিলো না, বিশ্বাস কর। আমি বুঝতেই পারিনি
 ব্যাপারটা। কি একটা বাজে ছবির আউটডোর শুটিং চলছিল। ওহো
 মনে পড়েছে—মিলন সেতু। মিলন সেতুর আউটডোর। একদিন, সময়
 শেরিয়ে যাচ্ছে অথচ শুটিং শুরু হবার নাম নেই। পরিচালক প্রোডিউসারের
 ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধরে কি নিয়ে ব্যস্ত। আমরা সবাই বিরক্ত হয়ে

উঠেছি। শেষ অবধি আমি নিজেই গেলাম ওদের কাছে। প্রোডিউনার যে ঘরটায় ছিলেন সেখানে ঢুকতে গিয়েই কানে এলো—পরিচালক বলছেন, ‘তাহলে আপনি নিজেই ওকে টেলিগ্রামের খবরটা দিয়ে দিন।’ প্রোডিউনার অবাক হয়ে বলেন, ‘পাগল হয়েছেন নাকি? এখন এই খবর দিলে শুটিং বন্ধ হয়ে যাবে। কতটাকা ক্ষতি হবে ভাবুন তো। আর তাছাড়া বাবড়াবার কিছু নেই, লোকের অস্থখ বিস্থখ তো হয়ই তার জন্যে শুটিং বন্ধ হবে নাকি? বুঝলেন, কথাটা একদম চপে যান। প্যাকাপের পর টেলিগ্রামটা দিয়ে দেবেন।’ এরপর আর কথা শোনবার ইচ্ছে ছিলো না। একটু পরেই কাজ শুরু হলো। আমাকে নিয়েই শট। (শৈলেন এগিয়ে এসে মুহূর্তে বুদ্ধ বাবার ভূমিকাভিনয় করতে শুরু করে। অমিতকুমার নগেন ও রূপশ্রী নায়িকার ভূমিকায়।)

শৈলেন ॥ কই গো, শুইখা যাও—

নেপথ্যে ॥ (মহিলার স্বর) এ্যা কি কও?

শৈলেন ॥ আরে শুনছ, নগার নাম বারাইসে কাগজে, খুব সূখ্যাত কর্বে—

নেপথ্যে ॥ ক্যান?

শৈলেন ॥ (কাগজ হাতে উত্তেজিত ভাবে) ক্যান কি গো, কত বড় আটিটে হইছে তোমার পোলা স্বচক্ষে ছাইখা যাও—

নেপথ্যে ॥ খাড়াও, ডাইলে সঘরটা দিয়া আইত্যানি—

(নগেনের প্রবেশ)

শৈলেন ॥ নগা, নগারে, তুই বাড়ীর মুখ উজ্জল করছিস। আমি জানতাম একদিন—

নগেন ॥ জানো বাবা, আমার একটা ছবি আট হাজার টাকায় বুক হয়ে গেছে।

শৈলেন ॥ অষ্ট হাজার? কম কি? তোর দামই তো আট হাজার হইব না—

নগেন ॥ ঐতো! তোমরা কদর বোঝ না তাই—

শৈলেন ॥ আট হাজার টাকা ছবির দাম? কি ছবি আঁকছিলি নগা?

নগেন ॥ ছবিটার নাম জল পড়ে পাতা নড়ে—

শৈলেন ॥ (উত্তেজিত) নগা, ইডা তো পক্ষা কইসে । তার লাইগ্যা তুই
তারে কি পেটন পিটাইলস্—

নগেন ॥ কি বলছ কি তুয়ি—

শৈলেন ॥ তোর ক্যানভাসে পক্ষা রঙ চাইল্যা জাবড়া করছিল, তার লাইগ্যা
তুই তারে পেটন ছাস নাই ?

নগেন ॥ বাবা, চুপ—

শৈলেন ॥ চুপ ? কিসের চুপ ? পক্ষা নিজে গোটা অকরে লিখছিল জল
পড়ে পাতা নড়ে, তুই তারে ব্যাদম প্রহার দিলি । আর সেইডা তুই
একজিবিশানে দিয়া—

নগেন ॥ বাবা, হোহাই চুপ করে । ওটা আমি আসলে একজিবিশানে
দিইনি—

শৈলেন ॥ তাইলে ?

নগেন ॥ ওটাতে ছবিগুলো প্যাক করেছিলাম । সেটাকেই ওরা ছবি ভেবে
টাড়িয়ে দিয়েছে, আর সেটাই কলা একাদেমী—(নেপথ্যে রূপত্নী ॥ হ্যালো
নটি বয় !)—কে ?

রূপত্নী ॥ (চুকে এসেছে) আমি (শৈলেনের দিকে তাকায় নি । উচ্চল
মেজাজে রয়েছে) উহ্, তুমি একদিনেই ফেয়াস হয়ে গেলে । কি ভীষণ
ভালো লাগচে না আমার—

নগেন ॥ (অপ্রস্তুত হয়ে যায়) বাবা, এ আমাদের ক্লাস মেট, দেববানী—

রূপত্নী ॥ (শৈলেনের দিকে ফিরে) নমস্কার—

শৈলেন ॥ (হতচকিত) ন-নমস্কার—

রূপত্নী ॥ ওয়া সবাই ট্যাকসিতে ওয়েট করছে তোমার জন্তে । চলো । আজ
কিন্তু সেলিব্রেট করবো আমরা— । চলো প্লীজ ।

নগেন ॥ কোথায় ?

রূপত্নী ॥ কোথায় আবার পার্ক স্ট্রীটে !! (হাত ধরে) চলো (হৃজনে প্রহানোত্তত)
আসি মোসোমশাই, আবার দেখা হবে । টা-টা— (প্রস্থান)

শৈলেন ॥ বাবা, ইডা তো সত্যই মডার্ন আর্ট । ওগো, ওগো আমায়ে এটু
জল দাও...

ডাঁড়

৩৬১

কৌশিক ॥ কাট্। ...বিউটিফুল। ঠিক আছে প্যাকাপ করে নি।

(সকলে সাধারণ ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেরিয়ে যেতে থাকে। শৈলেনও প্রস্থানোত্তর) ওহো শৈলেনবাবু, একটু আগেই একটা টেলিগ্রাম এসেছে আপনার নামে। (টেলিগ্রামটা এগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়।)

শৈলেন ॥ (বিমূঢ়) টেলিগ্রাম? আমার নামে? (টেলিগ্রামটা তাড়া-হুড়ো করে পড়ে) একি, মদার্স কণ্ডিশান সিরীয়াস। হসপিটালাইজড্। কাম শার্প। মিষ্টু। ...এতো কাল সকালে করা টেলিগ্রাম! (আলোটা ওর ওপর কেন্দ্রীভূত হয়ে আসে)...প্রায় আড়াই দিন পর বাড়ী পৌছলাম। আমাকে ঢুকতে দেখেই মিষ্টু বারান্দা থেকে উঠে ঘরে চলে গেল। ওর পরনের কোরা ধুতিটায় চোখ পড়তেই বুকটা ধক করে উঠলো। তার মানে নিভা নেই—হ্যাঁ, নিভা নেই। ... আমার জন্তে ওরা অপেক্ষা করেছিল, কিন্তু নিজার শরীরটা নাকি পচে উঠছিল। বডিটায় গন্ধ বেরোচ্ছে দেখে ওরা আর বৈশীকণ অপেক্ষা করেনি। নিভা যখন চিতার আগুনে আকাশটাঁকে রাঙিয়ে দিয়ে অনেক অভিমান নিয়ে অন্ধকারে মিশে যাচ্ছিল, আমি তখন সস্তা ভাঁড়ামো নিয়ে মশ্গল। আমি তখন নিজেকে তিলে তিলে বিক্রি করছি। কিন্তু কি করবো, আমিই বা কি করতে পারতাম? (স্বরে গভীর শূণ্যতা নিয়ে একেবারে ভাবাবেগ বর্জিত কণ্ঠে বলে) যেদিন একটা মস্ত একটানা ভৌঁ দিয়ে গোয়ালন্দ ঘাটে স্টীমারটা ভিড়ল, যেদিন মা আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল, 'থোকা ছাখ্ ছাখ্, শ্রাস বারের মত ছাইখ্যা ল', লাড়া ব্রীজ, লাড়া ব্রীজ যায়'—সেদিন থেকে বৃকের মধ্যে কেবলই ঝঝঝ করে রেলগাড়ী চলছে। কেবলই মনে হচ্ছে, তুলসীমঞ্চ-কাঠগোলাপ-পদ্মদীঘি লক্ষ্মীগাই-ই কেবল হারিয়ে গেল না, আমিও কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছি! সেই তো আমার হারিয়ে যাওয়ার শুরু। মিষ্টু, তুই আমায় বুঝতে পারছিস না, না? আমি কি করতে পারতাম বলতো? আমি যে হারাতে হারাতে প্রতি পদে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে বারবার নিজেকে বিক্রি দিয়েছি! একেবারে বিক্রি হয়ে গেছি আমি। মিষ্টু, বিভাস, অনন্ত, বল, তোরা আমায় কোনোদিন কমা করতে পারবিনা, না? (দরজায় কড়া

নাড়ার শব্দ। অদ্ভুত ভীত স্বরে) কে? (সহিংস করে পায়) কে?
(দরজা ঠেলে জ্বৈনকের প্রবেশ)

লোকটি ॥ আমার শারদীয়া সিনেমার সম্পাদক পাঠিয়েছেন। আপনার
স্বত্বাচার্য্যটা লেখা হয়ে গেছে?

শৈলেন ॥ এঁয়া, স্বত্বাচার্য্য? ইঁয়া, ইঁয়া, এইতো—(ওয়েষ্টপেপার বাস্কেট
থেকে ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো তুলে এগিয়ে দিতে যায়)

লোকটি ॥ এগুলো?

শৈলেন ॥ (শূণ্যস্বর, অপ্রকৃতিস্থ) ইঁয়া...এগুলোই আমি (ছেঁড়া কাগজগুলো
হাত উঁচু করে ওড়াতে থাকে) ...আমার কথা...আমার স্বত্ব, ভগ্না-
বশেষ...। ভাববেন না, কিছু ভাববেন না। এ-ইতো আমি...এগুলো
দেখেই লোকে হাসবে...হাসতে হবেই, কেননা আমি তো একটা ভাঁড়...
(শেষের দিকে স্বর ভেঙে যায়। কাগজগুলো শৈলেনকে ঘিরে উড়ে উড়ে
মঞ্চে পড়তে থাকে। শৈলেনের ঠিক মাথার উপর স্পট লাইট তীব্র হয়ে
আসে। উড়ন্ত ছেঁড়া কাগজের ভীড়ে শৈলেন প্রায় হারিয়ে যায়।
পদা)

নাট্যকারের ঠিকানা : ডেপুটি পাবলিক রিলেশনস্ অফিসার, ডি-ডি-সি, ভবানী
ভবন, কলকাতা-৭০০০২৭।

ব্ল্যাক মার্কেট

সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য

চরিত্র

রাম	ধনীলোক
সু	জোতদার
বারকোষ	মহাজন
ছড়ি	লরীর মালিক
ঝুলি	ধান কলের মালিক
কেলে	} প্রথমে চাবীঘর ও অমিকঘর, পরে পুলিশ।
কটা	
বস্ট্	
দুয়মুস	
ভাগনে	স্বরত নামে পুলিশ অফিসার
হরি	রামের চাকর

[পাঁচটি বড় বড় বাড়ী পাশাপাশি সাজানো। রাম যে বাড়ীটিতে বাস করে সেটি সহ এই ছয়টি বাড়ীর মালিক। পর্দা খুললে দেখা যাবে রাম দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে বাড়ীগুলির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে মাইকে তখন পড়া হচ্ছে—]

হাত করে মহাজন, হাত করে জোতদার
 ব্ল্যাক মার্কেট করে ধনী রাম-পোদার
 গরীব চাবীকে মেয়ে হাতখানা পাকালো
 বালীগঞ্জেতে বাড়ী খান ছয় হাকালো।

রাম । (কবিতা পাঠ শেষ হলেই রাম প্রচণ্ড জোরে হেসে ওঠে এবং পরবর্তী মুহূর্তে হাসি থামিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে হাতের লাঠিটা দিয়ে বাড়ীগুলির দিক নির্দেশ করে বলে)...এক ..ছুই...তিন...চার...পাঁচ...ছয়... । ইঁ, ছয় । ছ'খানা বাড়ী । বালিগঞ্জের বুকে আমার ছ'খানা বাড়ী । কিন্তু, কত মেহনত করতে হয়েছে এই বাড়ীগুলো করার পেছনে, তাকি কেউ জানে ! কত তাজিল্যকে তুচ্ছ করে, কত লোকের ভাগ্যকে নিজের অহুকুলে ষোগ করে নিয়ে, এই বাড়ীগুলো 'আমার হয়েছে, সে খবর কী কেউ রাখে !! রাখে না । তাই, ওরা যখন চিৎকার করে—

[মঞ্চের সামনের ভাগে বাঁ দিক করে দাঁড়িয়ে থাকাকালে, কটা, বন্টু, ছুরমুস চীৎকার করে ওঠে]

চারজনে ॥ ইঁা অস্ত্র । আইনের সমস্ত অস্ত্রগুলো আমাদের হাতে তুলে দিতে পারো, আমরা ছুনিয়ার ঐ সমস্ত ধনী লোককে, তাদের প্রাসাদ থেকে নামিয়ে আনতে পারবো !

বন্টু, ছুরমুস ॥ তোমরা কেউ আমাদের হাতে আইনের অস্ত্র তুলে দিতে পারো, আমরা প্রতিরোধের ব্যারিকেড গড়বো, যাতে আর কোনদিন কেউ আমাদের শ্রমের রক্ত চুরি করে ভোগ বিলাসের ইমারত তৈরী করতে না পারে ।

কেলে, কটা ॥ তোমরা কেউ আমাদের হাতে আইনের অস্ত্র তুলে দিতে পারো, আমরা প্রতিরোধের ব্যারিকেড গড়বো, যাতে আর কোনদিন কেউ জমির ভাগ চুরি করে লোভ লালসার ইমারৎ তৈরী করতে না পারে ।

[হাতে বাজারপূর্ণ ব্যাগ হাতে ডানদিকের পেছনের দরজা নিয়ে প্রবেশ করে হরি । সে ভেতরে ঢুকে হন্ হন্ করে এগিয়ে রামকে পেরিয়ে চলে গেলে রাম বিরক্ত হয়ে হরিকে ডাকে]

রাম । হরি—

হরি । আজ্ঞে ?

রাম ॥ যাচ্ছিল কোথায় ?

র্যাক মার্কেট

হরি ॥ আজ্ঞে ভেতরে ।

রাম ॥ ভেতরে ! হারামজাদা পয়সাগুলো কে ফেরত দেবে !

হরি ॥ আজ্ঞে পয়সা—

রাম ॥ আকাশ থেকে পড়ছিল যে ! দশ-দশটা টাকা বাজারে নিয়ে গেলি, তার থেকে কি একটা পয়সাও ফেরেনি ?

হরি ॥ অমন করে বলবেন না বাবু—ই্যা—কুরুং কুরুং বাজারে ত কোনদিন গেলেন না, কুরুং কুরুং, দশটা জানবেন কি করে ! আলু কত করে কিলো জানেন ?

রাম ॥ কত আর—আট আনা—দশ আনা হবে ।

হরি ॥ (বুড়ো আঙ্গুল দেখায়) এই । তিন টাকা...তিন টাকা করে কিলো । কুরুং-কুরুং—ই্যা—

রাম ॥ এ্যা!! (নিশ্চল)

হরি ॥ ই্যা । (ভেতরে গমন)

রাম ॥ (নিশ্চলতা ভেঙ্গে প্রস্থান পথের দিকে যায়) আমি পাগল হয়ে যাবো.....এই ভাবে আমার চাকর যদি দিনরাত আমাকে কুরুং-কুরুং বলে ঠকায়, তাহলে আমি কী করে আরও ছটা বাড়ী তুলবো !! হারামজাদা—পাজি—ছুঁচো...ভেবেছে, বাজারের কোন দর আমার—

[প্রবেশ করে স্ত্র, বারকোষ, ছড়ি, ঝুলি]

চারজন ॥ আমরা এসেছি স্ত্রার...আপনার আরজেন্ট কল পেয়েই আমরা দৌড়ে এসেছি ।

রাম ॥ আমি পাগল হয়ে যাবো ।

চারজনে ॥ কবে স্ত্রার ?

রাম ॥ হোরার্ট !!

চারজনে ॥ আজ্ঞে আপনি কোথায় যাবেন বলছিলেন না, সেটা কবে যাবেন ?

রাম ॥ রাবিশ । আমি কোথাও যাবার কথা বলিনি । আমি বলেছি, আমি পাগল হয়ে যাবো ।

চারজনে ॥ কেন স্ত্রার ?

রায় । হারামজাদা-হতচ্ছাড়া পাজি-ছুঁচো-রাগকেল ঐ হরি, হরি আমাকে
পথে বসিয়ে ছাড়বে ।

সু । কী সাংঘাতিক—!!

বারকোষ । এমন সাংঘাতিক কথা আমরা জীবনে শুনি নি ।

ছড়ি । একটা চাকর, সে কি না আপনাকে পথে বসিয়ে ছাড়বে !!

ঝুলি । শুধু পথে বসানোই নয়, স্ত্রীরকে একেবারে পাগল করে ছাড়বে !!

রায় । তবে আর বলছি কি ! হারামজাদা দশ-দশটা টাকা নিয়ে
বাজারে গেল...ফিরে এসে বলে কি না, কুকং-কুকং একটা পয়সাও
ফেরে নি ।

চারজনে । ওহু, এই কথা ।

রায় । মানে—?

চারজনে । বাজারে জিনিসপত্রের যা দাম বেড়েছে—

রায় । Get out...I say get out...

[রায় তেড়ে যায় লাঠি তুলে । চারজনে
পলায়ন করে পিছনে রায়ও গ্রহণ করে ।]

কেলে । মানবো না । (নিশ্চলতা ভেঙ্গে মঞ্চে ছড়িয়ে পড়বে)

কটা । আমরা যদি জোতদারকে বলি, এ ধান আমরা বুনেছি...এ ধান
আমাদের । সংগে সংগে জোতদার আমাদের উত্তর দেয়—

[সু-এর প্রবেশ]

সু । কী বলছিস রে কেলে, কটা, ও ধান কি আমার ! হে-হে-হে সব ধান
মহাজনের । তোরা ভাগচাষী আর আমি— আমি তোদের কাজ দেখার
ভাগী—হে-হে-হে— । [বারকোষের প্রবেশ]

বারকোষ । বাজে কথা বলবেন না জোতদারবাবু । আপনি ভীষণ চালাক ।
সবসময় অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজে সরে পড়ার ধান্দা করেন ।

সু । এতে সরে পড়ার কী ধান্দা করলাম মহাজনবাবু ?

বারকোষ । সরে পড়ার ধান্দা করেন না তো কী ! কেন আপনি, ওদের
বললেন, সব ধান আমার ।

বন্টু । আমি বলছি—

ব্র্যাক মার্কেট

৩৬৭

দুঃখমুস। নাহু তুই কোন কথা বলবি না।

বন্টু। কেন বলবো না? বা সত্যি তা কেন প্রকাশ করবো না?

দুঃখমুস। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখড়ের প্রাণ যায়। সেবার দেখলি না, ধানকলের মালিকের সংগে ঝগড়া হ'ল জোতদার-মহাজনের। আর। ওদের সবাইয়ের মালিক বালিগঞ্জের রাম পোদ্দার এসে সব দোষ চাপালো মাধাই-কানাই-এর ওপর। এমন কি ওদের চাকরী পর্যন্ত গেল।

স্ব। বা-বাহ্, বা-বাহ্, বেড়ে কথা বলতে শিখেছিল ত' দুঃখমুস। সেবার কোথায় কি হ'ল...এবার কোথায় কী হবে.. তা তুই আগে থেকেই জেনে বসে আছিল দেখছি। [ঝুলির প্রবেশ]

ঝুলি। কেনই বা জানবে না। আমি ধানকলের মালিক, মানে, ধানকল আমার। মানে, মালিক থাকে বালিগঞ্জে মানে, সেখান থেকে আমূল নাড়িয়ে তিনি আপনাদের পুতুল নাচ নাচান। মানে—

স্ব। আর মানের দরকার নেই ঝুলিবাবু। হে-হে-হে, মানে কথা হচ্ছে আমাদের মধ্যে, সেখানে আপনাকে সালিশী মারতে কেউ ডাকে নি। হে-হে-হে—

বারকোষ। ঠিক কথা স্ব বাবু। আপনার কথা সর্বৈব সত্য।

ঝুলি। মানে—আপনাদের মধ্যে কথা হচ্ছে মানেটা কি? তাহলে আমার ধানকলের মজুররা এখানে রয়েছে কেন?

বন্টু। আমাদের এটা বিশ্বাসের সময়।

দুঃখমুস। আমরা আমাদের গাঁয়ের চাষীভাইদের সংগে হুটো স্বখ-দুঃখের কথা বলছি। তাতে ওনাদের এখানে আসার দরকারটাই বা কী, তাতো আমরা বুঝি না।

কেলে। আমরা এবারকার ধান আর জোতদার-মহাজনবাবুর ঘরে তুলে দোব না।

কটা। এবারকার ধানের ভাগ আমরাও পেতে চাই।

স্ব। নিচ্ছন্ন—নিচ্ছন্ন...হে-হে-হে এতো সর্বৈব সত্য কথা। ওয়াই বা বছরের পর বছর ওদের ধান আমার গোলায় তুলে দেবে কেন?

বারকোষ। গোলা আপনার নয়—গোলা আমার। কিন্তু তাতে ধান থাকে

মালিকের। মালিকের বিনা অত্নভিতে ওরা এ ধরনের কথা চলতেই
পারে না। আর আপনিও ওদের সপক্ষে কোন কথা বলতে পারেন না।

স্ব ॥ আমি কি পারি না পারি, সেটা আমাকেই ভাবতে দিন।

মুলি ॥ মানে—কথা হচ্ছে কি—আমি ধানকলের মালিক মানে ধানকল
আমার। Single boil করুন আর Double boil করুন—ধান
ভাঙানোর চার্জ দেন কিন্তু আপনি।

স্ব, বারকোষ ॥ সেটা মালিক আমাদের দিতে বলেন, তাই দিই।

[ছড়ির প্রবেশ]

ছড়ি ॥ আর সেই ভাঙানো ধান আমার লরীতে করে পৌছে দিয়ে আসে
আমারই লোক। কিন্তু লরীভাড়াটা আমি পাই খোদ মালিকের হাত
থেকে।

কেলে ॥ দেখুন, কে কী করেন...না করেন, তা জানার স্বরকার আমাদের
নেই।

কটা ॥ হাঁটু ভতি কাদা জলে নেমে যে ধান আমরা বুনেছি, সে ধানের ভাগ
এবার আমরা পেতে চাই।

কেলে ॥ নইলে এ গাঁয়ের এক কণা ধানও আমরা এ গাঁয়ের বাইরে যেতে
দেব না।

কটা ॥ তার জন্তে যে কোনও ব্যবস্থা নিতে আমরা তৈরী।

স্ব ॥ তাই নাকি ?

কেলে/কটা ॥ হ্যা

বারকোষ ॥ আর তোরা—তোরাই বা চূপ করে আছিস কেন ? তোরা
কিছু বল ?

বন্টু ॥ যে ধান ভেঙে আমরা চাল করবো, সেই চালের ভাগ তো আমাদের
পাওয়া উচিত।

হুমুল ॥ উচিত নয়, আমরা সেই চালের অংশ অথবা তার আংশিক মূল্য
পেতে চাই। [রামের প্রবেশ]

রাম ॥ ভালো...ভালো...আংশিক মূল্য চাই...হি-হি-হি-হি-হি, তা কিসের
আংশিক মূল্য রে বন্টু, হুমুল ?

[পূর্ণ আলোয় রামের প্রবেশের সংগে সংগে হু-ইত্যাदि
রামের উদ্দেশে নমস্কার জানায়]

হু ॥ হে-হে-হে—আপনার মাথা—মানে আপনার মুণ্ডর আংশিক মূল্য চায়।

রাম ॥ তাই নাকি ?

ঝুলি ॥ না হজুর, ওরা কথাটা সেভাবে বলেনি।

রাম ॥ সাট আপ—। সাট আপ...সাট আপ। কে কিভাবে কথা বলেছে
বা বলে নি, তা আমি বুঝবো! আমি যতক্ষণ না জিজ্ঞাসা করছি, ততক্ষণ
কাকুর কোন কথা বলা নিষেধ—মানে, কেউ কোন কথা বলবেন না। হু ?

হু ॥ হজুর ?

রাম ॥ আপনার মাঠের লোকজন এখানে এসেছে কেন ?

কেলে/কটা ॥ আমরা জানতে এসেছি—

রাম ॥ এইপ্—চূপ। হারামজাদা-হতচ্ছাড়া-পাজি-ছুঁচো-রাসকেল, তোদের
কথা বলতে কে বলেছে ? আমি কি তোদের জিজ্ঞাসা করেছি ?

হু ॥ এই, তোরা কথা বলছিস কেন ? হজুর ত' তোদের কিছু জিজ্ঞাসা
করেন নি। তোরা চূপ করে থাক—কথা বলিস নি। বলুন হজুর, কী
যেন জিজ্ঞাসা করছিলেন ?

রাম ॥ ওরা এখানে কেন এসেছে ? এখানে, আমার বাড়ীতে ?

হু ॥ ঐ যে বললাম হজুর মুণ্ড—মুণ্ডর ভাগ চাইতে এসেছে। মাঠে যে খান
ওরা ফলার, তার ভাগ চাওয়া আর আপনার মুণ্ডর ভাগ চাওয়া তো একই
কথা হজুর।

রাম ॥ মানে ওরা আমায় ঠকাতে চাইছে। তা হ্যাঁ, তোরা আমায়
ঠকাতে চাইছিস ?...কিরে কথা বলছিস না কেন, বল ?

বারকোষ ॥ আজ্ঞে আমি বলবো হজুর ?

রাম ॥ সাট আপ। নো টক। আমি যখন আপনাকে বলতে বলবো তখন
আপনি বলবেন। তার আগে কিছু বলবেন না।

বারকোষ ॥ মানে আমি অপমানিত বোধ—

[কথা শেষ হয় না। হু ইত্যাदि প্রায় লাফ দিয়ে
বারকোষের মুখ চেপে ধরে। রাম হেসে ওঠে]

রাম । হি-হি-হি-হি-হি আছে । এখনও দু চারটে ভাল লোক আমার দিকে আছে । সবাই আমাকে ঠকাতে চায় না—ঠকায়ও না । তা হ্যাঁ—তোরা চুষ করে গেলি ! বল, তোরা আমার ঠকাতে চাইছিলি নাতো ? তবে দ্যাখ, তোরা যদি আমাকে ঠকাতে চানও, তোদের আমি ঠিক দোষ দিই না । কেন জানিস ?

চারজনে ॥ (সু ইত্যাদি) কেন হজুর ?

রাম ॥ বাড়ীতেই আমি একটা চোর পুঁথি । সে রোজ আমাকে ঠকায় । ঠকে ঠকে এখন আমি ছকে নিয়েছি, কে কদুর পর্যন্ত আমাকে ঠকাবে । (হাসি । পরে হাসি থামিয়ে হঠাৎ রেগে) সব কটাকে পেটাবো । হারামজাদা, যার খাবি...যার পরবি, যার দয়াল্য থাকতে পারবি, তাকেই কি না তোরা—

কেলে ইত্যাদি ॥ আমরা অস্বীকার করি না ।

রাম ॥ তোরা অস্বীকার করলি কী না করলি তাতে আমার বড় ব্যয়েই গেল । আমি তোদের তোয়াক্কাই করি না । তোদের সরিয়ে দোব ।

সু ॥ ওরে শোন । আমার কথা শোন । হজুরের কথা তোরা মেনে নে ।

দুরমুস ॥ এমন মহান— ।

বারকোষ ॥ দেশের পরাণ— ।

ছড়ি ॥ দীনের দয়াল— ।

সু ॥ ধনীর ভয়াল ।

চারজনে ॥ তোরা ছুটি পাবি নে । নে-নে, আর কথা (সু, বারকোষ) বাড়াস নে, হজুরের কথা তোরা মেনে নে ।

রাম ॥ আহ্, যারা বোঝবার নয়, তাদের অভ করে বোঝাতে হবে না । আমি আমার সিদ্ধান্ত ঠিক করে নিয়েছি । আমি দেখতে চাই, আমার কাছ থেকে চাকরী চলে গেলে, ওদের চলে কেমন করে ! হারামজাদা—হতচ্ছাড়া-পাজি-ছুঁচো-রাসকেল । যার খাবে, তারই দাঁতের গোড়া উপড়াবে ।

সু ॥ কিরে, তোরা এখনও চুষ করে থাকবি ?

বুলি ॥ হজুরের কাছে তোরা ক্ষমা চাইবি নে ?

কেলে ॥ ই্যা হুজুর ॥ আপনি আমাদের জমি ছান, তাই আমরা চাষ করি ॥

স্ব ॥ (স্বগত) সত্যিই তো, ও জমি নামে আমার, আসল মালিক উনি ॥

কটা ॥ আপনি আমাদের বীজ ছান তাই আমরা ধান বুনি ॥

বারকোষ ॥ (স্বগত) সত্যিই তো, ও ধান নামে আমার ॥ আসল মালিক উনি ॥

বুলি ॥ কিরে, তোরা চুপ করে রইলি কেন ? তোরাও বল ॥

বন্টু, দুয়মুস ॥ সেই ধান আমরা মাড়াই করি, সেদ্ধ করি, ধান থেকে চাল বের করি ॥

রাম ॥ ভালো—ভালো ॥ শুনে বড় ভালো লাগলো ॥

চারজনে ॥ (স্ব ইত্যাদি) খুউব ভালো...খুউব ভালো লাগলো ॥

রাম ॥ আরও ভালো লাগলো কেন জানো, কেউ হারামজাদা হরিটার মত এরা কুরুং-কুরুং করে না ॥ কিন্তু— ॥

চারজনে ॥ (কেলে ইত্যাদি) কিন্তু সেই চাল আপনার নির্দেশে চলে আসে আপনারই গুদোমে, আর আমরা শুকিয়ে মরি ॥

চারজনে ॥ (স্ব ইত্যাদি) হ-জু-র—

রাম ॥ এঁয়া ? কী হোলো ?

চারজনে ॥ (স্ব ইত্যাদি) গোলমাল ॥

রাম ॥ এঁয়া !!

চারজনে ॥ (স্ব ইত্যাদি) ই্যা হুজুর গোলমাল ॥

রাম ॥ তাই নাকি ? মানে আমাকে ঠকাতে চায় ?

স্ব ॥ ই্যা হুজুর ॥

বারকোষ ॥ ওরা চায় না, আপনার কথা শুনতে কিংবা মানতে ॥

চারজনে ॥ (কেলে ইত্যাদি) না হুজুর ॥ আমরা তা বলিনি ॥ আমরা খেতে চাই ॥ ফসলের ভাগ পেতে চাই ॥

রাম ॥ চুপ করে থাক ॥

স্ব ইত্যাদি ॥ চুপ করে থাক ॥

রাম ॥ হারামজাদা ॥

স্ব ইত্যাদি ॥ হারামজাদা ॥

রাম । আমার কানকে ফাঁকি !!

সু ইত্যাদি । প্রভুর কানকে ফাঁকি !!

রাম । ভেবেছিল, আমি কিছু বুঝি না !!

সু ইত্যাদি । ভেবেছিল, প্রভু কিছু বোঝেন না !!

রাম । বেরো সব ।

সু ইত্যাদি । বেরো ।

রাম । তোদের জমি আমি নিয়ে নিলাম ।

সু ইত্যাদি । কাঁদলেও আর জমি পাবি না ।

রাম । তোদের চাকরী আমি নিয়ে নিলাম ।

সু ইত্যাদি । না খেয়ে মরণে যা ।

রাম । হতচ্ছাড়া-পাজি-ছুঁচো-রাসকেল—

সু ইত্যাদি । হতচ্ছাড়া-পাজি-ছুঁচো-রাসকেল— ।

চারজনে । (কেলে ইত্যাদি) খবরদার—

[ওরা পাঁচজনে এক জায়গায় জড়ো হয়ে যায় । কেলে
ইত্যাদি আরও বলে]

অনেকক্ষণ চুপ থেকেছি...অনেক গালাগাল শুনেছি । আর নয় ।

কেলে, কটা । আমাদের জমির ধান দেবেন কি না ।

রাম । তোদের বাবার জমি !! (সু ইত্যাদির সায়)

কেলে, কটা । আমাদের বাবার জমিতে পা দিলে ঠ্যাং কেটে নিতাম ।

বল্টু, হুরমুস । মজুরি হিসেবে ধানের ভাগ আমাদের দেবেন কিনা !!

চারজনে । (কেলে ইত্যাদি) বলুন উত্তর দিন ।

রাম । লাঠি আপ !! হারামজাদা, বেরো...বেরো আমার বাড়ী থেকে । সু,
বারকোষ ছড়ি, তুলি—

চারজনে । (সু ইত্যাদি) ছজুর—

রাম । ওদের আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছি । সোজা কথায় যদি
ওরা যেতে রাজী না হয়, ওদের চুলের মুঠি ধরে ক্যাৎ-ক্যাৎ করে লাথি
মারতে মারতে বের করে দিন !

সু ইত্যাদি । বেরো...বেরো এখান থেকে । (মারার ভণ্ডে হাতের লাঠি

তোলে। কেলে, কটা ইত্যাদি খানিকটা শিঁছিয়ে সোজা হয়ে কিয়ে
দাঁড়ায়)

চারজনে ॥ (কেলে ইত্যাদি) নাহ্—।

চারজনে ॥ (সু ইত্যাদি) হজুর—

কেলে, কটা ॥ অনেক মার খেয়েছি, আর নয়।

বন্টু, ছুরমুস ॥ অনেক যন্ত্রণা ময়েছি, আর নয়।

চারজনে ॥ বলুন আমাদের ফসলের ভাগ দেবেন কি না?

চারজনে ॥ (সু ইত্যাদি) হজুর—?

রাম ॥ দোব। আমি ওদের শ্রায্য পাওনা দোব।

চারজনে ॥ (সু ইত্যাদি) হজুর!!

রাম ॥ পা আমার খোঁড়া। কিন্তু পা খোঁড়া হয়েছিল কেন?

চারজনে ॥ (সু ইত্যাদি) কেন হজুর?

রাম ॥ ১৯৪৬ সালে আমি রক্ত দিয়েছিলাম। তারপর থেকেই পায়ের শিরায়
ওঠে টান। বহু ডাক্তার-বড়িকে দেখিয়েছি। কিন্তু প্রথম অবস্থায় ভুল
চিকিৎসার জন্তে পরে এক নামী নার্স স্পেশালিস্ট আমার অপারেশনের
কথা বলেন। কিন্তু, সেই সংগে দুটো ওষুধের কথাও বলেছিলেন।
ওষুধ দুটো কী জানেন?

কেলে, কটা ॥ ধানের বদলা জান্।

বন্টু, ছুরমুস ॥ মারের বদলা মার।

চারজনে ॥ (সু ইত্যাদি) এই—প্রভুর কথা শোন...প্রভুকে বলতে দে।

কেলে ॥ এখানে আমরা ওনার ঐ সব ফিরিস্তি শোনার জন্তে আসি নি।

রাম ॥ দাঁড়া—দাঁড়া...এতক্ষণ যখন সব কিছুই শুনলি, এটুকু বা আর বাদ
দিবি কেন?

বারকোষ ॥ বেলী উত্তেজিত হওয়া ভাল না। তাই না হজুর?

সু ॥ ই্যা হজুর, আপনি বলুন, আমরা শুনছি।

রাম ॥ তাহলে বলি?

ঝুলি ॥ বলুন হজুর, ওষুধ দুটো কি?

রাম ॥ ওষুধ দুটো হল, মনকে দুর্বল করবে না আর চোখে জল আনবে না।

তা ডাক্তারের ঐ ওষুধ দুটোকে আমি আমার মনের মত করে পাঙ্ক করে নিয়েছি। স্ব, বারকোষ, ছড়ি ঝুলি— ৬

চারজন। (স্ব ইত্যাদি) হজুর ?

রাম ॥ ওদের জিজ্ঞাসা করুন তো, ওরা পাঙ্ক মানে জানে কি না !

চারজন ॥ ইয়ারে তোরা জানিস্ ? [ওরা অবিচল]

স্ব ॥ ওরা গরীব। পড়াশুনো করার স্বযোগ ওরা কোথায় পাবে বলুন ?

ওরে হতভাগা, পাঙ্ক মানে হ'ল মিশিয়ে নেওয়া।

রাম ॥ ই্যা ॥ মিশিয়েই নিয়েছি আমি। কারুর চোখের জল আমাকে টলাতে পারে না, যেমনি পারে না, শত আঘাতেও আমাকে দুর্বল করতে। যদি তা পারতো তাহলে চাল, মশলা, তেলের সমস্ত বাজারটা আমার হাতের মুঠোয় থাকতো না। বুঝেছিস হারামজাদা ? (বলেই বন্টুকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে) হারামজাদা...মারের বদলা মার...সঙ্গে সংগে মরে গিয়ে কেলোকে লাঠি দিয়ে আঘাত) ধানের বদলা জান্... (স্ব ইত্যাদি হাসবে) বেরো...বেরো এখান থেকে। আর কোনদিন নিজেদের গাঁ ছেড়ে এখানে আসবি না বুঝেছিস ? তা সত্ত্বেও যদি আসিস, তাহলে—। ...কী হল, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

চারজন ॥ (স্ব ইত্যাদি) কিরে শুনতে পাচ্ছিস না হজুরের কথা ? যা এখান থেকে।

কেলে ॥ ঠিক আছে যাচ্ছি। কিন্তু এর শোধ আমরা নেব...এর শোধ আমরা নেব...(চলে যায় সব)।

রাম ॥ হরি...হরি—। ওহো-হো, ও তো আবার বাজারে গেছে। স্ব—

স্ব ॥ হজুর ?

রাম ॥ বারকোষ—

বারকোষ ॥ হজুর ?

রাম ॥ ছড়ি ?

ছড়ি ॥ হজুর ?

রাম ॥ ঝুলি—

ঝুলি ॥ হজুর ?

রায়াক মার্কেট

রাম ॥ কেন আপনার আমি ডেকে পাঠিয়েছি জানেন ?

সকলে ॥ না হুজুর !

রাম ॥ আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন, রক্তমাংসের শরীর আমার।

বাজারে অনেকে আমাকে অনেক নামে ডাকে। কেউ বলে, কালো-বাজারী, কেউ আমার নাম রাম পোদ্দার বিকৃত করে বলে হারামী পোদ্দার। সবই আমার কানে আসে। কিন্তু, চুপ করে সব সহ্য করে যাই।—কেন জানেন ?

সকলে ॥ কেন হুজুর ?

রাম ॥ রাগা চলবে না...রেগে মাথা গরম করা চলবে না। আর ঠিক সেই-জন্মেই...সেইজন্মেই কারুর গায়ে হাত তোলা আমার সয় না, যদি না, আমাকে ভীষণ রাগিয়ে দেয়।

সকলে ॥ হ্যাঁ হুজুর।

রাম ॥ আজ আমি সত্যিসত্যিই ভীষণ রেগে গিয়ে ওদের মারলাম—কেন জানেন ?

সকলে ॥ কেন হুজুর ?

রাম ॥ ওরা বড় বেয়াদপ্ হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে হারামজাদা ঐ সব চেবোগুলো। খালি, নেই—নেই...দাও দাও!! হারামজাদা...তোদের জন্ম হয়েছে কেন! দেশের মংগল-অমংগল যদি তোরা না দেখিস, ভেবে তোরা যদি চাষাবাদ না করিস তাহলে দেশের অবস্থা কী হবে ?

সকলে ॥ জয় মহারাজ নন্দলালের জয়।

রাম ॥ মানে ?

হু ॥ আজ্ঞে, আপনি শোনেন নি ?

রাম ॥ কী ?

হু ॥ সেই কবিতাটা। সেই যে—একদা নন্দলাল যে করিল ভীষণ একটি পণ, স্বদেশের তরে—

তিনজনে ॥ যে করেই হোক, রাখিবেই সে জীবন।

হু ॥ স্বদেশের তরে—

তিনজনে ॥ যে করেই হোক, রাখিবেই সে জীবন।

হু। স্বদেশের তরে—

তিনজনে। যে করেই হোক রাখিবেই সে জীবন।

হু। কী সাংঘাতিক এই লাইন দুটো। ঠিক যেন—

তিনজনে। কবি, এই ধনী রাম পোদ্দারকে মনে করেই লিখে গেছেন।

হু। আহা-হা, কী স্বদেশ ভাবনা! যেন—

বারকোষ। সকাল বেলায় গরুর মুখে জাবনা—। কিংবা—।

ঝুলি, ছড়ি। মদের পাশে কচি ঘাসের দাবনা।”

রাম। তাহলে আর একবার বলুন।

চারজনে। কী হজুর?

রাম। ঐ যে ‘জর’ না কী যেন একটা বললেন।

চারজনে। জয় মহারাজ নন্দলালের জয়।

রাম। আহা-আহা, কী স্বন্দর, কী মনোরম! আবার একবার বলুন?

চারজনে। জয় মহারাজ নন্দলালের জয়।

রাম। Shut up—শালা শূরোরের বাচ্চা...গেঁয়ো গর্দভ...আমারই ডাকে
বাড়ী বয়ে এসে, আমাকে অপমান করবে, আর আমি তা মেনে নেব!!

চারজনে। নো হজুর...না।

রাম। Shut up আমি নন্দলাল? হারামজাদা! কান খুলে শুনুন,
আমি নন্দলাল নই, আমি রাম পোদ্দার। লোকে বলে, আমি ব্ল্যাক-
মার্কেট করি। ই্যা তাই...তাই। কিন্তু কেন করি? দেশের স্বার্থে
নিশ্চয়। যদি আমি তা না করতাম, যদি আমি জিনিসপত্রের দাম না
বাড়াতাম, যদি আমি চালের দাম না বাড়াতাম, যদি আমি চিনি-মশলা-
সরষের তেল-বাদাম তেল-রেশমীড তেলের দাম না বাড়াতাম, তাহলে
দেশের লোক আরও বেশী বেশী খেতো আর নিজেদের পিলে বাড়াতো।
ই্যা পিলে। সেই পিলে বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা হত যে, একদিন
সারা দেশটা পিলে রোগে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু আমি দোব না...যেমন
আমি দিই নি মুসলমান কিংবা ইংরেজদের আমলে, তেমনই আজও দোব
না। এখন শুনুন, যে ভুলে আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি।

সকলে। বলুন সার?

ব্ল্যাক মার্কেট

৩৭৭

রাম ॥ আপনারাও যদি নিজেদের ধনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহলে
আমাকে ফলো করুন, কঠোর পরিশ্রম করুন। দেখেছেন নিশ্চয়ই,
ইদানীং ট্রায়ে-বাসে-স্টেশনে-লরীতে কী লেখা থাকে—নো সাবস্টিচুড্
অফ হার্ড ওয়ার্ক।

সকলে ॥ হ্যাঁ স্যার।

রাম ॥ ঐ হার্ড কথাটাকে হোর্ড করে নিন। HOARD-হোর্ড তাহলে
কী দাঁড়ায়? নো সাবস্টিচুড্ অফ হোর্ড ওয়ার্ক—মানে মজুতদারের
কোন বিকল্প নেই। বুঝেছেন?

সকলে ॥ নিশ্চয় স্যার।

রাম ॥ নিশ্চয় স্যার ত' পরিশ্রমটা করেছেন কোথায়? এখনও পর্যন্ত ধান
তোলার কোন রিপোর্ট দিয়েছেন?

স্ব ॥ দেবার সময় পেলাম কই স্যার?

বারকোষ ॥ এসেই ত' দেখি কেরে-কটা-বন্টু-দুরমুখের দল এখানে হাজির।

রাম ॥ ওরা শয়তান—বিশ্বাসঘাতক—দেখজোহী। দেশের ভালো ওরা চায়
না, আপনারা বরাবর তা দেখে এসেছেন, এবং এখনও চোখের সামনে তা
দেখলেন। কিন্তু, ওরা থাকবে না—বৈশ্বাধিন পৃথিবীর বুকে ওরা থাকবে
না। কারণ, যে রাখে, সেই থাকে। আমরা রাখি মানে মজুত করি,
তাই আমরা পৃথিবীর বুকে ছিলাম, আছি থাকবো। থাক, ওসব তত্ত্বের
কথায় এখন আমাদের দরকার নেই। এখন আমাদের দরকার ধানের।
ধানের খবর বলুন?

স্ব ॥ ভাল না হজুর।

রাম ॥ হোয়াট!! ভাল না মানে? এত সুন্দর বৃষ্টি হয়েছে...জলের কোন
অভাব ছিল না, B.D.O. থেকেই বলুন বা. নিজেদের থেকেই বলুন ভালো
বীজ দেওয়া হয়েছে...লোহাচুর আর গোবরপচা সারে মাঠকে মাঠ বোঝাই
করে দেওয়া হয়েছে...তবু ধান ভাল হয় নি মানে?

স্ব ॥ একটু জল...একটা জলের অভাবেই এই অবস্টন।

রাম ॥ কাপসা কথা শুনতে বা বলতে আমি ভালবাসি না। যা বলার
সরাসরি বলুন?

হু। যে পাঁচটা গাঁ আমাদের control-এ, তার সবটাই উঁচু জমির ওপর।
খালধারের নীচু জমি যেটুকু আছে, সে সব জমিতে ধান খারাপ হয় নি।
কিন্তু, আশ্বিন কাটিকে এক কোঁটা বৃষ্টি না হওয়ার বিঘে প্রতি ধান আদ্যেক
কাঁপা-চড়া রোদে সব শীষ শুকিয়ে হলেদে হয়ে গেছে।

রাম। বারকোষ, আপনারও কী ঐ একই কথা?

বারকোষ। হজুর, আমার খবর আরও খারাপ।

রাম। কেন?

বারকোষ। আমাকে দেখলেই চাষীরা ক্লেপে তেড়ে আসে। বলে, ঐ
শালা বারকোষ, বারকোষ নিয়ে ধান তুলতে এসেছে। মার শালাকে।
তবে হজুর, আমার হাতে যে সাতটা গাঁ আছে, তার সবটাই নীচু জমি।
ধান খুব ভালো হয়েছে।

রাম। যাক বাঁচালেন।

বারকোষ। বাঁচালেন কী হজুর!! ধানটা তোলাবে কে? তার ওপর
‘ফসল বুনবে যে, ধান তুলবে সে’ না কি যেন সব আইন-টাইন হয়েছে।
তাতে ত’ওরা সবাই আবার মাথায় চড়ে বসছে।

রাম। ওহ্, এই কথা! ওরা যে ফসল বুনছে, তার প্রমাণ আছে কিছ?

বারকোষ। না তা অবশ্য নেই।

রাম। তাহলে কোন চিন্তা নেই। ও ধান উঠবে...যেমন করেই হোক
উঠবে। দরকার হয়, বাইরের লোক দিয়ে—।

বারকোষ। কিন্তু, সেটা কী ভালো হবে হজুর?

রাম। মানে?

বারকোষ। গতবারই ওরা আমাদের মেরে ফেলছিল। খুব কপাল জোরে
কোন রকমে বেঁচে গেছি। এবার ওরা হাতে আইন পেয়ে গেছে—।

রাম। বেশী কথা বলা আমি পছন্দ করি না। আমার চাই কাজ। গাঁয়ের
জোতদার, মহাজন সেজে সব বলে থাকবেন, ‘আর কথামত কাজ করতে
পারবেন না, তাতো হয় না। যে করেই হোক, ২০ হাজার টন চাল
আমার চাই, নইলে পোষ মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা ফেরত চাই। ঝুলি—।

ঝুলি। হজুর?

ব্র্যাক মার্কেট

রাম । আপনার ধানকলে ২০ হাজার টন ধান, বাড়াই ভানাই হবে না ?

ঝুলি । বিশ কেন হজুর, আপনি বলে দিন ২০০ হাজার টন ধান ভেজে
আপনার গুদোমে পাঠাতে পারি ।

রাম । ছড়ি— !

ছড়ি । হজুর ?

রাম । লরী সব ঠিক আছে ?

ছড়ি । তিনটে ব্রেক-ডাউন হয়ে গ্যারেজে রয়েছে । বাকী আটটা ঠিক
আছে ।

রাম । বাকী তিনটেও সাতদিনের মধ্যে রাস্তায় নামাতে হবে । আর
কয়েকদিনের মধ্যেই ধান কাটা শুরু হবে শুনুন স্ত্র, বারকোষ—

স্ত্র, বারকোষ । বলুন হজুর ?

রাম । এখন থেকে চাষীদের সংগে খুব ভালো ব্যবহার করবেন । ওরা
যেন বোঝে, ওরা যা করছে, সেটাই ঠিক । ধানগাছগুলো কেটে শুকোতে
দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা । সংগে সংগে আমার খবর পাঠাবেন । ছড়ি -

ছড়ি । বুঝতে পেরেছি হজুর । সংগে সংগে আমার লরী আর লোক নিয়ে
সেখানে হাজির হয়ে খড়্, সমেত ধান তুলে এনে—

ঝুলি । আমার ধানকলে । (হাসি) ।

রাম । ই্যা । মনে থাকে যেন । একটু এদিক সেদিক হলে—(প্রস্থান পথের
দিকে এগোয় । পেছন ফিরে ওদের দিকে তাকায়) । খাবারের ব্যবস্থা
যদি অল্প কোথাও করে না থাকেন, তাহলে এখানেই সবাই খেয়ে যাবেন ।
(প্রস্থান)

ঝুলি । কী মশাই, কী ভাবছেন ?

স্ত্র । কী আর ভাববো ? হয় ধান নয় মান ।

বারকোষ । হয় ধান, নয় মান । এবার যে কী করে ধানগুলো কাটাই !

ছড়ি । সে ভাবনা ত' আপনার নয় । চাষীরা ধান যখন বুনেছে, তা ওরা
কাটবেই । সংগে সংগে আমাকে খবর পাঠিয়ে দেবেন । ব্যল, তারপর
যা করার আমি করবো ।

ঝুলি । কী করবেন আপনি ? কাঁচা ধান ত' আর স্ত্রারের গুদোমে তুলবেন না,

তার জন্তে দরকার আমাকে । কোন রকমে আমার ওখানে এনে ফেলে
দেবেন । তারপর চাল হয়ে গেলে, কোন্‌ খানে কোন্‌ চাল বেরিয়েছে কে
ধরবে !! (হাসি)

হু ॥ কিন্তু বিশ হাজার টন চাল ! এক আধ টন হলে—

ছড়ি ॥ টাকাগুলো যখন advance নিয়েছিলেন, তখন মনে ছিল না ?

[বাজার সমেত হরির প্রবেশ]

হরি ॥ মশাইরা কী থাকবেন, না যাবেন ? কুরুং-কুরুং ।

হু ॥ মানে ?

হরি ॥ বলছি, মশাইরা কী থাকবেন না, যাবেন ?

হু ॥ তোমার মালিক যে বলে গেল, এখানে খাওয়া দাওয়া করে যেতে ।

হরি ॥ বাবু, একথা বলে গেছেন ! অসম্ভব, হতেই পারে না । কুরুং-কুরুং— ।

হু ॥ আমি কি তাহলে মিথ্যে কথা বলছি ? তুমি এদের জিজ্ঞাসা কর না,
তোমার বাবু কী বলেছেন !

তিনজনে ॥ ই্যা ভাই, তোমার বাবু ঐ কথাই চলে গেছেন ।

হরি ॥ আমি এখনও বলছি অসম্ভব । বাবু ও কথা আপনারা বলতেই
পারে না কুরুং-কুরুং । বড়জোর বলতে পারেন, আপনারা খাওয়াদাওয়ার
ব্যবস্থা যদি অল্প কোথাও করে না থাকেন, তাহলে এখানে থেঁয়ে যাবেন ।

হু ॥ ই্যা । এ কথাই বলে গেছেন ।

হরি ॥ হতেই হবে । বাবুকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন আপনারা ক'টা বছর !
আমি করছি প্রথম যখন বাবু বড়বাজারে মূদীর দোকান দিল । সে কি আর
আজকের কথা ! 'সারা দেশ জুড়ে তখন স্বাধীন হ'ব... স্বাধীন হব' সে কি
ধিন্তা নাচন । কোলকাতায় তখন ট্রাম-বাস চলতো বটে, তবে এত ঘন ঘন
নয়, আর এত লোকও ছিল না । যাক সে কথা, যে কথা বলছিলেন কুরুং-
কুরুং । আপনারা তাহলে যান, অল্প কোথাও খাবার ব্যবস্থা করুন গে ।

চারজনে ॥ এ কি যাচ্ছে কোথায় ?

হরি ॥ আপনারাদের সংগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্‌ বক্‌ করলে ত' আমার
রান্নাগুলো হয়ে যাবে না । বাড়ীতে দ্বিতীয় লোক নেই । বাবু
আবার ঠিক ১২-৩০ টায় খেতে বলেন । আর তাও কি—সব সেছ ।

সকলে ॥ এঁরা !!

হরি ॥ হ্যাঁ। কুৎ-কুৎ এতটুকু নূন পর্যন্ত বাবু খান না। তেল তো কোন
দূরের কথা। মাছ-মাংস-ডিম যে কদিন দেখিনি ভগবানই জানেন।

সকলে ॥ তাহলে ওটা কী ?

হরি ॥ এটা! হে-হে-হে, কাঁটা, মাছের কাঁটা, এ যে একটা কুকুর, বাবুর এ
একটাই সখ—কুকুর পোষা। সেই কুকুরের জন্তে কুৎ-কুৎ। বাজার
থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে এগুলো নিয়ে আসি। দেখবেন দেখবেন
আপনারা ?

স্ব ॥ নাহ্, তুমি যখন বলছো—

হরি ॥ তাহলে বলুন, এখানে কী আপনারা খাবেন ?

স্ব ॥ ওয়া কুৎ, ওসব মামুষে খায় !

বারকোষ ॥ আমাদের পেটে ত' আর ঢাবা হয় নি, যে ঐসব সেদ্ধ খাবো।

হরি ॥ সে আপনাদের ইচ্ছে। শেষে খেতে বসে আমাদের গালাগাল দেবেন,
তাই বলে শেওয়া। আপনাদের মত মান্নি গন্নি লোককে ত' আর আমি
ঐসব সেদ্ধ দিয়ে খেতে দিতে পারি না—তাই আগে থেকে বলে দিলুম !
কুৎ-কুৎ— (প্রস্থান)

স্ব ॥ তাহলে চলুন। শুনলেন ত' সব। এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে কোনো
হোটেল-ফোটেল খাবার ব্যবস্থা দেখিগে।

তিনজনে ॥ অগত্যা। তাই চলুন। (প্রস্থান)

স্ব ॥ ওহে শুনছো ?

হরি ॥ (ভেতর থেকেই) বলুন—

স্ব ॥ তোমার বাবুকে বলো, আমরা খাওয়া-দাওয়া করে ফেরার পথে আবার
দেখা করে যাবো—কেমন ? (প্রস্থান)

হরি ॥ আচ্ছা—। (বেরিয়ে আসে) এঁরা, খাওয়া-দাওয়া করে যাবে !
ওনারা খাওয়া-দাওয়া করে যান, আর আমি বসে বলে রাখি ! সে বান্দা
আমি নই। তার ওপর শুনেছি গাঁয়ের ঐসব জোতদার-মহাজনগুলো
নাকি কুৎ-কুৎ ঢাকীদের মত গেলে !

[ভেতরে গমনোচ্ছত। রামের প্রবেশ]

রাম ॥ তুই হতচ্ছাড়া, আমাকে একেবারে পথে বলিয়ে ছাড়বি।

হরি ॥ কেন হজুর ?

রাম ॥ মাছ আনতে তোকে কে বলেছে ? আর এনেছিলই যখন, তখন
ওদের দেখাবারই বা কী দরকার ছিল ?

হরি ॥ দেখিয়েছি কোথায় ?

রাম ॥ না দেখাস নি। কিন্তু যদি ওরা ঐ পুটলীটা খুলে দেখতে চাইতো ?

হরি ॥ দেখতে চাইলেই হ'ল ! এমন কথা বলবোই বা কেন, যে, ওরা দেখতে
চাইবে ! তাহলে আপনার কাছ থেকে ট্রেনিং পেলাম কী ?

রাম ॥ পরস্যা ফেরত দে।

হরি ॥ কুরুং-কুরুং !! পরস্যা !!

রাম ॥ ই্যা-ই্যা পরস্যা। দশটা টাকা নিয়ে বাজারে গেলি—কিছু কি
ফেরে নি ?

হরি ॥ কোথেকে ফিরবে ? দিন-রাত চাল-ডাল-তেল-মশলার মণ মণের
হিসেব কবছেন। খুচরো আলু-পটল-কপি-কড়াইন্ত'টির দর জানেন।
ধরুন না কেন আলু—আলুর দরই তিনটাকা করে কেজি।

রাম ॥ কত ?

হরি ॥ তিনটাকা। পটল ছ টাকা, কপি একটা দেড় টাকা, কড়াইন্ত'টি ছ
টাকা, মাছ আঠারো টাকা। কুরুং-কুরুং—টমেটো—।

রাম ॥ তোকে হতভাগা এত দর দিয়ে এসব কে আনতে বলেছে ? আবার
হাসছিল ! হতচ্ছাড়া-হারামজাদা-পাজি-ছুঁচো-রাসকেল—।

হরি ॥ গালাগাল আমাকে হজুর, যত ইচ্ছে আপনি দিতে পারেন। তবে
হজুর এ সবই আপনার শিক্কে।

রাম ॥ আমার শিক্কা ?

হরি ॥ তা নয়তো কী ? আপনিই বলুন হজুর, ঐসব জোতদার মহাজনদের
কাছ থেকে আপনি কত করে চাল কেনেন, আর কত করে বিক্রি করেন।
তারপর ডাল-তেল-মশলা—কুরুং-কুরুং, এগুলো ত' বাবই দিলাম।

রাম ॥ হারামজাদা, আবার মুখের ওপর কথা !!

হরি ॥ মুখের ওপর কথা হল ? আপনি যা করেন, আমিও তো তাই করি ?

ব্র্যাক মার্কেট

রাম ॥ আমি কী করি ?

হরি ॥ কেন কম দামে মাল কিনে বেশী দামে বিক্রি করেন। আমিও ভেয়ানি
—(কুরুং-কুরুং—গ্যা—)

রাম ॥ বেরো—বেরো এখান থেকে। দরকার নেই আমার চাকরের।

হরি ॥ তা না হয়, বাচ্ছি। কিন্তু, আমি চলে গেলে, আপনাকে, আপনার
ভাগনেকে রেঁধে খাওয়াবে কে ?

রাম ॥ কাকে রেঁধে খাওয়াবি ?

হরি ॥ কেন আপনাকে, আপনার ভাগনেকে। বাক্সাঃ এই প্রথম আপনার
বাড়ীতে আপনার একজন আত্মীয় এল। সেই জন্তেই ত' ভালমন্দ
আনতে গিয়ে একটু বেশী খরচ হয়ে গেল।

রাম ॥ Shut up কোই নেই হায়। তিনকূলে আমার কেউ নেই। কোথায়
—কোথায় সে ?

হরি ॥ ঐ তো শুনছেন না.. ভেতরে...গান গাইছে ?

রাম ॥ গান গাওয়াচ্ছি! হারামজাদা! শিঠের ছাল তুলে দোব...থানায়
পাঠাবো...জলে পাঠাবো...কোথায় আছিস হতভাগা—

(প্রস্থান পেছনে হরি)

[অপর দিক দিয়ে পুনরায় প্রবেশ স্ব, বায়কোষ ছড়ি, বুলি]

স্ব ॥ চুপ!

বায়কোষ ॥ ব্যাপারটা খুব গোলমালে মনে হচ্ছে!

ছড়ি ॥ দূর মশাই! পেটে ছুঁচোর ডন্ মারছে, আর, ওনারা এখন
ডিটেকটিভ গিরি ফলাচ্ছেন!

বুলি ॥ যাই বলুন, ভাগ্যিস ফিরে এসেছিলাম। নইলে, এই বালিগঞ্জে
কোথায় হোটেল-হোটেল করে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতেন? এখন প্রভুর
পায়ের তলায় সটান শুয়ে পড়ে বলবো—

তিনজন ॥ প্রভু, কোথাও কিছু জুটলো না। যা শাক-ভাত সেদ্ধ আছে
দিন। নইলে হজুর মরে যাবো।

বুলি ॥ দূর মশাই, শাক ভাত সেদ্ধ খেতে যাবো কোন্‌ হুখে! শুনলেন না,
কাটা পোনা মাছ দিয়ে কপির ডালনা হবে ?

স্ব ॥ তার আগে দাঁড়ান, ওদের গোলমালটা আগে মিটুক ।

ঝুলি ॥ আদৌ এটা গোলমাল নয় ।

স্ব ॥ গোলমাল নয় ?

ঝুলি ॥ না । পাছে অল্প কেউ এসে সম্পত্তিতে ভাগ বসায়, তাই রামবাবু সকলের কাছে বলে বেড়ান, তিনকূলে তার কেউ নেই । কিন্তু আসলে— ।

স্ব ॥ চূপ । চলুন, ওরা আসছে । আবার ঐ পাঁচিল ধারটায় চূপ করে বসি ।

ছাড়ি ॥ দেখুন, আপনাদের মধ্যে খিল, একসন থাকতে পারে, আমার নেই । পেট আমার চু-চু করছে । এখনি আমার কিছু খাওয়া দরকার । নইলে বায়ু সরতে আরম্ভ করবে ।

[ভেতরে গোলমাল—বেরো...বেরো শয়তান...মামা !]

স্ব ॥ চলুন—চলুন মশাই...তাড়াতাড়ি চলুন...এখনি এসে পড়বে ওরা ।

[চারজননের প্রস্থান]

রাম ॥ হারামজাদা...বল...বল বলছি...বল তুই কে ?

ভাগনে ॥ আহ, ছেড়ে দাও মামা, লাগছে ।

রাম ॥ লাগাচ্ছি !! হারামজাদা চিটিং বাজী !! জানিস না তুই কার বাড়ীতে হানা দিয়েছিস !! বল তুই কে ?

ভাগনে ॥ না ছাড়লে বলবো কি করে ? আগে ছাড়ো তবে তো বলবো ।

রাম ॥ সেটি চলবে না । আমি ছাড়ি, আর তুই পালা—সে বাব্বা আমি নই । পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে তবে আমি ছাড়বো হরি—এই হরি—এই হরি—[একটি বড় হাতা নিয়ে প্রবেশ করে হরি]

হরি ॥ বাবু ?

রাম ॥ হারামজাদা !! ঐ হাতা এনেছিস কেন ? আমি কী তোকে—

হরি ॥ আজ্ঞে আপনার ভাগনে...ওকে একটু হাতা করে দুধও খাওয়াবেন না ? নইলে, কুকং-কুকং— ।

রাম ॥ Get out I say—এই কোথায় বাচ্ছিস ?

হরি ॥ আজ্ঞে আপনি যে যেতে বললেন !

র‍্যাক মার্কেট

রাম ॥ হতচ্ছাড়া-পাজি-ছুঁচো-রাসকেল !! নিয়ে যা—নিয়ে যা একে থানায় ।

দারোগাবাবুর হাতে দিয়ে বলবি—

ভাগনে ॥ আহ্ কী হচ্ছে কী মায়া !!

রাম ॥ Shut up কিছুটা করেছে তোর মায়ার! কে তোর মায়া !!

হুনিয়ায় আমার কেউ নেই—ভাইপো-ভাগ্নে-ভাইবি, গিসী-মাসী-খুড়ী
কেউ নেই । বল হারামজাদা কে তুই ?

ভাগনে ॥ তখন থেকে খালি মেরেই চলেছ—আগে ছাড়বে তবে না বলবো ?

রাম ॥ কিছুই তোকে বলতে হবে না । যা বলার পুলিশের কাছে গিয়ে
বলবি । হরি— ।

হরি ॥ বাবু ? এই যে হাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি । আপনি বললেই কুরুং-
কুরুং—গরমজল এনে মুখে ঢেলে দোব ।

রাম ॥ দ্যাখ হরি, রসিকতার একটা সময় কাল আছে । এটা রসিকতার
সময় নয় ।

ভাগনে ॥ আহ্ মায়া, তুমি বুঝছো না কেন—

রাম ॥ Shut up—কে তোর মায়া, বলি কে তোর মায়া ? হারামজাদা !
তোমার মত শঠ, শয়তান যদি আমার ভাগনে হত, আমাকে মায়া বলে
ডাকার আগে তার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলতাম ।

ভাগনে ॥ মনে অত নোংরামির প্রভ্রম দাঁও কেন ? মনে যত বেশী নোংরামির
প্রভ্রম দেবে মনটা তত নোংরা হয়ে— ।

রাম ॥ Shut up !! Don't give me জ্ঞান । এই হরি শোন ?

হরি ॥ কুরুং-কুরুং, বলুন কী করবো ?

রাম ॥ একে নিয়ে যা...এখনি থানায় নিয়ে যা । মেজ দারোগাবাবুকে গিয়ে
বলবি— । এ কিরে—এই কান্দছিস কেন ?

হরি ॥ আমাকে আর যা খুশী বলুন, কিন্তু ঐ থানা পুলিশের কাছে যেতে
বলবেন না ।

রাম ॥ কেন ? তোর ভয়টা কিসের ?

হরি ॥ ভয় কী আর সাথে !! ও মাছের মধ্যে ইলিশ আর কাছের মধ্যে
পুলিশ—এই দুটোকেই আমার সমান মনে হয় ।

রাম ॥ ঠিক আছে—তাকে পুলিশের কাছে যেতে হবে না। তুই চুপ কর।

এই যে, এ বাড়ীতে কখন ঢোকা হয়েছে?

ভাগনে ॥ কেন? হরি বলেনি কিছু? কাল রাতে।

রাম ॥ হোয়াট!! কালরাত থেকে এক অজানা অচেনা ধূষ পুরুষ আমার বাড়ীতে আস্তানা গেড়েছে, আর আমি বাড়ীর মালিক হয়ে কিনা—

ভাগনে ॥ অবিশি হরি তোমাকে বলার স্কোপ পায় নি। কারণ, কাল রাতে ত' তুমি বাড়ী ফেরোনি।

রাম ॥ That's not your look out—আমি বাড়ীতে ফিরি না ফিরি, তুই খবরদারি করার কে? হরি—

হরি ॥ বাবু?

রাম ॥ এর হাতে কোন স্ট্রটকেশ-ফুটকেশ ছিল?

হরি ॥ ই্যা স্ট্রটকেশ ত' একটা ছিল? আমাকে এসে বললে আমি শ্রাম-বাজারের দ্বিদির বাড়ী থেকে এসেছি। তাই আমি বেশী কথা না বলে, ওপরের দক্ষিণ দিকের কোণের ঘরটা—।

রাম ॥ সব্যনাশ করেছে। চল্...চল্ হারামজাদা তোর স্ট্রটকেশে কী ছিল! ইতিমধ্যে কী কী গেড়িয়ে স্ট্রটকেশে পুরেছিল! (টানতে টানতে ভেতরের দিকে নিয়ে যায়। পেছনে হরিও যায়)

[অপরদিক দিক দিয়ে প্রবেশ করে স্ত্র, বারকোষ, ছড়ি, ঝুলি]

ছড়ি ॥ এদিকে আপনারা মজা লুটছেন, আর ওদিকে আমাদের বাড়ীতেও ভাগনে টাগনে কেউ গিয়ে হাজির হয়েছে কি না কে জানে!

ঝুলি ॥ কেন, আপনিও কী বাড়ীর চাকরের ওপর সব ফেলে বাইরে রাত কাটান নাকি? (বাইরের দিক দেখতে দেখতে)

ছড়ি ॥ আমি যখন লরী ও'লা, তখন মাঝে মধ্যে বাইরে রাত কাটাতে হয় বৈকি। তবে আমি আপনার মত রেড-মার্কড্ জায়গায় গিয়ে রাত কাটাই না।

ঝুলি ॥ Shut up—আমার ব্যক্তিগত affairs'এ নাক গলাবেন না।

স্ত্র ॥ কী হচ্ছে কী আপনারা?

ব্ল্যাক মার্কেট

৩৮৭

বারকোষ ॥ দেখছেন, এদিকে এক সমস্তা এলে হাজির। এই সমস্ত আপনারা।

নিজের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছেন!

ছড়ি ॥ আমার খিদে পেয়েছে—বাস, আমি চললাম।

ঝুলি ॥ আপনি একা যাবেন? আমারও যে খিদে পেয়েছে।

সু ॥ আমি জমি তদারকীর কাজ ছেড়ে দোব।

বারকোষ ॥ কেন?

সু ॥ মশাই, কী করে রামবাবুর গোলায় ২০ হাজার টন চাল তুলে দোব, যে চিন্তায় পাগলা হয়ে যাচ্ছি, আর ওনারা এখন নিজের খিদের চিন্তায় মশগুল। আমি ওদব জোতদারী কারবার ছেড়ে দোব।

বারকোষ ॥ হজুরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে contract form'এ সই করার সময়, এ কথা মনে হয় নি?

সু ॥ টাকা ত' আপনিও নিয়েছেন।

বারকোষ ॥ আমি টাকা নিয়েছি—যে করেই হোক ধান তুলে দোব।

ছড়ি ॥ তুলে দোব মানে!! আমার লরী ছাড়া আপনি ধান তুলতে পারবেন?

ঝুলি ॥ রামবাবু ধান চান না, চাল চাল। আমার কলে ভান্সা হবে।

সু ॥ আমরা জানি, আপনার ধানকলের সে Capacity আছে। কিন্তু অতটা ধান দিয়ে দিলে, আমাদের পরিবার-ছেলে-পুলে নিয়ে সারাবছর না খেয়ে মরতে হবে।

বারকোষ ॥ সত্যিই ত' একথা ত' মাথায় আসেনি। নিজের হাতের মুঠোয় সব চলে গেলে, নিজেরা খাবো কী? শেষে কী, ঐ চাল বাজার থেকে আমাদের কিনে খেতে হবে?

সু ॥ সেইজন্মেই বলছি, চলুন, হজুরের পা ধরে বুলে পড়ি। যদি কোন রকমে মনটা ভেজাতে পারি।

ছড়ি ॥ এঁয়াং, শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর!! আরে মশাই আপনারা ত' মাত্র এক বছর রামবাবুর সংগে কারবার করতে নেমেছেন, আর—

ঝুলি ॥ আমি, সতের বছর। সতের বছর ধরে আমি আর উনি একসঙ্গে কাজ করে চলেছি। এক চুল এদিক ওদিক হবার যে। নেই contract is contract.

স্ব/বারকোষ । এখন উপায় ?

ঝুলি । উপায় একটা ছিল । কিন্তু এই মুহূর্তে তা সম্ভব নয় ।

স্ব । বলুন ? দয়া করে বলুন ?

বারকোষ । আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবো !

স্ব । তাতে যদি দরকার হয়, এইখানে অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাবো ।

ছড়ি । না মশাই, আমি ঐসব অনশনের মধ্যে নেই । এমনিতেই আমার পেট চুঁ-চুঁ করছে ।

ঝুলি । দূর মশাই ! আপনারা খালি খাওয়া-খাওয়া দেখছেন, ভল্লোলকের বোঁ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে না খেয়ে মরার যোগাড় হয়েছে, আর আপনি—

স্ব । তাড়াতাড়ি বলুন, কী উপায় আছে ? আমরা তাই করবো ।

বারকোষ । নইলে, এই বয়সে যদি ব্যাগ নিয়ে বাজার থেকে চাল কিনতে হয়—লজ্জার একশেষ ।

ঝুলি । সবই ত' বুঝছি । কিন্তু ঐ ভাগনেটা এসে যে সব গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছে । এখন কী রামবাবুকে সে সব কথা বলতে পারবেন ?

স্ব । বলতেই হবে—যে কোন ভাবেই হোক । আপনি বলুন ?

[ভেতরে গোলমাল “—ছেড়ে দাও মামা, আর কখনো করবো না”...“হায়ামজাদা, চুরি করে, তোকে জেল খাটিয়ে ছাড়বো—” বলেই ভাগনেকে ছুড়ে ভেতরে ফেলে দেয় । পেছনে এসে হাজির হয় রাম, তার হাতে একটা সোনার বাঁট, তার পেছনে হরি]

রাম । দেখলি...দেখলি হরি, বললাম না এ বেটা চোর !! আমি যদি ভোর রাতে—

ভাগনে । না মামা বিশ্বাস কর—

রাম । Shut up. আমার কোন ভাগনে নেই । তাছাড়া তোর মত একটা চোর হবে আমার ভাগনে !!

হরি । ছ্যা—ছ্যা ; তা কি কখনো হতে পারে বাবু ?

ভাগনে । তুমি যদি ব্ল্যাক মার্কেট করে সমাজের মাথা হতে পারো, আমি চোর হয়ে তোমার ভাগনে হতে পারবো না ?

রাম ॥ Shut up—তোকে আমি মেয়েই ফেলবো। হারামজাদা। বড
বড় মুখ নয় তত বড় কথা !! আমি ব্র্যাকমার্কেট করি...(মারতে উত্তত)
হু ॥ হজুর। একা পারবেন না। তাছাড়া, আপনার পা খোঁড়া...আপনি
আমাদের ওপর ছেড়ে দিন।

বারকোষ ॥ আমরা থাকতে আপনি কেন কষ্ট করবেন হজুর ?

ছড়ি ॥ যদি হাতে হ্যাণ্ডেলটা থাকতো এক ঘায়ে শেষ করে দিতাম।

বুলি ॥ কোন কিছু করতে হবে না হজুর, আমার কারখানায় পাঠিয়ে দিন।

ওকে গরমজলে পুড়িয়ে মারবো।

চারজনে ॥ ছেড়ে দিন হজুর আমাদের হাতে।

[রাম কিছু ওদের কথা শুনছে না। সে ভাগনেকে
গালাগাল দিচ্ছে আর মেয়েই চলছে। পুলিশ বেশে প্রবেশ
করে, কেল, কটা, বন্টু, হ্রমুস। কেল কটার হাতে
রাইফেল, বন্টু-হ্রমুসের হাতে লাঠি]

চারজনে ॥ ছেড়ে দিন ওনাকে।

পাঁচজনে ॥ (হাত তুলে) মা...মা...মানে ?

চারজনে ॥ আগে সরে যান। তারপর কথা।

রাম ॥ হে-হে-হে, সে ত' বটেই...সে ত' বটেই। আপনারা এসে গেছেন,
ভালই হয়েছে। এই দেখুন না, ঐ লোকটা আমার ভাগনে সেজে বাড়ীতে
চুকে আমার জিনিসপত্র চুরি করেছে। এ একটা চোর !

কেলে ॥ উনি চোর নন। উনি আমাদের অফিসার।

পাঁচজনে ॥ অফিসার !!

কেলে ॥ ই্যা অফিসার। বালিগঞ্জ থানার উনি O. C.

পাঁচজনে ॥ O. C. !! (পাঁচজনে মাথায় হাত দিয়ে বসে)

কেলে ॥ স্তার, আপনার লাগে নি তো ?

স্বত্রত ॥ লাগার কথা পরে হবে। আগে ওকে গাড়ীতে তুলুন।

চারজনে ॥ (হু, বারকোষ ইত্যাদি) হজুর !!

রাম ॥ কেন আমাকে গাড়ীতে তোলা হবে, আমি জানতে চাই ? (কেল,
কটা ইত্যাদি ভৈরী হয়।)

চারজনে । (হু ইত্যাদি) কেন ওনাকে গাড়ীতে তোলা হবে, আমরাও
জানতে চাই ?

স্বত্রত ॥ বেশী জানতে চাইবেন না, তাতে বিপদ বাড়বে । আপনার
কিছুতেও কম অভিযোগ সরকারী অফিসে জমা নেই ।

ছড়ি ॥ আমি চললাম । আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে । (প্রস্থান)

রাম ॥ ছড়িবাবু !

ঝুলি ॥ এখনি আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে । আমি চলি । (প্রস্থান)

রাম ॥ ঝুলিবাবু !!

হু, বারকোষ ॥ আমরাও চললাম । মাঠের ধানগুলো বোধ হয় হরির লুঠ
হয়ে গেল । (প্রস্থান)

রাম ॥ বিশ্বাসঘাতক...শয়তান...ওদের আমি—!!

স্বত্রত ॥ রেগে কোন লাভ হবে না রামবাবু ।

চারজনে ॥ (কেলে ইত্যাদি) চলুন ।

রাম ॥ আমার দোষ কী...কেন আমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হবে...
জানতে না পারা পর্যন্ত জাস্ত অবস্থায় আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন না ।

স্বত্রত ॥ আন্তে...আন্তে রামবাবু...অত তাড়াছড়ো করবেন না । আপনার
বিরুদ্ধে অভিযোগ কী একটা ! শ'য়ে শ'য়ে অভিযোগ থানায় জমা আছে !
থানায় চলুন—সব জানতে পারবেন । কালাচাঁদবাবু নিয়ে যান ।

[ওরা রামকে নিয়ে টানতে টানতে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা
করে । হরি কেঁদে ওঠে ।]

হরি ॥ বাবুগো...একি সবানাশ হ'ল গো....

॥ পর্দা ॥

[স্বকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা অহুসরণে লেখা হল এই একাংক]

নাট্যকারের ঠিকানা : ৮ শায়লঙ্গার ঠাকুর রোড, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা ।

ব্ল্যাক মার্কেট

৩৯১

বোম্মানা বিষ্ণনাথম্ প্রসঙ্গে—

শ্রী বোম্মানা বিষ্ণনাথম্ আদিতে তেলুগুভাষী, কিন্তু তিনি শুধু বাঙালা লেখেনই না, আধুনিক বাঙলার একজন উল্লেখযোগ্য লেখক-রূপেই নিজের স্থান করে নিয়েছেন...বিষ্ণনাথমের মতো উদার দৃষ্টি বহু-ভাষাবিদ সাহিত্যিকরাই ভাবী ভারতকে গড়ে তুলবেন এই আশা নিয়েই স্বাগত জানাচ্ছি তাঁকে।

(যুগান্তর : ২৮শে আগষ্ট, ১৯৬০)

...The essence of Bengal's literary style he has mastered to perfection. He has been offering distinct service to the Bengali literature..... Some day he (Bommana Viswanatham) may be the 'Joseph Conrad' of Bengal.

(The Amrita Bazar Patrika, 25th Sept. 1960)

বলতে দ্বিধা নেই, বাংলা ভাষায় তিনি একটি ঐর্ষণীয় রচনাভঙ্গী আয়ত্ত্ব করেছেন।

(দেশ : ১৯শে নভেম্বর, ১৯৬০)

তাঁর প্রত্যেকখানিতে তিনি গভীর সাহিত্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

(আনন্দবাজার : ২৫শে নভেম্বর, ১৯৬২)